বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঃ একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এস.এম. মাহফুজুর রহমান
এম.ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রোল নং-৪৯
শিক্ষাবর্ষ-২০০২-২০০৩

GIFT

Dhaka University Library
425574

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. টি. এম. ফাখরুদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মে-২০০৭ইং

ড.এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা,বাংলাদেশ।

Dr.A.T.M. Fakhruddin
Asscoiate professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক এস.এম.মাহফুজুর রহমান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য দাখিলকৃত **"বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঃ একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। আমি গবেষণা থিসিসটির পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য অনুমোদন করছি।

425574

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড.এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন)
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঃ একটি পর্যালোচনা'** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এর পূর্বে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোন ডিগ্রী / ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপন করিনি।

(এস.এম. মাহফুজুর রহমান)
এম.ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিষ্ট্রেশন নং- ৪৯
শিক্ষাবর্ষ-২০০২-২০০৩

425574

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত যিনি আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু,সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত,কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক,ইসলামের ধারক ও বাহক হযরত মুহম্মাদ (স.) এর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে আবির্ভাব হয়ে মানব জাতিকে হিদায়াতের সন্ধান দিয়েছেন।

আমি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনার প্রারম্ভে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা আমাকে "বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সম্মানিত শিক্ষক, আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, অত্র গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন স্যারের প্রতি, যিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন।

আজকের এই দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম ড. নূরুল হক স্যারকে, যিনি এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমাদের কাছ থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ স্যার ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক ড.মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড.মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড.আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড.মুহম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. আ.স.ম আবদুল্লাহ,অধ্যাপক ড.এ.বি.এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড.মুহম্মদ ইউসুফ, ড. মোঃ আবদুল কাদির, জনাব যুবাইর মোঃ এহসানুল হক, জনাব মোহম্মাদ শহীদুল ইসলাম, জনাব মুহাঃ মিজানুর রহমানসহ সকল স্যারকে, যাঁদের গবেষণাসুলভ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করছি আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আ.জ.ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী ও জনাব মুহম্মদ রুহুল আমীন স্যারদ্বয়কে, তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি আমার শিক্ষাজীবনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান, মাওলানা আবদুল হালিম মাদানীসহ বিভিন্নস্তরের শিক্ষক মন্ডলী, আমার শ্রদ্ধাভাজন আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শ্বাশুরীকে যাঁদের ঐকান্তিক নেক দু'আয় মহান আল্লাহ আমাকে এ স্তরে পৌছিয়েছেন। যিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে সময় ও মেধা দিয়ে আমার গবেষণার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব মোঃ মোয়জ্জেম হোসেন (প্রভাষক, চাখার দরবার মঞ্জিল সিনিয়র মাদরাসা)। আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর এ সহযোগিতার জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধুবর জনাব আখতারুজ্জামান নকীব (প্রভাষক, উজিরপুর মহিলা কলেজ), জনাব মুঃ মুশাররাফ হুসাইন (প্রভাষক, গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজ) এর প্রতি, যাঁরা আমার এ থিসিস প্রস্তুত ও প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গ্রন্থাগার হতে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছেন, সে জন্যে তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থণা তিনি যেন আমার শ্রমজাত কর্মটুকু কবুল পূর্বক পরকালে নাজাতের ওয়াসিলা করে দেন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বাংলা ও আরবী সাংকেতিক নির্দেশনা

(আ.)	- আলাইহিস সালাম
(স.)	- সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম
(রা.)	- রাদিয়াল্লাহু আনহু
(রহ.)	- রহমাতুল্লাহি আলাইহি
তাং	- তারিখ
তা.বি	- তারিখ বিহীন
ইং	- ইংরেজী
হিঃ	- হিজরী
বাং	- বাংলা
খৃঃ	- খ্রীষ্টাব্দ
পৃঃ	- পৃষ্ঠা
ড.	- ডক্টর
ই.ফা.বা.	- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১ম খন্ড	- প্রথম খন্ড
২য় খন্ড	- দ্বিতীয় খন্ড

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

প্রত্যয়ন পত্র

ঘোষণা পত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শব্দ সংকেত

সুচী পত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ঃ বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ----------১-৯

(ক) বরিশাল জেলা পরিচিতি ----------২

(খ) বরিশাল জেলার ইতিকথা ---------- ৩-৪

(গ) বরিশাল জেলার নামকরণ ---------- ৫-৬

(ঘ) এক নজরে বরিশাল জেলা ---------- ৭-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিকাশ ----------১০-২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের পরিচয় ---------- ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসংগ ----------১২-২১

(ক) শিক্ষার পরিচয়---------- ১৩-১৪

(খ) আরবীর পরিচয় ---------- ১৫-১৭

(গ) ইসলামী শিক্ষার পরিচয় ---------- ১৮

(ঘ) ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ---------- ১৯-২০

(ঙ) ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিস্তারের ইতিহাস----২২-২৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠানসমুহের অবদান ঃ - ২৬-১৫৫

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাদরাসা সমুহের অবদানঃ---------- ২৭

(ক) কামিল মাদরাসা সমুহের অবদান ---------- ২৮-৫০

(খ) ফাজিল মাদরাসা সমুহের অবদান ---------- ৫১-৮৩

(গ) আলিম মাদরাসা সমুহের অবদান----------৮৪-১০৩

(ঘ) দাখিল মাদরাসা সমুহের অবদান----------১০৪-১১৫

(ঙ) ক্বওমী/ দারসে নিজামী মাদরাসা সমুহের অবদান---১১৬-১৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাসজিদ সমুহের অবদান ----------১৩১-১৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামী পাঠাগার, সমাজকল্যাণ পরিষদ ও ট্রাস্টের অবদান - ১৪০-১৫৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ স্কুল-কলেজ সমুহের অবদান ----------১৫৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবদান ঃ--- ১৫৬-২৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উলামা-মাশায়েখদের অবদান---------- ১৫৭-১৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের অবদান--------- ১৮৫-২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম ও খতিবদের অবদান---------- ২০৯-২২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পীর-আওলিয়াদের অবদান---------- ২২৬-২৫৮

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ ঃ ------ ২৫৯-২৬০

উপসংহার ঃ ---------- ২৬১

গ্রন্থপঞ্জিঃ----------২৬২-২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষের অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন সম্পর্কে চেতনা, কৃষ্টি সভ্যতার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শকে সম্পৃক্ত করে মানুষ তার নিজস্ব পরিচয়কে মুক্ত মনে বহন করে থাকে। আর জীবনের পরিপূর্ণতার মাত্রা, অবয়ব, চরিত্র সীমাবদ্ধতা সবকিছুই নির্ধারিত হয় মানুষের বিশ্বাসের মাধ্যমে। মানুষের বিশ্বাস গ্রহণের মূল্যায়ন ক্ষমতা, সংস্কৃতি বিকাশের যোগ্যতা ও দৃষ্টিভংগি, সংহতি, মনুষ্য-চেতনা প্রভৃতি বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের এ বিশ্বাস হওয়া উচিৎ আদর্শিক। আর এ আদর্শের প্রতিফলন ঘটে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ, চর্চা, অনুশীলন ও অনুকরণের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের কাজ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের মাধ্যমে অতীতেও চলেছে এখনো চলছে। ষড়ঋতুর রঙ্গশালা, সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা, রূপ-লাবন্যের মাধূর্যময়ী বঙ্গমাতা, কবি নজরুলের 'প্রাচ্যের ভেনিস', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলার মুখ', সুফিয়া কামালের 'পূণ্যে বিশাল বরিশাল', মহাত্মা গান্ধীর 'সদা জাগ্রত বরিশাল', বাংলার শস্য ভাণ্ডার এ্যাগরিকালচারাল ম্যানচেস্টার, বাউল ভাটিয়ালি, জারি সারি আর মিঠা-মাঠির দেশ, ঝড়-তুফানের দেশ, আর 'ধান-নদী-খাল এ তিনে বরিশাল'- এ রয়েছে এ কাজের বিরাট ইতিহাস ও ঐতিহ্য। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ উপকূল অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করে মুসলিম সভ্যতার প্রভাব রাখেন। বাণিজ্যিক সফরে এসে অনেকেই এখানে ঘর-সংসার আরম্ভ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে যে সবুজ সমতল জনাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মুলত আরবীয় সেমিটিক গোষ্ঠির উত্তরপুরুষ। শশাঙ্কের হত্যাযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নিস্পেষণের পাশাপাশি মুসলিম পীর-দরবেশদের প্রচার, কারামতি ও শান্তিময় জীবনব্যবস্থার আহবানে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার, শোষণ আর জুলুমের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ও স্বাধীনতাপ্রিয় উন্নত মানসিকতার দরুন এখানকার অধিবাসীরা কিছুটা বিলম্বে হলেও বিভিন্ন জাতির কাছ থেকে কুড়িয়েছে অকুণ্ঠ সুনাম।

হেনরী বেভারিজ তার "The District of Bakergonj" গ্রন্থে লিখেছেন-"আমেরিকানদের মধ্যে ইংরেজ জাতির যেমন কতগুলো গুনাবলী দেখতে পাই তেমনি বাঙ্গালীদের বৈশিষ্ট্য বাকেরগঞ্জের (বরিশালের পূর্ব নাম ছিল বাকেরগঞ্জ) লোকদের মধ্যে বেশী বেশী দেখতে পাই।" তিনি তার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লিখেছেন-"বাকেরগঞ্জের মুসলমানগণ কোনদিক থেকে ঢাকা ও নোয়াখালীর মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত নহে; তবে পার্থক্য এই যে, বাকেরগঞ্জের মুসলমানগণ অনেকটা বাধাহীন, অধিক স্বাধীন প্রকৃতির।" মূলত এ অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রভাব থাকার কারণেই মিঃ বেভারিজ এ ধরণের মন্তব্য করতে পেরেছিলেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আমার গবেষণার অদম্য আগ্রহ দীর্ঘদিন থেকে সঞ্চারিত হয়। বরিশালে জন্মস্থান হবার সুবাদে মাতৃভূমির প্রতি আমার টান থাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে এ দেশের আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমুহের কার্যক্রম ও অবদান মূল্যায়নে আমার মন ঝুকে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে আমি আমার জন্মভূমি বরিশালের অজানা সেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রভাবকে বর্তমান ও পরবর্তী যুগের মানুষদের সামনে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে সঠিক ও নির্ভূল বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গবেষণাকর্ম শুরু করি, যা **"বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারঃ একটি পর্যালোচনা"** শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল গবেষণাকর্মে যুক্ত হয়।

এ গবেষণাকর্ম যাতে নিছক সহায়ক গ্রন্থ নির্ভর না হয় সে বিষয়ে আমি সবসময়েই সচেতন ছিলাম। গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক অনুসন্ধানে নিয়োজিত থেকেছি তেমনি অপ্রকাশিত তথ্য-দলিল, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িকীর সাহায্যে বর্তমান বিষয়কে তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য,সুস্পষ্ট,সাবলীল ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি।

এ গবেষণাকর্মটিকে আমি চারটি অধ্যায়ে বিন্যাস করেছি। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম হচ্ছেঃ-

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিকাশ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমুহের অবদান।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবদান।

বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টিতে বরিশাল জেলা পরিচিতি, বরিশাল জেলার ইতিকথা, বরিশাল জেলার নামকরণ ও এক নজরে বরিশাল জেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিকাশ শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসংগ তথা শিক্ষার সংজ্ঞা, আরবীর পরিচয়, ইসলামী শিক্ষার পরিচয়, ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিস্তারের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছি।

অতঃপর বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমুহের অবদান শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মাদরাসাসমুহের অবদান এ ক্ষেত্রে কামিল মাদরাসাসমুহের অবদান, ফাজিল মাদরাসাসমুহের অবদান, আলিম মাদরাসাসমুহের অবদান, দাখিল মাদরাসাসমুহের অবদান, কওমী/ দারসে নিজামী মাদরাসাসমুহের অবদান আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখযোগ্য মসজিদসমুহের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ট্রাস্ট, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার অবদান উল্লেখ করা হয়েছে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অবদানও সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবদান শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়টিকে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে উলামা-মাশায়েখদের অবদান, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের অবদান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইমাম ও খতিবদের অবদান এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে পীর-আওলিয়াদের অবদানের বিবরন দেয়া হয়েছে।। অধ্যায়গুলো শেষে সংক্ষিপ্ত উপসংহার সংযোজিত হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমি অনুবভ করেছি যে-

- গবেষণা জগতে উল্লেখিত গবেষণাকর্মের ফলাফল ও ব্যবহার নব দিগন্তের উন্মোচন করবে।
- বরিশাল জেলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পরিচিতি তুলে ধরার মাধ্যমে এ জেলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অজানা ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা অর্জনে সহায়ক হবে।
- অত্র শিরোনামে গবেষণার ফলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে এ এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের অবদানের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা উৎসক গবেষক ও জ্ঞানপিপাসুদের জন্য অতীব মূল্যবান সম্পদ ও প্রেরণার উৎস রূপে বিবেচিত হবে।

এ জেলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অবস্থান ও গবেষকদের সম্পর্কে জানতে হলে এ ধরণের গবেষণাকর্ম অতীব জরুরী ও যৌক্তিক। অতএব ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হবার দাবী রাখে এটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে আরও গবেষণা সম্পন্ন হলে শুধুমাত্র বর্তমান জাতি নয় আগামী প্রজন্মের গবেষকরাও এ জেলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে এবং জ্ঞান সাগরে নব দিগন্ত উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। যুগে যুগে যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে এ অভিসন্দর্ভটি কবুল করার প্রার্থনা জানাই। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(ক) বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(খ) বরিশাল জেলার ইতিকথা

(গ) বরিশাল জেলার নামকরণ

(ঘ) এক নজরে বরিশাল জেলা

Dhaka University Institutional Repository

(ক) বরিশাল জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ

উত্তরে মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ, পশ্চিমে ঝালকাঠী ও পিরোজপুর, পূর্বে মেঘনা ও ভোলা, দক্ষিণে পটুয়াখালী ও বরগুনার প্রাচীর ঘিরে অবস্থিত বরিশাল জেলা। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলল রাশিতে জন্ম নিয়েছে এ অঞ্চল। এ অঞ্চল বা এর অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পাঙ্গালা, সাগরদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল প্রভৃতি ছত্রিশটি নামের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] বরিশাল জেলার প্রাচীন নাম চন্দ্রদ্বীপ। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২]

ষড় ঋতুর রঙ্গশালা, সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা, রূপ-লাবন্যে মাধুর্যময়ী এ বঙ্গমাতা বরিশাল। কবি নজরুলের 'প্রাচ্যের ভেনিস', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলার মুখ', সুফিয়া কামালের 'পুণ্যে বিশাল বরিশাল',মহাত্মা গান্ধীর 'সদা জাগ্রত বরিশাল', কবি দ্বিজেন্দ্র লালের 'আদর্শ নমস্য শিক্ষক' বরিশাল। 'বাংলার শস্য ভান্ডার' ' এগ্রিকালচারাল ম্যানচেষ্টার' বরিশালের ইতিহাস সমৃদ্ধশালী ও গৌরবময়। বাঙ্গালী জাতিসত্ত্বা বিকাশে বরিশালের রয়েছে আবহমানকালের অবদান। বরিশাল বাঙ্গালী জাতির পরিচয় বহন করেছে। তাই বরিশালের ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাস। ঐতিহাসিক এ জনপদে জন্ম গ্রহণ করেছেন বাংলার আদি কবি মীননাথ, কবি বিজয়গুপ্ত, বার ভূঁইয়ার অন্যতম রাজা রামচন্দ্র বসু, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর হাশেম আলী, কবি জীবনানন্দ দাশ, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর প্রমুখ মনীষীগণ। যাঁদের চেষ্টার ফলে বরিশালে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ভূ-গঠন, নদ-নদী, বঙ্গোপসাগর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বরিশালের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে এবং সে কারণে বরিশালের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলার অন্যান্য জনপদ থেকে স্বাতন্ত্র্যভাবে গড়ে উঠেছে। এ স্বাতন্ত্র্যবোধ বরিশালের মানুষকে করেছে দুঃসাহসী ও সংগ্রামী। তাই বিদেশী শাসন, প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বসের সাথে সংগ্রাম করে তারা নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

---

[১] মোঃ সাইফুদ্দীন, 'বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস (ঢাকা; ফোকলোর ফাউন্ডেশন;১৯৮৯)পৃ.-২৪

[২]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বরিশাল জেলার ইতিকথা ঃ

পৃথিবীর বয়স বারশ কোটি বছর বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে বহুবার ভূ-আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। প্রতিটি আন্দোলনেই পৃথিবীর রূপ বদলে গিয়ে সূচিত হয়েছে নতুন নতুন মানচিত্রের।বাংলাদেশ একদা আসাম উপসাগরের অংশ ছিল। ২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে গোটা ভারতই 'টিথিস' সাগরে নিমজ্জিত ছিল।[১] হিমালয়ের পাদদেশে একদা সাগরের ঢেউ খেলত। বরিশাল অঞ্চলের কোন কোন অংশের মাটি কমপক্ষে পঁচিশ হাজার বছর পূর্বের তৈরী। সময়ের বহু প্রাকৃতিক কারণের ফল আজকের এ ভূ-খন্ড।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলল রাশিতে জন্ম নিয়েছে এ অঞ্চল। এ অঞ্চল বা এর অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পাঙ্গালা, সাগরদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল প্রভৃতি ছত্রিশটি নামের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ কখনও পরগনা, কখনও বা রাজ্য হিসেবে সুপরিচিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চল চন্দ্রদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাকেরগঞ্জের সাথে বঙ্গাল শব্দের অভিন্নতা সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতই একমত। একাধিক জেলার ইতিহাস লেখক, আঞ্চলিক ইতিহাস ফাউণ্ডেশনের সভাপতি সাইফুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- 'বাকেরগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।"[২] দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারকালে দুনুজমর্দন কর্তৃক চন্দ্রদ্বীপ নামে এ স্বাধীন রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ অঞ্চল 'বাকলা' নামে পরিচিত ছিল।[৩] তিনি বাকলা বন্দর নির্মাণ করেন। এ সামদ্রিক বন্দরে আরব ও পারস্যের বণিকরা বাণিজ্য করতে আসত।[৪] অতি প্রাচীন বৈদেশিক মানচিত্রে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের নাম বড় অক্ষরে অংকিত দেখা যায়।[৫]

খৃস্ট পূর্ব ৩২০ হতে ৪৯৬ সন পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ গুপ্ত রাজাদের অধীন ছিল। ৬০০ সন পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যটি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। দশম শতকে চন্দ্রদ্বীপ পাল ও চন্দ্র রাজাদের একটি বিখ্যাত জনপদ ছিল। ১৪৮৭ সন পর্যন্ত বাকলা চন্দ্রদ্বীপ স্বাধীন ছিল।[৬] ১৫৭৬ সনে সম্রাট আকবর নামে মাত্র বাংলাদেশ জয় করেন। বাংলাদেশের বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ন। তারা ১৫৭৬-১৬১১ সন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে চন্দ্রদ্বীপ শাসন করেন। দুনুজমর্দন দেব চতুর্দশ শতকে এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার মুদ্রায় চন্দ্রদ্বীপ টাকশালের নাম আছে।[৭]

---

১. আল বেরুনী, 'ভারততত্ত্ব'

২. মোঃ সাইফুদ্দীন, 'বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস (ঢাকা: ফোকলোর ফাউন্ডেশন:১৯৮৯)পৃ.-৩৪

৩. পূর্বোক্ত

৪. সিরাজউদ্দিন আহমেদ,'বরিশালের ইতিহাস,(বরিশাল:বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ:১৯৮২) পৃ.৩১

৫. পূর্বোক্ত

৬.পূর্বোক্ত

৭. ড. আবদুল করিম; বাংলাদেশে ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৬১১ সনে সুবেদার ইসলাম খান চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রকে পরাজিত করে রাজ্যটিকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করেন।[১] রাজা অবশ্য তার বীরত্বের উপহার স্বরূপ মোগলদের সনদপত্র নিয়ে ১৬৬৮ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাণী কমলাদেবী বঙ্গের প্রথম মহিলা, যিনি স্বাধীনভাবে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য শাসন করেন। তার পূর্বে বাংলার কোন মহিলা রাজ্য শাসন করেনি। বাউফলের 'কমলারানীর দীঘি' তার স্মৃতি বহন করছে। তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে মি. বেভারিজ তাকে " বাংলার রাজকুমারী' আখ্যা দিয়েছেন।[২] ১৭৯৯ সালে রানী দূর্গাবতীর সময়ে ইংরেজ সরকারের শোষণের এক করুন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য নিলামে বিক্রি হয় এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের চারশত বছরের রাজপরিবারের পতন ঘটে।

পলাশীর পতনের পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনে ঢাকার সুপারভাইজার দ্বারা চন্দ্রদ্বীপের শাসনকার্য পরিচালিত হত। নবাব আলীবর্দী খানের সময় ১৭৪১ সনে আগা বাকেরখান চন্দ্রদ্বীপের একাংশের জমিদারী লাভ করে বাকেরগঞ্জ বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] ১৭৮০ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৮টি জেলা তৈরী করেন। এ জেলার সদর দপ্তর বারৈকরণে (নলছিটির সন্নিকটে) স্থাপন করা হয়। ১৭৯২ সনে তা বাকেরগঞ্জে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৯৬ সন পর্যন্ত এ জেলা বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৯৭ সনে ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] ১৮১২ সনে এ জেলার ১৫টি থানা ছিল ঃ বারৈকরণ (ঝালকাঠী-নলছিটি), আঙ্গারিয়া (বাকেরগঞ্জ), বাউফল, খলিসাখালি (গলাচিপা),চান্দিনা(ভোলা),বুখাইনগর(বরিশালকোতয়ালী), নলচিড়া (মুলাদি-মেহেন্দিগঞ্জ), কেওয়ারী (স্বরূপকাঠী-বানারীপাড়া),কাউখালী, টেগরা (পিরোজপুর),গৌরনদী, বুড়ীরহাট, কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও কালকিনী। ১৮০১ সনে জেলার সদর দপ্তর বাকেরগঞ্জ থেকে বরিশালে (গিরদে বন্দর) স্থানান্তরিত করা হয়।[৫] সুগন্ধা নদীর তীরে ১৭ শতকে গিরদে বন্দর গড়ে উঠে। মোগল আমলে শুল্ক আদায়ের প্রধান চৌকি ছিল গিরদে বন্দরে। পরিবর্তে কালক্রমে বরিশাল নামটিই পরিচিত লাভ করে। ১৮৯৩ সনে থেকে কাগজ-পত্রে, অফিস-আদালতে, বরিশাল জেলার নাম স্থান পায়।

---

১. সিরাজউদ্দিন আহমেদ,'বরিশালের ইতিহাস, পৃ.৩১

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বরিশাল জেলার নামকরণ ঃ

স্যার জন শোর কর্তৃক ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে বাকেরগঞ্জকে জেলা ঘোষণা করা হয়।[১] ১৮০১ সনে জেলার সদর দফতর বাকেরগঞ্জ থেকে বরিশালে স্থানান্তরিত করা হয়।[২] ১৮১৭ সনের আগে বাকেরগঞ্জ পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা পায়নি। সরকারি কাগজপত্রে এ জেলার নাম বাকেরগঞ্জ, কিন্তু জেলা সদর বরিশালে হওয়ার কারণে সকলেই এ জেলাকে বরিশাল বলে জানে। আজকের বরিশাল নামকরণের পিছনে যেসব কথা জনশ্রুতি রয়েছে, তা হলো প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল লবণ ও মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৭৫৭ সনে পলাশীর বিজয়ে ইংরেজরা এ অঞ্চলের লবণ ব্যবসা করায়ত্ব করে। এর আগে বরিশালের নাম ছিল গিরদে বন্দর। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা বড় লবণ চৌকিকে বরিসল্ট বলত। বরিসল্ট থেকে বরিশাল নামকরণ হয়েছে।[৩]

বরিশালের নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য ও অভিমত পাওয়া যায়। আমরা মনে করি, বরিশালের নামকরণের ব্যাপারে কোন বিদেশী প্রসঙ্গ জড়িত নেই, জড়িত আছে লোকসুত্রের অজানা এবং অনাবিস্কৃত সত্য। সেই অনাবিস্কৃত সত্যের সন্ধানই ভাবীকালের গবেষকদের কাজ। বরিশালের নামকরণের ব্যাপারে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়; তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

(১) বরিশালে পূর্বে 'বড় বড় শাল' গাছ জন্মাতো, সেই থেকে বরিশাল নামকরণ হয়েছে।[৪]

(২) বরিশালের পূর্ব নাম গিরদে বন্দর। এ নাম বিদেশী বনিকদের কাছে 'বরিসল্ট' নামে পরিচিত হয়। বরিসল্ট থেকে নামকরণ হয়েছে বরিশাল।[৫]

(৩) 'বেরী' নামক এক পর্তুগীজ, অন্য এক পর্তুগীজ কন্যা শেলীর প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেন। তাদের স্মৃতির জন্য ' বেরীশেলী' লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হয়।[৬]

---

১. এ.এফ.এম.আব্দুল জলিল,'সুন্দর বনের ইতিহাস' পৃষ্ঠা–৬৩১ ও সিরাজউদ্দিন আহম্মেদ,-বরিশালের ইতিহাস (২য় খন্ড),পৃষ্ঠা- ৪৫

২. মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন; বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য,(ঢাকা; ফোকলোর ফাউন্ডেশন;১৯৮৯) পৃ.৪৬

৩. এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল; সুন্দরবনের ইতিহাস- পৃ.-২৩৮

৪. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, বরিশালের ইতিহাস, পৃ.-৩৯

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(৪) বাংলাদেশে সুন্দরবন অঞ্চল বলতে যশোর, খুলনা ও বাকেরগঞ্জ জেলাকে বুঝায়। এ অঞ্চলের একটি জংলী শব্দ ' বড় শিয়াল। এই বড় শিয়াল হতে বরিশাল নামের উৎপত্তি।[১]

(৫) 'বুকড়ি চাল' এক ধরনের মোটা চালের নাম। বুকড়ি চাল শব্দটি লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে বরিশালে পরিণত হয়।[২]

(৬) 'শোল' জাতীয় বৃহৎ মৎস– শাল, এই বৃহৎ থেকে বড় এবং শোল জাতীয় মাছ-শাল সহযোগে বড়িশাল বা বরিশাল হয়েছে।[৩]

(৭) শাল অর্থ গৃহ। সংস্কৃত শালা থেকে আগত শব্দ শাল। বরিশালে বড় বড় গৃহ নির্মিত হতো বলে এর নাম বড়িশাল বা বরিশাল।[৪]

(৮) আঞ্চলিক শব্দ বরিশাল (অর্থ-বাঘ) থেকে বরিশালের নামকরণ হয়েছে।[৫]

(৯) ধানের দেশ বরিশাল। অর্থাৎ বরিশাল জেলায় অত্যাধিক ধান উৎপন্ন হয়। অত্যাধিক ধান উৎপন্ন হয় বলে বরিশালকে বড় (বৃহৎ) ধানের গোলাঘর (গৃহ-শাল) বলা হয়। সে অর্থে বড়শাল শব্দ থেকেই বরিশাল নামের উৎপত্তি।[৬]

(১০) বরিষা (বর্ষাকাল) -র সঙ্গে আল প্রত্যয় যোগে বরিষাল বা বরিশাল হয়েছে।[৭]

(১১) বড়িশ (Fish hook) - এর সঙ্গে আল প্রত্যয় যোগে বড়িশাল বা বরিশাল নামের উৎপত্তি।[৮]

---

১. এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল; সুন্দরবনের ইতিহাস- প.-২৩৮

২ পূর্বোক্ত

৩. মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন; বরিশাল জেলার লোকসাহিত্য, পৃ. ৪৮

৪. পূর্বোক্ত

৫. William cagey ; A Dictionary of Bengali language, vol-2, p.935, p. 923

৬. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, বরিশালের ইতিহাস, পৃ.-৩৯

৭. পূর্বোক্ত

৮. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) এক নজরে বরিশাল জেলা ঃ

অবস্থান	ঃ	বরিশাল জেলা বিষুব রেখার ২১, ৪৮–২৩, ১৪ অক্ষাংশের মধ্যে এবং গ্রীনিচ রেখার পূর্বে ৮৯.৫৫-৯১.৪০ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। সমুদ্র জলভাগ থেকে স্থলভাগ ১০ ফুট উচ্চ।
সীমানা	ঃ	উত্তরে মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা, পূর্বে মেঘনা নদী ও ভোলা জেলা, পশ্চিমে ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা, দক্ষিণে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা।
জেলার প্রতিষ্ঠাকাল ও সদরদপ্তর	ঃ	বাকেরগঞ্জ জেলার প্রতিষ্ঠা ১৭৯৭, পূণর্গঠন ১৯৬৯, ১৯৮৪, সদরদপ্তর ঃ প্রথমে বারৈকরণ- নলছিটি ১৭৮১, বাকেরগঞ্জ স্থানান্তরিত – ১৭৯২ বরিশালে স্থানান্তরিত–১৮০১
আয়তন	ঃ	৯৯৮ মাইল / ১৬০৬ বর্গ কিঃ মিঃ (এক পঞ্চমাংশ নদী)।
মোট জনসংখ্যা	ঃ	২৫,০০,০০০ জন।
উপজেলা সংখ্যা	ঃ	১০টি ;কোতয়ালী (বরিশাল সদর), বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী, উজিরপুর, বানারীপাড়া, আগৈলঝাড়া, গৌরনদী
পৌরসভা সংখ্যা	ঃ	৫টি ;বাকেরগঞ্জ, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী, বানারীপাড়া, গৌরনদী।
ইউনিয়ন সংখ্যা	ঃ	৮৫টি।
গ্রাম সংখ্যা	ঃ	১০৬২টি।
পরিবারের সংখ্যা	ঃ	৪, ৬৪,১৫৪ টি।
সিটি কর্পোরেশন	ঃ	১টি, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩
তাপমাত্রা	ঃ	শীতকালে গড়ে ৫০°-৮৮° ও গ্রীষ্মকালে ৯০°-৯২° ফাঃ।
জলবায়ু	ঃ	আদ্র-নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টিপাত গড়ে ৮৬´।
প্রধান প্রধান নদী	ঃ	মেঘনা, আঁড়িয়াল খাঁ, ছবিপুর, টরকী, নয়াভাঙ্গনী, হিজলা, লতা, তেতুলিয়া, ইলিশা, কীর্তনখোলা ও সন্ধ্যা।
হাসপাতাল	ঃ	১টি ; শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	ঃ	৮টি।
শিক্ষার হার	ঃ	৪০.৯%

Dhaka University Institutional Repository

মেডিকেল কলেজ	ঃ	১টি ; শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	ঃ	১টি ; বি.এম. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
মহাবিদ্যালয়	ঃ	৩২টি
সরকারী মহাবিদ্যালয়	ঃ	৮টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	২৫৪ টি
সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	২টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫১টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	৯৪৫টি
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	২২৫টি
কামিল মাদরাসা	ঃ	০৫টি
ফাজিল মাদরাসা	ঃ	৪৪টি
আলিম মাদরাসা	ঃ	৬৫টি
দাখিল মাদরাসা	ঃ	৫১টি
ইবতেদায়ী মাদরাসা	ঃ	২২টি
মসজিদ সংখ্যা	ঃ	৬৩৪৫ টি
কৃষি কলেজ	ঃ	১টি
পলিটেকনিক কলেজ	ঃ	১টি
ক্যাডেট কলেজ	ঃ	১টি
বিমান সার্ভিস	ঃ	বর্তমানে 'এ্যারো বেঙ্গল এয়ার লাইনস এর দৈনিক ৪টি ও বাংলাদেশ বিমানের ১টি সাপ্তাহিক ফ্লাইট বরিশাল-ঢাকা ফ্লাইট চলাচল রয়েছে।
ষ্টীমার / রকেট সার্ভিস	ঃ	বরিশাল- ঢাকা। বরিশাল–খুলনা।
বাস সার্ভিস	ঃ	বরিশাল–ফরিদপুর–আরিচা-ঢাকা। বরিশাল–ফরিদপুর-মাওয়া-ঢাকা। বরিশাল-যশোর-বেনাপোল। বরিশাল-যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা। বরিশাল-পটুয়াখালী-বরগুনা-খেপুপাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল-দুমকী-বগা-বাউফল।

বরিশাল-ঝালকাঠী-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর-বাগেরহাট-খুলনা।

বরিশাল-ভোলা-চরফ্যাশন।

লঞ্চ সার্ভিস	ঃ	দৈনিক প্রায় ৪০ খানা লঞ্চ বরিশাল থেকে বিভিন্ন রুটে নদীপথে যাতায়াত করে।
পত্রিকা	ঃ	দৈনিক ৬টি, সাপ্তাহিক ৬টি
শিল্প	ঃ	বরিশাল টেক্সটাইল মিল, সোনারগাঁও টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, বরিশাল জুট মিল, বরিশাল জুট টোয়াইন, বরিশাল ফিশিং, বেঙ্গল বিস্কুট লিঃ, অপসোনিন ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, অপসো সালাইন, রেফকো ফার্মাসিউটিক্যাল, ক্যামিস্ট ল্যাবরেটরিজ, মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যাল। কারিকর বিড়ি, অমৃত ময়দা, সেমাই।
মাথাপিছু আয়	ঃ	৩,১০২ টাকা।
মোট জমির পরিমাণ	ঃ	৬,১৫,৯০০ একর
প্রকৃত কৃষি জমি	ঃ	৪,১১,১৬৮ একর
পতিত জমি	ঃ	৪৫০০ একর
খাদ্য উৎপাদন	ঃ	২,৯০,০০০ টন
খাদ্য প্রয়োজন	ঃ	৩, ৬০,০০০ টন
খাদ্য ঘাটতি	ঃ	৭০,০০০ টন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসঙ্গ

(ক) শিক্ষার সংজ্ঞা

(খ) আরবীর পরিচয়

(গ) ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

(ঘ) ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ঙ) ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিস্তারের বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম আরবী শব্দ। এর অর্থ আত্মসমর্পণ। আত্মা মানে নিজ, সমর্পণ মানে স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দেয়া। আত্মসমর্পণ অর্থ- নিজেকে অন্য কারো অধীন করে দেয়া।

কুরআন-হাদীসে (الاسلام) আল ইসলাম শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ বুঝানো হয়েছে। আর যে আল্লাহর তা'য়ালার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে مسلم (মুসলিম) বলা হয়। এর সহজ অর্থ হল নিজের মর্জি ও ইচ্ছামত না চলে আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম মত চলা। যে এভাবে চলে সে-ই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।

ইসলাম শব্দ থেকেই سلم (আসলামা) শব্দ তৈরী হয়েছে। এর অর্থ সে ইসলাম কবুল করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। এভাবেই سلمت মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বা আত্মসমর্পণ করলাম। যেমন-হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা কুরআনে আছে,- سلمت لرب العلمين।

ইসলাম শব্দের আরেকটি অর্থ হলো শান্তি। "আসসালামু আলাইকুম" অর্থ আপনার উপর শান্তি নাযিল হোক। আস্‌সালাম ও ইসলাম একই ক্রিয়ামূলের শব্দ। আল্লাহর হুকুম মত চললেই শান্তি পাওয়া যায়। সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি পেতে হলে ইসলামের বিধানমতো চলতে হবে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য যে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম।

আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষ সৃষ্টির কোন ফর্মূলা আবিস্কার করতে পারেনি। তার অন্তরে এমন কোন ভয় সৃষ্টি করতে পারেনি, যা তাকে সীমার মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য করবে এবং সর্বাবস্থায় দায়িত্ববান বানাবে। এমন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা আবিস্কার করতে পারেনি, যা মানুষকে নীতিবান, চরিত্রবান ও মানব প্রেমিক বানাতে পারে। এ সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে প্রদান করেছেন দ্বীন ইসলাম বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা। এই দ্বীন মানুষকে সঠিক পথ বলে দেয়। এমন পথের কথা বলে দেয়, যে পথে চললে মানুষের গোটা জীবনে আসবে সাফল্য। এই দ্বীন মানুষের সকল যোগ্যতা, শক্তি ও সামর্থকে বিকশিত করে তোলে। ফলে মানুষ হয়ে উঠে পৃথিবীর জন্য অনুগ্রহ আর কল্যাণের কারণ।

ইসলাম মানুষকে সেই জীবন ব্যবস্থা উপহার দেয়, যা পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, জাতি ও গোটা মানবতাকে ইনসাফ ভিত্তিক অধিকার প্রদান করে। ইনসাফ, ন্যায়, সততা ও সাম্যের ভিত্তিতে সকলের সমস্যার সমাধান করে। বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের উন্নতির সুব্যবস্থা করে। এই দ্বীন মানুষের ভিতর, বাহির, দেহ, আত্মা ও মন-মস্তিস্কসহ প্রতিটি দিকের শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসঙ্গ

(ক) শিক্ষার সংজ্ঞা

(খ) আরবীর পরিচয়

(গ) ইসলামী শিক্ষার পরিচয়

(ঘ) ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ঘ) ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

Dhaka University Institutional Repository

(ক) শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ

শিক্ষা হলো অভ্যাস, চর্চা, অনুসরণ বা অনুশীলন দ্বারা কোনো বিষয় আয়ত্তে নেয়া। মানসিক গুনাবলীর অনুশীলন ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা বা অভিজ্ঞতা অর্জনও শিক্ষা। সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে 'শিক্ষা' শব্দটি উদ্ভুত। এর অর্থ শাসন, নিয়ন্ত্রণ বা আদেশ-নিষেধ প্রদান। আরবি تربية- درس- معرفة- تعلم প্রভৃতি শব্দাবলী এ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে শিক্ষা হলো 'Education'- যা ল্যাটিন `Educare' শব্দ থেকে নিস্পন্ন। Educare অর্থ প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা।

সহজ কথায়, শিক্ষা অর্থ হচ্ছে অবগতি ও জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ।

মানব সভ্যতা বিকাশের অন্যতম উপাদান হলো শিক্ষা। সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সেতু বন্ধন রচনার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাবিদদের মতে- শিক্ষা হচ্ছে ঐতিহাসিক ক্রমধারায় সৃষ্ট উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং জ্ঞান-ভাণ্ডারের সঠিক ও যথাযথ সঞ্চালন প্রক্রিয়া। শিক্ষা হচ্ছে মানব শিশুর সামষ্টিক উন্নয়ন।

বৃটিশ Manpower Services Commission 1981 সালে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছে যে- "Education is defined as activities which aim at developing the knowledge. Skills, moral values and understanding required in all aspects of life rather to only as limited type of activity "[১]

বিশ্ব বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মতে -" Education is critical for economic and social development. Education builds human capabilities and opens opportunities. It stimulates and empowers people to participate meaning fully in their own development." [২]

---

১. MSC, 1981 in Reid et al 1992:7

২. Smith 1776, Marshal 1890, Becker 1993, Sen et al 1995. Cited in Education watch, CAMPE:2002

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন-" Education is one of the best investments any country can make. Educated people are more productive and they contribute more to a country's economic growth." [১]

শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার আওতায় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সকল চিন্তা বিকাশ লাভ করার মাধ্যমে একটি উন্নত, জটিল এবং অবিরত পরিবর্তনশীল পরিবেশ উপহার দেয়ার শক্তিশালী প্রক্রিয়া। মানুষের ভিতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে বিকশিত করার মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রয়োজনে উপর্যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্ব মানবতাকে সেবা প্রদানের অন্যতম অনুঘটক হচ্ছে শিক্ষা।

সুতরাং শিক্ষা হলো মানব সমাজের আর্থ-সামাজিক, দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা এবং বিশ্বের স্থিতিশীলতা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের অন্যতম উপাদান।

---

[১]. UNDP : 1992; P-69

Dhaka University Institutional Repository

(খ) আরবীর পরিচিতিঃ

আরবী পৃথিবীর একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠির অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা। এর রয়েছে আন্তর্জাতিক মর্যাদা। এ ভাষায়ই নাজিল হয়েছে মানব জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আল কুরআন। পৃথিবীতে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ভাষাও আরবী। ইসলাম ধর্মের মূল উৎস পবিত্র আল কুরআন ও মহানবী (স.) এর হাদীস আরবী ভাষায় হওয়ায় এর রয়েছে আলাদা মর্যাদা ও গুরুত্ব। মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে সর্বত্র এ ভাষা পঠিত ও চর্চা হয়। এই ভাষায় প্রণীত হয় অসংখ্য ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ। এর প্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্মের জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবী জানা একটি অপরিহার্য বিষয়। ফলে মাদরাসা বা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা বাধ্যতামুলক।

সাহিত্য বিচারেও রয়েছে এ ভাষার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস। এ ভাষায় ইসলাম পূর্বকাল থেকেই অত্যন্ত উচুঁমানের সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর অন্যতম এ ভাষায় যেমন রয়েছে ইমরুল কায়েসের মতো স্বভাব কবি, তেমনি রয়েছে হাফিজ ইব্রাহিমের মতো আধুনিক কবি ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নজিব মাহফুজের মতো লেখক। এঁদের অত্যুৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে আরবী সাহিত্য বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। মধ্য যুগে আরবী ভাষাই ছিল প্রগতির ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা।

George sartor তাঁর `Introduction to the History of Science'-শিরোনামীয় গ্রন্থে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন-"The most valuable of all, the most original and the most pregnant (works) were written in Arabic. From the second half of the eighth to the end of the eleventh century. Arabic was the Scientific, the progressive language of mankind. During the period any one wishing to be well informed, Up-to-date, had to study Arabic.(a large number of non-Arabic spiking people did so) বর্তমান যুগেও মিশরীয় ঔপন্যাসিক নজিব মাহফুজের নোবেল পুরস্কার লাভ আরবী সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে বহু ভাষা প্রচলিত। মানব জাতির ভাষার এই বিভিন্নতা আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন (রূম-২২)। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড.মোঃ শহীদুল্লাহর মতে পৃথিবীতে ২৭৯৬টি ভাষা প্রচলিত আছে।[১] তবে ভাষার সঠিক সংখ্যা আজও নির্ধারিত হয়নি। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলোকে কিছু সংখ্যক ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি মূল ভাষা পরিবারে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। আল্লামা শিবলী নোমনী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী ভাষা পরিবারগুলোকে মূল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[২] সে গুলো হলো-

১. আর্য বা ইন্দো ইউরোপিয়। সংস্কৃত; ফারসী; ল্যাটিন; ইংরেজী; ইত্যাদি এই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত।

২. তুরানী বা মঙ্গেলীয়। চৈনিক; জাপানী; তাতারী; তুর্কী ইত্যাদি এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সামী বা সেমিটিক;[৩]

সামী বা সেমিটিক ভাষার সমজাতীয় ভাষা হিসেবে আরবী কালক্রমে চলে আসছে।

আরবী আরবদের ভাষা। দেশের নাম আরব নামকরণের কারণ হলো-ভৌগলিকদের মতে,- 'আরবহ' (عربه) শব্দের সংক্ষেপ হল "আরব'। প্রাচীন কবিদের কবিতায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আসদ ইবনে জাহিল বলেছেনঃ

عربة ارض جد فى الشر اهلها-كما جد فى شرب النقاخ ظماء

আরবহ ঐদেশ যে দেশের অধিবাসী মন্দ কাজে খুব চেষ্টা করে। যেমন- তৃষার্ত ব্যক্তি শীতল পানি পান করতে চেষ্টা করে। সব সামী ভাষায় 'আরবহ ' অর্থ মরুভূমি বা অনাবাদী ভূমি। আল কুরআনে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বাসস্থানের বর্ণনায় মক্কাকে واد غير ذى زرع অর্থ্যাৎ-ফসল বিহীন অনূর্বর একটি উপত্যকা বলা হয়েছে।

বলা যায় এ বর্ণনা আরবহ শব্দের ব্যাখ্যা। আরবী ভাষায়ও আরব শব্দ যাযাবর বা বেদুঈন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মরুময় অঞ্চল বলে এদেশ আরব। ইয়ামিন থেকে শাম পর্যন্ত এ বিস্তৃত অঞ্চল আরবদেশ। দেশের নামানুসারে অধিবাসীরা আরব এবং তাদের ভাষা আরবী বলে অভিহিত হয়ে আসছে।

---

১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,ভাষার উৎপত্তি, মুহম্মদ সফিউল্লাহ সম্পাদিত শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ,(১৯৬৭)পৃ.২২২-২৭।

২. শিবলী নু'মানী, মালাকাতে শিবলী,২য় খণ্ড,আদবী,পৃ. ১ ও সুলায়মান নদভী, লুঘাতে জদিদহ, ৩য় সংস্করণ (১৯২৭) পৃ.১০৩।

৩. আধুনিক ভাষাবিদদের মতে মুল ভাষা পরিবারগুলির সংখ্যা সতের এর কম নয়। মোঃ নূরুল হক,ভাষা বিজ্ঞানের ইতিহাস,(১৯৭৩) পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর একটি হাদীস এখানে প্রণিধানযোগ্য।

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبوا العرب لثلاث لانى عربى والقران عربى وكلام اهل الجنة عربى- -(رواه البيهقى فى شعب الايمان)[১]

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে সকল মুসলিমদের আরবীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথে একটি মুসলিম শিশুর কানে আরবীতে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় এবং একজন মুসলিম কালিমায়ে শাহাদাৎ এর বাণী অন্তরে বিশ্বাস করে ও মুখে উচ্চারণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার কামনা করেন। দৈনিক পাঁচবার সালাত কায়েম করার সময়ে আল্লাহর নিকট আরবীতে মনের কথা বলে, মুনাজাত করে। আরবী মুসলিমদের নিজস্ব ভাষা। মুসলিম দেশগুলোতে আরবীর চর্চা কোনদিন বন্ধ হয়নি। বাংলাদেশেও আরবী শিক্ষার প্রচলন প্রায় খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে আসছে। মুসলিম শাসনামলে এখানে আরবী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে। আজও আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলোতে আরবী একটি পাঠ্য বিষয়।

---

[১]. আল হাদীসঃ বায়হাকী, শুআবুল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ইসলামী শিক্ষা পরিচিতি ঃ

ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা। হযরত আদম (আঃ) এ জীবন ব্যবস্থা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তারপর আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী রাসুল,তাঁরা সবাই ইসলামের কথা বলেছেন। হযরত নূহ, ইবরাহীম, দাউদ, মূসা, ঈসা প্রমূখ নবী (আঃ) গণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যেই আত্মনিয়োগ করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ জীবনব্যবস্থায় পূর্ণতা এনেছেন। তাঁর সময়ে ইসলাম সর্বকালীন, সার্বজনীন ও পূর্নাঙ্গ রূপ পেয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলাম বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিধান দেয়নি। ইসলামে আছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও সুনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আছে সুনির্ধারিত পদ্ধতি। ইসলামের এ সকল রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও পদ্ধতি জানার জন্য ইসলামী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামের রয়েছে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বভাবতই এ শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র।

সর্বজ্ঞানের আঁধার আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতি দান করেছেন। ইসলামী শিক্ষা সেই জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তি বিকাশে যেমন সহায়তা করে, তেমনি মানুষের আচরণ ও চরিত্রকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অজানাকে জানে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কুরআনে বলেছেন -"علم الانسان مالم يعلم" আল্লাহ মানুষকে তা শিখিয়েছেন, মানুষ যা জানত না।[১]

এ হিসাবে বলা যায়- ইসলামী নীতিমালা, অনুশাসন ও বিধি মোতাবেক মানুষের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র এবং মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াসকে ইসলামী শিক্ষা বলে।

শিক্ষা আত্মার অন্ধকার দূর করে মানব হৃদয়কে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। শিক্ষাই মানুষের জ্ঞান উজ্জীবিত করে, আল্লাহর দেয়া শক্তি-সামর্থ্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ এ জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্যকে মানব তথা সৃষ্টির কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। মানুষকে আল্লাহর গুনে গুনান্বিত করে।

এ হিসাবে বলা যায় যে, ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হল ইসলাম শিক্ষা। অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং শিক্ষালব্ধ যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার স্বীয় আত্মাকে ও মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'লাকে জানতে ও চিনতে পারে তা-ই হলো ইসলামী শিক্ষা।

---

[১] আল কুরআনঃ সুরা আলাক, আয়াত নং-৫

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ইসলামী শিক্ষা আদর্শিক ও নৈতিক শিক্ষা। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সাথে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানবতার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিশ্চিতকারী এক ঐশী শিক্ষা ব্যবস্থা এটি। অন্তরের কলুষতা বিদূরণ পূর্বক যাবতীয় মানবিক গুনাবলী বিকশিত করা এবং শিক্ষার্থীদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা, রাসুল (সঃ) এর সত্যিকার অনুসারী উম্মত এবং সমাজের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান, উদার সংস্কৃতিবান, দেশ প্রেমিক, সুনাগরিক ও মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করাই ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উপস্থাপন করা হল ঃ

(১)আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ ঃ জ্ঞান অর্জন ব্যতিত আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক পরিচয় লাভ করা যায় না। জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এ উপলব্ধি মানুষকে আল্লাহর অনুগত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

"انما يخشى الله من عباده العلماء"[১] জ্ঞানের কারণে মানুষের মধ্যে সুপ্ত গবেষণা ও চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটে, যা নিখিল সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তদনিমিত্ত মানুষ আল্লাহকে জানতে সক্ষম হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে -

[২]ان فى خلق السموت والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الالباب

(২) আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা ঃ আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– [৩]وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون প্রত্যেকটি ইবাদত যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হয় জ্ঞানের। এতদ্ব্যতিত জ্ঞানের বদৌলতে মানুষ ইবাদতসমূহের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। যা মানুষকে অধিক ইবাদতের জন্য অনুপ্রাণিত করে। মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ-

[৪] فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

---

১. আল কুরআন ঃ সুরা ফাতির, আয়াত নং-২৮

২. আল কুরআন ঃ সুরা বাকারা, আয়াত নং-১৬৪

৩. আল কুরআন ঃ সুরা আল যারিয়াত, আয়াত নং-৫৬

৪. তিরমিযি শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আল্লাহর দ্বীনকে সঞ্জীবিত রাখা ঃ

জ্ঞান অর্জনের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা। কিয়ামত অবধি সকল মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জীবন বিধানই ইসলাম। এই বিধানের সঠিক জ্ঞান দানের জন্য দুনিয়াতে অগনিত নবী রাসুল আগমন করেছেন। প্রিয়নবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পর ইসলামের শিক্ষা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আলেম সমাজের উপর ন্যস্ত। শিক্ষিত লোকেরাই ইসলামের ধারক ও বাহক। নবী করিম (সঃ) বলেছেন –

العلماء ورثة الانبياء [১]

(৪) আল্লাহর খিলাফত পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন ঃ পৃথিবীর বুকে মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ-

هو الذى جعلكم خلئف فى الارض [২]

খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়, পবিত্র কুরআনে তালুতকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ وزاده بسطة فى العلم والجسم [৩]

এতদ্ব্যতীত খিলাফতের পদটি অত্যন্ত সম্মানের। শিক্ষিতরাই এ সম্মানের হকদার। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ- والذين اوتوا العلم درجات [৪]

(৫) মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন ঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

فطرة الله التى فطر الناس عليها [৫]

আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক গুনাবলী শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত না করা পর্যন্ত উহা সুপ্ত অবস্থায় লুকায়িত থাকে। সেজন্য হাসান বসরী (র.) বলেছেন"- শিক্ষা মানুষকে পশুর স্তর হতে মানুষের স্তরে আনে।' জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে যখন মানবিক গুনাবলী বিকাশ লাভ করে, তখন সমাজ ও জাতি গঠনে মানুষ উন্নত উপাদানে পরিণত হয়। এ অবস্থায় ব্যক্তি হতে সমষ্টি জীবন হয়ে ওঠে সুখী, সমৃদ্ধ ও গতিশীল। প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার ন্যায় মানবিক গুনাবলীসমূহ সক্রিয় হবার কারণে জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও স্বস্তি। হানাহানি, ফ্যাসাদ ও অশান্তি হয় দূরীভূত।

---

১. আহমদ, তিরমিযী

২. আল কুরআন ঃ সুরা ফাতির,আয়াত নং- ৩৯

৩. আল কুরআন ঃ সুরা বাকারা, আয়াত নং -২৪৭

৪. আল কুরআন ঃ সুরা আল মুজাদিলা, আয়াত নং -২

৫. আল কুরআন ঃ সুরা আর রূম, আয়াত নং -৩০

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীন। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ- ان الدين عند الله الاسلام[১]-একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে জীবন যাপন করতে হলে, ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদার মানবতাবোধ, পরমত সহিষ্ণুতা ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে চলতে হয়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হলে ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং ইসলাম শিক্ষা বিষয় অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত আবশ্যক। সর্ব প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসুল এসেছেন, তাঁরা সবাই ইসলামের সুন্দর ও শ্বাশত শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা এবং সে অনুযায়ী চলা ফরযে আইন। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা ফরজে কিফায়া।

ইসলামী শিক্ষা মানুষের জীবনে চলার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানের দ্বারা মূর্খতা দূরীভূত হয় এবং চিন্তা গবেষণার পথ উন্মুক্ত হয়। জ্ঞানের দ্বারাই উন্নতি-অগ্রগতির পথ সূচিত হয় এবং মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এইজন্য ইসলাম জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং শিক্ষা লাভকে সকলের মৌলিক ও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে।

জ্ঞানের বিপরীত হল অজ্ঞতা। ইসলামের দৃষ্টিতে তা ঘৃণিত। আল কুরআনে অজ্ঞতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে উল্লেখ করে তা থেকে পানাহ চাইতে বলে। যেমন হযরত মুসা (আঃ) এর ঘটনার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,- اعوذ با الله ان اكون من الجهلين[২]

ইসলামী শিক্ষা দ্বারা মানুষ সত্য ও মুক্তির পথে চলতে পারে। আল কুরআনে রাসুলুল্লাহ (স.) কে এই মর্মে তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, আপনাকে জ্ঞানের আলো দান করা হয়েছে যেন আপনি খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের কিছু অনুসরণ না করেন। যেমনঃ

ولئن اتبعت اهوا هم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولانصير-[৩]

কাজেই ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

[১]. আল কুরআন ঃ সুরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯

[২] আল কুরআন ঃ সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৬৭

[৩] আল কুরআন ঃ সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-১২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বরিশাল জেলার ইসলামের আগমন ও বিকাশ ঃ

বরিশাল জেলায় ইসলামের আগমন ও বিস্তারের ইতিহাস ঃ

অষ্টম শব্দাদীর প্রথম থেকে আরবরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ উপকূল অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করে মুসলিম সভ্যতার প্রভাব রাখেন। বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামের আলো বিকশিত হয়েছিল। বাণিজ্যিক সফরে এসে অনেকে এখানে ঘর সংসার আরম্ভ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।[১] আর্য-অনার্য, শক-হুনদের স্থলপথে আগমনের বহু পূর্বেই বাংলা অঞ্চলের সাথে আরবদের নৌপথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই বহির্বিশ্বের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর বেশীর ভাগই উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত। মুসলিম শাসনামলে (১২০২ সন থেকে) অসংখ্য আরব, ইরানী, তুর্কি, আফগান মুসলমান ব্যাপকহারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এখানকার জনগণের সাথে মিশে যায়। "বহিরাগত মুসলমানরাই বসবাস আরম্ভ করে চাষাবাদ করে জমিতে ফসল উৎপাদন করে জীবন ধারন করিত।"[২]

"এদের বংশধররাই বিদেশ থেকে আগত বলে দাবী করছেন। বিদেশ থেকে আগত বহু পরিবার রয়েছে যারা শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি না লিখে পেশা বা উপাধি ভিত্তিক পরিচয় বহন করছে। আরব এবং তাদের বংশধররাই সম্ভবত এ এলাকার মূল অধিবাসী।"[৩]

রুকন উদ্দীন বরকত শাহ বাকলা চন্দ্রদ্বীপ দখল করে বিজয় স্মরণে ১৪৬৫ সনে মির্জাগঞ্জে মসজিদ নির্মাণ করেন। " মসজিদ বাড়ী মসজিদ নির্মাণের পূর্বে এ অঞ্চলে মুসলমান বসতি ছিল।[৪]

" বাংলার মুসলমানগণ মুখ্যত সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসন আমলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত শিক্ষক, ধর্ম প্রচারক, সরকারী কর্মচারী ও সৈনিকদের বংশধর।"[৫] 'বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে যে সবুজ সমতল জনাকীর্ণ জনবসতি গড়ে উঠেছিল, তাও ছিল মূলত আরবীয় সেমিটিক

---

১. আবদুল মান্নান তালিব ;বাংলাদেশে ইসলাম(ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:১৯৯৪) পৃষ্ঠা নং-১৪৭ ।

২. আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম,(ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ:১৯৯৪) পৃঃ ১২৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.-৯০

৪. পূর্বোক্ত,

৫. খন্দকার ফজলে রাব্বি:বাংলার মুসলমানের উৎপত্তি,পৃষ্ঠা নং-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ।[১] শশাংকের হত্যাযজ্ঞ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কঠোর নিষ্পেষণের পাশাপাশি মুসলিম পীর দরবেশদের প্রচার,কারামতি ও শান্তিময় জীবন ব্যবস্থার আহবানে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন গান, কবিতা ও গ্রন্থে বরিশালবাসীদের 'বাঙ্গাল" বলে উপহাস করতো। রাজা মানিকচন্দ্রের গানে আছে," ভাটি থেকে আইলো বাঙাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি।" এখানে বরিশাল অঞ্চলের লোকদের "বাঙাল' এবং "লম্বা দাঁড়ি" বলে প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম প্রভাবে এ অঞ্চলের ধর্মভীরু মুসলমানদের প্রতি ব্যরোক্তি করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে সাগড় পারের এতদাঞ্চলে ইসলামের ঢেউ খেলে আসছিল।

"আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীন দেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। দক্ষিণের উপকূল পথে সপ্তম ও অষ্টম শতকে ইসলামের শান্তি ও সত্যের বানী বাংলায় প্রবেশ করে।"[২] বাংলার এ সাগর উপকূলই ছিল তখনকার এ অঞ্চলের একমাত্র প্রবেশ দ্বার। এ কারণেই এ অঞ্চলে সকলের আগে ইসলামের আলো প্রতিফলিত হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনের ক্ষেত্রে বরিশাল প্রথম সারিতে রয়েছে। মাদরাসা ও ছাত্রসংখ্যার দিক থেকেও বরিশাল দেশের প্রথম স্থান দখল করে আছে। এ ক্ষেত্রে বরিশাল নোয়াখালীকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখানে মাদরাসার সংখ্যা নোয়াখালীর চারগুন। পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পূর্বকালে অর্থাৎ দেড় হাজার বছর পূর্বে এ অঞ্চলে একেশ্বরবাদের ঢেউ এসেছে। প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে বিশ্ব ভ্রমণ করে। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি ভাস্কডাগামাকে আব্দুল মজিদ নামক এক মুসলমান নাবিক পথ দেখিয়ে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন।[৩] আরব সেমেটিকরা বিভিন্ন নদীর মোহনায় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় প্রভৃতি সভ্যতা তাদেরই অবদান।" প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত আরবদের হাতে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হত।[৪] 'মহানবী (সঃ) এর সময়েই কমপক্ষে দু'জন সাহাবা এই জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন।"[৫]

---

১. আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম; পৃঃ ৮৭

২. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম , পৃষ্ঠা নং-৬৭

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. আজিজুল হক বান্না, বরিশালে ইসলাম; পৃঃ ১০২

Dhaka University Institutional Repository

" হযরত উমর (রাঃ) এর সময় (৬৩৩-৬৪৪) হযরত মামুন ও মোহাইমেনের নেতৃত্বে পাঁচটি দল এদেশে এসেছিলেন। এরপরও এসেছিলেন আরও কয়েকটি দল।"[১] উল্লেখ্য, এদের আগমন পথ ছিল সমুদ্র পাড়ের বন্দর শহরগুলো। থাকার জন্য স্থায়ী বসতি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন নদনদী বেষ্ঠিত উর্বর সমতল ভূমি।" অসংখ্য সূফী দরবেশ বাংলাদেশকেই তাঁদের দেশ হিসাবে বেছে নেয়।"[২]

বরিশালের শতাধিক ইসলামী চিন্তাবিদ পীর দরবেশ ইসলামের খেদমতে বিশেষ অবদান রেখে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রণীত ইসলামী পুস্তকের সংখ্যা সহস্রাধিক। ইসলামের খেদমতে ছারছিনা, চরমোনাই, মোকামিয়া, পাঙ্গাসিয়া, কাসেমাবাদ, ভয়াং, চৈতা, হদুয়া প্রভৃতি পরিবারবর্গের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শতবর্ষ পূর্ব থেকে ছারছিনা, শায়েস্তাবাদ, উলানিয়া, রায়েরকাঠী, বামনা, চাঁনপুরা প্রভৃতি মুসলিম পরিবারে ফার্সী ও আরবী শিক্ষা দেয়া হতো।[৩]

ছারছিনা পীর সাহেব হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) ও তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোঃ ছালেহ (র.) এর সহায়তায় দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শতাধিক মক্তব, মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের প্রেরণায় বাংলা ভাষায় ইসলামী গ্রন্থাদি প্রণয়নের এক নবযুগের সূচনা ঘটে। হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমেদ (র.) সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আইয়ুব আলী বলেন"- আমার জানামতে উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার ইতিহাসে এমন কোন আলেম খুঁজে পাওয়া যাবে না যার একক প্রচেষ্টায় কোন অঞ্চলে এতবেশী সংখ্যক মক্তব, মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র মাওলানা শাহ আবু জাফর মোঃ সালেহ (র.) কে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদানে অবদান রাখার জন্য ১৯৮০ সনে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।[৪]

চরমোনাইর মরহুম পীর মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (রহঃ) ও তাঁর পুত্র মরহুম সৈয়দ ফজলুল করিম (র.) বরিশাল অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। ছারছিনার মতো এ পরিবারেও বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ মুরীদ রয়েছেন। ছারছীনা ও চরমোনাই মাদরাসা সারা বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইসলামী রেঁনেসার প্রাণকেন্দ্র ও মুসলমানদের আশা ভরসার স্থল।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষার পথ সুলভ ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে বরিশালের এ. কে. ফজলুল হক, খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন খান, হাশেম আলী খান, নূরুল হক চৌধুরী, আসগর আলী উকিল প্রমুখের অবদান এবং " আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম" সহ তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা সাংস্কৃতিক সংগঠন এক নবযুগের সৃষ্টি করে। ১৯০৬ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত " মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'- এ উক্ত নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।[১] ১৯১৯ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'খিলাফত কনফারেন্সের' সভাপতিত্ব করেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ।

১৯০৭ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে হেমায়েত উদ্দিন খান সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।[২]

বরিশাল অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি বর্গের মধ্যে রয়েছেন বুলবুলে বাংলাদেশ মাওলানা আবদুল ওহাব, ত্রিশখানা ইসলামী গ্রন্থের রচয়িতা শাহসূফী মাওলানা এমদাদ আলী, কলিকাতা থেকে আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সুলেখক মাওলানা আবদুস সাত্তার, মাওলানা এ,কে জহুরুল হক (র.), প্রখ্যাত সাহিত্যিক মাওলানা আবদুর রহীম (র.), প্রখ্যাত মুফাচ্ছেরে কুরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুল মতিন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী, মাওলানা মুহম্মদ হেলাল উদ্দিন, অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন(র.), মাওলানা ইয়াসিন বেগ (র.), মাওলানা সরদার আবদুস সালাম(র.),মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.) , মাওলানা এনায়েতুর রহমান(র.), অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদের(র.)। এছাড়া বরিশালের বহু লেখক আরবী ও ইসলামের উপর তথ্যবহুল অসংখ্য ইসলামী গ্রন্থ রচনা করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং এখনো রাখছেন।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে প্রতিষ্ঠানসমুহের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ **মাদরাসাসমুহের অবদান**

(ক) কামিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(খ) ফাজিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(গ) আলিম মাদরাসাসমুহের অবদান

(ঘ) দাখিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(ঙ) কওমী / দারসে নেজামী মাদরাসাসমুহের অবদান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ **মসজিদসমুহের অবদান**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ **ট্রাস্ট, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার কার্যক্রমের অবদান**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ **স্কুল-কলেজসমুহের অবদান**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাদরাসা সমুহের অবদান

(ক) কামিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(খ) ফাজিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(গ) আলিম মাদরাসাসমুহের অবদান

(ঘ) দাখিল মাদরাসাসমুহের অবদান

(ঙ) কওমী / দারসে নেজামী মাদরাসাসমুহের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

(ক) কামিল মাদরাসাসমুহের অবদান

১.ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা

২. চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসা

৩. কাশেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা

৪. সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

৫. বাঘিয়া আল-আমিন বহুমূখী কামিল মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা

বিগত এক শতাব্দী পূর্বে এ দেশে ইসলামী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন অলি আউলিয়া,পীর মাশায়েখদের আগমনে এ দেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে, বিদআত দূর হয়েছে, বাতিল আকীদা দূর হয়েছে এবং বিধর্মীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও বুঝার জন্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পীরে কামেল ছারছীনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) পাঠ্য জীবন শেষ করে মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা, আল কুরআন শিক্ষা দান, হিকমাত ও সুন্নাতের শিক্ষা এবং মানুষের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চরিত্র সংশোধনের নীতিমালা সামনে রেখে তিনি প্রণয়ন করেন ইসলামী দাওয়াতের একটি পরিপূর্ণ কার্যক্রম।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সূচনাঃ

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহ্মেদ (র.) বহু নারিকেল, শুপারী ও আম কাঠালের গাছ কেটে একখানা গোলপাতা বিশিষ্ট ঘর তুলে নিজ বাড়ীতে আল কুরআন শিক্ষা দানের জন্য ১৯১৫ সনে সর্বপ্রথম একটি কেরাতিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১] মাদরাসার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন কারী খোরশেদ আলী সাহেব (র.), পরে ইদিলপুর নিবাসী মৌলভী মির্জা আলী সাহেব (র.)। তাঁরা মাদরাসায় জামাত নিয়মে তা'লিম দিতে শুরু করেন। এ সময় ভাণ্ডারিয়া নিবাসী মাস্টার এমদাদ আলী সাহেব(র.) এই মাদরাসার বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।[২]

---

[১]. অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ছারছীনা একটি নাম;একটি ইতিহাস (বরিশাল;ছারছীনা লাইব্রেরি,২০০৭)পৃ.-০৩

[২].পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বোর্ডিং প্রতিষ্ঠা ও মাদরাসার নামকরণঃ

পীর সাহেব (র.) প্রথম থেকেই মাদরাসার ছাত্রদেরকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী লেবাস-পোষাক, আদব-কায়দা, চাল-চলন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা আমলসহ সর্ব বিষয়ে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাদারাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিদেশী ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের জন্য বোর্ডিং হিসেবে গোলপাতার ছাউনী বিশিষ্ট আরো একটি ঘর নির্মাণ করেন।এই বোর্ডিং এর নাম রাখা হয় হযরত মাওলানা সুফী ফাতেহ আলী (র.) এর নামানুসারে "ফাতেহিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং" এবং মাদরাসার নাম রাখা হয় 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদরাসা'।[১]

মাদরাসার প্রথম কমিটি গঠন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণঃ

১৯১৫ সন হতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত সময়কে মাদরাসার প্রাথমিক স্তর বলা চলে। ১৯১৭ সনে মাদরাসার প্রথম ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয়।[২] শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কমিটির সভাপতি এবং হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এই সময় থেকেই উপযুক্ত মোর্দারেছ দ্বারা মাদরাসা পরিচালিত হতে থাকে। এ সময় সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে মাওলানা লুৎফুল হককে এবং হেড মাস্টার হিসেবে মৌলভী অজিউল্লাহ সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩]

১৯২৭ সন হতে ১৯৩৮ সন পর্যন্ত সময়কে মাদরাসা ও বোর্ডিং এর দ্বিতীয় স্তর বলা চলে।এ সময়কারে একমাত্র মাদরাসা, হাফেজী মাদরাসা, বৃহত্তর দ্বিতল ছাত্রাবাস, মসজিদ নির্মাণ, পুকুর খনন, মাটি ভরাট প্রভৃতি কাজের উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৯৩০ সনে মাওঃ নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) নিজ বাড়ীর নারিকেল ও শুবাক গাছ কেটে ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ও ২০ হাত প্রস্থ একটি দালান নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং ১৯৩১ সনে মাদরাসা ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।[৪] সরকারের বিধি মোতাবেক মাদরাসা ও বোর্ডিং এর জন্য মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) নিজস্ব বসত বাড়ীর সামান্য কিছু রেখে বাকী সব জমি (তিন চতুর্থাংশ) ওয়াক্ফ করে দেন। ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি মাসে উক্ত দলিল সম্পন্ন করা হয়।[৫] ১৯৩৫ সনে সরকারী অর্থানুকূল্যে ও জন সাধারণের দানে মনোরম কারুকার্য খচিত ২৭২ ফুট দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট প্রস্থ দ্বিতল ছাত্রাবাসের কাজ সমাপ্ত হয়। ১৯৩৮ সনে পীর সাহেব (র.) ছাত্রদেরকে আল কুরআন হিফ্জ করার নিমিত্তে হিফ্জুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৬] এ পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্র হাফেজ হয়ে আল কুরআনের বানী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ও দিচ্ছে।

---

১. ড.এ.এফ.এম আরওয়ারুল হক,শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.)একটি জীবন একটি ইতিহাস, (ঢাকা;ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি;২০০৫),পৃ.-৩৬

২. অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ছারছীনা একটি নাম;একটি ইতিহাস (যন্ত্রাংশ;২০০৭)পৃ.-০৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.-০৬

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত,পৃ.-০৮

Dhaka University Institutional Repository

টাইটেল ক্লাস চালু ও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনঃ

তৎকালীন সময়ে জামাতে উলা পাস করার পর হাদীস বা টাইটেল পড়ার জন্য কোলকাতা ও হিন্দুস্থান ছাড়া আর অন্য কোথাও সুযোগ ছিলনা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছিল অল্প সংখ্যক ছাত্র কোলকাতা ও হিন্দস্থানে গিয়ে হাদীস বা টাইটেল পড়তে পারতেন। মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ(র.) ছারছীনা মাদরাসায় টাইটেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাস্টার এমদাদ আলী (র.) কে দায়িত্ব দেন। পীর সাহেব (র.) হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পেশোয়ারের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল জলিল (র.) ও মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সাদুল্লাহ (র.) সাহেবদ্বয়কে নিযুক্ত করেন।[১] হাদীস শরীফ খরিদ করার জন্য পীর সাহেব (র.) নিজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা দান করেন এবং ভক্ত মুরীদদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদীসের কিতাব সংগ্রহ করেন। ১৯৩৮ সনে মাদারাসায় টাইটেল আউয়াল এবং পরবর্তী বছর ১৯৩৯ সনে টাইটেল দুওম পড়ানো শুরু হয়।[২] সরকারী অনুমতি না থাকায় ১৯৩৯ সনে প্রাইভেট হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রে টাইটেল পরীক্ষা দিয়ে অধিকাংশ ছাত্রই কৃতিত্বের সাথে পাস করতে সক্ষম হয়।

১৯৩৪ সনে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নাজিম উদ্দিন সাহেব ছারছীনা মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন।[৩] ১৯৩৯ সনে মাস্টার এমদাদ আলী (র.) সেই পরিদর্শনের ভিজিট নোট, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) ও গন্যমান্য সরকারী বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের মাদরাসা পরিদর্শনের ভিজিট নোটসহ টাইটেল মঞ্জুরীর জন্য কোলকাতার ডিরেক্টর জনাব মাওলা বক্সের নিকট আবেদন করেন।[৪] যেহেতু বাংলার কোথাও কোন টাইটেল মাদরাসা ছিলনা তাই টাইটেল মঞ্জুরী দেবার পূর্বে অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক এবং গভর্ণর মিঃ হারবার্ট আর্থার মাদরাসা পরিদর্শনে আসেন। ১৯৪২ সনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ,কে ফজলুল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিভাগের পুর্বের চিরাচরিত আইন রহিত করে মফস্বল বাংলায় সর্বপ্রথম ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদরাসায় টাইটেল খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। একাদিক্রমে সাত বছর চেষ্টার ফলে ১৯৪৪ সনে টাইটেলের মঞ্জুরী পাওয়া যায়।[৫] ১৯৫০ সনে সরকারীভাবে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় বোর্ডের সকল পরীক্ষার সেন্টার মঞ্জুর হয়।[৬]

---

১. ড.এ.এফ.এম আনওয়ারুল হক,শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.)একটি জীবন একটি ইতিহাস, পৃ.-৫৭

২. পূর্বোক্ত

৩. অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ছারছীনা একটি নাম;একটি ইতিহাস (যন্ত্রাংশ;২০০৭)পৃ.-১১

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত জমি ক্রয় ও ভবন সম্পসারণঃ

মাদরাসার বোর্ডিং এ স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দুইবারে বিশেষ কষ্টে ও হাজার হাজার টাকা খরচ করে ১৫ বিঘা জমি একোয়ার করা হয়। মাদরাসা ও বোর্ডিং এর ব্যয়ভার বহন করার জন্য বরিশাল টাউনে ও কলাপাড়ার বিভিন্ন স্থানে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার জায়দাদ খরিদ করা হয়। বৃটিশ আমলের ভূতপূর্ব কালেকটর জনাব নূর নবী চৌধুরী কর্তৃক রুনিয়র চরে ২৩ বিঘা জমি প্রদত্ত হয়। এ ছাড়াও সহৃদয় দ্বীন দরদী মুসলমানদের প্রদত্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি আছে, যার পরিমান প্রায় একশত একর হবে।[১]

১৯৩৯ সনে মাদরাসার ছাত্র, মোদার্রেছীন ও সর্ব সাধারণের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের জন্য একটি রিজার্ভ পুকুর খনন করা হয়। মাদরাসার বিভিন্ন কাজের জন্য ১৯৪৮ সনে মাদরাসার তহবিল থেকে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করে একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। ১৯৫০ সন হতে ছারছীনা দরবারের মুখপাত্র পাক্ষিক তাবলিগ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।[২]

---

[১]. পুর্বোক্ত

[২]. পুর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দেশ-বিদেশ থেকে আগত সরকারী কর্মকতা ও বিশিষ্ট মেহমানদের সুবিধার্থে পিরোজপুর সাব ডিভিশনাল অফিসার জনাব খোরশেদ আলম সাহেবের অনুরোধে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জনাব রেজা আলী খান একটি ডাকবাংলো নির্মাণ করার কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে মাদরাসার তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় টাকা ব্যয় করে ডাকবাংলো ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মাদরাসার টাইটেলের ছাত্রদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ১৯৪৬ সনে বৃহৎ বোর্ডিং দালানের পশ্চিমে ৭৬ ৩০ ফুট দ্বিতল দারুল হাদীস বিল্ডিং এর নির্মার্ণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৫০ সনে এ ভবনের উদ্বোধন করা হয়।[১] ছাত্রদের বোর্ডিং এ স্থান সংকুলান না হওয়ায় বোর্ডিং বিল্ডিং এর পুর্ব দিকে পূর্ব ভিটিতে ৬৩ ১৮ ফুট পিলারসহ টিনসেড ঘর নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৪৯ সনে দক্ষিণের ভিটিতে একতলা বোর্ডিং বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।[২]

এ ছাড়া পীর সাহেব (র.) এর নিজ ব্যয়ে বাড়ীর এলাকায় একটি দ্বিতল মুসাফিরখানা ও একটি কুতুবখানা নির্মাণ করেন।[৩] দারুচ্ছুন্নাত নামক পাকা ডাকঘর, পাকা ভিটি সম্বলিত টিনসেড পাবলিসিং হাউস মাদরাসার প্রধান এলাকায় অবস্থিত ছিল। মুসলিম স্টোর নামে মাদরাসার একটি কিতাব প্রকাশনা বিভাগ আছে। হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) এর রচিত কিতাবের সংখ্যা প্রায় ৪০ খানা।[৪] এসব কিতাবের আয় মাদরাসায় ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। মাদরাসার কুতুবখানা নামে কিতাবাদী বিক্রয়ের জন্য একটি লাইব্রেরি আছে।মাদরাসার নিজস্ব কুতুবখানায় লক্ষ লক্ষ টাকার কিতাবাদী সংরক্ষিত রয়েছে।

মাদরাসা পরিদর্শনে যাঁরা এসেছিলেনঃ

মাদরাসা ও ছাত্রাবাসের দ্বিতল ইমারত, দারুল হাদীস দ্বিতল ভবন, মসজিদ ও অন্যান্য গৃহাদি, পুকুর, চতুদিকে শান বাধানো ঘাট,পাঁকা রাস্তা, ডাকবাংলো, মাদরাসার প্রেস, পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাম অফিস ইত্যকার যাবতীয় দর্শনীয় বিষয়বস্তু, প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ ও শিক্ষা পদ্ধতি ও হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) এর সাধনার স্মৃতিসৌধ দেখে বিস্ময়াপ্লুত ও বিমুগ্ধ হয়ে যেসব সরকারী বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ভিজিট নোট দিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ

ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী আল কোরাইশী (র.),পীর বাদশাহ মিয়া, জনাব খাজা নাজিম উদ্দিন, শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, রেঞ্জ ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল খালেক, ঢাকা বিভাগ স্কুল পরিদর্শক মিঃ কে.সি রায়, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টাফলেন ব্যারেট, স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান, শিক্ষামন্ত্রী মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক জনাব এন.এন. হোসাইন খান সহ আরো অনেকে।[৫]

১৯৫০ সনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ছারছীনা পরিদর্শনে এলে তিনি যে ভিজিট নোট দিয়েছেন, তার একটা অংশ উল্লেখ করার মতো। তিনি লিখেছেন-

"বর্তমানে তিনশত ছাত্র ফ্রি খোরাক ভোগ করছে। আমি মনে করি এর মাসিক ব্যয় ছয় হাজার টাকার কম হবে না। ছাত্রবাস বর্ধিত করার প্রয়োজন খুবই বেশী। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সরকার এ প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে সাহায্য করবেন। এই মাদরাসা যথার্থ পরিচর্যা করলে এবং সরকার উপযুক্ত যত্ন নিলে ইহা ভবিষ্যতে বাংলার "জামে আজহারে" পরিণত হবে।"[৬]

---

১. পূর্বোক্ত
২. পূর্বোক্ত
৩. পূর্বোক্ত,পৃ.-১২
৪. পূর্বোক্ত
৫. ড.এ.এফ.এম আনওয়ারুল হক,শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.)একটি জীবন একটি ইতিহাস, পৃ.-৯৭
৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার ছাত্রাবাসের জন্য নির্মিত হলসমুহঃ[১]

(১) আবু বকর সিদ্দিকী হল ঃ কামিল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত

(২) নেছার হল ঃ আলিম ও ফাজিল শ্রেণী ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত

(৩) সুফী ফতেহ আলী হল ঃ আলিম ও ফাজিল শ্রেণী ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত

(৪) আইয়ুব হল ঃ দাখিল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত

(৫) মোনায়েম হল ঃ দাখিল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত

মাদরাসার বিভাগসমুহঃ[২]

ক) ইবতেদায়ী বিভাগ খ) দাখিল সাধরণ বিভাগ

গ) দাখিল বিজ্ঞান বিভাগ ঘ) আলিম সাধারণ বিভাগ

ঙ) আলিম বিজ্ঞান বিভাগ চ) কামিল হাদীস বিভাগ

ছ) কামিল আদিব বিভাগ জ) কামিল তাফসীর বিভাগ

ঝ) কামিল ফিকাহ্ বিভাগ ঞ) কারিগরি বিভাগ

ট) আধুনিক ল্যাবরেটরি, কৃষি শিক্ষা ও কম্পিউটার বিভাগ

যাঁরা বর্তমানে মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিতঃ[৩]

১. মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন ঃ অধ্যক্ষ

২. আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ শরাফত আলী ঃ উপাধ্যক্ষ

৩. আলহাজ্জ মাওলানা মুহম্মদ তৈয়বুর রহমান ঃ প্রধান মুহাদ্দিস

৪. মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমীন ছালেহী ঃ মুহাদ্দিস

৫. আলহাজ্জ মাওলানা মুঃ সূফী আবদুর রশিদ ঃ সহকারী অধ্যাপক

৬. মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ প্রধান মুফাচ্ছির

৭.মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ ঃ মুফাচ্ছির

৮. মাওলানা মোঃ আবু ইউসুফ ঃ ফকীহ

৯. মোঃ হারুন-অর-রশিদ ঃ সহকারী অধ্যাপক,বাংলা

১০.মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন আফসারী ঃ আরবী প্রভাষক

১১. মাওলানা মোঃ মাহমুদুল মুনির ঃ আরবী প্রভাষক

১২. আলহাজ্জ মাওলানা আ.জ.ম অহীদুল আলম ঃ আরবী প্রভাষক

১৩. মাওলানা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন ঃ আরবী প্রভাষক

---

[১]. মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন,অধ্যক্ষ,ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা, বরিশাল।

[২].ঐ

[৩] শিক্ষক হাজিরা বহি, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মাওলানা মোঃ নজরুল ইসলাম ঃ ইংরেজী প্রভাষক

১৫. মাওলানা মোঃ আবদুস সামাদ ঃ আরবী প্রভাষক

১৬. মাওলানা মোঃ ইসমাঈল ঃ আরবী প্রভাষক

১৭. মাওলানা মোঃ আবদুর রব ঃ আরবী প্রভাষক

১৮. মাওলানা মোঃ সোলাইমান ঃ আরবী প্রভাষক

১৯. মাওলানা হাফেজ মোঃ বোরহানউদ্দিন ঃ আরবী প্রভাষক

২০. মাওলানা কাজী মফিজ উদ্দিন জেহাদী ঃ সহকারী মৌলভী

২১. আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান ঃ সহকারী মৌলভী

২২.মাওলানা মেছবাহ উদ্দিন ঃ সহকারী মৌলভী

২৩. আলহাজ্জ মোঃ শহিদুল্লাহ ঃ সহকারী শিক্ষক

২৪. কাজী মোঃ নজরুল ইসলাম ঃ সহকারী শিক্ষক

২৫. মোঃ সাইফুল আরিফ ঃ সহকারী শিক্ষক

২৬. মোঃ রেজাউল কবির ঃ সহকারী শিক্ষক

২৭. মোঃ আবদুর রব ঃ বিজ্ঞান শিক্ষক

২৮. আলহাজ্জ মোঃ জগলুল ফারুক ঃ বিজ্ঞান শিক্ষক

২৯. মোঃ শাফায়েত উল্লাহ ঃ শরীর চর্চা শিক্ষক

৩০. মোঃ মতিউর রহামান ঃ জুনিয়র শিক্ষক

৩১. মাওলানা মোঃ আবুল হাশেম ঃ জুনিয়র শিক্ষক

৩২. মাওলানা কারী বেলায়েত হোসেন ঃ কারী

৩৩. মাওলানা আবদুল মান্নান ঃ ইবতেদায়ী প্রধান

৩৪. মোঃ নূরুল হক ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

৩৫. মোঃ শামসুল হক ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

৩৬. কারী মোঃ আবদুল কাদের ঃ কারী

৩৭. মাওলানা মোঃ হারুন-অর রশিদ ঃ নূরাণী কারী

৩৮. আলহাজ্জ মাওলানা মোঃ ছাইদুর রহমান ঃ লাইব্রেরিয়ান

নদী বিধৌত নারিকেল বীথি গুবাক কুঞ্জ পরিবেষ্টিত ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা নীরব নিভৃত পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে সুরম্য অট্টালিকা সুশোভিত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা। অধ্যবসায়ী, আত্মনির্ভরশীল, সমাজ কেন্দ্রিক একদল দ্বীনি মুজাহিদ গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে অব্যাহত রয়েছে এ মাদরাসার অগ্রযাত্রা। মাদারাসার শুরু থেকে অসংখ্য আলেম-ওলামা তৈরী হয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চরমোনাই রশিদীয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসা

চরমোনাইর পীর মরহুম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এছহাক (র.) মনে করলেন যে, দিশেহারা মানুষকে ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগ, হেদায়াত দ্বারা আল্লাহপাকের একত্ববাদের দিকে ডাকা একটি কাজ। কিন্তু ইহা স্থায়ী ও সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার অন্যতম পন্থা হল মাদরাসা কায়েম করা। ইহা দ্বারা কুরআন,হাদীস, উসুল, ফিকাহ ইত্যাদি ধর্মীয় কিতাবসমুহ নিখুত ও নির্ভুলভাবে পড়ানো হয়। এ মাদরাসা দ্বারা সত্যিকারের আলেম তৈরী হয়, যাঁদের দ্বারা ইসলামের আলো দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই তিনি ১৯২৪ সনে তাঁর শ্বশুর হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার ওরফে আহসানুল্লাহ (র.) এর পরামর্শক্রমে প্রথমে মক্তব হিসেবে একটি মাদরাসা চালু করেন।[১] এরপর ভারতের দেওবন্দ মাদরাসার অনুকরণে কওমী নেছাবের পড়াশুনা শুরু করেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলেন যে, এ নেছাবের পড়াশুনায় মাদরাসায় এতদ্দেশে ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বরং যে ছাত্র আছে তাও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে।

অতপর তিনি মরহুম মাওলানা ইসমাতুল্লাহ (র.) ও পীর সাহেবের মেঝ জামাতা মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাহেবকে আলীয়া মাদরাসার কারিকুলাম অনুযায়ী কওমী বাদ দিয়ে আলীয়া মাদরাসা খোলার দায়িত্ব দেন। তাঁরা এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন এবং পাঞ্জম (দাখিল) পর্যন্ত মাদরাসার কার্যক্রম চালু করেন। ০১-০৬-১৯৪৮ এ সরকারীভাবে দাখিল মঞ্জুরী লাভ করে।[২] এরপর থেকে মাদরাসাটি ক্রমন্বয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে। প্রতি বছরই বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়। ০১-০৬-১৯৫১ সনে মাদরাসায় আলিম ক্লাস চালু করা হয় এবং সরকারীভাবে মঞ্জুরী লাভ করে। এরপর ০১-০৭-১৯৫৬ সনে ফাজিল ক্লাসের সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। অতপর ০১-০৭-১৯৭০ সনে কামিল হাদীস গ্রুপ চালু করা হয় এবং ২০০৪ সনে কামিল তাফসীর বিভাগ চালু করা হয়।[৩]

মাদরাসাটি শুরু থেকেই ভালো ফলাফলে বরিশাল অঞ্চলের সুনাম কুড়িয়েছে। এমনকি বোর্ড পরীক্ষায় দাখিল আলিম, ফাজিল ও কামিলে বোর্ড স্ট্যান্ডসহ ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সুনাম অক্ষুন্ন

---

১. মাওলানা ইউসুফ আলী খান,সাবেক উপাধ্যক্ষ, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

২. ঐ

৩. মাওলানা হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছে। সর্বশেষ দাখিল পরীক্ষায় ২০০৪ সালে ৪টি, ২০০৫ সালে ৪টি ও ২০০৬ সালে ২১টি A+ পেয়ে মেধার স্বাক্ষর রেখেছে।[১]

শুরু থেকে মাদরাসার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেনঃ[২]

(১) হযরত মাওলানা ইসমাতুল্লাহ (র.)

(২) হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসেন

(৩) হযরত মাওলানা এ.কে.এম জহুরুল হক (র.)

(৪) হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী খান (ভারপাপ্ত) ঃ ১৯৯৩ থেকে ২০০১

(৫) হযরত মাওলানা আবদুল হক নোমানী ঃ ২০০০ থেকে ২০০৩

(৬) হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান ঃ ০১-০৮-২০০৩ থেকে বর্তমান

মাদরাসায় বর্তমানে যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত ঃ [৩]

(১) মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ অধ্যক্ষ

(২) মাওলানা আবুল বাশার মুঃ আবদুর রহীম ঃ উপাধ্যক্ষ

(৩) মাওলানা মুঃ শাহজাহান ফরিদী আল মাদানী ঃ শাইখুল হাদীস

(৪) মাওলানা মুঃ জাকির হোসাইন ঃ প্রধান মুহাদ্দিস

(৫) মাওলানা মুঃ নিজামুল ইসলাম ঃ দ্বিতীয় মুহাদ্দিস

(৬) মাওলানা মুঃ জাফর ইমাম ঃ প্রধান মুফাসসির

(৭) মাওলানা মুঃ মাহমুদুল হাসান ঃ দ্বিতীয় মুফাসসির

(৮) মাওলানা এমামুদ্দিন মোঃ ত্ব-হা ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী

(৯) মাওলানা আহমদুল্লাহ ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী

(১০) জনাব এস.এম. কবির আলমগীর ঃ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

(১১) মাওলানা মুঃ জাকারিয়া হামিদী ঃ প্রভাষক, আরবী

(১২) মাওলানা মুঃ আলতাফ হোসাইন ঃ প্রভাষক, আরবী

(১৩) মাওলানা মুঃ ইখলাছুর রহমান ঃ প্রভাষক, আরবী

(১৪) মাওলানা মুঃ ছগীর হোসাইন ঃ প্রভাষক, আরবী

(১৫) জনাব মুঃ আবদুস সালাম হাওলাদার ঃ প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস

(১৬) জনাব মুঃ আরিফুর রহমন ঃ প্রভাষক, ইংরেজি

(১৭) মাওলানা কারী নূর মোহাম্মদ ঃ সহকারী মৌলভী

---

১. ফলাফল রেজিস্ট্রার, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

২. মাওলানা ইউসুফ আলী খান,সাবেক উপাধ্যক্ষ, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

৩. শিক্ষক হাজিরা বহি, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

(১৮) মাওলানা মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সহকারী মৌলভী
(১৯) মাওলানা মোঃ আবু হানিফ	ঃ সহকারী মৌলভী
(২০) জনাব মুঃ আলমগীর হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান
(২১) মাওলানা মোঃ জামাল হোসইন	ঃ লাইব্রেরিয়ান
(২২) জনাব এ.বি.এম ইমদাদ আলী খান	ঃ সহকারী শিক্ষক,গণিত
(২৩) জনাব এস.এম.শহীদুল হক	ঃ সহকারী শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান
(২৪) জনাব মুঃ মনিরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক, কৃষিশিক্ষা
(২৫) জনাব মুঃ রাজিবুর রহমান	ঃ শরীর চর্চা শিক্ষক
(২৬) মাওলানা মুঃ হুমায়ুন কবির সেলিম	ঃ সহকারী শিক্ষক, কম্পিউটার
(২৭) মৌলভী হাফেজ আবদুল হাকিম	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(২৮) মাওলানা ইউনুস আলী হাওলাদার	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(২৯) কারী মৌলভী মোহম্মাদ আলী	ঃ জুনিয়র মৌলভী
(৩০) মাওলানা হাফেজ জিয়াউল করিম	ঃ ইবতেদায়ী কারী
(৩১) কারী মোঃ জসিম উদ্দিন	ঃ অতিরিক্ত কারী
(৩২) জনাব মুঃ মোশারেফ হোসেন	ঃ অতিরিক্ত গণিত শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

কাসেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গৌরনদী উপজেলা। হিন্দু জমিদার ও মহাজনী শাসনের ফলে এ এলাকার মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে তাঁদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারতেন না। মুসলিম মহাজন ও সমাজপতি যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্রমন্বয়ে সকল মুসলমানদেরকে ধর্মীয় কার্যক্রমে অভ্যস্থ করতে চেষ্টা করতেন। অবিভক্ত বাংলা ও পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য, ভারতের বিখ্যাত পীর ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলিফা, হরিসোনা থেকে কাছেমাবাদ উত্তরণের মহানায়ক আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.) যিনি আরবী ও ইসলামের একজন খাদেম ছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি মাসজিদ, মাদরাসা, মক্তবসহ ধর্মীয় কার্যক্রমের অনুরক্ত ছিলেন। এলাকার মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে তাঁর খুবই কষ্ট হতো এবং মনে মনে ভাবতো কিভাবে এ এলাকার মুসলামানদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়।

১৯৩২ সনে দক্ষিণ বিজয়পুর নিবাসী বিশিষ্ট বিত্তবান ও ধর্মপ্রাণ জনাব মোঃ সাইজুদ্দিন শরীফের সাথে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) যুবক বয়সেই হজ্জব্রত পালন করার সুযোগ পান।[১] মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারত তথা রাসুলে করিম (স.) এর রুহানী প্রেরণা, ছারছীনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.) এর দোয়া ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে তিনি ১৯৩২ সনের ৮ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম হরিসোনা সিদ্দিকীয়া মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন।[২] প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানার নিজস্ব বৈঠকখানায় শুরু হয়। পরবর্তীতে গোলপাতার চাল বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ঘরে মাদরাসার কার্যক্রম চালু করা হয়। মাদরাসার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে এর সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। ১৯৩৭ সনে মাদরাসাটি ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সরকারী অনুমোদন লাভ করে।[৩] তৎকালীন পুর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর নামানুসারে মাদরাসার গরীব ছাত্রদের আবাসিক ছাত্রবাসের নাকরণ করা হয় নেছারিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং। ১৯৭৪ সনে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদরাসায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়।[৪]

১৯৭৮ সনে কামিল ক্লাশ চালু করা হয় এবং ১৯৮০ সনে অত্র মাদরাসা থেকে ৮১ জন ছাত্র কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। এখন মাদরাসাটি বাংলাদেশের সেরা

---

[১]. সম্পাদনা পরিষদ,শিক্ষা স্মারক-১৯৮৬ (বরিশাল:কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা:১৯৮৬) পৃষ্ঠা নং-২৫

[২] পূর্বোক্ত

[৩] পূর্বোক্ত

[৪] পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-২৬

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার একটি। এর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমান ছাত্রগণ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অর্জনের বিরাট সুযোগ পাচ্ছেন।

১৯৬৪ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী ছিল গৌরনদীর উন্নয়নের জন্য একটা স্মরনীয় দিন। তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বিচারপতি (অবঃ) আবদুল জব্বার খান, জাতীয় পরিষদের সদস্য মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও শিক্ষা বিভাগীয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আবদুস সোবহান মৃধা প্রমুখের সহযোগিতায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনেম খান কাছেমাবাদ মাদরাসায় বাৎসরিক মাহফিলের সমাপনী দিবসে উপস্থিত হন। গভর্ণর সাহেব মাদরাসার উন্নয়ন কাজে তাৎক্ষনিক ৬০,০০০/-টাকা মঞ্জুরী করেন।[১]

বরিশাল অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক উন্নয়নে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) এর অসামান্য সুনাম ও সুখ্যাতির কথা জেনে ১৯৭৯ সনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহামান কাছেমাবাদ মাদরাসায় শুভাগমন করে একটি দ্বিতল ছাত্রবাস তৈরী করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ৬,১৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাসটি "জিয়া হল" নামে পরিচিত।[২]

শুরু থেকে মাদরাসা প্রধানদের তালিকাঃ[৩]

১.মাওলানা কারী আবদুল কাদের বেজোহারী	ঃ ১৯৩২-১৯৪০
২. মাওলানা আবদুল জব্বার	ঃ ১৯৪১-১৯৬২
৩. মাওলানা মোঃ শামসুল হক	ঃ ১৯৬৩-১৯৭৮
৪. মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ ১৯৭৮-১৯৮০
৫.মাওলানা আবুল খায়ের মোঃ আঃ ওয়াদুদ	ঃ ১৯৮০-১৯৮১
৬. মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান	ঃ ১৯৮২-১৯৮৩
৭. মাওলানা শরীফ এ.কে.এম আবদুল মান্নান	ঃ ১৯৮৩-১৯৯৬
৮. মাওলানা নুর মোহম্মদ (ভারপ্রাপ্ত)	ঃ ১৯৯৬-১৯৯৯
৯. মাওলানা আবদুর রহীম	ঃ ২০০০-২০০২
১০. মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ ২০০২----বর্তমান

মাদরাসা বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৪]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৭০ জন
(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ২৩০ জন
(গ) আলিম	ঃ ১৪৯ জন
(ঘ) ফাজিল	ঃ ১০৮ জন
(ঙ) কামিল	ঃ ১১২ জন

১.পুর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. মাওলানা আবদুল খালেক,অধ্যক্ষ, কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা, গৌরনদী।

৪ .ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

যাঁরা বর্তমানে মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেনঃ[১]

১. মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা আবুল ফাত্তাহ মোঃ ফরিদ	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩. মাওলানা নেছার উদ্দিন	ঃ প্রধান মুহাদ্দিস
৪. মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসাইন	ঃ মুহাদ্দিস
৫. মাওলানা মোঃ আসাদুজ্জমান খান	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
৬. মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৭. মাওলানা আবদুল মতিন	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৮. মাওলানা আবু সাঈদ মোঃ কামাল	ঃ আরবী প্রভাষক
৯. মাওলানা রুহুল আমীন	ঃ আরবী প্রভাষক
১০. জনাব মোঃ জাকির হোসাইন	ঃ ইংরেজী প্রভাষক
১১. জনাব মোঃ আনোয়ার হোসাইন	ঃ বাংলা প্রভাষক
১২. জনাব মুহাম্মদ জামাল হোসেন মল্লিক	ঃ প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস
১৩. মাওলানা আলাউদ্দিন মিয়া	ঃ সহকারী মৌলভী
১৪. জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৫. জনাব মোঃ আল আমীন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৬. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার	ঃ সহাকারী শিক্ষক (কৃষি)
১৭. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৮. জনাব মোঃ ফিরোজ আলম	ঃ সহকারী শিক্ষক(কম্পিউটার)
১৯. মাওলানা মনিরুল ইসলাম	ঃ সহকারী মৌলভী
২০. কারী মোঃ এমদাদুল হক	ঃ কারী
২১. জনাব আবু সাঈদ মোঃ শহিদুল্লাহ	ঃ সহকারী শিক্ষক
২২. জনাব মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
২৩. জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
২৪. জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
২৫. কারী শহিদুল ইসলাম	ঃ ইবতেদায়ী কারী

[১]. শিক্ষক হাজিরা বহি, কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা

ষাটের দশকের এক স্বর্ণঝরা দিনে এ দেশের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে ইসলামী আদর্শের ভীত আরো সুদৃঢ় করার নিমিত্তে "সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ বাংলায় ইলমে দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও সুযোগ্য আলিম তৈরীর এক সফল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে এ মাদরাসাটি। দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে এ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। কেননা হতাশাগ্রস্ত জাতির মাঝে এ প্রতিষ্ঠানগুলোই পারে আশার আলো জ্বালাতে। তৌহিদভিত্তিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় সচেতন সুনাগরিক ও আদর্শ মুসলিম তৈরীতে এ প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম ও নিরলস প্রচেষ্টা সত্যেই প্রশংসনীয়।

বৃটিশ আমলের মধ্য যুগের পরে বাংলার ভ্যানিস বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্র আলেকান্দা সাগরদী এলাকায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা নূরীর প্রচেষ্টায় নূরিয়া হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] যার ফলশ্রুতিতে বরিশাল শহরের কতিপয় ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সন্তানেরা দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ পায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সময়ের ব্যবধানে পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়।[২] যার ফলে অত্র এলাকার লোকজন তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ইসলামী শিক্ষাদানে ব্যর্থ হন। অতঃপর অত্র এলাকার ইসলামপ্রিয় মানুষদের মনে একটি দ্বীনি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা জাগ্রত হয়। মাওলানা এ.কে.এম. আবদুল মজিদ ও এলাকার মৌঃ মোঃ আবদুছ ছোবহান সাহেব এ ব্যাপারটি তৎকালীন আধ্যাত্মিকতার প্রাণকেন্দ্র ছারছিনা দরবার শরীফের অলিয়ে কামেল মুজাদ্দিদে জামান হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র) এর গোচরীভূত করেন। মুহতারাম পীর সাহেব কেবলা ব্যাপারটি অতীব প্রয়োজনীয় মনে করে মাদরাসা নির্মাণের প্রাথমিক অনুমতি ও পরামর্শ দান করেন। যার ফলশ্রুতিতে সাগরদী বাজার জামে মসজিদে একটি ফোরকানিয়া মাদরাসার কার্যক্রম চালু করা হয় এবং তৎকালীন ইসলামপ্রিয় জনগনের সমন্বয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয়।[৩]

১। হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.)	ঃ সভাপতি
২। জনাব সৈয়দ আবু জাফর	ঃ সহ সভাপতি
৩। মাওলানা আবদুল মজিদ	ঃ সেক্রেটারী

---

১. দাখিল,আলিম,ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার্থীদের বিদায় উপলক্ষে স্মরনিকা'২০০৫, সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা।

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪। জনাব আবদুল ওয়াহেদ ঃ সদস্য

৫। আলহাজ্জ আদম আলী ঃ সদস্য

৬। জনাব আবদুস সামাদ দারোগা ঃ সদস্য

৭। জনাব ইসমাঈল তালুকদার ঃ সদস্য

৮। জনাব আবদুল গনি ঃ সদস্য

৯। জনাব ইয়াকুব আলী সিকদার ঃ সদস্য

১০। আলহাজ্জ আবদুল লতিফ ঃ সদস্য

১১। মৌঃ মোঃ আবদুস সোবহান ঃ সদস্য

১৯৬৪ সনের মার্চ মাসে মাদরাসাটিকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপারে উপরোক্ত কমিটির একান্ত প্রচেষ্টায় আলহাজ্জ আবদুল লতিফ ও তাঁর দুই সহোদর ভাই হাজী আবদুল ওয়াহেদ ও জনাব মকবুল আহমেদ ২৭ শতাংশ জমি মাদরাসার নামে দান করার সম্মতি প্রদান করেন এবং সেখানেই মাদরাসর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।[১] যেখানে মাদরাসাটি আজও বর্তমান। নতুন দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী মাদরাসাটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা হয়। ক্রমন্বয়ে মাদরাসাটি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়ে ১৯৬৮/৬৯ সনে বেসরকারীভাবে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ চালু হয়।[২]

দাখিল শ্রেণীতে উন্নীতঃ

১৯৭০ সনে মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ও সুপার পদে মাওলানা সৈয়দ নূরুল ইসলাম (তিমিরকাঠী) এবং হেড মাওলানা পদে মাওলানা এ.বি.এম মোতাহার হোসেন (চরহোগলা) নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালে মাওলানা সৈয়দ নূরুল ইসলাম সাহেবের প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী হওয়ায় মাদরাসার গভর্ণিং বডির মিটিং-এ জনাব মাওলানা এ.বি.এম মোতাহার হোসেনকে মাদরাসার সুপার পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁরই প্রচেষ্টায় তৎকালীন মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ বাকী বিল্লাহ সাহেবের নেক দৃষ্টিতে মাদরাসখানি ১৯৭২ সনে দাখিল মঞ্জুরী লাভ করে।[৩]

আলিম শ্রেণীতে উন্নীতঃ

মাদরাসা কমিটির সহ সভাপতি জনাব সৈয়দ আবু জাফর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম ওয়াজেদ সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সনে আলিম ক্লাসের মঞ্জুরী লাভ করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে উচ্চ শিক্ষার বৈতরণী অতিক্রম করে মাদরাসাটি আরো একাধাপ এগিয়ে যায়।[৪]

ফাজিল শ্রেণীতে উন্নীত ঃ

হাটি হাটি পা পা করে মাদরাসাটি তার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। দিন দিন আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি মানুষের দরদ সৃষ্টি হচ্ছে। বছরের পর বছর শিক্ষার্থীরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ধাপে ধাপে উপরের ক্লাসগুলোত পা রাখছে। এমনি এক সময়ে ১৯৭৭ সনে ছারছিনা দরবার

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

শরীফের পীর জনাব শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর সহযোগিতায় মাদরাসটি ফাজিল শ্রেণীর মঞ্জুরী লাভ করে। [১]

পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ঃ

১৯৭৯ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন পাট মন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আবদুল আউয়াল সাহেবের সুদৃষ্টিতে বরিশাল জেলার মাদরাসাসমূহের ফাইনাল পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে মাদরাসাটি বিবেচিত হয়।[২] অদ্যবদি মাদরাসায় ধারাবাহিকভাবে দাখিল, আলিম,ফাজিল ও কামিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

জাতীয়করণের প্রয়াস ঃ

১৯৭৯ সনে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের নিমিত্তে প্রতি জেলায় একটি করে মাদরাসা জাতীয়করণের প্রস্তাব দেন। উক্ত প্রস্তাবে অত্র মাদ্রাসাটি অগ্রগামী ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে উক্ত প্রস্তাবটির কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ মাহির ও হিফজুল কুরআন ঃ

১৯৭৯ সনে মাদরাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান সাহেব অত্র মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। তাঁরই অদম্য প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সনে বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ মাহির ও হিফজুল কুরআন বিভাগ সরকারীভাবে অনুমোদন লাভ করে। [৩]

কামিল ক্লাস চালু ঃ

১৯৮৫ সনে ম্যানেজিং কমিটি বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান সাহেবকে কামিল খোলার পূর্ণ অনুমতি প্রদান করে। ১৯৮৫ সনের পরিদর্শন রিপোর্ট মোতাবেক মাদারাসাটি কামিল খোলার অনুমতি লাভ করে। ১৯৮৬ সনে মাদরাসা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেবের নেক দৃষ্টি ও তৎকালীন এ ডি পি আই জনাব শামসুদ্দিন, জমিয়াতুল মোদার্রেছিনের সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুস সালাম ও সেক্রেটারী মাওলানা এম,এ লতিফ সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অত্র মাদরাসা আরবী শিক্ষার শেষ স্তর কামিল (ফিকাহ বিভাগ) মঞ্জুরী লাভ করে।[৪]

১৯৯২ সনে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে মাদরাসার কমিটি ও শিক্ষকদের ১০সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের সাথে কামিল হাদিস খোলার নিমিত্তে সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে মাদরাসা বোর্ড কর্মকর্তাদের নেক দৃষ্টিতে কামিল হাদিস বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করে।[৫]

১৯৯৪ সনে মাদরাসার কমিটি ও শিক্ষকদের ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাসের সাথে কামিল আদব ও

১.ঐ

২.ঐ

৩.ঐ

৪.ঐ

৫.ঐ

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর বিভাগ খোলার নিমিত্তে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন এবং মাদরাসায় কামিল আদব ও তাফসীর খোলার ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ও মাদরাসা বোর্ড কর্মকর্তাদের আন্তরিকতায় ১৯৯৫ সনে কামিল আদব ও তাফসীর বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করে

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকঃ

অধ্যক্ষ সাহেবের জাগ্রত চেতনার বিরল যোগ্যতা ও দেশ-বিদেশের ডিগ্রিধারী অন্যান্য সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর উন্নততর শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং সন্তোষজনক রেজাল্টের ফলশ্রুতিতে সাগরদী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসাটি উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চাসনে সমাসীন হচ্ছে। যার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে ১৯৯৩ সনে মাদরাসাটি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।[১] এ ছাড়াও ১৯৯৫ সনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান সাহেব জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।[২]

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৩]

ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম শ্রেণী -- ৫ম শ্রেণী)	ঃ ২০০জন
দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ শ্রেণী-- ১০ম শ্রেণী)	ঃ ১০৯ জন
আলিম	ঃ ১০০জন
ফাজিল	ঃ ১৩৬ জন
কামিল	ঃ ১৪০ জন

মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ঃ[৪]

১। মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা আবদুল হালিম মাদানী	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা আবদুল মোমেন	ঃ প্রধান ফকীহ
৪। মাওলানা এ.কিউ.এম আবদুল হাকিম	ঃ মুহাদ্দিস
৫। মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	ঃ ফকীহ
৬। মাওলানা এ.কে.এম. ফারুক খান	ঃ সহকরী অধ্যাপক, আরবী
৭। মাওলানা এ.বি.এম মোতাহার হোসেন	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৮। মাওলানা আবদুল হামিদ	ঃ প্রভাষক, আরবী
৯। জনাব মোঃ ফারুক বিন ওয়াহিদ	ঃ প্রভাষক, পদার্থ বিদ্যা
১০। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঃ প্রভাষক, রসায়ন
১১। জনাব এস.জি.এম. খালেদ	ঃ প্রভাষক, ইংরেজি
১২। মাওলানা সোহরাব হোসনে	ঃ প্রভাষক, আরবী
১৩। মাওলানা আবুল কালাম	ঃ প্রভাষক, আরবী

---

১. মাওলানা আশরাফ আলী দেওয়ান, অধ্যক্ষ, সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা,বরিশাল।

২. ঐ

৩. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা,বরিশাল।

৪. শিক্ষক হাজিরা বহি, সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। জনাব মোঃ আনিছুর রহমান	ঃ প্রভাষক, জীববিদ্যা
১৫। জনাব মোঃ রেজাউল করিম	ঃ প্রভাষক, বাংলা
১৬। জনাব মোঃ শফিকুল আলম	ঃ প্রভাষক, গণিত
১৭। জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	ঃ প্রদর্শক, বিজ্ঞান বিভাগ
১৮। মাওলান এ. কিউ.এম ইউনুস	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১৯। জনাব এ.কে.এম. শাহআলম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
২০। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
২১। জনাব মোঃ এনামুল হক	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
২২। মাওলানা এনামুল হক	ঃ সিনিয়র মৌলভী
২৩। মাওলানা হাফেজ হারুন-অর-রশিদ	ঃ সিনিয়র মৌলভী
২৪। জনাব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
২৫। মিসেস জিয়াসমিন বেগম	ঃ কৃষি শিক্ষক
২৬। মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ	ঃ কম্পিউটার শিক্ষক
২৭। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	ঃ ক্রীড়া শিক্ষক
২৮। হাফেজ কারী মোঃ আবুল খায়ের	ঃ দাখিল কারী
২৯। মাওলানা কারী মোঃ নূরুল ইসলাম	ঃ মুজাব্বিদ কারী
৩০। মৌঃ মোঃ শামসুল আলম	মুজাব্বিদ কারী
৩১। মাওলানা মোঃ ওয়ালিউলাহ	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
৩২। মাওলানা আবদুর রহিম	ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক
৩৩। মাওলানা মোঃ জহিরুল ইসলাম	ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

বাঘিয়া আল-আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা

বরিশাল শহরের প্রান্তছোঁয়া মনোরম পরিবেশে অবস্থিত স্বনামধন্য ঐতিহ্যবাহী ঐশী জ্ঞানের কুঞ্জ কানন বাঘিয়া আল-আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসাটি ১৯৭২ সনে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে এর কার্যক্রম চলছিল।[১] স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজ সেবক, আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী আলহাজ্জ আবদুর রহমান খান নিজস্ব জমির উপর এ মাদরাসার ভীত রচনা করেন। এরপর তিনি তাঁর ভাইদেরকে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহবান জানালে জনাব জালাল আহমদ খান, জনাব মোজাহের আহমদ খান এবং জনাব আতাহার আলী খান মাদরাসার জন্য জমি ওয়াক্ফ করে দেন।[২] এ ছাড়াও যাঁরা এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন মাওলানা আবদুর রশিদ, জনাব আবদুল মতিন, হাফেজ মনসুর আহমেদ, মাওলানা মজিবুল হক প্রমুখ। ১৯৭৫ সনে এ ফোরকানিয়া মাদরাসাকে দাখিল শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। যদিও দাখিল সরকারীভাবে ১৯৭৮ সনে মঞ্জুরী লাভ করে। এরপর ক্রমন্বয়ে মাদরাসাটি অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে। ১৯৮১ সনে আলিম, ১৯৮৫ সনে ফাজিল, ১৯৯৫ সনে কামিল হাদীস গ্রুপ চালু করা হয়। এপর ২০০২ সনে কামিল তাফসীর গ্রুপ চালু করা হয়।[৩]

এ সকল অগ্রগতির পেছনে যাঁর অবদান সবর্দা স্মরণযোগ্য তিনি হলেন মাদরাসার স্বনামধন্য ও দক্ষ অধ্যক্ষ বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী হযরত মাওলানা এম,এ লতিফ। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। এরপর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৩ সনে S.S.C ভোকেশনাল বিভাগ ও ২০০৪ সনে H.S.C বি.এম বিভাগ চালু করা হয়।[৪] মাদরাসার সুনাম-সুখ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অল্পদিনের ব্যবধানে মাদরাসাটি বরিশালের সেরা মাদরাসায় পরিণত হয়। প্রশাসনেও এটি সুপরিচিতি লাভ করে। যার ফলশ্রুতিতে ২০০২ সন থেকে এ মাদরাসায় ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল,আলিম,ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

---

১. আলহাজ্জ মাস্টার আবদুর রহমান খান, বাঘিয়া, বরিশাল ও প্রতিষ্ঠাতা,বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা।

২. ঐ

৩.মাওলানা এম.এ রব, উপাধ্যক্ষ, বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

৪. ঐ

৫. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে যাঁরা মাদরাসার প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ[১]

(১) মাওলানা আবদুর রশিদ ঃ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত

(২) মাওলানা খলিলুর রহমান ঃ ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত

(৩) মাওলানা এম,এ লতিফ ঃ ১৯৮২ থেকে ----------বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[২]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী) ঃ ১৪৯ জন

(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ ১৬০ জন

(গ) আলিম ঃ ১৫০ জন

(ঘ) ফাজিল ঃ ১৩৭ জন

(ঙ) কামিল (হাদীস বিভাগ) ঃ ২৮৬ জন

(চ) কামিল (তাফসীর বিভাগ) ঃ ৮১ জন

(ছ) এস.এস.সি (ভোক) ঃ ৪০ জন

(জ) এইচ.এস.সি (বি.এম) ঃ ৫০ জন

মাদরাসাটিকে যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ[৩]

(১) আলহাজ্জ এম, এ রশিদ ঃ সভাপতি

(২) মাওলানা মোঃ মজিবুল হক ঃ সহ-সভাপতি

(৩) মাওলানা এম,এ লতিফ ঃ সদস্য সচিব

(৪) মাওলানা এ.বি.এম নূরুজ্জামান ঃ সদস্য

(৫) মাওলানা এম.এ রব ঃ সদস্য

(৬) আলহাজ্জ মোঃ আবদুল লতিফ ঃ সদস্য

(৭) আলহাজ্জ মাস্টার আবদুর রহমান খান ঃ সদস্য

(৮) জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ হাওলাদার ঃ সদস্য

(৯) জনাব মোঃ আবদুল মতিন হাওলাদার ঃ সদস্য

---

১. আলহাজ্জ মাস্টার আবদুর রহমান খান, বাঘিয়া, বরিশাল ও প্রতিষ্ঠাতা,বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা।

২. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

৩. মাওলানা এম.এ রব, উপাধ্যক্ষ, বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় বর্তমানে যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ[১]

১. হযরত মাওলানা এম.এ লতিফ	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা এম. এ রব	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩. হাফেজ মাওলানা মুঃ আবুল কালাম	ঃ প্রধান মুহাদ্দিস
৪. হাফেজ মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান	ঃ মুহাদ্দিস
৫. মাওলানা আতিকুর রহমান	ঃ প্রধান মুফাচ্ছির
৬. মাওলানা মোঃ অলিউর রহমান	ঃ মুফাচ্ছির
৭. মাওলানা মোঃ শহিদুল ইসলাম	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৮. মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান খান	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৯. মাওলানা মোঃ ফারুক হোসাইন	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
১০. জনাব মুহম্মদ শওকত হাসান	ঃ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
১১. মাওলানা মোঃ মনিরুজ্জমান	ঃ প্রভাষক, আরবী
১২.মাওলানা মোঃ সোহরাব হোসাইন	ঃ প্রভাষক,আরবী
১৩. মাওলানা আবুল খায়ের হাশেমী	ঃ প্রভাষক, আরবী
১৪. মাওলানা মোঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ	ঃ প্রভাষক, আরবী
১৫. মাওলানা মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	ঃ প্রভাষক, আরবী
১৬. জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন	ঃ প্রভাষক, ইংরেজি
১৭.জনাব মোঃ আলতাফ হোসাইন	ঃ প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস
১৮. জনাব মুঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ঃ প্রভাষক, বাংলা
১৯. জনাব মোঃ আতাউর রহমান	ঃ প্রভাষক, জীব বিজ্ঞান
২০. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	ঃ প্রভাষক, রসায়ন
২১.জনাব মোঃ শহিদুল হক	ঃ প্রভাষক,পদার্থ বিজ্ঞান
২২. মাওলানা মোঃ মকবুল আহমেদ	ঃ সহকারী মৌলভী
২৩. মাওলানা মোঃ আবদুর রব	ঃ সহকারী মৌলভী
২৪. মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক	ঃ সহকারী মৌলভী
২৫. জনাব মোঃ আবদুর রব তালুকদার	ঃ সহকারী শিক্ষক
২৬.জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম খলিফা	ঃ সহকারী শিক্ষক
২৭.জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক

---

[১].শিক্ষক হাজিরা বহি, বাঘিয়া আল আমিন বহুমুখী কামিল মাদরাসা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

২৮.জনাব মোঃ সেলিম খান ঃ সহকারী শিক্ষক

২৯. জনাব মোঃ জুয়েলুজ্জামান ঃ সহকারী শিক্ষক

৩০. জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ঃ সহকারী শিক্ষক,শরীর চর্চা

৩১. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন ঃ কম্পিউটার শিক্ষক

৩২. জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ঃ কৃষি শিক্ষক

৩৩. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান ঃ জুনিয়র শিক্ষক

৩৪. জনাব মোঃ নিজাম হোসেন ঃ জুনিয়র শিক্ষক

৩৫. জনাব মোঃ আবু হানিফ ঃ জুনিয়র শিক্ষক

৩৬. জনাব মোঃ আবু ছালেহ ঃ ইবতেদায়ী প্রধান

৩৭. জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

৩৮. জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

৩৯. জনাব মোঃ আবদুল জলিল ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক

কারিগরি শাখা (এইচ.এস.সি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) আলিম পর্যায়েঃ

১. জনাব মোঃ বদরুজ্জামান ঃ প্রভাষক,কম্পিউটার

২. জনাব মোঃ আছাদুল হক চৌধুরী ঃ প্রভাষক, সেক্রেটারীয়াল সাইন্স

৩. জনাব শেখ সেলিম আহমেদ ঃ প্রভাষক, ব্যবসায় ব্যবস্থপনা

৪. জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন ঃ কম্পিউটার ডেমোনেস্ট্রেটর

কারিগরি শাখা (এস.এস.সি ভোকেশনাল) দাখিল পর্যায়েঃ

১. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ঃ ইন্সট্রাক্টর,সিভিল

২. জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন ঃ ইন্সট্রাক্টর,সিভিল

৩. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ঃ ইন্সট্রাক্টর, ইলেকট্রনিক্স

৪. জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন ঃ ইন্সট্রাক্টর, ইলেকট্রনিক্স

Dhaka University Institutional Repository

(খ) ফাজিল মাদরাসা সমুহের অবদান

১. যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা

২. নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা

৩. ফরিদগঞ্জ ফাজিল মাদরাসা

৪. চরলক্ষ্মীপুর সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

৫. বাহেরচর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

৬. রামারপোল ডি.ডি.এস. সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

৭. দোসতিনা সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

৮. আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

৯. সাহেবের হাট সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

১০.দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

১১. রোকন উদ্দিন ছালেহিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

১২. আফসার উদ্দিন ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

যোগীরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা

বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের নাম হল যোগীরকান্দা। যখন হিন্দুদের দাপট ও দৌরত্ম্যে মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ভীত। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করা মুসলমানেদের জন্য ছিলো দুসাধ্য ব্যাপার। ইংরেজদের কুশাসনে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া ও নেয়া ছিলো খুবই কঠিন তেমনি এক মুহূর্তে সুদূর জৌনপুর থেকে এসে এ দেশের মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান ও আল কুরআনের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন একদল পীর মাশায়েখ। তাঁদেরই একজন হলেন হযরত মাওলানা ওয়া মোরশেদানা শাহ সূফী আবদুর রব সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.)।

যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা

মাওলানা আবদুর রব (র.) বরিশালের বিভিন্ন উপজেলার গ্রামে গ্রামে সফর করে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন। উজিরপুরেও তিনি এসেছেন।[১] যোগীরকান্দা এলাকায় সফর করে তিনি ভাবলেন যে, এলাকার মুসলমানদের শিক্ষা ও ধর্মীয় আচার-আচরণে অভ্যস্থ করতে হলে একটি মাদরাসা চালু করা প্রয়োজন। তাই তিনি একদা ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব গেরদে আলী সাহেবকে সাথে নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করলেন। সকলেই পীর সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে একটি মাদরাসা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ঐ সময় মাওলানা আবদুর রব সাহেব (র.) এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যগন ছিলেনঃ-[২]

১। হযরত মাওলানা ওয়া মোরশেদানা শাহ সূফী আবদুর রব সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.)
২। আলহাজ্ব গেরদে আলী
৩। জনাব মোঃ আবদুল আজিজ মোল্লা
৪। জনাব মোঃ আবদুল আজীজ হাওলাদার
৫। মৌলভী আবদুল ওয়াজেদ মৃধা
৬ জনাব মোহাম্মদ আলী মাষ্টার
৭। জনাব আবদুস সোবহান মৃধা, সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও পার্লামেন্ট সেক্রেটারী

---

১. আলহাজ্জ আবদুল মজিদ রাড়ী,গ্রাম ও পোঃ-যোগিরকান্দা,উজিরপুর,বরিশাল ও সদস্য গভর্ণিং বডি, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২৮-০২-২০০৭

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯২১সনে জনাব আলহাজ্ব গেরদে আলী সাহেবের দানকৃত জমির উপর একটি জুনিয়র মাদরাসা চালু করা হয়।[১] ক্রমন্বয়ে একে উচ্চ ক্লাশে উন্নীত করার চেষ্টা চলতে থাকে। ০১-০১-১৯৫২ সনে সরকারীভাবে এ মাদরাসাকে দাখিল পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[২] এরপরে মাদরাসার তৎকালীন সুপার জনাব মাওলানা আবুল হাশেম সাহেব মাদরাসাটিকে আলিম ক্লাস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ০১-০৭-১৯৬২ সনে সরকারীভাবে আলিম ক্লাস চালুর অনুমতি প্রদান করে। [৩] মাদরাসার মাধ্যমে অত্র এলাকার মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসা থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়ে ইসলামের কাজে নিয়োজিত হতে থাকে। এলাকার মানুষদের মধ্যে মাদরাসার প্রতি এক অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয় । যার ফলশ্রুতিতে মাদরাসার আরো একটি উচ্চস্তর ফাজিল ক্লাশ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সরকারীভাবে ০১-০৭-১৯৬৪ সনে এ মাদরাসাকে ফাজিল মাদরাসা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।[৪]

১৯৭৮ সনের দিকে মাদরাসার জন্য নির্ধারিত সকল জায়গা নদী ভাঙ্গনে বিলীন হতে শুরু করলে বর্তমান জৌনপুরী পীর সাহেবের পরামর্শে আগের স্থান থেকে বেশ উত্তর দিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব ৬৭ শতাংশ জমি দান করেন। এ জমির উপরই বর্তমান মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত।

বহু পুরাতন মাদরাসা হবার সুবাদে এখানে বাংলাদেশের অনেক নামী দামী ব্যক্তিবর্গ পড়াশুনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বর্তমান সহকারী জজ জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল ও জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন,সাবেক আই.জি.আর (যুগ্ম সচিব) মোঃ মিজানুর রহমান।[৫] মাদরাসার পড়াশুনার একটি নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছে। অত্র মাদরাসা থকে বিভিন্ন সালে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ ২০০৪ সনে ১টি A+ এবং ২০০৬ সনে ৬টি A+ পেয়েছে।[৬] এছাড়াও মাদরাসাটি ১৯৯০ ও ১৯৯৫ সনে জিলা পর্যায়ে এবং ২০০৪ সনে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ [৭]

ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৫০ জন
দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ১৫৬ জন
আলিম	ঃ ৬০ জন
ফাজিল	ঃ ৭৬ জন

---

১. ঐ

২. মাওঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা। সাক্ষাৎকার-২৮-০২-২০০৭।

৩. ঐ

৪. ঐ

৫ মোঃ মোজাম্মেল হক, গ্রাম ও পোঃ যোগিরকান্দা, উজিরপুর, বরিশাল। সদস্য গভনিং বডি, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২৮-০২-২০০৭

৬. মাওঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা। সাক্ষাৎকার-২৮-০২-২০০৭।

৭ . ছাত্র হাজিরা খাতা, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল)মাদরাসা।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে মাদরাসার প্রধানদের তালিকাঃ [১]

১। মাওলানা মঞ্জুর মোরশেদ	ঃ ১৯২১-১৯৩৩
২। মাওলানা আবুল হাশেম	ঃ ১৯৩৩-১৯৬১
৩। মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ ১৯৬২-১৯৯৭
৪। মাওলানা হাবিবুর রহমান	ঃ ১৯৯৭ থেকে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা কমিটিঃ [২]

১। সভাপতি	ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
২। সহ-সভাপতি	ঃ আলহাজ্জ ক্যাপ্টেন শামসুল হক
৩। সদস্য সচিব	ঃ মাওলানা হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ
৪। সদস্য	ঃ জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক
৫। সদস্য	ঃ জনাব গাজী সিরাজুল হক
৬। সদস্য	ঃ জনাব আবদুল হালিম রাঢ়ী
৭। সদস্য	ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান হাওলাদার
৮। সদস্য	ঃ জনাব আবদুল আজীজ রাঢ়ী
৯। সদস্য	ঃ জনাব আখতার হোসেন
১০। সদস্য	ঃ মাওলানা মজিবুর রহমান

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে যাঁরা নিয়োজিত ঃ [৩]

১। মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা মোঃ খলিলুর রহমান	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা মোঃ নাসির উদ্দিন	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
৪। মাওলানা মুজিবুর রহমান	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
৫। মাওলানা আবদুর রাজ্জাক	ঃ প্রভাষক
৬। জনাব মোঃ গোলাম সরোয়ার হোসেন	ঃ প্রভাষক
৭। জনাব মোঃ রুহুল আমীন	ঃ প্রভাষক
৮। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঃ প্রভাষক
৯। মাওলানা গোলাম মোস্তফা	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১০। মাওলানা মোঃ আবু বকর	ঃ সিনিয়র মৌলভী

[১] .মাওঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা। সাক্ষাৎকার-২৮-০২-২০০৭।

[২] . ঐ

[৩] . শিক্ষক হাজিরা খাতা, যোগিরকান্দা আবদুর রব সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা।

Dhaka University Institutional Repository

১১। জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	ঃ লাইব্রেরিয়ান
১২। জনাব মোঃ আক্তার হোসাইন	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১৩। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১৪। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১৫। জনাব মোঃ কাওছার হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৬। জনাব মোঃ আবদুস সোবহান	ঃ সহকারী মৌলভী
১৭। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৮। মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৯। জনাব মোঃ সাঈদুর রহমান	ঃ জুনিয়র মৌলভী
২০। জনাব মোঃ ইসমাঈল হোসেন	ঃ ক্বারী
২১। জনাব মোঃ আবদুল আজিজ ফকির	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
২২। জনাব মোঃ আখতার হোসেন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা

'নদী-বিল-খাল এ তিনে বরিশাল'- এ কথার যৌক্তিকতা আমরা দেখতে পাই মেহেন্দিগঞ্জ নামক উপজেলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই। দূর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়ন। নদী ভাঙ্গনী আর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত এ এলাকার মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি হচ্ছে উল্লেখ করার মতো। এর কারণ হলো এ এলাকায় বহু পূর্ব থেকেই নোয়াখালী থেকে আলেম ও দ্বীনের প্রচারকগণ আসতেন এবং লোকদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন। ইংরেজদের কুশাসনে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া ও নেয়া ছিলো খুবই কঠিন তেমনি এক মুহূর্তে সুদূঢ় জৌনপুর থেকে এসে এ দেশের মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান ও আল কুরআনের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন একদল পীর মাশায়েখ। তাঁদেরই একজন হলেন হযরত মাওলানা ওয়া মোরশেদানা শাহ সূফী আবদুজ জাহের সিদ্দিকী আল কুরাইশী (র.)। মাওলানা আবদুজ জাহের (র.) বরিশালের বিভিন্ন উপজেলার গ্রামে গ্রামে সফর করে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন। মেহেন্দিগঞ্জেও তিনি এসেছেন। গোবিন্দপুর এলাকায় সফর করে তিনি ভাবলেন যে, এ দূর্গম এলাকার মুসলমানদের শিক্ষা ও ধর্মীয় আচার-আচরণে অভ্যস্থ করতে হলে একটি মাদরাসা চালু করা প্রয়োজন।[১] তাই তিনি একদা ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শে মিলিত হন। সকলেই পীর সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে একটি মাদরাসা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঐ সময় মাওলানা আবদুজ জাহের সাহেব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সদস্যগণ ছিলেনঃ[২]

নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা

১।	সভাপতি	ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আবদুজ জাহের জৌনপুরী (র.)
২।	সেক্রেটারী	ঃ মাস্টার মোঃ এছহাক
৩।	সদস্য	ঃ জনাব মোঃ আলী মিয়া সওদাগর
৪।	সদস্য	ঃ জনাব মোঃ আজিজুর রহমান হাওলাদার
৫।	সদস্য	ঃ জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন
৬।	সদস্য	ঃ ডাক্তার মোঃ ইয়াকুব আলী
৭।	সদস্য	ঃ মাওলানা মোঃ গরীবুল হোসেন
৮।	সদস্য	ঃ মৌঃ আবদুল মতিন
৯।	সদস্য	ঃ জনাব মোঃ সৈয়দুর রহমান

---

[১]. মাওঃ এ.এম.এ, তাইয়্যেব হোসাইন, অধ্যক্ষ, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার-১২/০১/২০০৭

[২]. রেজুলিউশন বহি, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের আন্তরিকতায় ও মাওলানা গরীবুল হোসেনের প্রচেষ্টায় ১৯৪৬ সনে নপাইয়া নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় নপাইয়া হোগলটুরী মাদরাসা।[১] মাদরাসাটি শুরুতেই দাখিল পর্যন্ত চালু করা হয়। ১৯৪৮ সনে আলিম ও ফাজিল ক্লাশ চালু করা হয়।[২] বরিশালের এটাই প্রথম মাদরাসা যেটাকে অল্প সময়ের ব্যবধানে উচ্চস্তরের মঞ্জুরী দিতে তৎকালীন বোর্ড কর্মকর্তারা বাধ্য হন। মাদরাসার শুরু থেকেই ভাল ফলাফলের মাধ্যমে মাদরাসাটি বরিশাল অঞ্চলের সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়।

মাদরাসার শুরু থেকে অধ্যক্ষদের নাম ও সময়কালঃ[৩]

(১) মরহুম মাওলানা মোঃ গরীবুল হোসেন	ঃ ০১-০৬-১৯৪৬ হতে ৩১-১২-১৯৪৭
(২) মরহুম মাওলানা এ.বি.এম আবদুল মান্নান বেঙ্গলী	ঃ ০১-০১-১৯৪৮ হতে ৩১-০৫-১৯৬৬
(৩) মরহুম মাওলানা তোফায়েল আহমেদ খান	ঃ ০১-০৬-১৯৬৬ হতে ৩১-০৫-১৯৬৭
(৪) মরহুম মাওলানা মোঃ নাজিরুল্লাহ	ঃ ০১-০৬-১৯৬৭ হতে ৩০-০৪-১৯৬৮
(৫) মরহুম মোঃ মজিবুল্লাহ	ঃ ০১-০৫-১৯৬৮ হতে ৩০-১১-১৯৮৩
(৬) মাওলানা এ.এম.এম তাইয়্যেব হোসাইন (ভারপ্রাপ্ত)	ঃ ০১-০৫-১৯৬৮ হতে ৩১-১০-১৯৮৪
(৭) মাওলানা এ.এম.এম তাইয়্যেব হোসাইন	ঃ ০১-১১-১৯৮৪ হতে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[৪]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-৩১৬ ছাত্রী- ২১৮ = ৫৩৪ জন
(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-১৪৮ ছাত্রী- ৯৪ = ২৪২ জন
(গ) আলিম	ঃ ছাত্র- ৩৯ ছাত্রী- ২৪ = ৬৩ জন
(ঘ) ফাজিল	ঃ ছাত্র- ২৩ ছাত্রী- ১০ = ৩৩ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্য যাঁরা ঃ[৫]

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
(২) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম শিকদার	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) জনাব মোঃ নাসির আহম্মেদ	ঃ সেক্রেটারী
(৪) জনাব মোঃ আবদুজ জাহের হাওলাদার	ঃ সদস্য
(৫) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঃ সদস্য
(৬) জনাব মোঃ নূরুল আলম	ঃ সদস্য
(৭) জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সদস্য
(৮) জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	সদস্য
(৯) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	ঃ সদস্য

---

১. মাওঃ এ.এম.এ, তাইয়্যেব হোসাইন, অধ্যক্ষ, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার-১২/০১/২০০

২. ঐ

৩. অধ্যক্ষ তালিকা বোর্ড, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ।

৪. ছাত্র হজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা,মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

৫. মাওঃ এ.এম.এ, তাইয়্যেব হোসাইন, অধ্যক্ষ, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার শুরু থেকে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[১]

শ্রেণী	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮
দাখিল	-	-	৩	৭	৬	৯	৯	১২	১২	১২	৯
আলিম	১	১	৪	৫	৬	৪	৪	৯	১২	১০	১০
ফাজিল	-	-	১	১	২	৪	৭	৫	৮	৬	৬

শ্রেণী	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮	১৯৬৯
দাখিল	৬	৬	৭	১২	৯	৯	-	৪	১	৬	৭
আলিম	১১	৯	৯	১০	৪	৫	৬	৭	৩	৪	১৭
ফাজিল	১০	৬	১৩	৬	১০	৩	৯	৪	৩	৬	৫

শ্রেণী	১৯৭০	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৮	১৯৭৯	১৯৮০
দাখিল	১৭	৫	৯	৬	১	১	২	-	২	১৮	৮
আলিম	৪	৮	১০	৪	৯	১	১	১	২	৪	২
ফাজিল	৫	৩	৭	৮	৯	-	-	৫	১	২	৪

শ্রেণী	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
দাখিল	৫	২	৯	৩	১৪	৬	১৯	৮	২১	১৭	২২
আলিম	১৭	৬	৫	৮	৩	১০	১৭	১৪	২৫	৯	১২
ফাজিল	৪	২	২	৭	৪	৬	৬	১২	১	১৫	২১

শ্রেণী	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
দাখিল	১২	১৬	১৭	১১	৮	৭	৭	১০	৯	১৭	২
আলিম	১৮	৮	-	১৯	৯	-	৮	১০	২	২০	১১
ফাজিল	১৩	৫	৯	৪	১	৬	১০	১	-	৬	-

শ্রেণী	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
দাখিল	১৪	২৯	১৯	১৬
আলিম	৭	১৫	৬	২৯
ফাজিল	-	৪	৭	৯

বৃত্তি ঃ

	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	২০০০	২০০২	২০০৩
৫ম শ্রেণী	১	২	২	২	১	১	২	২	২	১	২	১	১

বোর্ড স্ট্যান্ড করেছেন ঃ

১৯৭৪ ঃ ০১ জন

১৯৭৫ ঃ ০২ জন

A+ পেয়েছে ঃ

২০০৬ (দাখিল) ঃ ০২ জন

---

১. ফলাফল রেজিস্ট্রার, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এ মাদরাসা থেকে পাস করে বিভিন্ন স্থানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছেন তাঁরা হলেন ঃ[১]

(১) মাওলানা রুহুল আমীন ঃ অধ্যক্ষ, ভোলা আলীয়া মাদরাসা
(২) মাওলানা মফিজুর রহমান ঃ অধ্যক্ষ, বোরহান উদ্দিন আলীয়া মাদরাসা
(৩) মাওলানা আবুল হাশেম ঃ অধ্যক্ষ, বাহেরচর ফাজিল মাদরাসা, হিজলা
(৪) মাওলানা সাইফুল ইসলাম ঃ অধ্যক্ষ, মোহাম্মাদাবাদ সিনিয়র মাদরাসা
(৫) মাওলানা আবদুল জব্বার ঃ অধ্যক্ষ, রামগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা
(৬) মাওলানা আ.হা.মোঃ যোবায়ের ঃ উপাধ্যক্ষ, রংমানা ফাজিল মাদরাসা
(৭) মাওলানা মফিজুর রহমান ঃ সহকারী অধ্যাপক, ইসলামীয়া কলেজ, বরিশাল
(৮) মাওলানা আবদুল হাই ঃ সহকারী অধ্যাপক, মানিক মিয়া মহিলা কলেজ
(৯) মাওলানা এ.কিউ.এম আবদুল হাকিম ঃ মুহাদ্দিস ও মুবাল্লিগ, সাগরদী কামিল মাদরাসা

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[২]

১। মাওলানা এ.এম.এম তাইয়্যেব হোসাইন ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা আবুল বাশার মোঃ নূরুল ইসলাম ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা মোঃ ফারুক হোসাইন ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৪। মাওলানা মোঃ বাকের হোসেন ঃ আরবী প্রভাষক
৫। মাওলানা জহিরুল ইসলাম ঃ আরবী প্রভাষক
৬। জনাব মোঃ ফজলুল করিম ঃ বাংলা প্রভাষক
৭। জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন ঃ পৌরনীতি প্রভাষক
৮। জনাব মোঃ আবদুল লতিফ ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৯। মাওলানা মাহমুদুল হাসান ঃ লাইব্রেরিয়ান
১০। মাওলানা আবদুল খালেক ঃ সহকারী মাওলানা
১১। মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ঃ সহকারী মাওলানা
১২। জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ ঃ ক্রীড়া শিক্ষক
১৩। জনাব মোঃ ইব্রাহিম ঃ কৃষি শিক্ষক
১৪। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান ঃ সহকারী শিক্ষক
১৫। জনাব মোঃ মাঈনুল ইসলাম ঃ সহকারী শিক্ষক
১৬। মাওলানা আবদুজ জাহের পাটোয়ারী ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৭। মৌঃ আবদুল গফুর ঃ ইবতেদায়ী কারী
১৮। মাওলানা মোঃ ইউনুছ ঃ ইবতেদায়ী সহকারী
১৯। জনাব মোঃ ইব্রাহিম ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক
২০। জনাব মোঃ আবদুস সবুর ঃ জুনিয়র শিক্ষক
২১। জনাব মোঃ আঃ কাদের আনোয়ারী ঃ জুনিয়র মৌলভী
২২। মৌলভী মোঃ ইউসুফ আলী ঃ দাখিল ক্বারী

---

[১]. মাওঃ এ.এম.এ, তাইয়্যেব হোসাইন, অধ্যক্ষ, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ। সাক্ষাৎকার-১২/০১/২০০৭

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি, নপাইয়া হোগলটুরী হামিদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত বাবুগঞ্জ উপজেলা। হিন্দু জমিদার ও মহাজনী শাসনের ফলে এ এলাকার মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে তাঁদের ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারতেন না। মুসলিম মহাজন ও সমাজপতি যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্রমন্বয়ে সকল মুসলমানদেরকে ধর্মীয় কার্যক্রমে অভ্যস্থ করতে চেষ্টা করতেন। এ রকম একজন মুসলিম মোড়ল ও সমাজসেবক বাবুগঞ্জ উপজেলার ভূতেরদিয়া গ্রামে বাস করতেন। তাঁর নাম হলো আলহাজ্জ মৌলভী আবদুল মজিদ বিশ্বাস। তিনি আরবী ও ইসলামের একজন খাদেম ছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি মাসজিদ, মাদরাসা, মক্তবসহ ধর্মীয় কার্যক্রমের অনুরক্ত ছিলেন। এলাকার মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে তাঁর খুবই কষ্ট হতে থাকে এবং মনে মনে ভাবতে থাকতেন কিভাবে এ এলাকার মুসলমানদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। ১৯৫০ সনের দিকে তিনি তাঁর ৮ ভাইদেরকে নিয়ে এক পরামর্শের মাধ্যমে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁদের দেয়া জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ফরিদগঞ্জ বহুমূখী ফাজিল মাদরাসা।[১] তাঁদেরই এক ভাই আলহাজ্জ ফরিদ উদ্দিন বিশ্বাসের নামে এ মাদরাসার নামকরণ করা হয়। কালক্রমে এ মাদরাসার নাম ফরিদগঞ্জ মাদরাসা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা

মাদরাসাটি অল্পতেই ব্যাপক সাড়া জাগায়। এলাকার সকল মুসলমানগণ এ প্রতিষ্ঠানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। মাদরাসায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত ছাত্র-শিক্ষকদের পদচারণায় এলাকায় ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। মাদরাসার প্রভাবে একবার এই অঞ্চলে তৎকালীন মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোতাহার আলী খান সাহেবের নেতৃত্বে সকল উলামাগণ সম্মিলিতভাবে মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ঐ বছর কোন মহিলাই ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যায়নি।[২]

সকলেরই জানা ছিল বাবুগঞ্জের ভুতেরদিয়া এলাকা সন্ত্রাসীদের আস্তানা। তাই একসময় লোকজন সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতোনা। এখন আর এ এলাকার লোকজনের ভয় নেই। এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেই অত্র এলাকার সন্ত্রাস কমেছে। মাদারাসাটি কয়েকবার নদী ভাঙ্গলের কবলে পড়ে। যার ফলে আবরী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে দারুনভাবে ব্যাহত হয়। বর্তমানেও নদীতে মাদরাসার মাঠের প্রায় অর্ধেক নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা

---

১. মাওঃ এম.এ.এম শহিদুল হক, অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।সাক্ষাৎকার-৪/২/২০০৭

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মাদরাসায় আলিম ক্লাশ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ০১-০৭-১৯৭২ সনে মাদরাসাটি বোর্ড থেকে আলিম পর্যন্ত অনুমতি লাভ করে। এরপর ০১-০৭- ১৯৭৬ সনে ফাজিল ক্লাশ চালুর অনুমতি পায়।[১] বর্তমানে মাদরাসায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ চালু আছে। আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার এক সুন্দর পরিবেশ এ প্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে।

মাদরাসার শুরু থেকে অধ্যক্ষদের নাম ও সময়কালঃ[২]

(১) আলহাজ্জ মৌঃ আবদুল মজিদ বিশ্বাস	ঃ ১৯৫০ হতে ১৯৭০ পর্যন্ত
(২) মাওলানা এ.বি.এম. মোতাহার হোসেন খান	ঃ ১৯৭১ হতে ১৯৮৩ পর্যন্ত
(৩) মাওলানা আ.স.ম. সেকান্দার আলী	ঃ ১৯৮৩ হতে ১৯৮৪ পর্যন্ত
(৪) মাওলানা আ.হ.ম মোজাহের উদ্দিন শিকদার	ঃ ১৯৮৪ হতে ২০০০ পর্যন্ত
(৫) মাওলানা আবদুল মান্নান	ঃ ২০০১ হতে ২০০৩ এপ্রিল পর্যন্ত
(৬) মাওলানা এম.এ.এম শহিদুল হক	ঃ ১৭-০৫-২০০৩ হতে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[৩]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-৭০ ছাত্রী- ৬০ = ১৩০ জন
(খ)দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-৯৮ ছাত্রী- ৫২ = ১৫০ জন
(গ) আলিম	ঃ ছাত্র- ৪৬ ছাত্রী- ২০ = ৬৬ জন
(ঘ) ফাজিল	ঃ ছাত্র- ৫২ ছাত্রী- ০৯ = ৬১ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্য যাঁরা ঃ[৪]

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
(২) জনাব আবদুল মালেক বিশ্বাস	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) অধ্যক্ষ এম.এ.এম.শহিদুল হক	ঃ সদস্য সচিব
(৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	ঃ সদস্য
(৫) জনাব মোঃ মোশাররাফ হোসেন	ঃ সদস্য
(৬) জনাব শেখ নজরুল ইসলাম মাহবুব	ঃ সদস্য
(৭) জনাব আবদুল মালেক হাওলাদার	ঃ সদস্য
(১০) জনাব মোঃ আব্বাস আলী	ঃসদস্য
(১১) জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী	ঃসদস্য
(১২) জনাব মোঃ আবদুল মান্নান হাওলাদার	ঃ সদস্য

---

[১]. ঐ

[২]. ঐ

[৩].ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

[৪]. মাওঃ এম.এ.এম শহিদুল হক, অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।সাক্ষাৎকার-৪/২/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[১]

১। মাওলানা এম.এ.এম শহিদুল হক	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা আ.স.ম সেকান্দার আলী	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা মোঃ নেছার উদ্দিন খান	ঃ সহকারী অধ্যাপক
৪। মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন	ঃ আরবী প্রভাষক
৫। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	ঃ আরবী প্রভাষক
৬। মোঃ আমীর হোসেন সরদার	ঃ ইসলামের ইতিহাস প্রভাষক
৭। মাওঃ এ.কে.এম.মোস্তাফিজুর রহমান	ঃ সিনিয়র মৌলভী
৮। মাওলানা মোঃ নূরুল হক	ঃ সিনিযর মৌলভী
৯। জনাব মোঃ শামসুল আলম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১০। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মোল্লা	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১১। জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১২। জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১৩। মাওলানা শামসুল হক	ঃ জুনিয়র মৌলভী
১৪। মোসাঃ শারমিন সুলতানা	ঃ বি.এস.সি
১৫। মোসাঃ নাসরিন আক্তার	ঃ কম্পিউটার শিক্ষক
১৬। ক্বারী মোঃ আবদুল জব্বার	ঃ দাখিল কারী
১৭। মাওলানা মোসলেম উদ্দিন	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৮। জনাব মোঃ শাহিন মাহমুদ	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১৯। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	ঃ জুনিয়র মৌলভী
২০। জনাব মোঃ হাসান	ঃ লাইব্রেরিয়ান

[১]. শিক্ষক হাজিরা বহি, ফরিদগঞ্জ বহুমুখী ফাজিল মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

চরলক্ষ্মীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী

বরিশাল জেলার উত্তর প্রান্তসীমা হলো মুলাদী উপজেলা। উপজেলা সদরের মুলাদী ইউনিয়নেই অবস্থিত চরলক্ষ্মীপুর ফাজিল মাদরাসাটি। যখন হিন্দুদের দাপট ও দৌরত্যে মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ভীত। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করা মুসলমানেদের জন্য ছিলো দুসাধ্য ব্যাপার। ইংরেজদের কুশাসনে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া ও নেয়া ছিলো খুবই কঠিন তেমনি এক মুহূর্তে সুদূঢ় জৌনপুর থেকে এসে এ দেশের মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান ও আল কুরআনের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন একদল পীর মাশায়েখ। জৌনপুরের গদ্দিনসীন পীর হযরত মাওলানা কেরামত আলী (র.) বরিশালের বিভিন্ন উপজেলার গ্রামে গ্রামে সফর করে ইসলাম প্রচারের কাজ করতেন। বাংলাদেশের নোয়াখালীতে ছিল তাঁদের প্রধান আবাসস্থল। সুদুঢ় নোয়াখালী থেকে মুলাদীতে তিনি এসে এ এলাকার জনগনের মধ্যে আরবী ও ইসলামের বীজ বপন করেছেন। বহু মক্তব, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বীন প্রচারের নমুনা রেখে গেছেন।

চরলক্ষ্মীপুর ফাজিল মাদরাসা

মুলাদী উপজেলার চররক্ষীপুর গ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম হাজী করিম বক্স তালুকদার তখন পীর সাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি তখন সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। উল্লেখ্য তখনকার অধিকাংশ ব্যবসায়ীরাই সুদের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকতো। হযরত পীর সাহেব কেবলা তাঁদেরকে এ ব্যবসা থেকে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন ইসলামে যে সুদ হারাম ঘোষণা করেছে তা সকলকে জানা দরকার। আর এ ব্যাপারে জানতে হলে অবশ্যই কুরআন হাদীস পড়তে হবে। আর কুরআন হাদীস পড়তে হলে অবশ্যই একটা স্থান থাকতে হয়। সে জন্য এ এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেলে কুরআন হাদীস শেখা ও শিক্ষা দেয়া যাবে। হযরত পীর সাহেবের কথায় তিনি একমত হন এবং নিজের দখলে থাকা জমিতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সে মাদরাসাই হলো চরলক্ষ্মীপুর ফাজিল মাদরাসা। মরহুম হাজী করিম বক্স তালুকদার এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তখন পরামর্শ করেন এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির উল্লেখযোগ্য সদস্যগন ছিলেনঃ[১]

১। হাজী করিম বক্স তালুকদার
২। হাজী আবদুর রহমান
৩। জনাব কাজী শফিউদ্দিন
৪। জনাব মোঃ আলী ক্যাশিয়ার

[১].মাওঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসাইন, অধ্যক্ষ,চাররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা, মুলাদী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১২/০২/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

উলেখিত ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন এ মাদরাসাটি।[১] তখন দাখিল হিসেবে কোন মান ছিল না। আলিম ক্লাশে একটি বোর্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। ১৯৪১ সনে মাদরাসাটি আলিম হিসেবে সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[২] ক্রমন্বয়ে এটাকে উচ্চ ক্লাসে উন্নীত করার চেষ্টা চলতে থাকে। মাদরাসার মাধ্যমে অত্র এলাকার মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসা থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়ে ইসলামের কাজে নিয়োজিত হতে থাকে। এলাকার মানুষদের মধ্যে মাদরাসার প্রতি এক অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে মাদরাসার আরো একটি উচ্চস্তর ফাজিল ক্লাশ খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সরকারীভাবে ১৯৪৬ সনে এ মাদরাসাটি ফাজিল মাদরাসা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৩]

মাদরাসার পড়াশুনার একটি নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছে। অত্র মাদরাসা থেকে বিভিন্ন সালে ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ ২০০৪ সনে ১টি A+ এবং ২০০৬ সনে ৩টি A+ পেয়েছে। এছাড়াও মাদরাসাটি ১৯৯৯ সনে জিলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।[৪]

বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৫]

ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ১০৫ জন
দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ১৭৬ জন
আলিম	ঃ ৪৮ জন
ফাজিল	ঃ ৬৪ জন

শুরু থেকে মাদরাসার প্রধানদের তালিকা ঃ[৬]

১। মাওলানা নুর আহমেদ	ঃ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১
২। মাওলানা আবদুল লতিফ	ঃ ১৯৪২ থেকে ১৯৪৯
৩। মাওলানা আবদুল হক	ঃ ১৯৫০ থেকে ১৯৬১
৪। মাওলানা জয়নাল আবেদীন	ঃ ১৯৬১ থেকে ১৯৮৩
৫। মাওলানা মোদাচ্ছের হোসাইন	ঃ ১৯৮৪ থেকে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা কমিটিঃ[৭]

১। সভাপতি	ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
২। সহ-সভাপতি	ঃ মোঃ আবদুস সাত্তার
৩। সদস্য সচিব	ঃ মাওলানা মোদাচ্ছের হোসাইন, অধ্যক্ষ

---

১. কাজী মোঃ আলাউদ্দিন,গ্রাম ও পোঃ-চরললক্ষীপুর,মুলাদী,বরিশাল ও মাওঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসাইন, অধ্যক্ষ, চররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-০৩/০২/২০০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. মাওঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসাইন, অধ্যক্ষ,চররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-০৩/০২/২০০৭

৫. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, চররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী, বরিশাল।

৬. মাওঃ মোঃ মোদাচ্ছের হোসাইন, অধ্যক্ষ,চররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-০৩/০২/২০০৭

৭. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪। সদস্য ঃ জনাব মোঃ আবদুর রহমান তালুকদার

৫। সদস্য ঃ জনাব আলাউদ্দিন খান

৬। সদস্য ঃ জনাব মাস্টার আলাউদ্দিন

৭। সদস্য ঃ জনাব বেলায়েত হোসেন প্যাদা

৮। সদস্য ঃ জনাব কাজী নুরুদ্দীন

৯। সদস্য ঃ জনাব আখতার হোসেন

১০। সদস্য ঃ জনাব বজলুর রহমান তালুকদার

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে যাঁরা নিয়োজিত ঃ[২]

১। মাওলানা মোঃ মোদাচ্ছের হোসাইন	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা মোঃ মজিবুর রহমান	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
৪। মাওলানা মোঃ ফরিদ উদ্দিন	ঃ প্রভাষক, আরবী
৫। মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন	ঃ প্রভাষক,আরবী
৬। জনাব মোঃ এস.এম.মাঈনুদ্দীন	ঃ প্রভাষক, বাংলা
৭ জনাব । মোঃ মিজানুর রহমান	ঃ প্রভাষক, আরবী
৮। মাওলানা মোঃ আবদুস সালাম	ঃ সিনিয়র মৌলভী
৯। জনাব মোঃ শাহজাহান গাজী	ঃ সিনিয়র শিক্ষক, বিজ্ঞান
১০। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১১। মাওলানা আনিছুর রহমান	ঃ সহকারী মৌলভী
১২। মাওলানা সাইফুল্লাহ	ঃ সহকারী মৌলভী
১৩। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৪। জনাব মোঃ আঃ জলিল সন্যমত	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১৫। মৌঃ আলাউদ্দিন	ঃ জুনিয়র মৌলভী
১৬। মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৭। মাওলানা মনিরুজ্জামান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৮। মাওলানা মোঃ সোলায়মান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৯। কারী ফরিদ উদ্দিন	ঃ কারী
২০। জনাব কাজী মোঃ আলাউদ্দিন	ঃ সহঃ গ্রন্থাগারিক

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি, চাররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসা,মুলাদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বাহেরচর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

নদী ভাঙ্গনী আর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত বরিশাল জেলার আরেক উপজেলা হল হিজলা। দূর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত বড়জালিয়া ইউনিয়ন। নদী ভাঙ্গনী আর আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত এ এলাকার মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি হচ্ছে উল্লেখ করার মতো। এর কারণ হলো এ এলাকায় ছারছিনার পীর মরহুম মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.)সহ সেই দরবারের বহু আলেম ও দ্বীনের প্রচারকগণ আসতেন এবং লোকদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন। এর প্রভাবে এ এলাকার মানুষদের মাঝে ধর্মের প্রতি ঝোক-প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলহাজ্জ মোশারেফ হোসেন চৌধুরী ছিলেন ঐ এলাকার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী এবং ছারছিনার দরবারের ভক্ত । ১৯৪৫ সনে তাঁর নিজস্ব দানকৃত জমির উপর তৈরী করেন এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটি।[১] প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারী মঞ্জুরী পাওয়া পর্যন্ত মাদরাসার সকল ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।

বাহেরচর ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

এলাকার মানুষদের আন্তরিক সহযোগিতায় ক্রমন্বয়ে তিনি মাদরাসাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। শুরুতে মাদরাসাটি দাখিল পর্যন্ত চালু হয়। এরপর ১৯৫৮ সনের ১লা জুন থেকে মাদরাসাটি আলিম ক্লাস চালুর অনুমতি লাভ করে এবং ১৯৭৮ সনে ফাজিল ক্লাস চালু করা হয়।[২] আস্তে আস্তে মাদরাসাটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে থাকে।

ভালো ফলাফলের দিকেও মাদরাসাটি পিছিয়ে নেই । ২০০২ সালে ৫ম শ্রেণীতে ৩টি বৃত্তি, ২০০৩ সালে ৫ম শ্রেণীতে ২টি ও ৮ম শ্রেণীতে ১টি বৃত্তি, ২০০৪ সালে ৫ম শ্রেণীতে ২টি, ২০০৫ সালে ২টি, ২০০৬ সালে ১টি বৃত্তি লাভ করে। এ ছাড়াও ২০০৪ সালে দাখিলে ১টি এবং ২০০৬ সালে ৩টি A+ পেয়ে মেধার স্বাক্ষর বহন করেছে।[৩]

---

১. মাওঃ মোঃ আবুল হাশেম, অধ্যক্ষ, বাহেরচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, হিজলা ,বরিশাল। সাক্ষাৎকার-২০/১২/২০০৬

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[১]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী) ঃ ছাত্র-১৮৫ ছাত্রী- ১২০ = ৩০৫ জন

(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ ছাত্র-২০০ ছাত্রী- ৬৫ = ২৬৫ জন

(গ) আলিম ঃ ছাত্র- ৩০ ছাত্রী- ০৩ = ৩৩ জন

(ঘ) ফাজিল ঃ ছাত্র- ২৪ ছাত্রী- ০৪ = ২৮ জন

মাদরাসার শুরু থেকে যাঁরা প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেনঃ[২]

(১) মাওলানা আবদুল হামিদ ঃ ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত

(২) মাওলানা জয়নুল আবেদীন ঃ ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত

(৩) মাওলানা ইব্রাহীম ঃ ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত

(৪) মাওলানা ইসমাঈল হোসেন ঃ ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত

(৫) মাওলানা আবদুল মালেক ঃ ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত

(৬) মাওলানা আবুল হাশেম ঃ ১৫-০১-১৯৮৭ থেকে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্য যাঁরা ঃ[৩]

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি

(২) আলহাজ্জ আমিনুল হক চৌধুরী ঃ সহ-সভাপতি

(৩) মাওলানা আবুল হাশেম ঃ সদস্য সচিব

(৪) জনাব মোঃ শাহে আলম চৌধুরী ঃ সদস্য

(৫) জনাব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী (অপু) ঃ সদস্য

(৬) জনাব সৈয়দ আহমেদ মুন্সী ঃ সদস্য

(৭) জনাব মোঃ নূর ইসলাম (আমীন) ঃ সদস্য

(১০) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন শিকদার ঃ সদস্য

(১১) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ঃ সদস্য

---

১. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, বাহেরচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, হিজলা ,বরিশাল।

২.মাওলানা মোঃ আবুল হাশেম, অধ্যক্ষ, বাহেরচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, হিজলা ,বরিশাল।সাক্ষাৎকার-২০/১২/২০০৬

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[১]

১। মাওলানা মোঃ আবুল হাশেম	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা আবদুল মালেক	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৪। মাওলানা আবদুস সামাদ	ঃ সহকারী অধ্যাপক, আরবী
৫। মাওলানা মোহাম্মদ আলী	ঃ প্রভাষক,আরবী
৬। মাওলানা মোহিববুল্লাহ	ঃ প্রভাষক, আরবী
৭। জনাব মোঃ গোলাম কিবরীয়া	ঃ প্রভাষক, বাংলা
৮। জনাব মোঃ নূরুল আমীন	ঃ প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস
৯। মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১০। মাওলানা মহিউদ্দিন	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১১। জনাব মোঃ আবদুস সালাম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১২। জনাব মোঃ আবদুস সামাদ	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১৩। জনাব মোঃ সারোয়ার আলম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৪। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৫। মাওলানা খলিলুর রহমান	ঃ সহকারী মৌলভী
১৬। মাওলানা কাজী ওবায়েদুল্লাহ	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৭। মৌঃ ইব্রাহিম খলিল	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৮। জনাব মোঃ আহসানুল্লাহ	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৯। কারী মোখলেছুর রহমান	ঃ কারী
২০। মাওলানা আবদুল আলী	ঃ গ্রন্থাগারিক

[১]. শিক্ষক হাজিরা বহি, বাহেরচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, হিজলা ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

রামারপোল ডি.এস. সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা

'নদী-বিল-খাল এ তিনে বরিশাল'- এ কথার যুক্তিকতা আমরা দেখতে পাই মুলাদী উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই। দূর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থিত মুলাদী উপজেলার এ বাটামারা ইউনিয়ন। দক্ষিনে বরিশালের নদী, পশ্চিমে গৌরনদীর নদী, পূর্বে মুলাদীর নদী দ্বারা বেষ্ঠিত এ এলাকাটি। এ ছাড়াও নদী ভাঙ্গনী আর আর্থিক সমস্যাতো আছেই। এ এলাকার এক বিশিষ্ট আলেম মাওলানা জালাল উদ্দিন ভূইঁয়া এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৯৮২ সনে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] ১৯৮২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আল্লাহর একান্ত মেহেরবানীতে ১৯৮৩ সনেই দাখিল পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করে । এ এলাকার লোকজনের প্রচেষ্টা ও মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেবের আন্তরিকতা পূর্ণ ভূমিকায় ১৯৮৪ সনে আলিম এবং ১৯৮৬ সনে ফাজিল ক্লাশ চালুর অনুমতি লাভ করে।[২] শুরু থেকেই একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে এ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে। এ মাদরাসা থেকে ১৯৮৫ সনে ২ জন এবং ১৯৯০ সনে ১ জন ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেনে। এ অজোপাড়া গাঁয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারে এ মাদরাসাটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেব শুরু থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের মতো গড়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

রামারপোল ডি.এস. সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

মাদরাসার শুরু থেকে বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৩]

শ্রেণী	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪
দাখিল	১১	১৩	৮	১০	৫	৮	৩	১২	১০	৭	৮	৯
আলিম	-	-	-	১৪	১২	৯	১০	৯	১২	১১	৬	৪
ফাজিল	-	-	-	-	-	১৮	১৩	৫	৭	৬	৩	৫

শ্রেণী	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
দাখিল	৭	৯	৮	৬	১২	১০	৯	১০	৭	১৮	১০	৭
আলিম	৬	৩	৭	৫	৮	৬	৫	-	৪	৫	৩	১৫
ফাজিল	৪	-	৪	২	২	৩	১	২	-	১	২	-

১. মাওলানা আবদুল মালেক, আরবী প্রভাষক, রামারপোল ডি.এস.সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১০/০১/২০০৭ ইং

২ ঐ

৩. ফলাফল রেজিস্ট্রার, রামারপোল ডি.এস.সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[১]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী) ঃ ছাত্র-১০০ ছাত্রী- ১৩৪ = ২৩৪ জন

(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ ছাত্র-১০৭ ছাত্রী- ১১৫ = ২২২ জন

(গ) আলিম ঃ ছাত্র- ১৫ ছাত্রী- ২৪ = ৩৯ জন

(ঘ) ফাজিল ঃ ছাত্র- ০৯ ছাত্রী- ১০ = ১৯ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্য যাঁরা ঃ[২]

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি
(২) মোঃ আবুল কালাম ভূঁইয়া ঃ সহ-সভাপতি
(৩) মাওলানা জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া ঃ সদস্য সচিব
(৪) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ঃ সদস্য
(৫) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান মৃধা ঃ সদস্য
(৬) জনাব মোঃ আকিজ উদ্দিন ভূঁইয়া ঃ সদস্য
(৭ জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম ঃ সদস্য
(১০) জনাব মোঃ মনির হোসেন সদস্য
(১১) জনাব মোঃ আলী আহমেদ ফকির সদস্য
(১২) জনাব মোঃ ছাইয়েদুল আলম ঃ সদস্য
(১৩) জনাব মোঃ নুরুদ্দীন হাওলাদার ঃ সদস্য

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[৩]

১। মাওলানা জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা জালাল উদ্দিন ফকির ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা আবদুল মালেক ঃ আরবী প্রভাষক
৪। মাওলানা মোঃ মনির হোসেন ঃ আরবী প্রভাষক
৫। মোঃ মিজানুর রহমান ঃ বাংলা প্রভাষক
৬। মাওলানা জালাল মৃধা ঃ সিনিয়র মৌলভী
৭। মোঃ আজাহারুল ইসলাম ঃ সিনিয়র মৌলভী
৮। মোঃ কিবরুল হক ঃ সিনিয়র মৌলভী
৯। মোঃ আরিফুর রহমান ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১০। মোসাঃ নাজমা খানম ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১১। মোসাঃ আছমা আখতার ঃ সিনিয়র শিক্ষক
১২। মোঃ কামারুজ্জামান ঃ শরীর চর্চা শিক্ষক
১৩। মোঃ আনিছুর রহমান ঃ কারী
১৪। বি.এম. আলমগীর হোসাইন ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১৫। মোঃ সাইয়েদুল আলম ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৬। মোঃ আহসান হাবীব ঃ জুনিয়র শিক্ষক
১৭। মোঃ সিরাজুল ইসলাম ঃ জুনিয়র মৌলভী

---

[১] .ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, রামারপোল ডি.এস.সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

[২] .মাওলানা আবদুল মালেক; আরবী প্রভাষক, রামারপোল ডি.এস.সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

[৩] শিক্ষক হাজিরা বহি, রামারপোল ডি.এস.সিনিয়র (ফাজিল) মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

দোসতিনা আহ্‌মাদিয়া ফাজিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার হিন্দু প্রভাবিত এক এলাকা হল নারায়রপুর। উজিরপুর উপজেলার এ এলাকায় হিন্দুদের দাপট ও দৌরত্ম্যে মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ভীত। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করা মুসলমানদের জন্য ছিলো দুসাধ্য ব্যাপার। তখনকার এলাকার সাহসী মুসলামানগণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান,আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগ গ্রহন করার চিন্তা শুরু করেন। এ মাদরাসাটি তখনকার দিনের সাহসী মুসলামানগণের চিন্তার ফসল। ভারুকাঠী নারায়নপুর এলাকায় ১৯৫৮ সনের দিকে হিন্দুদের পরিচালনায় একটি হাইস্কুল ছিল।[১] নাম ছিল নারায়নপুর পল্লী ইউনিয়ন ইনিস্টিটিউশন। এর অল্প একটু দূরে ঈদগাহের নিকটে একটি খারেজী নেসাবের মাদরাসা ছিল। মাদরাসাটি অত উন্নত ছিলনা।শুধু একটি দোচলা টিনের ঘর ছিল। ১৯৬১ সনে সরকার এ মাদরাসা ঘরটিকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়। তখন এ এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি জনাব হাসান আলী হাওলাদারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঘরটিকে রক্ষা করেন এবং সেখানেই ১৯৬১ সনে জনাব আলী নজীরের নেতৃত্বে একটি আলীয়া নেসাবের মাদরাসা চালু করা হয়।[২] ৯ বছর বেসরকারী ও স্থানীয় চাঁদার মাধ্যমে মাদরাসাটি পরিচালনা করতে হয়েছে।এরপর ১৯৬৯ সনে সরকারীভাবে দাখিল পর্যন্ত মঞ্জুরী লাভ করে।[৩] এরপর থেকে ক্রমম্বয়েই মাদরাসাটি উন্নতির সোপানে আরোহন করতে থাকে। ১৯৭২ সনে আলিম এবং ১৯৭৩ সনে ফাজিল পর্যন্ত মাদরাসাটি সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৪]

দোসতিনা আহ্‌মাদিয়া ফাজিল মাদরাসা

শুরু থেকে মাদরাসার প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন যাঁরাঃ[৫]

১। মৌঃ খোরশেদ আলম	ঃ ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত
২। মাওলানা আবদুল লতিফ	ঃ ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৫ জুন পর্যন্ত
৩। মাওলানা আবদুল জলিল	ঃ জুলাই ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬ জুন পর্যন্ত
৪। মাওঃ এইচ.এম.সলিমুল্লাহ নজমী	ঃ জুন ১৯৭৬ থেকে বর্তমান

---

[১]. মাওঃ এইচ.এম.সলিমুল্লাহ নজমী,অধ্যক্ষ, দোসতিনা আহমদিয়া ফাজিল মাদরাসা, উজিরপুর, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২০/০২/২০০৭

[২]. ঐ

[৩]. ঐ

[৪]. ঐ

[৫]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ[১]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ১০০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ১২৫ জন
(৩) আলিম ঃ ৩৫ জন
(৪) ফাজিল ঃ ২৭ জন

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[২]

১. মাওলানা এ.এইচ.এম সলিমুল্লাহ নজমী	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা মোঃ আবদুল জলিল	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩. মাওলানা মোঃ কুতুব উদ্দিন	ঃ সহকারী অধ্যাপক,আরবী
৪. জনাব শেখ মোঃ আবদুল হক	ঃ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা
৫. মাওলানা মোঃ নাসির উদ্দিন	ঃ আরবী প্রভাষক
৬. মাওলানা মোঃ নিয়াজ ফারুক	ঃ আরবী প্রভাষক
৭. মাওলানা মোহিবুল্লাহ আল মামুন	ঃ আরবী প্রভাষক
৮. হাফেজ মাওলানা জাকির হোসাইন	ঃ ইসলামের ইতিহাস প্রভাষক
৯. মাওলানা মোঃ সরোয়ার হোসেন	ঃ সহকারী মৌলভী
১০. মাওলানা মোসাঃ সাজেদা বেগম	ঃ সহকারী মৌলভী
১১. মোসাঃ সুলতানা মাহফুজা	ঃ সহকারী শিক্ষক,বিজ্ঞান
১২. জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৩. মাস্টার মোঃ নুরুল হক	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৪. জনাব মোঃ কামারুজ্জামান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৫. মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৬. জনাব মোঃ সোহেল সরদার	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৭. মাওলানা মোঃ ফজলুল হক	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৮. জনাব মোঃ নুর মোহাম্মদ	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৯. জনাব মোঃ আবদুল হাই	ঃ সহকারী শিক্ষক
২০. কারী মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঃ কারী
২১. হাফেজ কারী মোঃ আবদুর রহিম	ঃ কারী
২২. জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ঃ লাইব্রেরিয়ান

[১].ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, দোসতিনা আহমদিয়া ফাজিল মাদরাসা, উজিরপুর, বরিশাল।

[২] শিক্ষক হাজিরা বহি, দোসতিনা আহমদিয়া ফাজিল মাদরাসা, উজিরপুর, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

বারবার নদী ভাঙ্গনের কবলে পতিত মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার আলিমাবাদ ইউনিয়নে অবস্থিত আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসাটি ১৯৩৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] তখনকার এ অঞ্চল ছিল শিক্ষা বিবর্জিত। ইসলামী শিক্ষাতো দূরের কথা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করাও মানুষের জন্য ছিল কষ্টসাধ্য ও কাল্পনিক ব্যাপার। এমন এক মুহূর্তে এ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক তৎকালীন সরকারের কাস্টম অফিসার মরহুম আবদুল ওয়াহেদ মোক্তার ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মরহুম মাওলানা আকরাম আলী, মরহুম মকবুল আহমেদ মৃধা, মরহুম আবদুল লতিফ খান, ডাঃ মকবুল আহমেদ চৌধুরী। মরহুম আশরাফ আলী হাওলাদার সাহেব মাদরাসার জন্য জমি দান করে এ এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম ভূমিকা পালন করেন।[২]

১৯৮০ সনে মাদরাসটি নদী ভাঙ্গনের কবলে পতিত হলে মাদরাসাটিকে নদীর পশ্চিম প্রান্তে কাজিরচর এলাকায় নিয়ে আসা হয়। এখানেও এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটি তাঁর কার্যক্রম বেশী দিন চালাতে পারেনি। ২০০২ সনে আবার নদীর বুকে বিলীন হওয়া শুরু করলে মাদরাসাকে সাবেক পূর্ব পান্তে আলিমাবাদ ইউনিয়নের মাঝ বরাবরে স্থানন্তরিত করা হয়। মাদরাসার এ চড়াই উতরাইয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা তেমন কমেনি। এলাকায় গরীব ও সমস্যাগ্রস্থ মুসলমানেরা তাদের এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৫ সনে দাখিলে ১টি A+ পেয়ে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

শুরু থেকে মাদরাসার প্রধানদের নামঃ[৩]

(১) মরহুম মাওলানা আকরাম আলী	ঃ ১৯৩৭-১৯৪৮
(২) মাওলানা আবদুল মান্নান	ঃ ১৯৪৮-১৯৪৯
(৩) মাওলানা আবদুস সোবহান	ঃ ১৯৫০-১৯৬২
(৪) মাওলানা আবদুল হাই	ঃ ১৯৬৩-১৯৭০
(৫) মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ ১৯৭০-১৯৭৩
(৬) মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ ১৯৭৪-১৯৮৭
(৭) মাওলানা মোহম্মাদ আলী	ঃ ১৯৮৭-------বর্তমান

---

১. মাওলানা নূরুল আলম,গ্রাম ও পোঃ-গাজিরচর,মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১৫/২/২০০৭

২. ঐ

৩. মাওলানা মোহম্মাদ আলী, আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[১]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ২০০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ১২০ জন
(৩) আলিম	ঃ ৬০ জন
(৪) ফাজিল	ঃ ৩৫ জন

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ[২]

১. মাওলানা মোহম্মাদ আলী	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা মোঃ শহিদুল্লাহ	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩. মাওলানা আবু সালেহ মোঃ মহিবুল্লাহ	ঃ আরবী প্রভাষক
৪. মাওলানা কবির হোসাইন	ঃ আরবী প্রভাষক
৫. মাওলানা জামাল উদ্দিন	ঃ আরবী প্রভাষক
৬. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৭. জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৮. মাওলানা মাঈন উদ্দিন	ঃ সিনিয়র মৌলভী
৯. মাওলানা দেলোয়ার হোসেন	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১০. মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১১. জনাব মোঃ আবদুল জব্বার	ঃ সহকারী শিক্ষক
১২. জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৩. মাওলানা মোঃ ইয়াছিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৪. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৫. জনাব মোঃ ফারুকুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৬. কারী মোঃ ইব্রাহীম	ঃ কারী
১৭. জনাব মৌঃ আবদুর রহমান	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৮. জনাব মোঃ আবদুজ জাহের	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৯. জনাব মোঃ সুলতানুল আলম	ঃ সহকারী শিক্ষক

[১]. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা,মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি-২০০৭, আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা,মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের হাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল সদর উপজেলার পূর্বাঞ্চলে টুংগিবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবেরহাটে অবস্থিত এ মাদরাসাটি ১৯৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম ভুমিকা পালন করেন আলহাজ্জ মাওলানা হাবিবুর রহমান। তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম এবং এ এলাকার নিকাহ রেজিষ্ট্রার (কাজী) ছিলেন। তখনকার সময় এমনিই শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট ছিলনা এরপরে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা ছিল কাল্পনিক ব্যাপার। সাহেবের হাটের একটু দুরেই ছিল চরমোনাই মাদরাসা। দূরত্বের কারণে সেখানে গিয়ে এ এলাকার ছেলে-মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে তেমন আগ্রহী ছিলনা। আলহাজ্জ মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পরামর্শ করেন এবং এ এলাকায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এ সময় যাঁরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মরহুম হাজী ওয়াজেদ আলী, মরহুম আবদুল ওয়াহেদ খান, মরহুম দরবেশ আলী ফকির, মরহুম হাফিজ উদ্দিন আহমেদ প্রমূখ। ১৯৫৬ সনে মরহুম মোবারক আলী সাহেবের দানকৃত জমির উপর একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা চালু করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পথ উন্মোচন করা হয়।[২] ১৯৫৭ সনে এটিকে জুনিয়র (হাফতম) মাদরাসায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৬০ সনে দাখিল পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[৩] এরপরে মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব মাদরাসাটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য ক্রমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি ১৯৭০ সালে আলিম ক্লাস চালু করেন এবং ১৯৮২ সনে ফাজিল ক্লাস চালুর মাধ্যমে মাদরাসাকে একটি দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রে রূপ দেন।[৪]

সাহেবের হাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

মরহুম মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব ১৯৫৬ সনে থেকেই মাদরাসাকে ঘিরে একটি মাসজিদ ও এলাকার সকল মুসলামানদের ঈদের নামাজ একত্রে পড়ার জন্য একটি ঈদাগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই ঈদগাহে এ এলাকার সকল মুসলমানগণ দুই ঈদের নামাজ আদায় করেন। মাদরাসা ক্যাম্পাসে ১৯৯৭ সনে মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা হাবিবুর রহমানের ছেলে মাওলানা এ.টি.এম হারুন সাহেবের উদ্যেগে একটি হেফজখানা চালু করা হয়।

---

[১].মাওঃ আবু তাহের মোঃ হারুন,উপাধ্যক্ষ, সাহেবের হাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, সদর,বরিশাল। সাক্ষাৎকার-১০/০২/২০০৭

[২].ঐ

[৩]ঐ

[৪].ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সনে একটি ইয়াতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়াও তিনি ২০০৫ সনে মাদরাসা ক্যাম্পাসে শিশুদের জন্য ওপেন কিন্টারগার্টেন নামে একটি শিশু প্রতিষ্ঠান চালু করেন। মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক মিলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রচারের লক্ষ্যে আদর্শ কিন্টারগার্টেন নামে আরো একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এসবের মাধ্যমে এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার একটি প্রভাব বিস্তার করছে।

শুরু থেকে যাঁরা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ[১]

(১) আলহাজ্জ মাওলানা হাবিবুর রহমান ঃ ১৯৫৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত

(২) মাওলানা এ.কে.এম ফজলুর রহমান ঃ ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত

(৩) মাওলানা এ.কে.এম আবদুল আজিজ ঃ ১৯৯৪ থেকে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[২]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ২০০ জন

(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ২০০ জন

(৩) আলিম ঃ ১১০ জন

(৪) ফাজিল ঃ ৩০ জন

মাদরাসাটি যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ[৩]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি

২. আলহাজ্জ আজিজুল হক আক্কাস ঃ সহ-সভাপতি

৩. মাওলানা এ.কে.এম আবদুল আজিজ ঃ সদস্য সচিব

৪. জনাব আবুল বাশার খান সুলতান ঃ সদস্য

৫. মাওলানা এ.কে.এম তাইয়্যেব হোসাইন ঃ সদস্য

৬. জনাব সৈয়দ মোস্তফা কামাল ঃ সদস্য

৭. জনাব আমির হোসেন হাওলাদার ঃ সদস্য

৮. জনাব আবুল কালাম আজাদ ঃ সদস্য

---

১. ঐ

২. ছাত্র হাজিরা বহি-২০০৭, সাহেবের হাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, সদর ,বরিশাল।

৩. .মাওঃ আবু তাহের মোঃ হারুন,উপাধ্যক্ষ, সাহেবের হাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, সদর,বরিশাল। সাক্ষাৎকার-১০/০২/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত ঃ[১]

(১) মাওলানা এ.কে.এম আবদুল আজিজ ঃ অধ্যক্ষ

(২) মাওলানা আবু তাহের মোঃ হারুন ঃ উপাধ্যক্ষ

(৩) মাওলানা এ.কে আবদুস সাত্তার ঃ সহকারী অধ্যাপক আরবী

(৪) মাওলানা আবদুল হাকিম ঃ প্রভাষক আরবী

(৫) মাওলানা ইসমাঈল হোসেন নেছারী ঃ প্রভাষক আরবী

(৬) মাওলানা গাজী ইউসুফ আলী ঃ প্রভাষক আরবী

(৭) মোঃ আবদুল মান্নান ঃ প্রভাষক বাংলা

(৮) জনাব মোঃ বশির উল্লাহ ঃ প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস

(৯) মাওলানা রুহুল আমীন ঃ সিনিয়র শিক্ষক

(১০) মাওলানা মাসুম বিল্লাহ ঃ সহকারী মাওলানা

(১১) জনাব মোঃ আলী আশরাফ ঃ সিনিয়র শিক্ষক

(১২) জনাব মোঃ আবদুল হালিম মিয়া ঃ সহকারী শিক্ষক

(১৩) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির ঃ সহকারী শিক্ষক

(১৪) জনাব মোঃ আবদুল খালেক ঃ সহকারী শিক্ষক

(১৫) মাওলানা ইউনুস আলী ঃ সহকারী শিক্ষক

(১৬) মাওলানা ইউসুফ আলী মৃধা ঃ ইবতেদায়ী প্রধান

(১৭) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ ঃ সহকারী শিক্ষক

(১৮) কারী মোঃ বদরুদ্দিন ঃ কারী

(১৯) জনাব মোঃ আবু হানিফ ঃ কারী

---

[১]. শিক্ষক হাজিরা বহি, সাহেবের হাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, সদর বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার বৃহত্তর থানা বাকেরগঞ্জের একটি ইউনিয়ন হল দুধল। জেলা শহর থেকে দক্ষিন-পুর্ব কোনে এ ইউনিয়নটি অবস্থিত। উনিশ শতকের শুরুতে হিন্দুদের দাপট ও দৌরত্ম্যে মুসলমানগণ ছিলেন অত্যন্ত ভীত। মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পালন করা মুসলমানেদের জন্য ছিলো দুসাধ্য ব্যাপার। ইংরেজদের কুশাসনে মুসলমানদের শিক্ষা দেয়া ও নেয়া ছিলো খুবই কঠিন তেমনি এক মুহূর্তে সুদূঢ় ঐ এলাকার বিশিষ্ট আলেম ও পীর মরহুম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (র.) দেশের মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান ও আল কুরআনের শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সনে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] নিম্ন ক্লাস থেকে শুরু করে মাদরাসাটি তখন আলিম (ছুয়ুম) পর্যন্ত চালু করা হয়। মাদরাসার সংলগ্ন একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল ছিল। সেখানেই শুরুতে মাদরাসার কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে আলাদা জমি ও ভবন তৈরী করে মাদরাসা পরিচালিত হতে থাকে।

দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা

০১-০১-১৯৫৮ সনে মাদরাসাটিকে উচ্চস্তরের আরেক ধাপ ফাজিল ক্লাশ চালু করা হয়।[২] বর্তমানে ১ম থেকে ফাজিল পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। গ্রামের মধ্যে মাদরাসা হলেও ছাত্র সংখ্যা ও পরীক্ষার ফলাফলে পিছিয়ে নেই এ প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৫ সনে দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ১টি এবং ২০০৬ সনে ১টি A+ পেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ছাড়াও ফলাফলের দিক দিয়ে ২০০৬ সনে বাকেরগঞ্জ থানার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৩]

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ [৪]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ২৫০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ২০০ জন
(৩) আলিম	ঃ ৭৮ জন
(৪) ফাজিল	ঃ ৮০ জন

---

১. মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুল্লাহ- অধ্যক্ষ দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা,বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২২/৩/২০০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ছাত্র হাজিরা খাতা, ২০০৭ শিক্ষা বর্ষ, দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা,বাকেরগঞ্জ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার শুরু থেকে প্রধানদের তালিকা ঃ [১]

(১) আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (র.)	ঃ ১৯২১ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত
(২) মাওলানা মোঃ ইয়াকুব	ঃ ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত
(৩) মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ	ঃ ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত
(৪) হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ	ঃ ১৯৭১ থেকে ২০০৩ মে পর্যন্ত
(৫) মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুল্লাহ	ঃ মে ২০০৩ থেকে বর্তমান

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ [২]

(১) মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুল্লাহ	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা আবদুল মালেক	ঃ প্রভাষক আরবী
(৩) মাওলানা শফিউল্লাহ	ঃ প্রভাষক আরবী
(৪) মাওলানা শরীয়তুল্লাহ	ঃ প্রভাষক আরবী
(৫) মাওলানা মোঃ ইউনুস	ঃ প্রভাষক আরবী
(৬) মাওলানা আবুল হোসেন	ঃ প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস
(৭) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	ঃ প্রভাষক বাংলা
(৮) মাওলানা মোঃ মাঈনুল ইসলাম	ঃ সহকারী মৌলভী
(৯) মাওলানা মোঃ মহিউদ্দিন	ঃ সহকারী মৌলভী
(১০) জনাব মোঃ আবুল হাশেম	ঃ সহকারী মৌলভী
(১১) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১২) জনাব মোঃ আবদুস সালম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৪) মাওলানা আল আমিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৫) মাওলানা আবদুর রহমান	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১৬) জনাব মোঃ সুলতান আহমেদ	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৭) কারী নিজাম উদ্দিন	ঃ কারী

[১]. মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুল্লাহ- অধ্যক্ষ দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা,বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। সাক্ষাৎকার -২২/৩/২০০৭

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি, দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা। বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

রোকন উদ্দিন সালেহিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা

বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছারছিনার পীর মরহুম মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.)সহ সেই দরবারের বহু আলেম ও দ্বীনের প্রচারকগণ সফর করতেন এবং লোকদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতেন। এর প্রভাবে সে এলাকার মানুষদের মাঝে ধর্মের প্রতি ঝোক-প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মরহুম মুন্সী মোমতাজ উদ্দিন সাহেব ছিলেন দুধল ইউনিয়নের শিয়ালঘুনী গ্রামের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী এবং ছারছিনা শরীফের পীর মরহুম নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) এর মুরীদ ও ছারছীনা দরবারের একনিষ্ঠ ভক্ত। নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ে তিনি শিয়ালঘুনী থেকে ফরিদপুর ইউনিয়নের রোকন উদ্দিন গ্রামে জমি কিনে বসতি স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সনে তাঁর নিজস্ব দানকৃত জমির উপর তৈরী করেন এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানটি।[১] প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারী মঞ্জুরী পাওয়া পর্যন্ত মাদরাসার সকল ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।

রোকন উদ্দিন সালেহিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা

এলাকার মানুষদের আন্তরিক সহযোগিতায় ক্রমম্বয়ে মাদরাসাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যাঁরা মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় মরহুম মুন্সী মোমতাজ উদ্দিন সাহেবকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জনাব মোঃ আমিন উদ্দিন মোল্লা, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান হাওলাদার, জনাব মোঃ কাশেম মোল্লা, মাওলানা নুর মোহাম্মদ। শুরুতে মাদরাসাটি দাখিল পর্যন্ত চালু করা হয়। কিন্তু দাখিল সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয় ১৯৫০ সনে।[২] এরপর ১৯৫৩ সনের ১লা জুন থেকে মাদরাসাটি আলিম ক্লাস চালুর অনুমতি লাভ করে। এবং ১৯৫৬ সনে ফাজিল ক্লাস চালু করা হয়।[৩] আস্তে আস্তে মাদরাসাটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে থাকে

মাদরাসার শুরু থেকে প্রধানদের তালিকাঃ[৪]

(১) মাওলানা নুর মোহাম্মদ	ঃ ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত
(২) মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত
(৩) মাওলানা আ.ক আলী আহম্মদ	ঃ ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত
(৪) মাওলানা আ.খ.ম আবদুর রব	ঃ ১৯৮৯ থেকে বর্তমান

[১]. মাওঃ আবুল বাশার মোঃ ত্ব-হা, উপাধ্যক্ষ, রোকনউদ্দিন ইসলামিয়া সালেহিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। সাক্ষাৎকার-০১-০৪-২০০৭

[২]. ঐ

[৩]. ঐ

[৪]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[১]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৫০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ১৫০ জন
(৩) আলিম	ঃ ৪৪ জন
(৪) ফাজিল	ঃ ৩০ জন

মাদরাসাটি যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ [২]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. জনাব মোশারেফ হোসেন শানু	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা আ.খ.ম. আবদুর রব	ঃ সদস্য সচিব
৪. জনাব হাবিবুর রহমান মাস্টার	ঃ সদস্য
৫. মাওলানা আবদুল মমিন	ঃ সদস্য
৬. জনাব হাবিবুর রহমান হাওলাদার	ঃ সদস্য
৭. জনাব জালাল উদ্দিন খান	ঃ সদস্য
৮. জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	ঃ সদস্য
৯. মোঃ মহিউদ্দিন মোল্লা	ঃ সদস্য

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত ঃ [৩]

(১) মাওলানা আ.খ.ম. আবদুর রব	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা আবুল বাশার মোঃ ত্ব-হা	ঃ উপাধ্যক্ষ
(৩) মাওলানা জালাল উদ্দিন	ঃ সহকারী অধ্যাপক
(৪) মাওলানা মোশারেফ হোসেন	ঃ প্রভাষক আরবী
(৫) মাওলানা এমরানুল হক	ঃ প্রভাষক আরবী
(৬) মাওলানা হাবিবুল্লাহ	ঃ প্রভাষক আরবী
(৭) জনাব মোঃ আশরাফুল হাসান সুমন	ঃ প্রভাষক বাংলা
(৮) জনাব মোঃ আবদুল লতিফ গাজী	ঃ প্রভাষক ইংরেজী
(৯) মাওলানা আবদুল মতিন	ঃ সহকারী মৌলভী
(১০) মাওলানা আবু জাফর	ঃ সহকারী মৌলভী
(১১) মাওলানা শাহ আলম	ঃ সহকারী মৌলভী
(১২) জনাব মোঃ আবদুল গনি	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৩) জনাব মোঃ সামসুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৪) জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৫) জনাব মোঃ নূরে আলম মিণ্টু	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৬) জনাব মোঃ শাহজাহান	ঃ লাইব্রেরীয়ান
(১৭) মাস্টার আবদুল গাজী	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৮) হাফেজ জাকির হোসেন	ঃ কারী

[১] ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, রোকনউদ্দিন ইসলামিয়া সালেহিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

[২]. মাওঃ আবুল বাশার মোঃ ত্ব-হা, উপাধ্যক্ষ, রোকনউদ্দিন ইসলামিয়া সালেহিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল সাক্ষাৎকার-০১-০৪-২০০৭

[৩]. শিক্ষক হাজিরা বহি, রোকনউদ্দিন ইসলামিয়া সালেহিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

আফসার উদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার পূর্ব-উত্তর কোনে অবস্থিত হিজলা উপজেলা। উপজেলাটি নদী বেষ্টিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দূর্গম। বড়জালিয়া ইউনিয়ন হল উপজেলার হেডকোয়াটার। এ ইউনিয়নের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব মেজর আফসার উদ্দিন সাহেব ১৯৮৬ সনে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং দাখিল পর্যন্ত খুন্না বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে নিজের দানকৃত জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন আফসার উদ্দিন মাদরাসা।[১]

এলাকার লোকজন তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে মাদরাসায় ভর্তি করে দ্বীনি শিক্ষা করতে থাকেন। ক্রমস্বয়ে মাদরাসাটি বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের মাধ্যমে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়। এহেন অবস্থায় ১৯৯৫ সনে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার আরো এক ধাপ উর্ধ্বে তথা আলিম ক্লাস চালুর অনুমতি লাভ করে।[২] এরপর বোর্ড কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ২০০৩ সনে মাদরাসাটি ফাজিল (ডিগ্রিস্তর) চালুর অনুমতি লাভ করে।[৩] শুরু থেকেই মাদরাসাটি ভাল ফলাফলের নজীর স্থাপন করে আসছে। ২০০৩ সনে দাখিলে ১টি এবং ২০০৬ সনে ৩টি A+ পেয়ে মেধার স্বাক্ষর রেখেছে। শুরু থেকেই মাওলানা সুলতান মাহমুদ সাহেব মাদরাসাটি সুষ্ঠুভাবে অদ্যবদি পরিচালনা করে আসছেন।

আফসার উদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা

বর্তমানে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ঃ[৪]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-১৬৫ ছাত্রী- ১২৫ = ২৮৬ জন
(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-১৮৪ ছাত্রী- ১৬১ = ৩৪৫ জন
(গ) আলিম	ঃ ছাত্র- ২৬ ছাত্রী- ১৩ = ৩৯ জন
(ঘ) ফাজিল	ঃ ছাত্র- ২১ ছাত্রী- ০৪ = ২৫ জন

---

১. মাওলানা সুলতান মাহমুদ, অধ্যক্ষ, আফসারউদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা, হিজলা,বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ, আফসারউদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা, হিজলা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার পরিচালানা কমিটিঃ[১]

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
(২) জনাব মোঃ শামসুদ্দিন হাওলাদার	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) মাওলানা সুলতান মাহমুদ	ঃ সদস্য সচিব
(৪) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন দুলাল	ঃ সদস্য
(৫) জনাব সৈয়দ মকবুল আলম	ঃ সদস্য
(৬) জনাব শাহরিয়ার মোঃ সালউদ্দিন	ঃ সদস্য
(৭) জনাব আবদুল মালেক দেওয়ান	ঃ সদস্য
(৮) জনাব আবদুস সাত্তার খান	সদস্য
(৯) জনাব আবদুল মতিন গাজী	ঃ সদস্য
(১০) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন রাড়ী	ঃ সদস্য
(১১) জনাব মোঃ আবদুল গনি	ঃ সদস্য
(১২) জনাব মোঃ আবদুছ ছত্তার	ঃ সদস্য

মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দঃ[২]

১। মাওলানা সুলতান মাহমুদ	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা আবদুল আজীজ	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা আবদুল গনি	ঃ আরবী প্রভাষক
৪। মাওলানা শরীফ হোসাইন	ঃ আরবী প্রভাষক
৫। মাওলানা সৈয়দ মোজাম্মেল হক	ঃ বাংলা প্রভাষক
৬। জনাব মোঃ লোকমান হোসাইন	ঃ প্রভাষক পৌরনীতি
৭। জনাব মোঃ আবদুল মান্নান	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৮। মাওলানা গোলামুর রহমান	ঃ সিনিয়র মৌলভী
৯। মাওলানা শফিকুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১০। মাওলানা কাজী মুজিবুল হক	ঃ সিনিয়র মৌলভী
১১। মাওলানা মোঃ রুহুল আমীন	ঃ সহকারী মৌলভী
১২। জনাব মোঃ সাইয়েদুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৩। মাওলানা মোঃ শাহে আলম	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৪। মৌঃ আবদুস সাত্তার	ঃ জুনিয়র মৌলভী
১৫। কারী মোঃ ফজলুর রহমান	ঃ কারী
১৬। কারী মোঃ হুমায়ুন কবির	ঃ কারী
১৭। জনাব মোঃ আবদুর রহীম	ঃ জুনিয়র শিক্ষক

[১]. মাওলানা সুলতান মাহমুদ, অধ্যক্ষ, আফসারউদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা, হিজলা,বরিশাল। সাক্ষাৎকার-৬/১২/০৬

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি, আফসারউদ্দিন সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা, হিজলা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আলিম মাদরাসা সমুহের অবদান

(১) মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

(২) চাখার দরবার মঞ্জিল ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

(৩) মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

(৪) সারুখালী হোসাইনিয়া আলিম মাদরাসা

(৫) চরডিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা

(৬) পশ্চিম ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা

(৭) বানারীপাড়া মাহমূদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

(৮) সৈয়দ আবদুল মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা

(৯) বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার চাঁনপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসাটি ১৯৫০ সনে স্থানীয় মাওলানা মনসুর আহমদ সাহেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] একজন আলেম হিসেবে তাঁর মনে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি সদকায়ে জারিয়া হিসেবে এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে উক্ত মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।প্রতিষ্ঠাকালে এলাকার যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেনঃ[২]

১. জনাব মৌঃ আফাজ উদ্দিন দেওয়ান

২. জনাব আবদুর রশিদ দেওয়ান

৩. জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান

৪. মোঃ নূর হান্নান মুন্সী

৫. জনাব তোফায়েল আহমদ সিকাদার

৬. মোঃ ইউসুফ আলী মিয়া

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাদরাসাটি ক্রমন্বয়ে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলছে। দাখিলের পর ১৯৮৮ সনে মাদরাসায় আলিম ক্লাস চালু করা হয়। থানার মধ্যে ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ প্রতি বছর দাখিল ও আলিম কেন্দ্রিয় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে আসছে।

মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

শুরু থেকে যাঁরা মাদরাসার প্রধান ছিলেনঃ[৩]

(১) মাওলানা মোঃ সুলতান আহমেদ	ঃ ১৯৫০-১৯৫৭
(২) মাওলানা মোঃ শামসুল হক	ঃ ১৯৫৭-১৯৫৮
(৩) মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম	ঃ ১৯৫৯-১৯৬৬

---

১. মাওলানা জহির উদ্দিন, অধ্যক্ষ, মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(৫) মাওলানা মোঃ সেলিমুর রহমান ঃ ১৯৭৩-১৯৮৫

(৬) মাওলানা মোহম্মাদ হোসেন আজাদী ঃ১৯৮৫-১৯৮৭

(৭) মাওলানা মোঃ জহির উদ্দিন ঃ ১৯৮৭----বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ[১]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ১৮০ জন

(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ২৫০ জন

(৩) আলিম ঃ ৩৬ জন

মাদরাসার বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[২]

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফলাফল দেয়া না গেলেও ১৯৯০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে যারা বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে দাখিল ও আলিম পাশ করেছে তার সংখ্যা দেয়া হলঃ

শ্রেণী	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০
দাখিল	১২	০৮	১২	০৫	১০	০৪	০৬	০৭	০২	১৩	০৭
আলিম	৫	০১	৬	০৬	০১	০২	০১	-	০৩	০১	০১

শ্রেণী	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬
দাখিল	২০	০৮	১২	২০	১৫	২০
আলিম	০১	০৬	০৫	০৯	০৮	১৪

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[৩]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি

২.জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন দেওয়ান ঃ সহ-সভাপতি

৩. মাওলানা মোঃ জহির উদ্দিন ঃ সদস্য সচিব

৪.জনাব মোঃ আবদুল মাজেদ দেওয়ান ঃ সদস্য

৫. মৌঃ আফাজ উদ্দিন দেওয়ান ঃ সদস্য

৬.জনাব মোঃ মজিবুল হক রাড়ী ঃ সদস্য

[১]. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

[২]. ফলাফল রেজিস্ট্রার, মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

[৩]. মাওলানা জহির উদ্দিন, অধ্যক্ষ, মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

৭. জনাব মোঃ রুহুল আমীন বেপারী ঃ সদস্য

৮.জনাব মোঃ মফিজুল হক ঃ সদস্য

৯. জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন বেপারী ঃ সদস্য

১০. মাস্টার আবদুজ জাহের হাওলাদার ঃ সদস্য

মাদরাসায় বর্তমানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দঃ[১]

১। মাওলানা মোঃ জহির উদ্দিন ঃ অধ্যক্ষ

২। মাওলানা মনিরুজ্জামান আবদুল্লাহ ঃ প্রভাষক আরবী

৩.মাওলানা নাছির আহমেদ ঃ প্রভাষক আরবী

৪. মাওলানা আবদুল হক নোমানী ঃ প্রভাষক আরবী

৫. জনাব মোঃ সাইফুল্লাহ ঃ প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস

৬. মোসাঃ খালেদা ইয়াসমিন ঃ প্রভাষক বাংলা

৭. মাওলানা মোঃ ইব্রাহিম খলিল ঃ সহকারী মৌলভী

৮. মাওলানা মাহবুব আলম ঃ সহকারী মৌলভী

৯. মাওলানা নূরুল আমীন ঃ সহকারী মৌলভী

১০. জনাব মোঃ আবদুল মতিন ঃ সহকারী মৌলভী

১১. জনাব এস,এম, নাসির উদ্দিন ঃ সহকারী শিক্ষক

১২. জনাব মোঃ আখতার হোসেন ঃ সহকারী শিক্ষক

১৩. মাস্টার আবদুর রব ঃ সহকারী শিক্ষক

১৪. জনাব মোঃ শাহজাহান ঃ সহকারী শিক্ষক

১৫. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ঃ সহকারী শিক্ষক

১৬. মৌঃ আমির হোসেন ঃ ইবতেদায়ী প্রধান

১৭. কারী আবদুল করিম নিয়াজী ঃ কারী

---

[১]. শিক্ষক হাজিরা বহি, মাদারতলী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল অঞ্চলের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, চাখারের পীর সাহেব নামে খ্যাত মরহুম হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.) ১৯৭০ সনে নোয়াখালীর কলাকোপা দরসে নেযামী মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস পাস করে তাঁর ওস্তাদ হযরত মাওলানা মোঃ ছাইদুল হকের নির্দেশক্রমে ১৯৭১ সনে তিনি নিজ এলাকায় চলে এসে এ এলাকায় মানুষদেরকে সঠিকভাবে দ্বীনের পথে পরিচালনা করা এবং এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম তিনি এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের সাথে নিয়ে একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা এবং পরবর্তীতে ১৯৮১ সনে ঐ মাদরাসাকে দাখিল পর্যায়ে চালু করেন। মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর ১৯৮৪ সনের ১লা জুলাই থেকে সরকারী মঞ্জুরী লাভ করে।[১] চাখারে ঐ সময়ে শুধুমাত্র চাখার ফজলুল হক কলেজ ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হবার পর মুসলমানদের শিশু-সন্তানদের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পরে। মাদরাসাটিতে আরো উচ্চ শ্রেণী চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে ১৯৯৪ সন থেকে আলিম ক্লাস চালু করা হয়।[২]

১৯৮৬ সন থেকে ২০০৬ পর্যন্ত মাদরাসা থেকে সর্বমোট দাখিল পাশ করেছে-২৫১জন এবং ১৯৯৬ সন থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আলিমে পাস করেছে-৯১জন। এ ছাড়াও ৫ম শ্রেণীর বৃত্তিসহ ২০০৬ সনে দাখিলে ১টি A+ পেয়েছে যা এতদাঞ্চলে সুনামের অধিকারী।[৩] বর্তমানে মাদরাসটিতে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা তথা কম্পিউটার বিষয় চালু রয়েছে। প্রতি বছর বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার ফলে এর সুনাম অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুরু থেকে মাদরাসায় যাঁরা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ[৪]

১. মাওলানা মোঃ আবদুল আউয়াল	ঃ ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩
২. মাওলানা মোঃ লোকমান হোসেন	ঃ ১৯৮৪ থেকে ১৯৯০
৩. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	ঃ ১৯৯০ ----------বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[৫]

১. ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র- ৮০ জন, ছাত্রী-৪৬ জন	= ১২৬ জন
২. দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণী)	ঃ ছাত্র-১৯৭ জন, ছাত্রী-৬৩ জন	= ২৬০ জন
৩. আলিম	ঃ ছাত্র- ৩৮ জন, ছাত্রী-১৬ জন	= ৫৪ জন

---

১. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বানারীপাড়া।

২. ঐ

৩. ফলাফল রেজিস্ট্রার, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বানারীপাড়া।

৪. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বানারীপাড়া।

৫. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বানারীপাড়া

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দঃ[১]

(১) মেডিকেল অফিসার, বানারীপাড়া	ঃ সভাপতি
(২) জনাব সৈয়দ ফারুক উদ্দিন	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সদস্য সচিব
(৪) জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন	ঃ সদস্য
(৫) জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী সরদার	ঃ সদস্য
(৬) জনাব মোঃ আইউব আলী সরদার	ঃ সদস্য
(৭) জনাব সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন	ঃ সদস্য
(৮) জনাব মোঃ মোহসিন সরদার	ঃ সদস্য
(৯) জনাব মোঃ আবুল হাশেম কাজী	ঃ সদস্য

বর্তমানে যাঁরা মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেনঃ[২]

১. মাওলানা মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা এ,কে,এম ছানাউল্লাহ	ঃ প্রভাষক আরবী
৩. মাওলানা মোঃ জিয়াউল হক	ঃ প্রভাষক আরবী
৪. মাওলানা মোঃ শিহাব উদ্দিন	ঃ প্রভাষক আরবী
৫. জনাব মোঃ মোয়জ্জেম হোসেন	ঃ প্রভাষক পৌরনীতি
৬. মাওলানা মোঃ মতিউল্লাহ নজমী	ঃ সহকারী মৌলভী
৭. মাওলানা আবদুল হাকীম	ঃ সহকারী মৌলভী
৮. হাফেজ মাওলানা আলী আকবার	ঃ সহকারী মৌলভী
৯. জনাব সৈয়দ সুলতান মাহমুদ	ঃ সহকারী শিক্ষক
১০. জনাব মোঃ কাওছার মোল্লা	ঃ সহকারী শিক্ষক
১১. জনাব সৈয়দ ছাইদুর রহমান	ঃ শরীর চর্চা শিক্ষক
১২. জনাব কাজী সাইদুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৩. মাওলানা মোঃ নূরুল হক	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
১৪. জনাব মোঃ কে,এ সাত্তার	ঃ ইবেতেদায়ী শিক্ষক
১৫. জনাব মোঃ লকিতুল্লাহ	ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক
১৬. জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	ঃ ইবতেদায়ী শিক্ষক
১৭. কারী সৈয়দ আলমগীর হোসেন	ঃ কারী

---

১. .রেজুলিউশন বহি, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বানারীপাড়া,বরিশাল

২. শিক্ষক হাজিরা বহি, চাখার দরবার মঞ্জিল সাইয়েদিয়া সিনিয়র মাদরাসা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র (আলিম) মাদরাসা

মুলাদী উপজেলা বন্দরে অবস্থিত এ মাদরাসাটি ১৯৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] মহল্লার কতিপয় ইসলামী পিপাসু ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাজী আবদুর রহীম মোল্লা। তাঁর সাথে যাঁরা এ মাদরাসা গড়ার কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন-ডাঃ মোসালেম উদ্দিন,জনাব আবদুল লতিফ খান, জনাব মোঃ আলম ঢালী, জনাব মোঃ আবদুল জব্বার খান। মাদরাসার জন্য স্থানীয় জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম হাওলাদার সাহেব ২২ শতাংশ জমি দান করেন।[২] উপজেলা কেন্দ্রে মাদরাসা হওয়ার সুবাদে অল্পতেই এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২০০০ সনে মাদরাসাটি আলিম ক্লাসে ভর্তির অনুমতি লাভ করে।[৩] অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদরাসাটি ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে চলছে।

মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

শুরু থেকে যাঁরা মাদরাসার প্রধান ছিলেনঃ[৪]

(১) মাওলানা আলাউদ্দিন	ঃ ১৯৮৫-১৯৮৭
(২) মোঃ ডাঃ মোসলেম উদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত)	ঃ ১৯৮৭-১৯৮৮
(৩) মাওলানা এ.টি.এম. সিদ্দিকুর রহমান	ঃ ১৯৮৮--- - বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ[৫]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ১০০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ১২৫ জন
(৩) আলিম	ঃ ৫৯ জন

১. মাওলানা এ.টি.এম সিদ্দিকুর রহমান অধ্যক্ষ, মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী।

২. ডা. মোসলেম উদ্দিন, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সুপার ও সদস্য ম্যানেজিং কমিটি, মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী।

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[১]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২.জনাব মোঃ আবদুর রহীম মোল্লা	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওঃএ.টি.এম.সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সদস্য সচিব
৪. জনাব আবদুল ওয়াহেদ সরদার	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ কামাল হোসেন	ঃ সদস্য
৬. জনাব মোঃ আবদুল লতিফ খান	ঃ সদস্য

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষকবৃন্দঃ[২]

১। মাওলানা এ.টি.এম সিদ্দিকুর রহমান	ঃ অধ্যক্ষ
২। মাওলানা হারুনুর রশিদ	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩। মাওলানা ইসমাঈল হোসেন	ঃ প্রভাষক আরবী
৪। মাওলানা আবদুল হক	ঃ প্রভাষক আরবী
৫। মাওলানা নাসির উদ্দিন মোল্লা	ঃ সিনিযর মৌলভী
৬। মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র মৌলভী
৭। মাওলানা আবুল কাশেম	ঃ সহকারী শিক্ষক
৮। জনাব মোঃ ইসমাঈল হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
৯। কারী মতিউর রহমান	ঃ কারী
১০। জনাব মোঃ জাকির হোসন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১১। জনাব মোঃ আবুল খায়ের	ঃ সহকারী শিক্ষক
১২। মৌঃ হেলাল উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক

১. মাওলানা এ.টি.এম সিদ্দিকুর রহমান অধ্যক্ষ, মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী।

২. শিক্ষক হাজিরা বহি, মুলাদী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী।

Dhaka University Institutional Repository

সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল সদর উপজেলার চাঁদপুরা ইউনিয়নের সারুখালী গ্রামে বাহাদুর শরীফের পীর সাহেব মাওলানা মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া ও তাঁর ভাই দাদন মিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য আসতেন। এ এলাকার মানুষদের মাঝে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে বদ্ধমূল করার জন্য ১৯৬৯ সনে স্থানীয় পীর সাহেবের ভক্ত আলহাজ্জ হোসেন উদ্দিন হাওলাদার ও আলহাজ্জ আমজাদ হোসেন হাওলাদার নিজের দানকৃত জমির উপর এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] হোসেন উদ্দিন হাওলাদারের নামেই এ মাদরাসার নামকরণ করা হয়হোসাইনিয়া মাদরাসা। মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয় ফোরকানিয়া চালুর মাধ্যমে ১৯৬৯ সনে ।[২] এরপরে ১৯৭৩ সনে মাদরাসাটি দাখিল হিসেবে মঞ্জুরী লাভ করে এবং ১৯৮৬ সনে আলিম ক্লাস চালুর সরকারী অনুমতি প্রাপ্ত হয়।[৩]

সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা

শুরু থেকে মাদরাসার প্রধানের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেনঃ[৪]

(১) মাওলানা আবদুস সাত্তার	ঃ ১৯৬৯-১৯৭০
(২) মাওলানা আলী আহমেদ	ঃ ১৯৭০-১৯৮৫
(৩) মাওলানা মোহম্মাদ আলী	ঃ ১৯৮৫- ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
(৪) মাওলানা আবদুল মালেক (ভারপাপ্ত)	ঃ ১৯৯৯অক্টোবর - ২০০১ মে পর্যন্ত
(৫) মাওলানা আবদুল মান্নান	ঃ জুন ২০০১ থেকে ২০০২ ডিসেম্বর পর্যন্ত
(৬) মাওলানা আবদুল মালেক (ভারপাপ্ত)	ঃ ১/১/২০০৩ থেকে ৩০/৯/২০০৩ পর্যন্ত
(৭) মাওলানা শামসুল আলম	ঃ ০১/১০/২০০৩ থেকে ৩০/১০/২০০৪
(৮) মাওলানা আবদুল মালেক (ভারপ্রাপ্ত)	ঃ ১/১১/২০০৪ থেকে ২৮/০১/২০০৭
(৯) মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	ঃ ২৯/০১/২০০৭----------বর্তমান

১. মাওলানা আবদুল মালেক, উপাধ্যক্ষ, সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সদর, বরিশাল।সাক্ষাৎকার -১১/২/০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ[1]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ১৭৫ জন

(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ২০০ জন

(৩) আলিম ঃ ৫২ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[2]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি

২.জনাব মোঃ আবদুল বারেক হাওলাদার ঃ সহ-সভাপতি

৩. আলহাজ্জ মহব্বত আলী হাওলাদার ঃ সদস্য

৪. জনাব এ.বি.এম মোকলেছুর রহমান ঃ সদস্য

৫. জনাব মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদার ঃ সদস্য

৬. জনাব মোঃ মোসলেম আলী খান ঃ সদস্য

৭. জনাব আক্কেল আলী মৃধা ঃ সদস্য

৮. জনাব মোঃ ফারুক আলম মৃধা ঃ সদস্য

৯. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ঃ সদস্য সচিব

মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ[3]

(১) মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান ঃ অধ্যক্ষ

(২) মাওলানা আবদুল মালেক ঃ উপাধ্যক্ষ

(৩) মাওলানা আবুল কালাম ঃ আরবী প্রভাষক

(৪) মাওলানা মোঃ আবদুল্লাহ ঃ আরবী প্রভাষক

(৫) জনাব মোঃ ফারুক আলম ঃ প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস

425574

(৬) জনাব মোঃ শাহশের আলী ঃ প্রভাষক, বাংলা

(৭) মাওলানা গোলাম মোস্তফা ঃ সিনিযর মৌলভী

(৮) মাওলানা আকবর হোসাইন ঃ সিনিয়র মৌলভী

(৯) জনাব মোঃ মকবুল হোসেন ঃ সিনিয়র শিক্ষক

(১০) মাওলানা বজুলর রশিদ ঃ সিনিয়র মৌলভী

(১১) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ঃ সিনিয়র মৌলভী

(১২) জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ঃ জুনিয়র শিক্ষক

(১৩) জনাব মোঃ আবদুল মালেক খান ঃ জুনিয়র শিক্ষক

(১৪) মাওলানা এ.বি.এম আঃ হাই ঃ ইবতেদায়ী প্রধান

(১৫) জনাব মোঃ আজাহার আলী ঃ ইবতেদায়ী সহকারী

(১৬) জনাব মোঃ ইউনুস হাওলাদার ঃ জুনিয়র শিক্ষক

(১৭) কারী মোঃ মোশারেফ হোসেন ঃ কারী

---

১. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সদর, বরিশাল।

২. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সদর, বরিশাল।

৩. শিক্ষক হাজিরা বহি, সারুখালী হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, সদর, বরিশাল।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

চরডিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা

মুলাদী উপজেলার চরডিক্রি এলাকার বাসিন্দা দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেম আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল করিম ১৯৭৭ সনে প্রথমে ফোরকানিয়া মাদরাসা চালু করেন।[১] এর সাথে তিনি হাফিজী বিভাগ যুক্ত করে মাদরাসাটিকে উচ্চ ক্লাস চালু করার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তিনি এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদেরকে সাথে নিয়ে ১৯৮৫ সনে মাদরাসাটি দাখিল পর্যন্ত চালু করার উদ্যোগ গ্রহন করেন।[২] তখনকার সময়ে তাঁর সাথে যাঁরা সহযোগিতা করেছিল তাঁরা হলেন-মাওলানা হারুনুর রশিদ, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আকন, জনাব সেকান্দার আলী তালুকদার, জনাব লুৎফুর রহমান বাঘা।

দাখিল স্তরের শুরুতেই মাওলানা যাকারিয়া সাহেবকে সুপারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি ১৯৮৫ সন থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত সুনামের সাথে তাঁর স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপরে ১৯৮৮ সনে মাওলানা আবদুর কাদেরকে সুপার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।[৩] তিনি এখনও আছেন। তিনি যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি মাদরাসাটিকে ১৯৯৪ সনে আলিম ক্লাশ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদরাসার পড়াশুনার একটি সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬ সালের দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ১টি A+ ও পেয়েছে।

চরডিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৪]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ১০০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ৩০০ জন
(৩) আলিম	ঃ ২০ জন

১. মাওলানা আবদুল কাদের, অধ্যক্ষ, চরডিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪.ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, চরডিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসাটি যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ[১]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ সদস্য সচিব
৩. মাওলানা আবদুল করিম	ঃ সদস্য
৪. মাওলানা হারুনুর রশিদ	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন আকন	ঃ সদস্য
৬. জনাব মোঃ শাহজাহান মোল্লা	ঃ সদস্য
৭. জনাব মোঃ আবদুল জব্বার	ঃ সদস্য
৮. জনাব মোঃ সালাম ফকির	ঃ সদস্য

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষক মন্ডলীঃ[২]

(১) মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা মোঃ ইয়াসিন শেখ	ঃ উপাধ্যক্ষ
(৩) মাওলানা মোঃ সামসুল আলম	ঃ আরবী প্রভাষক
(৪) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
(৫) মাওলানা হুমায়ুন কবির	ঃ সিনিয়র মৌলভী
(৬) মাওলানা মোঃ সাইফুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৭) জনাব মোঃ আলী হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৮) জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৯) জনাব মোঃ আবদুল আজীজ	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১০) জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসাইন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১১) জনাব মোঃ আবদুল গনি	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১২) জনাব মোঃ নেছার উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৩) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৪) জনাব মোঃ আবদুল রশিদ	ঃ সহকারী শিক্ষক

[১]. মাওলানা আবদুল কাদের, অধ্যক্ষ, চরভিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

[২]. শিক্ষক হাজিরা বহি, চরভিক্রি দারুল উলুম সিনিয়র মাদরাসা, মুলাদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা

বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ভূতেরদিয়া গ্রামে অবস্থিত এ মাদরাসাটি ১৯৬৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন ঐ এলাকারই বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও আলেম মরহুম আবদুর রহমান সিকদার।[১] ঐ এলাকায় তখনকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তিনি নিজে তালপাতা দিয়ে বাড়ী থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ভোলা গিয়ে তিনি পড়াশুনা করেছেন এবং সেখান থেকে জিটি (জুনিয়র ট্রেনিং) পাশ করেছেন। ভোলা থাকতেই তিনি চিন্তা করলেন এলাকার অনেকের পক্ষে দূরে গিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়, সুতরাং এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ভোলা থেকে এসেই তিনি একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন।[২] সে স্কুল আজ পশ্চিম ভূতেরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

পশ্চিম ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা

কয়েক বছর পর দেখলেন যে এ স্কুলে কোন ধর্মীয় শিক্ষা হচ্ছেনা। আর তখনকার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার জন্য সারা বাবুগঞ্জে একটি মাদরাসা ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। তাই তিনি এলাকার আরো গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যেমন মরহুম মুন্সী তাহের আলী , মরহুম আরশেদ আলী মৃধা, মরহুম ওয়াজেদ আলী হাওলাদার এর সাথে পরামর্শ করে তাঁদের সহযোগিতায় ১৯৬৩ সনে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাম রাখেন পশ্চিম ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন মাদরাসা।[৩] ১৯৬৮ সনে মাদরাসাটি সরকারীভাবে দাখিল মঞ্জুরী লাভ করে। দীর্ঘদিন পর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতার মেঝ ছেলে মাওলানা বজলুর রশিদ সাহেব সুপার হিসেবে নিয়োগ পেয়ে মাদরাসার হাল ধরেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সনে আলিম ক্লাস চালু করা হয়।[৪] মাদরাসাটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০০২ সনে বাবুগঞ্জ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ মাদরাসা হিসেবেও পুরস্কৃত হয়েছে। এছাড়াও ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ প্রতি বছর বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে আসছে ।

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৫]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ৩০০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ২৫০ জন
(৩) আলিম	ঃ ৪০ জন

---

১. মাওলানা বজলুর রশিদ, অধ্যক্ষ, পঃ ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, পঃ ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসাটি যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ[১]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২.জনাব আবদুল মান্নান মৃধা	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ সদস্য সচিব
৪. মাওলানা মোজাম্মল হক	ঃ সদস্য
৪. মাওলানা নূরুল হক	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ সিরাজুল হক মৃধা	ঃ সদস্য
৬. জনাব আবদুর রশিদ হাওলাদার	ঃ সদস্য
৭. আলহাজ্জ আঃ রাজ্জাক মোল্লা	ঃ সদস্য
৮. জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার সিকদার	ঃ সদস্য
৯। জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম বাবুল	ঃ সদস্য

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষক মন্ডলীঃ[২]

(১) মাওলানা বজলুর রশিদ	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা মোঃ জালাল উদ্দিন	ঃ উপাধ্যক্ষ
(৩) মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন	ঃ আরবী প্রভাষক
(৪) মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ আরবী প্রভাষক
(৫) জনাব মোঃ আবুল বাশার	ঃ প্রভাষক পৌরনীতি
(৬) জনাব মোঃ আমীর হোসেন	ঃ প্রভাষক বাংলা
(৭) মাওলানা খায়রুল আলম	ঃ সিনিয়র মৌলভী
(৮) মাওলানা আশরাফুল আলম	ঃ সিনিয়র মৌলভী
(৯) মাওলানা হারুনুর রশিদ	ঃ সিনিয়র মৌলভী
(১০) জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১১) জনাব মোঃ জাকির হোসেন	ঃ ক্রীড়া শিক্ষক
(১২) জনাব মোঃ আবুল হোসেন	ঃ কৃষি শিক্ষা শিক্ষক
(১৩) মোসাঃ কামরুন্নাহার	ঃ কম্পিউটার শিক্ষক
(১৪) জনাব মোঃ তাজেম আলী	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৫) জনাব মোঃ আবদুল জব্বার	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৬) মাওলানা শামসুল হক	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১৭) মাওলানা আনোয়ারুল কবির	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৮) মোসাঃ মাহমুদা বেগম	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৯) কারী ফজলে আলী	ঃ কারী

---

১. মাওলানা বজলুর রশিদ, অধ্যক্ষ, পঃ ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

২. শিক্ষক হাজিরা বহি, পঃ ভূতেরদিয়া দারুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বানারীপাড়া মাহ্‌মূদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

জৌনপুরের পীর হযরত মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সিদ্দিকী (র.) বানারীপাড়া এলাকায় সফর করতেন। এ এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চার জন্য তিনি স্থানীয় লোকজনদেরকে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপরে উদ্বুদ্ধ করেন। পীর সাহেবের নামানুসারে ১৯৬৫ সনে বানারীপাড়া মাহমূদিয়া মাদরাসা নামে দাখিল পর্যন্ত একটি মাদরাসা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[১] কিন্তু সরকারী মঞ্জুরী পেতে সমস্য, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিতে না পারাা ইত্যাদি কারণে ১৯৬৮ সনে মাদরাসাটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৩ সনে স্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষানুরাগী জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়ার নেতৃত্বে মাদরাসাটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন মোল্লা মাদরাসার জন্য জমি দান করেন।[২]

শুরুতেই এটাকে হেফজ বিভাগ দিয়ে চালু করা হয় এবং এলাকার হাফেজ মাওলানা মুহিবুল্লাহকে এ হেফজখানার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সময়ে যাঁরা জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়ার সাথে থেকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আনোয়ার হোসেন তালুকদার ও হফেজ মোঃ মুহিবুল্লাহ। বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসাটিকে সচল রাখতে একটি কমিটিও গঠন করা হয় । কমিটির সদস্যগণ ছিলেন-[৩]

১. জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া ঃ সভাপতি
২. জনাব নবীর উদ্দিন মিয়া ঃ সেক্রেটারী
৩. জনাব রফিক উদ্দিন মিয়া ঃ সদস্য
৪. মোঃ আবদুর রব মৃধা ঃ সদস্য
৫. মোঃ এনায়েত হোসেন মোল্লা ঃ সদস্য

বানারীপাড়া মাহ্‌মূদিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা

১৯৮৩ সনে মাদরসাটি দাখিল পর্যায়ে চালু করা হয়।[৪] এ সময় থেকে দাখিল এবং হিফজখানা একত্রে চলতে থাকে। ১৯৮৮ সনে হিফজখানাটি বানারীপাড়া ইয়াতিমখানার সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। এখন শুধু একক মাদরাসার কার্যক্রমই পরিচালিত হচ্ছে। ২০০২ সনে মাদরাসাটি উচ্চস্তর আলিম ক্লাশ চালু করা হয়।[৫] মাদরাসার পড়াশুনার একটি সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তিসহ বোর্ড পরীক্ষায় দাখিল ও আলিমে ভালো ফলাফল করে আসছে।

---

১. জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া, বানারীপাড়া বন্দর, ও সদস্য ম্যানেজিং কমিটি, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫.মাওলানা আল আমিন, আরবী প্রভাষক, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকে যাঁরা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ[১]

(১) মাওলানা হাফেজ মোঃ মুহিবুল্লাহ	ঃ ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত
(২) মাওলানা আবদুস সাত্তার আজাদী	ঃ ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত
(৩) মাওলানা আবদুর রাজ্জাক	ঃ ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত
(৪) মাওলানা আলী হোসাইন খান	ঃ ১৯৯৬ থেকে বর্তমান

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[২]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৫০ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ১২৫ জন
(৩) আলিম	ঃ ৪০ জন

মাদরাসাটি যাঁরা বর্তমানে পরিচালনা করছেনঃ[৩]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. জনাব মোঃ মোর্শেদ আলম	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা আলী হোসাইন খান	ঃ সদস্য সচিব
৪. জনাব নূর মোহাম্মদ মিয়া	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ আবুর কালাম আজাদ	ঃ সদস্য
৬. জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	ঃ সদস্য
৭. আলহাজ্জ আবদুল মোতালেব	ঃ সদস্য

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষক মন্ডলীঃ[৪]

(১) মাওলানা আলী হোসাইন খান	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা আবদুল জলিল	ঃ উপাধ্যক্ষ
(৩) মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ আরবী প্রভাষক
(৪) মাওলানা আল আমীন	ঃ আরবী প্রভাষক
(৫) জনাব মোঃ অলিউল্লাহ	ঃ প্রভাষক বাংলা
(৬) জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	ঃ প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস
(৭) জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
(৮) জনাব লোকমান হোসাইন	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
(৯) মাওলানা আবদুস সোবহান	ঃ সহকারী মৌলভী
(১০) মোসাঃ রহিমা খাতুন	ঃ সহকারী মৌলভী
(১১) মোসাঃ কামরুন্নাহার	ঃ সহকারী মৌলভী
(১২) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
(১৩) হাফেজ আবদুল হাকিম	ঃ দাখিল কারী
(১৪) মোসাঃ শামসুন্নাহার	ঃ বি.এস.সি.শিক্ষক
(১৫) মৌলভী আবদুল মালেক	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১৬) জনাব মোঃ আবু ছালেহ	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৭) হাফেজ মোজাম্মেল হক	ঃ কারী
(১৮) জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক

---

[১] .জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া, বানারীপাড়া বন্দর, ও সদস্য ম্যানেজিং কমিটি, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

[২] . ছাত্র হাজিরা খাতা -২০০৭, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

[৩] . জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া, বানারীপাড়া বন্দর, ও সদস্য ম্যানেজিং কমিটি, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

[৪] .শিক্ষক হাজিরা বহি, বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আবদুল মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল শহরের গোরাস্তান রোডের বাসিন্দা জনাব মোখলেছুর রহমান মজুমদার, মরহুম আবদুল খালেক, কাজী মোখলেছুর রহমান ও অধ্যক্ষ মোসলেম আলী মিয়া মনে করলেন যে, মুসলিম গোরস্তানের একটি আবেদন সকল মুসলমানদের রয়েছে। মৃত্যু ব্যক্তিদের স্বজনরা তাদের নামে দু'য়া-দরূদ ও কুরআন তিলাওয়াত করিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির রুহের মাগফিরাত কামনা করে থাকেন। আর এ জন্য অনেককেই বিভিন্ন জায়গায় ধরণা দিতে হয়। তাই তাঁরা চিন্তা করলেন যে, গোরস্তানের পাশে একটি হিফজখানা প্রতিষ্ঠা করলে অনেক মুসলমানদের সুবিধা হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সনে তাঁরা একটি হিফজখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ হিফজ মাদরাসার জন্য বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর স্ত্রী ডাঃ সুফিয়া বেগম জমি দান করেন।[১]

১৯৮৭ সনে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম নামক একটি বেসরকারী সমাজসেবামূলক সংস্থা এ মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করেন। তারা মাদরাসাটিকে সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং হিফজখানার সাথে আলীয়া মাদরাসার কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন সময়ে সাগরদী এলাকায় আবদুল মান্নান দরবেশ নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি বসবাস করতো। বরকত হিসেবে তাঁর নামানুসারে মাদরাসার নামকরণ করা হয় সৈয়দ আবদুল মান্নান ডি.ডি.এফ (দরবেশ দারুল ফোরকান) সিনিয়র মাদরাসা।[২]

সৈয়দ আঃ মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা

১৯৮৭ সন থেকে দাখিল পর্যন্ত মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হয়। হাফেজ মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক সাহেবকে মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ১৯৯১ সনের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মাওলানা নজরুল ইসলাম সুপার হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি ২০০১ সনে এ মাদরাসাকে উচ্চস্তর আলিম ক্লাশ চালু করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ভালো ফলাফল করে মাদরাসাটি সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৩ সনে দাখিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১৩ তম স্থান দখল করেছে। ২০০৫ সনে দাখিল পরীক্ষায় ১টি এবং ২০০৬ সনে ১৬ টি A+ পেয়ে বরিশালের মধ্যে নামকরা মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। মাদরাসার সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ১৯৯৪ ও ২০০২ সনে বরিশাল জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।[৩]

---

১. মাওলানা নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, সৈয়দ আঃ মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদারাসার অধীনে হিফজখানা, ইয়াতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালিত হয়। হিফজুল কুরআন বিভাগে বর্তমানে ৮০ জন ছাত্র রয়েছে। ইয়াতিমখানায় সর্বমোট ২০ জন এবং লিল্লাহ বোর্ডিং এ ২৫০ জন ছাত্র রয়েছে।[১]

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র সংখ্যাঃ [২]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ১৬০ জন

(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ১৬৯ জন

(৩) আলিম ঃ ৩৫ জন

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ [৩]

(১) মাওলানা নজরুল ইসলাম ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা শফিকুল ইসলাম ঃ আরবী প্রভাষক
(৩) মাওলানা মুঃ মেজবাহ উদ্দিন ঃ আরবী প্রভাষক
(৪) মাওলানা মুঃ রুহুল আমীন ঃ আরবী প্রভাষক
(৫) জেসমিন সামাদ শিল্পী ঃ প্রভাষক পৌরনীতি
(৬) জনাব মোঃ কবির হোসেন ঃ প্রভাষক বাংলা
(৭) জনাব মোঃ তারেক হোসেন ঃ প্রভাষক ইংরেজি
(৮) মাওলানা শামসুল আলম ঃ সহকারী মৌলভী
(৯) জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন গাজী ঃ সহকারী শিক্ষক
(১০) জনাব এস.এম মাসুদ আলম ঃ সহকারী শিক্ষক, কৃষি
(১১) জনাব মোঃ কাজী জাফর ঃ সহকারী শিক্ষক, কম্পিউটার
(১২) মাওলানা মুজিবুর রহমান ঃ সহকারী মৌলভী
(১৩) মাওলানা সাইদুর রহমান ঃ সহকারী মৌলভী
(১৪) জনাব মুঃ আবদুল হাই ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৫) জনাব মুঃ আবদুর রাজ্জাক ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৬) জনাব কাজী মোঃ আবু ইউসুফ ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১৭) কারী মোঃ কামারুজ্জামান ঃ কারী
(১৮) কারী মোঃ আবদুর রহমান ঃ কারী
(১৯) জনাব মোঃ সেলিম হোসেন ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(২০) জনাব মোঃ রুহুল আমিন ঃ জুনিয়র শিক্ষক

---

[১] . ঐ

[২] .ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, সৈয়দ আঃ মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা, বরিশাল।

[৩] .শিক্ষক হাজিরা বহি, সৈয়দ আঃ মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার নিয়ামতি ইউনিয়নে বিহারীপুর গ্রামে অবস্থিত বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদারাসাটি ১৯৭০ সনে ফোরকানিয়া মাদরাসা নামে চালু হয়।[১] স্থানীয় আলেম মাওলানা এ.বি.এম আনছারুদ্দীন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ছারছীনা দরবার শরীফের খাদেম। তিনি এ এলাকায় ছারছীনার পীর সাহবেদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন। পীর সাহেবদের পরামর্শ ও উদ্যোগে এ মাসরাসাটিকে ১৯৭৭ সনে দাখিল পর্যায় চালু করা হয়। এর পরবর্তী বছরই আলিম ক্লাস চালু করা হয়।[২] থানা সদর থেকে অধিক দূরত্ব হবার কারণে এবং কাছাকাছি অন্য কোন মাদরাসা না থাকার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে এর সুনাম-সুখ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মাওলানা এ.বি.এম আনছারুদ্দিন সাহেব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে অদ্যবদি অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র সংখ্যাঃ[৩]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৭৮ জন
(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী)	ঃ ৮৫ জন
(৩) আলিম	ঃ ২২ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[৪]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. জনাব আবদুল লতিফ মল্লিক	ঃ সহ-সভাপতি

---

১. মাওলানা মোঃ মাহমুদুন্নবী, আরবী প্রভাষক, বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

৪. মাওলানা মোঃ মাহমুদুন্নবী, আরবী প্রভাষক, বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মাওলানা এ.বি.এম আনছারুদ্দিন	ঃ সদস্য সচিব
৪. জনাব আবদুল মালেক সিকদার	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ ইউসুফ মুন্সী	ঃ সদস্য
৬. জনাব সৈয়দ মোঃ শাহজাহান	ঃ সদস্য
৭. জনাব মোঃ আবদুর রশিদ	ঃ সদস্য
৮. জনাব মোঃ কাবিল	ঃ সদস্য

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ[১]

(১) মাওলানা এ.বি.এম আনছারুদ্দিন	ঃ অধ্যক্ষ
(২) মাওলানা মোঃ মাসুম বিল্লাহ	ঃ আরবী প্রভাষক
(৩) মাওলানা মোঃ মাহমুদুন্নবী	ঃ আরবী প্রভাষক
(৪) জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম	ঃ প্রভাষক
(৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঃ প্রভাষক
(৬) জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	ঃ প্রভাষক
(৭) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সহকারী মৌলভী
(৮) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	ঃ সহকারী মৌলভী
(৯) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
(১০) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	ঃ বি,এস,সি শিক্ষক
(১১) জনাব মোঃ আবদুস সালাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১২) জনাব মোঃ এমরান হোসেন	ঃ সহকারী মৌলভী
(১৩) জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	ঃ জুনিয়র মৌলভী
(১৪) কারী মোঃ আবদুল বারী	ঃ কারী
(১৫) জনাব মোঃ আবদুল আজিজ	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১৬) জনাব মোঃ আনছার উদ্দিন	ঃ কারী
(১৭) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মৃধা	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৮) জনাব মোঃ আবুল বাশার	ঃ জুনিয়র মৌলভী

[১].শিক্ষক হাজিরা বহি, বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দাখিল মাদরাসা সমুহের অবদান

(১) লেচুশাহ অবৈতনিক আলিয়া মাদরাসা

(২) চরবগী ঈদগাহ এ.রব দাখিল মাদরাসা

(৩) মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা

(৪) আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

(৫) বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

লেচুশাহ্ (অবৈতনিক) আলীয়া মাদারাসা

জ্ঞানী, গুনী, সাধক, পীর আউলিয়ার লালন ভূমি ঐতিহ্যবাহী বিভাগীয় ও জেলা শহর বরিশালের প্রাণকেন্দ্র বাণিজ্যিক এলাকা কে.বি. হেমায়েত উদ্দিন সড়কের মধ্যেপ্রান্তে শায়িত আছেন অত্র এলাকার বরেণ্য অলি হযরত লেচুশাহ (র.)। এহেন অলীর কবরকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর ভন্ড মুরীদ মাজার পূজার নামে সাধারণ মানুষকে ধোকাবাজীসহ অর্থ আত্মসাতের ফায়দা হাসিলের বিনিময়ে শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৭৫ সনে শরীয়ত পরিপন্থী এ ধরণের কাজ উচ্ছেদ করে এবং পীরের মাজার সংরক্ষণে সমাজ হিতৈষী জনপ্রতিনিধিগন ও এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় 'লেচুশাহ মাজার পরিষদ"।[১]

আগামী প্রজন্ম শিশুদেরকে ইসলামের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে লেচুশাহ মাজার পরিষদের পরিচালনায় ১৯৭৬ সনে প্রাথমিক পর্যায়ে ফোরকানিয়া মাদরাসা চালু করা হয়।[২] প্রতি বছর এ মাদরাসা থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিনামূল্যে ছেপাড়া, কুরআন শরীফ, রেহাল ইত্যাদি পেয়ে থাকে। কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার কার্যক্রম চালু করার নিমিত্তে ১৯৮৪ সনে লেচুশাহ অবৈতনিক (আলীয়া) মাদরাসা নামে একটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৪ সওন আলীয়ার কার্যক্রম চালু হলেও ১৯৯০ সনে এসে এ মাদরাসা পূর্ণাঙ্গরূপে দাখিল পর্যন্ত সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়।[৩] প্রতি বছর প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী মাদরাসা থেকে বিনামূল্যে বই-কিতাব সহ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করে আসছে।

লেচু শাহ্ (অবৈতনিক) আলিয়া মাদরাসা

মাদরাসার শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলছে। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, মাদরাসাটি অল্প সময়ে সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। আর এর পেছনে যিনি শুরু থেকে অদ্যবদি অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন তিনি হলেন বরিশালের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ হযরত মাওলানা এ.বি.এম শামসুল হক। তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে যথাযথভাবে মূল্যায়নের লক্ষ্যে মাদরাসার সকল কার্যক্রম নিজ মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে পরিচালনা করছেন।

---

১. মাওলানা এ.বি.এম শামসুল হক, সুপার, লেচুশাহ অবৈতনিক (আলীয়া) মাদরাসা, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সহ ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে "হিফজুল কুরআন " বিভাগ চালু করা হয়েছে। হিফজ বিভাগে বর্তমানে ৩৫ জন ছাত্র পড়াশুনা করছে।[১]

শুরু থেকে মাদরাসার ফলাফলের একটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ [২] (দাখিল পরীক্ষা)

সন	পরীক্ষার্থী সংখ্যা	উত্তীর্ণ সংখ্যা	বিশেষ ফলাফল
১৯৯২	১৩ জন	১১ জন	
১৯৯৩	১১ জন	১১জন	
১৯৯৪	১৭ জন	১৭ জন	
১৯৯৫	৯ জন	৯ জন	
১৯৯৬	১৪ জন	১১ জন	
১৯৯৭	১৪ জন	১৩ জন	
১৯৯৮	১৯ জন	১৮ জন	
১৯৯৯	২৬ জন	২৬ জন	
২০০০	২৩ জন	১৭ জন	সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান ১টি
২০০১	২৩ জন	২২ জন	
২০০২	১৩ জন	১২ জন	
২০০৩	২৬ জন	২৫ জন	
২০০৪	২১ জন	১৮ জন	A+ -- ৩জন
২০০৫	২১ জন	২১ জন	A+ -- ৩জন
২০০৬	২৩ জন	২৩ জন	A+ -- ১০জন

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যঃ[৩]

- বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই/কিতাব প্রদান।
- শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বিহীন শিক্ষা গ্রহণ।
- প্রতি শ্রেণীতে সর্ব বিষয়ে পাশ করা শর্তে সর্বাধিক উপস্থিতির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা।
- ইসলামী আদর্শ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের লেবাস-পোষাক, আদব-কায়দাসহ সর্বপ্রকার চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দান।
- বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীতে ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি হিসেবে এককালীন আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

---

১. ঐ

২. ফলাফল রেজিস্ট্রার, লেচুশাহ অবৈতনিক (আলীয়া) মাদরাসা, বরিশাল।

৩ লেচুশাহ মাজার পরিষদের কার্যবিবরনী আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র সংখ্যাঃ[১]

(ক) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী) ঃ ১৬০ জন

(খ) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) ঃ ২৪৭ জন

মাদরাসায় যাঁরা বর্তমানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিতঃ[২]

(১) মাওলানা এ.বি.এম শামসুল হক	ঃ সুপারিনটেন্ডেন্ট
(২) মাওলানা মোখলেছুর রহমান	ঃ সহ- সুপার
(৩) মাওলানা কাজী আবদুল মান্নান	ঃ সহকারী মৌলভী
(৪) মাওলানা খলিলুর রহমান	ঃ সহকারী মৌলভী
(৫) মাওলানা শামসুল হক	ঃ সহকারী মৌলভী
(৬) মাস্টার রুস্তুম আলী	ঃ সহাকরী শিক্ষক
(৭) মাস্টার শাহআলম মোল্লা	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৮) মাস্টার হারুন-অর-রশিদ	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৯) মাস্টার ফজলুল হক	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১০) মাস্টার শাহ জালাল খান	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১১) মাওলান খন্দকার নূর উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১২) মাস্টার খাজা বদরুল হুদা	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৩) মাওলানা আবদুল গফ্ফার	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১৪) শেখ মোস্তফা কামাল	ঃ সহকারী শিক্ষক

[১]. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, লেচুশাহ অবৈতনিক (আলীয়া) মাদরাসা, বরিশাল।

[২] শিক্ষক হাজিরা বহি , লেচুশাহ অবৈতনিক (আলীয়া) মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

চরবগী ঈদগাহ এ. রব দাখিল মাদরাসা

মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার আলিমাবাদ ইউনিয়নের শ্রীপুর গ্রামে অবস্থিত এ মাদরাসাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন ডাঃ মকবুল আহমেদ চৌধুরী।[১] আলিমাবাদ ইউনিয়নে ১৯৩৭ সনে অবস্থিত একমাত্র দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলিমাবাদ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসাটি ছিল এ এলাকা থেকে অনেক দূরে। আর এলাকার লোকজন ছিল ধর্মভীরু। বহু আগ থেকেই এ এলাকায় জৌনপুর থেকে পীর সাহেবগণ এসে ইসলাম প্রচার করতেন। এর সুবাদে তৎকালীন জৌনপুরের পীর মাওলানা আবদুর রব সাহেবের নামে ১৯৭৫ সনে এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২] ডাঃ মকবুল আহমেদ চৌধুরী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। মরহুম আজাহার আলী আকন, মরহুম আবদুর রাজ্জাক আকন ও হাফেজ আবদুর রশিদ মঞ্জু সাহেবগণ ১ শতাংশ করে জমি মাদরাসার নামে দান করেন। এ ছাড়াও জনাব কাজী আলতাফ উদ্দিন, মাস্টার আমজাদ হোসাইন, মৌলভী আবুল কাশেম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন।[৩]

শুরু থেকে মাদরাসার ফলাফল সন্তোষজনক। ২০০৬ সালে এ মাদরাসা থেকে ১টি A+ পেয়ে ইতোমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই সুপারের দায়িত্ব দেয়া হয় এলাকার বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবদুস সামাদ সাহেবকে। তিনি ১৯৮৯ সন পর্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এর পরে সুপার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন বিশিষ্ট আলেম ও বক্তা মাওলানা নূরুল আলম সাহেব। তিনি সুষ্ঠুভাবে মাদরাসাটি পরিচলানা করে আসছেন।

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৪]

(১) ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম - ৫ম শ্রেণী) ঃ ১৭৬ জন

(২) দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী) ঃ ২৫০ জন

---

১. মাওলানা নুরুল আলম, সুপার, চরবগী ঈদগাহ এ,রব দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ছাত্র হজিরা খাতা-২০০৭, চরবগী ঈদগাহ এ,রব দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে মাদরাসার পরিচালনা কমিটিঃ [১]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. মাস্টার সিরাজুল হক	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা নুরুল আলম	ঃ সদস্য সচিব
৪. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	ঃ সদস্য
৫. জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মৃধা	ঃ সদস্য
৬. জনাব মোঃ আবুল হোসেন ফকির	ঃ সদস্য
৭. মাস্টার আবুল কাশেম	ঃ সদস্য
৮. জনাব কাজী মোতাহারুজ্জমান	ঃ সদস্য
৯. জনাব এ.কে.এম রুজিউদ্দিন আহমেদ	ঃ সদস্য

বর্তমানে মাদরাসায় যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ [২]

(১) মাওলানা নুরুল আলম	ঃ সুপার
(২) মাওলানা এ.কে.এম সিরাজুল ইসলাম	ঃ সহ-সুপার
(৩) মাওলানা মোঃ মাঈনুদ্দীন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৪) মাওলানা মোঃ আবদুর রাজ্জাক	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৫) মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৭) জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৮) মাওলানা আবদুল বারী	ঃ সহাকরী শিক্ষক
(৯) মাওলানা আবদুস সালাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১০) কারী হাফেজ ফরিদ উদ্দিন	ঃ কারী

---

[১]. মাওলানা নুরুল আলম, সুপার, চরবগী ঈদগাহ এ,রব দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

[২].শিক্ষক হাজিরা বহি, চরবগী ঈদগাহ এ,রব দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা

বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার বিদ্যানন্দ্যপুর ইউনিয়নে অবস্থিত মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসাটি ১৯৮৪ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১] বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল জব্বার খান স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় এটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরাই জমি দান করেন এবং মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[২] শুরু থেকেই ভালো ফলাফলের মাধ্যমে মাদরাসাটি ইতোমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে। একতো মেহেন্দিগঞ্জ নদী দ্বারা বেষ্ঠিত একটি থানা,অন্যদিকে নদী ভাংগনীতে বিলীন হয়ে যাওয়া অধিকাংশ পরিবারের সন্তানদেরকে শিক্ষা সহ ধর্মীয় কার্যক্রমে অভ্যস্থ করা যায়নি। যার ফলে মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা কম। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ফলে শিশু শিক্ষাসহ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার এক সুযোগ সৃষ্টি হলে কিছু কিছু পরিবারের সন্তা নদের এ দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা

শুরু থেকে মাদরাসার সুপারদের নামঃ[৩]

১. মাওলানা মোহম্মাদ আলী	ঃ ১৯৮৪-১৯৮৭
২. মাওলানা আবদুছ ছালাম	ঃ ১৯৮৭-১৯৯০
৩. মাওলানা হারুনুর রশিদ	ঃ ১৯৯০-১৯৯২
৪. মাওলানা শরীফুল ইসলাম	ঃ ১৯৯০-২০০৫
৫. মাওলানা মফিজুল ইসলাম	ঃ ২০০৫----বর্তমান

---

১. মাওলানা আবুল হোসাইন, সহ-সুপার, মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাঃ[১]

ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী) ঃ ১০০ জন

দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেনী) ঃ ১৫০ জন

মাদরাসাটিকে যাঁরা পরিচালনা করছেনঃ[২]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঃ সভাপতি

২. হাজী ইসমাঈল হোসেন খান ঃ সহ-সভাপতি

৩. মাওলানা মফিজুল ইসলাম ঃ সদস্য সচিব

৪. জনাব আবদুল জব্বার খান ঃ সদস্য

৫. জনাব আমির হোসেন খান ঃ সদস্য

৬. জনাব আবদুল জব্বার খলিফা ঃ সদস্য

৭. জনাব আবদুল জলিল খলিফা ঃ সদস্য

৮. জনাব আবদুল মজিদ খান ঃ সদস্য

৯. জনাব আবদুল গফুর ঃ সদস্য

যাঁরা বর্তমানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত আছেনঃ[৩]

(১) মাওলানা মোঃ মফিজুল ইসলাম ঃ সুপারিনটেন্ডেন্ট

(২) মাওলানা আবুল হোসাইন ঃ সহ সুপার

(৩) মাওলানা মাহমুদুল্লাহ ঃ সহকারী শিক্ষক

(৪) মাওলানা সিদ্দিকুর রহামন ঃ সহকারী শিক্ষক

(৫) মোঃ আবদুল আজিজ ঃ সহকারী শিক্ষক

(৬) মাস্টার আবদুল বারেক ঃ সহকারী শিক্ষক

(৭) জনাব মোঃ আলমগীর হোসাইন ঃ সহকারী শিক্ষক

(৮) মোসাঃ শারমিন সুলতানা ঃ সহকারী শিক্ষক

(৯) মাস্টার নাসির উদ্দিন ঃ সহকারী শিক্ষক

(১০) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ঃ সহকারী শিক্ষক

(১১) কারী মোঃ শাহজাহান ঃ কারী

(১২) জনাব মোঃ আবদুল লতিফ ঃ জুনিয়র শিক্ষক

---

[১]. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

[২]. রেজুলিউশন বহি, মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

[৩].শিক্ষক হাজিরা বহি, মধ্য রতনপুর এ.ডি.এম দাখিল মাদরাসা, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা

স্বাধীনতা উত্তরকালে বরিশাল জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল গৌরনদী থানায় ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, জনসেবা ও সমাজ উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপরে গৌরনদীর কৃতি সন্তান, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা সরদার আবদুস সালামের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৭৭ সনে সর্বপ্রথম সীরাতুন্নবী একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম শুরু করা হয়।[১] পরবর্তীতে এর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৮৪ সনে আল হেলাল ট্রাস্ট নামে একটি সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার, সমাজউন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২] এ ট্রাস্টের আওতায় এ এলকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রাসরের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সনে গৌরনদী বন্দর সংলগ্ন এলাকায় আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা চালু করা হয়।[৩] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মাওলানা নজরুল ইসলামকে সুপারের দায়িত্ব দেয়া হলেও কিছুদিন পর তাঁর মাহিলারা কলেজে চাকুরী হলে সেখানে চলে যান এবং মাওলানা শাহাদৎ হোসেনকে সুপারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অদ্যবদি দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যাঃ[৪]

ইবতেদায়ী বিভাগ (১ম-৫ম শ্রেণী)	ঃ ১৫০ জন
দাখিল বিভাগ (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেনী)	ঃ ২২০ জন

মাদরাসার বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[৫]

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	ঃ সভাপতি
২. জনাব শরীফ শামসুল আলম	ঃ সহ-সভাপতি
৩. মাওলানা শাহাদৎ হোসেন	ঃ সদস্য সচিব
৪. প্রফেসর মোসলেম উদ্দিন সিকাদার	ঃ সদস্য
৫. অধ্যাপক মোঃ মহিউদ্দিন	ঃ সদস্য
৬. জনাব শরীফ সাজ্জাদ হান্নান	ঃ সদস্য
৭. জনাব অহিদুল হক খান	ঃ সদস্য
৮. জনাব মাহমুদা বেগম	সদস্য

---

১. প্রফেসর মোঃ মোসলেম উদ্দিন সিকাদার, পোঃ-দঃ বিজয়পুর, গৌরনদী বন্দর, বরিশাল ও সভাপতি, আল হেলাল ট্রাস্ট, গৌরনদী, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১০/৪/২০০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ছাত্র হাজিরা খাতা-২০০৭, আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

৫ রেজুলিউশন বহি, আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেনঃ[১]

(১) মাওলানা মোঃ শাহাদৎ হোসেন	ঃ সুপারিনটেন্ডেন্ট
(২) মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ সহ-সুপারঃ
(৩) মাওলানা মোঃ আবদুল মালেক	ঃ সহকারী মৌলভী
(৪) মাওলানা মোঃ আবুল কালাম	ঃ সহকারী মৌলভী
(৫) মাওলানা মোঃ নূরুজ্জামান খান	ঃ সহকারী মৌলভী
(৬) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৭) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৮) মোসাঃ ফেরদৌসী পারভীন	ঃ সহকারী শিক্ষক
(৯) জনাব মোঃ অলিউর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১০) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
(১১) মাওলানা মোঃ সোহরাব হোসেন	ঃ ইবতেদায়ী প্রধান
(১২) জনাব মোঃ মহিউদ্দিন খান	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৩) মোসাঃ নাছরিন পারভীন	ঃ জুনিয়র শিক্ষক
(১৪) জনাব মোঃ জামাল হোসেন	ঃ কারী

১. শিক্ষক হাজিরা বহি, আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, গৌরনদী, বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনৈসলামিক হওয়ায় তা নৈতিকতাহীন বস্তুবাদী শিক্ষিত শ্রেণী উপহার দিচ্ছে। অপর দিকে আজও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার হয়নি। সুতরাং হাজারও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সচেতন মহল এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন এবং এ থেকে বিমূখতা অবলম্বন করছেন। অথচ কুরআন-সুন্নাহই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল আবিস্কারের তত্ত্ব ও তথ্যের আকর।

তাই প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক ও উন্নত করে বিজ্ঞান সম্মত,যুগোপযোগী ধারায় রূপদান এবং এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের কুরআন-সুন্নাহহে সুদক্ষ আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই বরিশাল বিভাগীয় শহরে ২০০৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা"।[১]

যাঁরা এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছেনঃ[২]

১. মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নূরুল্লাহ
২. মাওলানা এ.কিউ.এম আবদুল হাকিম মাদানী
৩. অধ্যাপক মোঃ সুলতান আহমেদ
৪. মাওলানা মোশররাফ হোসাইন
৫. জনাব মোঃ আবদুর রহীম
৬. জনাব মোঃ নূরুল আমীন

মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ[৩]

কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আধুনিক কারিকুলাম, সরকারী নীতিমালা ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের আদর্শ মুসলিম নাগরিক, যোগ্য আলেমে দ্বীন, মননশীল ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক গুনাবলীর সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মাদরাসার বিভাগসমুহঃ[৪]

(ক) আল কুরআন ঃ নূরাণী বিভাগ
ঃ হিফ্জ বিভাগ
(খ) ক্যাডেট মাদরাসা ঃ প্লে গ্রুপ থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত

মাদরাসার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টসমুহঃ[৫]

১. লেখা পড়ার মাধ্যম আরবী, ইংরেজী ও বাংলা
২. সকল শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
৩. নিয়মিত শরীর চর্চা, খেলাধূলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা

---

১. মাওলানা আবদুল হাকিম মাদানী, অধ্যক্ষ, বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা, নথুল্লাবাদ,বরিশাল।

২. ঐ

৩. প্রসপেক্টাস-২০০৭, বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা,নথুল্লাবাদ, বরিশাল।

৪. ঐ

৫. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

৪. ক্যাডেটদের সুপ্ত ও বহুমূখী প্রতিভা বিকাশে শিক্ষা সফর, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা।

৫. ক্যাডেটদের চলমান বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন সরবরাহ।

৬. নৈতিক মানোন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রম

সম্পূরক সিলেবাস ও সহ পাঠ্যক্রমঃ[১]

হিফজুল কুরআন, হিফজুল হাদীস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, ইংলিশ স্পোকেন, এ্যারাবিক স্পোকেন, সাধারণ জ্ঞান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, ক্বিরাত প্রশিক্ষণ, ইসলামী সংগীত, বিভিন্ন ভাষায় গল্প বলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল রচনা,অংকন,হাতের লেখা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এ ছাড়া আবসিক কাডেটদের ক্রমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ হাফিজে কুরআন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম।

নৈতিক মানোন্নয়ন কর্মসূচীঃ[২]

(ক) জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় বাধ্যতামূলক

(খ) কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করণ

(গ) ফজরের নামাজের পরে তা'লিমুল কুরআন শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ

(ঘ) নবী-রাসুল,সাহাবা ও মনীষীদের জীবনীসহ ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

(ঙ) রাত্রি জাগরণ ও ইসলামী জলসায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করণ।

যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত রয়েছেনঃ[৩]

১. হযরত মাওলানা এ.কিউ.এম আবদুল হাকিম	ঃ অধ্যক্ষ
২. হযরত মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ উপাধ্যক্ষ
৩. মাওলানা মোঃ সাইয়েদুর রহমান	ঃ সহকারী শিক্ষক
৪. মাওলানা গাজী ইউসুফ আলী	ঃ সহকারী শিক্ষক
৫. মাওলানা শফিউল্লাহ তালুকদার	ঃ সহকারী শিক্ষক
৬. মাওলানা মোঃ জহুরুল হক কালাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
৭. জনাব শেখ বেলাল হোসাইন	ঃ সহকারী শিক্ষক
৮. জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
৯. হাফেজ মাওলানা সিরাজুম্মুনির	ঃ সহকারী শিক্ষক
১০. জনাব মোঃ মাহদী হাসান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১১. জনাব মোঃ মাসুম হাওলাদার	ঃ সহকারী শিক্ষক
১২. মোসাঃ ফওযিয়া জেসমিন	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৩. হাফেজ আবদুল্লাহ আল মামুন	ঃ হিফজ বিভাগ
১৪. মাওলানা মোঃ বশিরুল্লাহ হাসানাত	ঃ সংস্কৃত শিক্ষক
১৫. জনাব মোঃ হায়দার হোসাইন	ঃ হিসাব রক্ষক

[১] . ঐ

[২] . ঐ

[৩] .শিক্ষক হাজিরা খাতা, বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা, লুৎফর রহমান সড়ক, নথুল্লাবাদ, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) কওমী/ দারসে নিজামী মাদরাসা সমুহের অবদান

(১) জামেয়া-ই- ইসলামিয়া মাহমুদিয়া

(২) জামেয়া -ই - ইসলামিয়া হোসাইনিয়া

(৩) চরমোনাই আহসানাবাদ রশিদিয়া কওমী মাদরাসা

(৪) ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত নেছারিয়া-এ- দ্বীনিয়া

(৫) হরিণাফুলিয়া দারুল উলুম মাদরাসা

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়া ইসলামিয়া মাহ্মূদিয়া, বরিশাল

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকে ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সম্যাজ্যবাদী ও খৃষ্টান মিশনারীগণ এ দেশের মুসলিম মোঘল শাসনকে ধ্বংস করে ছলে বলে কলে কৌশলে ভারত বর্ষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে। জুলুম অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাতে থাকে এ দেশের মুসলমান ও আলেম সমাজের উপর। দিল্লী থেকে চট্রগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে প্রতিটি বৃক্ষে ঝুলিয়ে হত্যা করে হাজার হাজার ওলামায়ে কেরামকে। ধ্বংস করে দেয় আশি হাজারেরও বেশী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাজেয়াপ্ত করে এর সহায় সম্পদ। জ্বালিয়ে দেয় লক্ষাধিক কুরআনে কারীম ও ইসলামী শিক্ষার হাজার হাজার লাইব্রেরি। মেতে উঠে মুসলিম জাতির মূল শক্তি কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মিটিয়ে দেয়ার হীন চক্রান্তে। উপমহাদেশ থেকে ইসলামী আমল ও আকীদা উৎখাত এবং মুসলিম জাতির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। আধুনিকতা ও প্রগতির নামে তারা নাস্তিকতা পূর্ণ বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়।

সেদিন উপমাহদেশে ইলমে দ্বীন ও ইসলামের ক্ষীণ রশ্মি প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। জাতির এহেন দুঃসময় পাশ্চত্য শিক্ষা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির বিষফল থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার পূর্ণজাগরণের প্রত্যয় নিয়ে, কুরআন হাদীসের হেফাজত, ইসলামী আমল-আকীদা সংরক্ষণ, ইলমে দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তথা মুসলিম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৮৬৬ সনের ৩০ মে বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপিঠ 'দারুল উলুম দেওবন্দ' এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

বরিশাল জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদরাসাটি দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শ ও কারিকুলামের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি আদর্শিক দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জামেয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়া

মাহমুদিয়া গড়ার প্রথম ইলহামী পরামর্শঃ

১৯৪৭ সনে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির উত্তেজনার বছর বরিশাল জেলার ৪ জন কৃতি সন্তান দারুল উলুম দেওবন্দ বিদ্যাপীঠ হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তাঁরা হলেন-হযরত মাওলানা হাজী নেছার উদ্দিন, হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান, হযরত মাওলানা আবদুল কাদের, হযরত মাওলানা নূর আহমদ। এ চার জন একদা একত্রে বসে দেওবন্দের মাদানী মাসজিদে পরামর্শ করলেন যে, বাংলাদেশে ফেরার পর বরিশাল শহরে দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরণে একটি খালেছ দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করে কেউ বাড়ী ফিরে যাবে না।[১]

---

[১]. সম্পাদনা পরিষদ,মাহমুদিয়া স্মারক (বরিশাল:জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া;২০০৪)পৃ.-১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের তিন সাথীর দেশে ফেরার এক বছর আগেই বাংলাদেশে এসে পৌছেন। এক বছর পর মাওলানা হাজী নেছারউদ্দিন ও মাওলানা নূর আহমদ দেশে এসে মাওলানা আবদুল কাদেরকে সাথে নিয়ে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী হাজী ওমর শাহ (বটতলা) জামে মাসজিদের তৎকালীন ইমাম মৌলভী নাজমুল হকের সাথে পরামর্শ করে প্রাথমিক পর্যায়ে মাদরাসার তা'লিমী কাজ বটতলা মাসজিদেই শুরু করেন।[১]

প্রথম পরামর্শ সভাঃ[২]

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর স্থানীয় চকবাজার জামে এবাদুল্লাহ মাসজিদে বৃহত্তর বরিশাল জেলার সমস্ত পীর সাহেবগণ, উলামায়ে দেওবন্দ, বরিশাল শহরের সকল মাসজিদের ইমামগণ, বিশিষ্ট আইজীবী, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মকতাবৃন্দ ও ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে এক পরামর্শ সভা আহবান করা হয়।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রসুল হযরত মাওলানা সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী। সভায় হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসিন বেগ, হযরত মাওলানা মাহতাব উদ্দিন পীর সাহেব গালুয়া, হযরত মাওলানা মকছুদুল্লাহ পীর সাহেব তালগাছিয়া, হযরত মাওলানা সিরাজুদ্দিন আনোয়ারী হরিণপালা, মাওলানা নূরুল হুদা মাহমূদী মুশুরিয়া, নওয়াবজাদা সৈয়দ ফজলে রাব্বী চৌধুরী (শায়েস্তবাদ), আলহাজ্জ আবদুল ওহাব খান স্পীকার পাকিস্তান, খান বাহাদুর আবদুল লতিফ চৌধুরী, জনাব আশরাফ আলী সর্দার উকিল, জনাব আজাহার উদ্দিন আহমেদ কানুন গো, জনাব হাবীবুল্লাহ মিয়া ওভারশিয়ার আমানতগঞ্জ, জনাব আফসার উদ্দিন তালুকদার বাংলাবাজার সহ চকবাজার ,হাটখোলা, বাজাররোড, সদর রোড, আমানতগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করেন।

সভায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অবিলম্বে বরিশাল শহরে দারুল উলুম দেওবন্দের অনুকরনে একটি খালেছ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ইহার নাম রাখা হয়- "মাহমুদিয়া মাদরাসা"। উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, মাদরাসার জন্য কোন স্থায়ী স্থান না পাওয়া পর্যন্ত বটতলা বাজার হাজী ওমর শাহ জামে মাসজিদে অস্থায়ীভাবে মাদরাসার ছাত্র ভর্তি করে তা'লিম শুরু হবে এবং স্থায়ী জায়গা তালাশ করা হবে। একদা জমির খোজে সকলে বের হলে বর্তমান এ আমানতগঞ্জে জমির সন্ধান পাওয়া যায় এবং সকলের সহযোগিতায় এখানে জমি ক্রয় এ মাদরাসাটি তার স্থায়ী কার্যক্রম শুরু করে।

দায়িত্ব বন্টনঃ[৩]

১৯৪৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মাদারাসার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ প্রথম দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। জনাব মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবকে মোহতামিম, জনাব মাওলানা হাজী নেছারুদ্দিন সাহেবকে নায়েবে মোহতামিম, জনাব মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবকে ছদরুল মোদার্রেছীন (হেড মাওলানা), ও নাজেমে তা'লিমাত, জনাব মাওলানা নূর আহমদ সাহেবকে নায়েবে নাজেম নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৫১ সনে বরিশালে বসন্ত মহামারীতে বহু লোক মারা যায়। মাদরাসার নায়েবে নাজেম মাওলানা নূর আহমদ সাহেব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর শুন্যস্থলে মাওলানা হাফেজ আবদুর রহমান সাহেবকে মোদার্রেছ ও বোর্ডিং সুপার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৪৫

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দাওরায়ে হাদীসের সূচনাঃ[১]

১৯৫৮ সনে মাহমুদিয়া মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস শুরু হয়। হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব তখন থেকেই বুখারী শরীফ ২য় জিলদ দারস দিতেন। ১৯৫৪ সনে মাদরাসার মোহতামিম মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব কমিটির সাথে বিরোধ হওয়ায় এখান থেকে চলে যান। এরপর নায়েবে মোহতামিম মাওলানা নেছারুদ্দিন সাহেবকে মোহতামিমের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

জামিয়ার শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি ঃ[২]

বর্তমানে জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া বরিশালে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা প্রদান করা হয়ঃ-

(১) কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ, উসুলে হাদীস, তাফসীর, উসুলে তাফসীর, ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, ইসলামী দর্শন, ইসলামী নীতি শাস্ত্র, ইতিহাস, সীরাত, তর্কশাস্ত্র, ইসলামী অর্থনীতি, তাজবীদ ইত্যাদি।

(২) আরবী সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, প্রয়োজনীয় অংক, ইতিহাস, ইংরেজী ও ভূগোল ইত্যাদি।

(৩) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও মতবাদের অধ্যয়ন।

জামিয়ার বর্তমান বিভাগ সমুহঃ[৩]

বর্তমানে জামিয়ার কার্যক্রম সর্বমোট ৮টি বিভাগ নিয়ে পরিচালিত। বিভাগগুলো হলঃ-

১. আবাসিক ও অনাবাসিক নূরাণী এবং নাদিয়া বিভাগ
২. তাহফিজুল কুরআন বিভাগ
৩. কিতাব বিভাগ

জামিয়ার প্রধান ও বৃহত্তম বিভাগ এটি। এতে বর্তমানে ৬টি স্তর রয়েছে-

(ক) ইবতেদায়ী বা প্রাইমারী স্তর
(খ) মুতাওয়াস্‌সিতাহ বা মাধ্যমিক স্তর
(গ) ছানুবী বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর
(ঘ) ফযীলত বা স্নাতক স্তর
(ঙ) তাকমীল বা দাওরায়ে হাদীস বা স্নাতকোত্তর স্তর
(চ) ফতওয়া বিভাগ

৪. ফতোওয়া ও ফারায়েজ বিভাগ
৫. দেয়ালিকা
৬. কুতুবখানা
৭. লিল্লাহ বোর্ডিং
৮. আবাসিক ছাত্রাবাস

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৪৯
২. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৫১
৩. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়ার বর্তমান শিক্ষক বৃন্দঃ[১]

১। আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ ইসহাক
২। মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান
৩। আলহাজ্জ মাওলানা হাফেজ ওবাইদুর রহমান মাহবুব
৪। আলহাজ্জ মাওলানা তাজুল ইসলাম আশরাফী
৫। আলহাজ্জ মাওলানা হাসান আহমদ
৬। হযরত মাওলানা ইদ্রিস আহমদ
৭। আলহাজ্জ মাওলানা হাফেজ আহমদ আলী কাসেমী
৮। আলহাজ্জ মাওলানা হাফেজ আবদুল কাদের
৯। আলহাজ্জ মাওলানা কারী মোদাচ্ছের হোসাইন
১০। আলহাজ্জ মাওলানা নুরুর রহমান বেগ
১১। মাওলানা মুফতি শহীদুস সালাম
১২। মাওলানা জাকারিয়া আবদুল মালেক
১৩। মাওলানা আবদুল মান্নান
১৪। মাওলানা হাফেজ আতাউল্লাহ হোছাইনী
১৫। আলহাজ্জ মাওলানা মুফতি রফিকুল ইসলাম
১৬। মাওলানা হাফেজ আবদুল হক
১৭। আলহাজ্জ মাওলানা হোসাইন আহমেদ
১৮। মাওলানা হাফেজ তৌফিকুল ইসলাম
১৯। আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল কুদ্দস
২০। মাওলানা হাফেজ আবদুল ওহাব
২১। মাওলানা হাফেজ ছায়াদ উদ্দিন
২২। মাওলানা হাফেজ খলিলুর রহমান
২৩। মাওলানা হাফেজ মাহমুদুল্লাহ
২৪। মাওলানা হাফেজ হাসান রশিদ
২৫। মাওলানা কারী রুহুল আমীন
২৬। মাওলানা কারী আলতাফ হোসাইন
২৭। মাওলানা কারী ফেরদৌস আহমদ
২৮। মাওলানা কারী হাফেজ আবদুর রহমান মাহমুদ
২৯। মাওলানা কারী আনোয়ার হোসাইন

বর্তমান মোহতামিম সাহেবের চেষ্টা সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানী, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সম্মানিত সকল ওস্তাদগণের সহাযোগিতা সুচিন্তিতি পরামর্শ, দেশী-প্রবাসী মুসলামানদের আর্থিক সহযোগিতা, বিদগ্ধ সুপন্ডিত শিক্ষকমন্ডলীর নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধান ও নেগরাণীর ফলে আবাসিক উন্নতির সাথে সাথে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে জামিয়ার সুনাম সুখ্যাতি দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি বছর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে শত শত ইলম পিপাসু শিক্ষার্থী অত্র জামিয়ায় অধ্যয়ন করে বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মেধাতালিকাসহ বেশ সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে পাস করে আসছে। জামিয়ার বিদায়ী ছাত্রগণ কর্মজীবনেও গৌরবজনক কৃতিত্ব ও সম্মানের স্বাক্ষর বহন করে চলছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

---

[১]. মোদার্রেছ হাজিরা খাতা, জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা

মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সত্য বানী তুলে ধরা, নবী করিম (স.) এর আদর্শ বাস্তব জীবনে মেনে চলা, একমাত্র ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, কুফর, শিরক, বিদায়াত, কুপ্রথাসহ যাবতীয় সামাজিক অনাচার থেকে বেঁচে সঠিক ইসলামী আকিদাহ রক্ষার্থে পরামর্শ প্রদান এবং মানসিক ব্যাধি ও বৈকল্য থেকে মুসলমানদের অন্তরকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে দক্ষিন বাংলার প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হাদীউল উম্মাহ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের (র.) এর একান্ত প্রচেষ্টায় বরিশাল শহরের পশ্চিম প্রান্তে ১৩৭৪ হিঃ মোতাবেক ১৯৫৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া।[১]

এ জামিয়াটি এতদাঞ্চলের কওমী নেছাবের একটি সুপ্রাচীন আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুদুর জন্মলগ্ন থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানটি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ শাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে এবং দ্বীনের খেদমতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণ, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ও হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হিসেবে জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

জামিয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া

জামিয়ার বৈশিষ্ট্যঃ[২]

(১) এ জামিয়াটি বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের একটি প্রাচীনতম বড় প্রতিষ্ঠান। এর খেদমতও বিস্তৃত।বাংলাদেশের সর্বত্র ও বিশ্বের বড় বড় মুসলিম দেশগুলোতে এর সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে।

(২) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমগন ও সমাজসেবকদের সমন্বয়ে এ জামিয়ার একটি প্রশাসনিক কমিটি রয়েছে।

(৩) কুরআন, সুন্নাহ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী আস সালাফ আস-সালেহীনের আকীদাহ অনুসারে এই জামিয়া পরিচালিত।

(৪) মানব জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে রাসুল (স.) এর নির্দেশিত আদর্শ ও শিক্ষায় "দ্বীনের প্রতি আহবানকারী" একটি দলকে তৈরী করা এই জামিয়ার কাজ।

(৫) ছাত্রদের আবাসিক সুবিধাসহ খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

---

১. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, জামেয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, বরিশাল।

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(৬) অভিজ্ঞ মোদার্রেছীনে কেরাম দ্বারা পাঠদান দেয়া হয়।

(৭) আতফাল বিভাগ, নূরানী বিভাগ, হিফজুল কুরআন বিভাগ সহ দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত পড়ানো হয়।

(৮) ক্যাডেট কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে নূরানী বিভাগ পরিচালিত।

(৯) সম্পূর্ণ রাজনীতি মুক্ত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জামিয়ার উদ্দেশ্যঃ[১]

১. দ্বীনের দাওয়াত ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান এবং ডেপুটেশন প্রক্রিয়া চালুকরণ।

২. সঠিক আকিদাহ প্রচার ও প্রসার এবং মুসলমানদের অন্তরে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করা।

৩. মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রকৃত বাণী তুলে ধরা।

৪. সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে আল্লাহর প্রকৃত দ্বীন পৌছে দেয়া।

৫. কুরআন সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের সন্তানদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষাদান।

জামিয়ার বিভাগসমুহঃ[২]

(ক) আতফাল বিভাগ

(খ) নুরাণী বিভাগ

(গ) হিফজুল কুরআন বিভাগ

(ঘ) জামাতখানা বিভাগ (দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত)

জামিয়ার পাঠ্যক্রমঃ[৩]

কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ, ইলমুত তাজবীদ, ফিকাহ, আকাঈদ, উসুলে তাফসীর, উসুলে হাদীস, উসুলে ফিকাহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহু-ছরফ,বালাগাত, মানতিক, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বসহ আধুনিক শিক্ষার (বাংলা,ইংরেজী,গণিত) সমন্বয়ে পাঠদান করা হয়।

আতফাল শিশু ও নূরাণী বিভাগে ক্যাডেট কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে আরবী বর্ণমালার পরিচয়, ইলমুত তাজবীদ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর শিক্ষাদান করা হয়।

জামিয়ার প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও পরিকল্পনাঃ[৪]

(১) ইয়াতিম খানার জন্য নতুন ভবন নির্মাণ

(২) ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(৩) রান্নাঘর ও খাবার ঘরের জন্য নতুন ভবন

(৪) তাফসীর, হাদীস এবং ইলমে ফিকাহ এর উচ্চতর স্পেশাল কোর্সের জন্য পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা

(৫) দারুল ইফতা বিভাগ প্রতিষ্ঠা

(৬) স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

(৭) ছাত্রদের মধ্য থেকে দরিদ্র ও ইয়াতিম প্রতিপালন প্রকল্প

(৮) আদর্শ কৃষি কার্যক্রম, মৎস চাষ ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী।

জামিয়ায় বর্তমানে যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিতঃ[১]

১. হাফিজ মাওলানা শওকাতুল ইসলাম	ঃ মোহতামিম
২. আলহাজ্জ মাওলানা মোজাম্মেল হোসাইন খান	ঃ শাইখুল হাদীস
৩. মাওলানা আবদুল হাকিম	ঃ মুহাদ্দিস
৪. মাওলানা সৈয়দ তাফাজ্জুল হোসাইন	ঃ মুহাদ্দিস
৫. হাফিজ মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ মুহাদ্দিস
৬. মাওলানা মুফতি আবদুল কাদের কাশেমী	ঃ মুহাদ্দিস
৭. মাওলানা মোহসেন উদ্দিন	ঃ শিক্ষক
৮. মাওলানা আবদুল জলিল	ঃ শিক্ষক
৯. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	ঃ শিক্ষক
১০. হাফিজ মাওলানা আবুল হোসাইন	ঃ শিক্ষক
১১. মাওলানা এনায়েতুর রহমান	ঃ শিক্ষক
১২. মাওলানা এনামুল হক	ঃ শিক্ষক
১৩. হাফিজ সিদ্দিকুর রহমান	ঃ হিফজ বিভাগ
১৪. হাফিজ মোঃ আবুল বাশার	ঃ হিফজ বিভাগ
১৫. হাফিজ মোঃ শাহআলম	ঃ নাদিয়া বিভাগ
১৬. হাফিজ মাওলানা সোবহান মাসউদ	ঃ নাদিয়া বিভাগ
১৭. মোঃ আমিনুল হক	ঃ বাংলা শিক্ষক

[১].মাওলানা শওকাতুল ইসলাম,মোহতামিম, জামেয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

জামিয়া-ই রশিদিয়া আহ্ছানাবাদ কওমিয়া মাদ্‌রাসা

১৯২৪ সনে ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌রাসার অনুকরণে চরমোনাইর মরহুম পীর সাহেব হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র) খারেজী দরছে নেজামী হিসাবে মাদ্‌রাসার কার্যক্রম শুরু করেন।[১] ২/৩ বছর পরে পীর সাহেব (র.) দেখলেন যে, এই নেছারের মাদ্‌রাসায় এতদ্দেশে ছাত্র পাওয়া যাচ্ছেনা তাই তিনি পরবর্তীতে কওমী বাদ দিয়ে আলীয়া মাদ্‌রাসার কার্যক্রম চালু করেন।[২]

এ অবস্থায়ই দীর্ঘ বছর এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। মরহুম পীর সাহেব(র.) এর ছেলে গদ্দীনসীন পীর মরহুম সৈয়দ ফজলুল করীম (র.) ১৯৮২ সনে পিতার সেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সুন্নাতে রাসুলকে চিরঞ্জীব রাখার প্রক্রিয়া অবলম্বনে আলীয়া মাদ্‌রাসার পাশাপাশি কওমী মাদ্‌রাসা চালু করেন। আজ এ মাদ্‌রাসায় দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত চালু রয়েছে। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসা এতদাঞ্চলে আরবী ও ইসলাম শিক্ষার প্রসারে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

মাদরাসার শিক্ষা বিভাগ সমূহঃ[৩]

১) ফতোয়া বিভাগ
২) কিতাব বিভাগ
৩) হিফ্‌জ বিভাগ
৪) কিরাতুল কুরআন খাছ বিভাগ
৫) কিরাতুল কুরআন আম বিভাগ
৬) রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ
৭) প্রশিক্ষণ বিভাগ
৮) আদর্শ কুতুব খানা

---

[১]. মাওলানা ইউসুফ আলী খান, সৈয়দ মোঃ এছাহাক (র.)এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (ঢাকা:আল এছহাক প্রকাশনী:১৯৮৬)পৃ.২৪

[২].পূর্বোক্ত

[৩]. মাওলানা মজিবুর রহমান, নায়েবে মোহতামিম, চরমোনাই রশিদিয়া কওমিয়া মাদরাসা, সদর ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসা আসাতেযায়ে কেরামগনঃ[১]

১.মাওলানা সৈয়দ মোঃ রেজাউল করিম	ঃ মোহতামিম
২.মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী	ঃ নায়েবে মোহতামিম
৩.মাওলানা মোঃ মজিবুর রহমান	ঃ নায়েবে মোহতামিম
৪.মাওলানা শাহাজাহান ফরিদী	ঃ শায়খুল হাদিস
৫.মাওলানা আবদুল কাদের	ঃ নাযেমে তালিমাত
৬.মাওলানা আইউব আলী আনছারী	ঃ মুহাদ্দিস
৭.মাওলানা আবদুল মান্নান	ঃ নাযেমে দারুল একামাহ ও মুহাদ্দিস
৮. মাওলানা আবদুর রশিদ	ঃ মুহাদ্দিস
৯.মুফতি আবদুল মান্নান	ঃ মুহাদ্দিস
১০.মাওলানা নূরুল আলম	ঃ মুহাদ্দিস
১১.মাওলানা মোঃ ছানাউল্লাহ	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (এ)
১২. মুফতি মোঃ জামাল উদ্দিন	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (এ)
১৩. মাওলানা নূরুল আলম	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (এ)
১৪.মাওলানা হাফেজ ফরিদ উদ্দিন	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (এ)
১৫.মাওলানা আলতাফুর রহমান	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (বি)
১৬.মাওলানা হাফেজ মাহবুবুর রহমান	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (বি)
১৭.মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ	ঃ সিনিয়র ওস্তাদ (বি)
১৮. মাওলানা আব্দুল মান্নান	ঃ সহকারী শিক্ষক
১৯. মাওলানা রফিকুল ইসলাম	ঃ সহকারী শিক্ষক
২০. মাওলানা হাবিবুল্লাহ জেহাদী	ঃ সহকারী শিক্ষক
২১. মাওলানা ক্বারী আব্দুস সালাম ফালাহী	ঃ সহকারী শিক্ষক
২২. মাওলানা ফোরকান উদ্দিন	ঃ সহকারী শিক্ষক

কেরাতুল কুরআন খাছ শাখার ওস্তাদগণঃ

১) মাওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন
২) মাওলানা আব্দুল লতিফ
৩) মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

কেরাতুল কুরআন আম শাখার ওস্তাদগণঃ

১) মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান
২) মাওলানা মোঃ আবু বকর
৩) মাস্টার মোঃ ইউনুস আলী
৪) মাওলানা মোঃ জহিরুল ইসলাম
৫) মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান

হিফজুল কুরআন বিভাগের ওস্তাদগণঃ

১) হাফেজ মোঃ হারুন অর রশিদ
২) হাফেজ মোঃ মিজানুর রহমান
৩) হাফেজ মোঃ শাহআলম খান
৪) হাফেজ মোঃ বদরুদ্দোজা

---

[১].শিক্ষক হাজিরা বহি, চরমোনাই রশিদিয়া কওমিয়া মাদরাসা, সদর ,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া -এ নেছারিয়া দ্বীনিয়া

ছারছীনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র) জীবনের শেষের দিকে অর্থ্যাৎ আশির দশকের দিকে নিজের জীবনের একটানা পরিশ্রমে গড়া ছারছীনা দারুসুন্নাত আলীয়া মাদ্‌রাসার হাল হাকিকত দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে চরম গাফলতি, মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের আমলে প্রকাশ্য ত্রুটি, পরীক্ষায় ছাত্রদের নকল প্রবণতা তাঁর হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত হানে। বৈষয়িক সমস্যা মাদ্‌রাসার ছাত্রদের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে চরম বাঁধার সৃষ্টি করে। সাধারণ ও জাগতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, বালাগাত, মানতিক ও আরবী সাহিত্যে ছাত্রদের চরম ধস নেমে আসে।

এসব অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্‌রাসার হাল হাকিকত অবলোকন করে আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র) তাঁর পিতা পীরে কামেল হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র) এর আদর্শ, চিন্তাধারা, মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে বাস্তবায়িত হবেনা এ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। মাদ্‌রাসাগুলোর ছাত্র শিক্ষকদের এ অবস্থা দূরীকরণে তিনি ওয়াজ নসিহত, সভা-সমিতি ও পরামর্শ প্রদান করে সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

তাই তিনি জীবনের শেষ লগ্নে ভবিষ্যত জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে, মাদ্‌রাসাকে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য, ফেৎনার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে, সুন্নাতে রাসুলকে চিরঞ্জীব রাখার প্রক্রিয়া অবলম্বনে ১৯৮৫ সনে ছারছীনা দারুসুন্নাত জামেয়া-এ নেছারিয়া দ্বীনিয়া নামে কওমী নেছাবের একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১] আলীয়া মাদ্‌রাসার পাশাপাশি তিনি সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে এ মাদ্‌রাসা পরিচালনা করতে থাকেন।

ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া -এ নেছারিয়া দ্বীনিয়া

ছারছীনা শরীফের বর্তমানে পীর মাওলানা শাহ মোঃ মোহেবুল্লাহ সাহেব সারা বাংলার বিভিন্ন এলাকার দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসার শাখা কায়েম করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে পটুয়াখালী, বরগুনা, কুমিল্লা, চাঁদপুরসহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসাগুলোকে এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিতব্য মাদ্‌রাসাসমূহকে একই সুত্রে গ্রথিত করা এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পীর সাহেব ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসা বোর্ড নামে একটি বেসরকারী স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২]

---

[১].আলহাজ্জ অধ্যক্ষ ইসমাঈল হোসেন, শাহ সূফী আবু জাফর মোঃ সালেহ (র.)এর জীবনী, (ঢাকা: ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি:২০০৫)পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত এ বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলঃ[১]

ক) হক্কানী আলেম সমাজ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

খ) নেসাবে দ্বীনিয়ার ভিত্তিতে ব্যাপকহারে দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা ও তত্ত্বাবধান করা।

গ) কওম ও মিল্লাতের জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় বিশ্বাসী এবং সুন্নাতে নববীর আদর্শে আদর্শবান সমাজ সেবক তৈরী করা।

ঘ) সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী আবহ সৃষ্টি তথা সর্বক্ষেত্রে ইসলামী করণে সহায়তা করা।

ঙ) মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসা সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

চ) পর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে কর্মঠ ও সাবলম্বি জনগোষ্ঠী তৈরী করা।

ছ) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সহায়তা প্রদান করা।

জ) এতিম ও দ্বীন দরিদ্র ছাত্রদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

শিক্ষাক্রমের স্তর বিন্যাসঃ[২]

নেসাবে দ্বীনিয়ার কার্যক্রম নিম্নলিখিত ৫টি স্তরে বিন্যস্ত হবে। যার প্রতিটি স্তরে ৪/২ বৎসর মেয়াদী সুবিন্যস্ত কোর্স থাকবে। প্রতিটি কোর্স সমাপনীতে বৃত্তি/কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি/সনদ/খেতাব প্রদান করা হবে।

১। আল মারাহালাতুল ইবতেদায়িয়্যাহ (প্রাথমিক স্তর)

ইলমূল কুরআন – চার বৎসর।

২। আল মারহালাতুল মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর)

ইলমূল কাওয়ায়েদ – চার বৎসর

৩। আল মারহালাতুস সানুবিয়্যাহ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর)

ইলমুশ শরীয়াহ – চার বৎসর

৪। আল মারহাতুল কুল্লিয়াহ ওয়াশ শরফ (স্নাতক সম্মান স্তর)

ক) ইলমুস সুন্নাহ – চার বৎসর

খ) ইলমুল ফিকাহ – চার বৎসর

গ) ইলমুত্ তাফসীর – চার বৎসর

ঘ) ইলমুল আদব – চার বৎসর

৫। আল মারহাতুল কুল্লিয়াহ ওয়াশ শরফ এর মত চার বিষয় এক বৎসর।

---

১. দ্বীনিয়া পরিচিতি, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত নেছারিয়া-এ দ্বীনিয়া।

২. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হায়যাক (এম,ফিল) – দুই বৎসর

এরপর, আল্লামাহ (ডক্টরেট) – দুই বৎসর

বর্তমানে যাঁরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেনঃ[১]

ক) মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজ্জুমনির

খ) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফ্ফার কাশেমী

গ) মাওলানা আ.ক.ম আলী আহমদ

ঘ) মাওলানা মুহাম্মদ সফীউল্লাহ আল মামুন

ঙ) মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গনি

চ) মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনি

ছ) মাওলানা মুহাম্মদ হায়দার হোসাইন

জ) মাওলানা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

ঝ) মৌলভী মোঃ মোহেবুল্লাহ

ঞ) মৌলভী মোঃ আব্দুল মজিদ

ট) মৌলভী মোঃ আনিসুর রহমান

ঠ) মৌলভী মোঃ আজিজুল হক

হিফজ কুরআন বিভাগের শিক্ষকগণঃ

১। আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির

২। মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

৩। মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান

দ্বীনিয়া মাদ্রাসা জাতির জন্য একটি মাইল ফলক। আমলহারা, পথহারা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মনজিলে মাকসুদে পৌছে দেয়ার জন্য এর বিকল্প নেই। চেতনার যুগে এ হল নাজাতের দুর্গ। চেতনার সাগড়ে এ হল নাজাতের তরী। এখানে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আদব, নাহু, ছরফ, বালাগাত, মানতিক, ও ইলমে তাসাউফের উপর প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

---

[১].শিক্ষক হাজিরা বহি, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত নেছারিয়া-এ দ্বীনিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

হরিণাফুলিয়া দারুল উলুম এমদাদিয়া মাদরাসা

বরিশাল শহরের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কড়াপুর ইউনিয়নের হরিণাফুলিয়া গ্রাম। এ গ্রামের অধিবাসী মরহুম দরবেশ মোমতাজ উদ্দিন (র.) সাহেব ছিলেন একজন পরহেযগার মুত্তাকী লোক। তিনি দেশের প্রখাত আলেম-ওলামাদের সংস্পর্শে থেকে আল কুরআন ও দ্বীনি কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাড়ীতে ১৯১৫ সন থেকে আল কুরআনের তাফসীর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।[১] দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন উজানীর কারী হযরত মাওলানা ইব্রাহীম (র.) হরিণাফুলিয়ায় আসেন এবং এখানে দ্বীন প্রচারের জন্য মাওলানা মোমতাজ উদ্দিন (র.) কে পরামর্শ দেন। তিনি কারী সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক ২১ শতাংশ জমি মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দেন।[২] কিন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি মাদরাসা তিনি প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

তাঁর ছেলে আলহাজ্জ হযরত মাওলানা কারী মোঃ আবদুল খালেক ১৯৮৫ সনে এখানে পিতার ওয়াকফকৃত জমির উপর মক্তব ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করেন।[৩] ১৯৯০ সনে মাদরাসায় হিফজুল কুরআন বিভাগ চালু করা হয়[৪] এবং প্রতি বছর বহু ছাত্র কুরআনের হাফেজ হয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত হন। ১৯৯১ সনে তিনি এখানে দরসে নেজামী নেছাবের জামাতখানা শুরু করেন এবং পর্যায়ক্রমে ক্লাস চালু করতে থাকেন। বর্তমানে এখানে জামাতে উলা পর্যন্ত চালু রয়েছে।[৫] চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার প্রধান শায়খ মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (র.) এর নামানুসারে অত্র মাদরাসার নামকরণ করা হয়। ২/১ বছরের মধ্যে দাওরায়ে হাদীস বিভাগ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

---

১. মাওলানা আবদুল খালেক, পীর সাহেব হরিণাফুলিয়া ও মোহতামিম, হরিণাফুলিয়া দারুল উলুম এমদাদিয়া মাদরাসা, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার বিভাগসমুহঃ[১]

(১)আতফাল বিভাগ (২) নূরাণী বিভাগ

(৩)প্রাইমারী বিভাগ (৪) জামাতখানা

(৫) হিফজ বিভাগ

দ্বীন প্রসারে বিশেষ কার্যক্রমঃ[২]

- সকল ছাত্রদেরকে চিশতিয়া ও সাবেরিয়া তরীকার তা'লিম দেয়া হয়।
- সপ্তাহে একবার তা'লিমী জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রতি মাসে মাসিক ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে তরীকার লোকজন উপস্থিত হন।
- বছরে ২বার বার্ষিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্যাপক অবদান রাখেন।

মাদরাসার বর্তমান শিক্ষকবৃন্দঃ[৩]

(১) হযরত মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ মোহতামিম
(২) মাওলানা হাবিবুর রহমান	ঃ নাযেবে মোহতামিম
(৩) মাওলানা হাবিবুর রহমান	ঃ নাজেমে তালিমাত
(৪) মুফতি মোঃ মজিবুর রহমান	ঃ মুফতি
(৫) মাওলানা খলিলুর রহমান	ঃ মোদার্রেছ ও বোর্ডিং সুপার
(৬) মাওলানা জয়নাল আবেদীন	ঃ শিক্ষক
(৭) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	ঃ শিক্ষক
(৮) মাওলানা নুর আহমেদ	ঃ শিক্ষক
(৯) মাওলানা আবুল কালাম	ঃ শিক্ষক
(১০) মাওলানা ওয়াজিউর রহমান	ঃ শিক্ষক

হিফজুল কুরআন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দঃ

(১) হাফেজ মোঃ আবদুস সাত্তার

(২) হাফেজ মোঃ আবদুর রাজ্জাক

নূরানী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দঃ

(১) হাফেজ মোঃ ইমাম হোসেন

(২) কারী নুর মোহম্মদ

প্রাইমারী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দঃ

(১) মাস্টার মোঃ নান্না মল্লিক

(২) মাস্টার মোঃ নজরুল ইসলাম

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. শিক্ষক হাজিরা বহি, হরিণাফুলিয়া দারুল উলুম এমদাদিয়া মাদরাসা, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মসজিদসমুহের অবদান

(১) কসবা মসজিদ

(২) দঃ কড়াপুর মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ মাসজিদ

(৩) জামে কশাই মসজি

(৪) বাইতুল আমান মসজিদ কমপ্লেক্স

Dhaka University Institutional Repository

কসবা মসজিদ,গৌরনদী

কসবা মসজিদটি বরিশাল জেলার গৌরনদী থানাধীন কসবা গ্রামে অবস্থিত। নয় গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি বাগেরহাটের নয় গম্বুজ ও খুলনা জেলার মসজিদকূড় মসজিদের অনুরূপ। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদটির পরিমাপ ১১.৬৮ মিটার ১১.৬৮ মিটার এবং দেয়ালগুলো ২.১৮ মিটার চওড়া।[১] মসজিদের সম্মুখভাগ ফুল ও অন্যান্য নকশায় ভরপুর। মসজিদে চারকোনে গোলাকার টায়েট রয়েছে। টায়েটগুলো ব্যান্ড বা স্ফীত রেখা দ্বারা অলংকৃত। কসবা মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইহার কার্ণিশগুলো বক্রাকারে নির্মিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিন দেয়ালে ১টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। পশ্চিম দেয়ালে রয়েছে ৩টি মেহরাব। কেন্দ্রীয় মেহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সুসজ্জিত। মসজিদ গাত্রে কোন শিলালিপি নেই। মসজিদের কৌশল ও নকশা দেখে অনুমিত হয় যে, ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হযরত খান জাহান আলীর আমলে নির্মিত। মসজিদের বর্তমান জমির পরিমান ৭০ শতাংশ।[২]

বর্তমান ইমাম ঃ মুফতি মাওলানা রুহুল আমিন

বর্তমান মুয়াজ্জিন ও খাদেম ঃ মোঃ বাবুল ফকির

কসবা মসজিদ, গৌরনদী, বরিশাল

১.সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, বরিশালের ইতিহাস,(বরিশাল:বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ:১৯৮২)পৃ.-৩০৩

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান মসজিদ পরিচলানা কমিটির সদস্যবৃন্দঃ [১]

মসজিদটি বর্তমানে সরকারীভাবে গৌরনদী পৌরসভা অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

(১) জনাব নূরে আলম হাওলাদার (গৌরনদী পৌরসভা চেয়ারম্যান)	ঃ সভাপতি
(২) জনাব শাহানুর সরদার	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) জনাব আমিনুল ইসলাম ফকির	ঃ সেক্রেটারী
(৪) জনাব কামাল চাঁন সরদার	ঃ কোষাধ্যক্ষ
(৫) জনাব মোঃ কালাই দর্জি	ঃ সদস্য
(৬) জনাব আবদুর রব খান	ঃ সদস্য

মসজিদটি অনেক পুরানো হওয়ায় এ এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। বহু দূর থেকে মুসলমানগণ এখানে এসে ইসলামের নিদর্শন দেখে আভিভূত হচ্ছে। মসজিদের কারণে এলাকার মানুষদের মাঝেও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে ।

---

১. মোঃ বাবুল ফকির,কসবা, গৌরনদী ও মুয়াজ্জিন, কসবা মসজিদ গৌরনদী।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য কড়াপুর সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ

বরিশাল সদর উপজেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কড়াপুর ইউনিয়ন। এ দেশের মুসলমানগন ইসলাম ও ধর্মীয় কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে পারতনা। জমিদার হিন্দুদের দাপট ও শোষণের করাল গ্রাস থেকে কেউ রক্ষা পেতনা। সে সময় যে সকল মুসলমানগন প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বসবাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এ মধ্য কড়াপুরের গোলাম বাছের সিকদার অন্যতম। তিনি বড় কোন আলেম বা ধর্মীয় নেতা ছিলেন না। সাধারণ একজন কৃষক ছিলেন। বাপ-দাদার ও নিজের বিপুল সম্পত্তির দেখা-শুনা করতেন ও কৃষি কাজ করতেন।[১] এ দেশের মুসলামানের দূরাবস্থা দেখে তিনি নিজ জমির উপর ধর্ম-কর্ম পালনের লক্ষ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আজ সে মসজিদই বরিশালের ঐতিহাসিক পুরানো মসজিদে পরিণত হয়েছে। বাংলা ১৩৫৭ সালে মসজিদটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।[২] মসজিদটি পাথরের দ্বারা কারুকার্য করা। তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের ৬টি দরজা আছে এবং ৮টি বড় ও ১২টি ছোট মিনার রয়েছে।[৩] দক্ষিন ও উত্তর পাশে সুন্দর আকৃতিতে জানালা দেয়া হয়েছে। পুর্ব পাশ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় এবং একটি প্রবেশদ্বার আছে।

মুসুল্লী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮৮ সালে পুর্ব পাশের বারান্দা বর্ধিত করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর পাশেই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম গোলাম বাছের সিকদার ও তাঁর পরিবারবর্গের কবর রয়েছে।

মধ্য কড়াপুর সিকদার বাড়ী জামে মসজিদ

বর্তমান ইমাম ঃ মাওলানা মতিউর রহমান মল্লিক

বতমান মুয়াজ্জিন ঃ মোঃ আবদুল আলী সিকদার

---

১. জনাব আবদুল আলী সিকদার,গ্রাম-মধ্য কড়াপুর, পোঃ-কড়াপুর বরিশাল সদর, বরিশাল। সাক্ষাৎকার-০২/০৩/২০০৭

২. ঐ

৩. জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ,বরিশালের ইতিহাস ১ম খন্ড, (বরিশাল: বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ ১৯৮২)পৃষ্ঠা নং-

বর্তমান মসজিদ পরিচলানা কমিটির সদস্যবৃন্দঃ [১]

(১) জনাব আবুল কাশেম মনির ঃ সভাপতি

(২) জনাব শমসের আলী খোকন ঃ সহ-সভাপতি

(৩) জনাব গোলাম মোস্তফা ঃ সেক্রেটারী

(৪) জনাব সরোয়ার হোসেন মন্টু ঃ সহ-সেক্রেটারী

(৫) জনাব কামাল আহমেদ ঃ কোষাধ্যক্ষ

(৬) জনাব জয়নাল আবেদীন সিকদার ঃ সদস্য

(৭) জনাব হেমায়েত উদ্দিন বাদশা ঃ সদস্য

(৮) জনাব আলতাফ হোসেন সিকদার ঃ সদস্য

(৯) জনাব আবদুল খালেক হাওলাদার ঃ সদস্য

(১০) জনাব ছাদের আলী দফাদর ঃ সদস্য

(১১) জনাব আবদুল আলী সিকদার ঃ সদস্য

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ মসজিদে ফজরের পরে মক্তব চালু হয়। এখানে এলাকার শিশুরা-কিশোররা এসে কুরআন, হাদীসসহ ইসলামী আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ধারাবাহিকভাবে এ কার্যক্রম আজও চলছে।

---

[১]. জনাব আবদুল আলী সিকদার,গ্রাম-মধ্য কড়াপুর, পোঃ-কড়াপুর বরিশাল সদর, বরিশাল। সাক্ষাৎকার-০২/০৩/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় জামে কশাই মসজিদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের পিতা শেরে বাংলার মায়ের দেয়া টাকায় হেমায়েত উদ্দিন রোডের দক্ষিণ পাশে ১০ শতাংশ জমি কিনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[১] মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে বর্তমানে বেল ইসলামিয়া নামক যে ছাত্রাবাসটি দেখা যায় তখন এ জায়গায় ফায়েজউদ্দিন নামক একজন কসাই ব্যবসা করতেন। তিনি এই মসজিদে নামাজ পড়তেন, আযান দিতেন এবং মসজিদটির দেখাশুনা ও খেদমত করতেন। তখনকার শহরে ঘর-বাড়ী ও লোকজন কম ছিল। ঐ এলাকায় যে সব ঘর ছিলো সেসব ঘরের লোকজন এবং দূর দূরান্তে থেকে আগত ব্যবসায়ীরাই মূলতঃ এই মসজিদে নামাজ পড়তেন। কালক্রমে এই মসজিদটিই কশাই মসজিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[২] মসজিদটি কয়েকটি ছোট ছোট রুমের সমষ্টিতে ভাঙাচোরা একটি একতলা দালানের মত ছিলো।

মসজিদ পুনঃনির্মাণের ইতিহাস ঃ

বর্তমানে তিনতলা মসজিদের সুউচ্চ মিনার দূরদূরান্ত থেকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে এবং বরিশালের গৌরব ও অহংকার ঘোষণা করছে এর কোনটিই পূর্বে ছিলো না। মসজিদ প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনতলা দালান থাকাতো দূরের কথা সারা বরিশালে তখন ছিটেফোঁটা একতলা কয়েকটি দালান দেখা যেতো। পুরো শহর জুড়ে ছিলো টিনশেড ঘর। এগুলোই শহরের শোভা বর্ধন করতো। মাঝে মাঝে একতলা বা ক্ষেত্রবিশেষ দু'তলা সে দালান বা কাছারী দেখা যেতো তার অধিকাংশই ছিলো তৎকালিন জমিদারদের।

[১].মোঃ ওবাইদুল্লাহ, মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারীর জীবনী, পৃ.-৪২।

[২]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সনের ১ সেপ্টেম্বর নোয়াখালী নিবাসী বিশিষ্ট আলেম, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী (র.) অত্র মসজিদে খতিব হিসাবে যোগদান করেন।[১] তৎকালীন মসজিদ কমিটি মাওলানাকে ইমামের দায়িত্বের পাশাপাশি মসজিদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্বও প্রদান করেন। মাওলানা আতাহারী মসজিদের দায়িত্ব পাবার সাথে সাথেই কমিটির ভরসায় বসে না থেকে রুগ্ন ইমারাত ভেঙ্গে পুন:নির্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রি ঠিক করে মসজিদ ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য তখন মসজিদের তহবিল ছিলো ৬৬২২ টাকা ৬ পয়সা।[২] তখনকার কমিটির অনেকে এত অল্প টাকা হাতে নিয়ে মসজিদ নির্মাণের পূর্ণ সমর্থন না দিলেও মাওলানা আতাহারীর অদম্য সাহস দেখে মসজিদখানা পূণঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দেশ (পাকিস্তান) স্বাধীন হবার ফলে মানুষ নিজ নিজ বাড়ী ঘর তথা নিজেদের পুণর্বাসনে ব্যস্ত রাখলেও মসজিদে দান অব্যাহত রয়েছে। মাওলানা আতাহারী সিদ্ধান্ত নিলেন ময়দানে নেমে টাকা কালেকশন করতে হবে। এভাবে এক জায়গায় বসে থাকলে মসজিদ তোলা সম্ভব হবে না। তাই একমুহূর্ত আর অপেক্ষা না করে মাসিক ১শ টাকায় একটি বোট ভাড়া করে বরিশাল শহর ছেড়ে দূরদূরান্তে ছুটে গেলেন মসজিদের তহবিল সংগ্রহের আশায়।[৩]

দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াজ মাহফিলের কর্মসূচী নিয়ে মাওলানা আতাহারী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং মসজিদের তহবিল সংগ্রহ করতে লাগলেন। মাহফিলের ফাঁকে ফাঁকে বরিশালে এসে নির্মাণ কাজ তদারকিও করতেন। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মসজিদ উন্নয়ন কল্পে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়ে লিফলেট ছাপানো হলো। সকল শ্রেণীর লোকজন এগিয়ে এলেন। এ সময় দেখা গেল ১৯৪৯ সনে মাত্র ৬৬২২ টাকা তহবিল নিয়ে যে মসজিদের পুন:নির্মাণ কাজ শুরু, দেখতে দেখতে ১৯৫৪ সনে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত সেই মসজিদের অর্জিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ালো ৬৮,৯৯৩ টাকায়। ১৯৭৮ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫,১০,৯৫৬ টাকা ৬২ পয়সায় উন্নীত হলো।[৪]

মূলতঃ এভাবেই নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলে এবং আজকে তিনতলা বিশিষ্ট মসজিদের যে রূপ দেখা যাচ্ছে তা অর্জন করতে বহু সময় অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়েছে। মাওলানা আতাহারী যে এই অর্থের সিংহভাগ যোগান দিয়েছেন তা সর্বজনস্বীকৃত। সেই সাথে মসজিদের শুরু থেকে অদ্যাবধি যারা কমিটিতে রয়েছেন তারাও এর উন্নয়নে প্রচুর খেটেছেন এবং এখনও খাটছেন।অত্র মসজিদের অন্যান্য ইমাম (মাওঃ আতাহারী আসার আগে এই মসজিদের ইমাম ছিলেন এবং পরে সহকারী ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন হাফেজ মুহাম্মদ সালেহ) মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের অবদানও কম নয়।

এভাবেই মাওঃ আতাহারীর আন্তরিকতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দূরদর্শিতা, একনিষ্ঠতা, দৃঢ় মনোবল, ত্বরিত সিদ্ধান্ত, কর্মচাঞ্চল্য এবং সর্বোপরি কমিটির সদস্য ও মসজিদ পরিবারের সকল সদস্যের পূর্ণ সহযোগিতায় কায়েম হলো বৃহত্তর বরিশালের সবচেয়ে বৃহত্তর মসজিদ কেন্দ্রীয় জামে কশাই মসজিদ।

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুল আমান জামে মসজিদ কমপ্লেক্স

বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার গুঠিয়া গ্রামে অবস্থিত বায়তুল আমান মসজিদ কমপ্লেক্সটি ২০০৪ সনে প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে ২০০৬ সনের ১০ অক্টোবর উদ্বোধন করা হয়। এ মসজিদ উদ্বোধন করেন দক্ষিন বাংলার পীরে কামেল ছারছীনার শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ মোহম্মাদ মোহেববুল্লাহ। সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মিত এ মসজিদটির পেছনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১১ কোটি টাকা।[১] গুঠিয়া নিবাসী মরহুম আবদুল মজিদ সরদারের মেঝ ছেলে বিশিষ্ট সমাজসেবক এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু নিজস্ব অর্থে তৈরী করেছেন নয়নাভিরাম এ মসজিদটি। ১৪ একর জমির উপর নির্মিত মসজিদ কমপ্লেক্সটির সঙ্গে রয়েছে ১.৭৫একর আয়তনের একটি বড় পুকুর, কবরস্তান, হিফজুল কুরআন মাদরাসা ও ইয়াতিমখানা। কমপ্লেক্সটির তিন পাশে খনন করা হয়েছে কৃত্রিম খাল।

মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তিন-চারটি মসজিদের আদলে। তবে হুবহু একই রকম নয়। এস.সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু কয়েকজন স্থপতি বন্ধুকে নিয়ে যান শারজাহ, দুবাই, তুরস্ক, ভারত ও পাকিস্তানের নয়নাভিরাম কিছু মসজিদ দেখাতে। স্থপতিরা বিদেশী মসজিদের আদলে গুঠিয়ায় এটি নির্মাণ করেন। স্থপতিকে মসজিদটি প্রাথমিক ধারণা তিনিই দেন। মসজিদটি নির্মাণের পেছনে রয়েছে সরফুদ্দিন সান্টু সাহেবের এক সুপ্ত মনোবাসনা।।

এস. সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু আগ্রায় গিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত তাজমহল দেখতে। তাজমহল দেখে তাঁর মনে হল এত সুন্দর করে সৌধটি নির্মাণ করেছেন সম্রাট শাহজাহান! কিন্তু মুসলমান সম্রাটের এই স্মৃতি চিহ্নটির পাশে নামাজ পড়ার জন্য তিনি যদি একটি সুন্দর মসজিদ তৈরী করে যেতেন,তাহলে কতইনা উত্তম কাজ হতো।[২] এই অনুভূতি থেকে জনাব সরফুদ্দিন তাঁর জন্মভূমি গুঠিয়ায় একটি সুন্দর মসজিদ তৈরীর মনোবাসনা পোষণ করেন, যা দেখে মুসলমানদের মনে জাগবে আল্লাহর প্রতি অগাধ ভক্তি এবং মসজিদে যাবার প্রেরণা।

১.এস. সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু,প্রতিষ্ঠাতা বাইতুল আমান জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, উজিরপুর, বরিশাল।

২.ঐ

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মসজিদের সম্মুখভাগে পুকুরটিকে এমনভাবে খনন করেছেন,যেন পুকুরের পানিতে মসজিদটির পুরো প্রতিবিম্বই দেখা যায়। মসজিদটির মিনারটি করা হয়েছে ১৮৩ ফুট উঁচু।যা দেখা যায় অনেক দূর থেকে এবং মিনার থেকে আজানের ধ্বনীও অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

মসজিদে ছোট বড় ২৩টি গম্বুজ নির্মাণ করা রয়েছে। বড় গম্বুজের ব্যাস ২৪ ফুট। ক্যালিওগ্রাফার আরিফুর রহমানের পরিকল্পনায় মসজিদটির দেয়ালে খোদাই করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের সুরা আর রহমান। বড় গম্বুজের ভিতরে উতকীর্ণ করা হয়েছে পুরো আয়াতুল কুরসী। বিশাল বাজেটের এ মসজিদটির মেঝেতে বসানো হয়েছে ভারত থেকে আনা মার্বেল পাথরের টাইল্স। মসজিটির ভিতরে ১ হাজার ২০০ মুসুল্লী একত্রে নামাজ পড়তে পারবেন। এর বাইরে আরো ৩০০০ হাজার মুসুল্লী নামাজ পড়তে পারবেন। মসজিদটির পূর্ব-দক্ষিণ কোনে ২.৫ একর জায়গায় করা হয়েছে একটি কবরস্তান। এখানে এলাকার সবাইকে সমাহিত করা যাবে। সরফুদ্দিন সান্টু সাহেবের জন্যও একটি কবরের জায়গা রয়েছে, তবে এটি হচ্ছে সবার থেকে আলাদাভাবে পুকুরের পূর্ব পাড়ে। তাঁর কবরের জায়গাটি বাগান বিলাস গাছ দিয়ে বাউন্ডারী করে রাখা হয়েছে। তাঁর কবরটি পাকা না করতে তিনি তাঁর সব আত্মীয়-স্বজনকে বলে দিয়েছেন।

মসজিদ সংলগ্ন কবরস্তান

হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা

মসজিদ কমপ্লেক্স এর মধ্যেই রয়েছে ইয়াতিমদের জন্য প্রতিষ্ঠিত আলহাজ্জ মজিদুন্নেছা হিফজুল কুরআন মাদরাসা। এ মাদরাসাটি তিনি ২০০১ সনে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] মাদরাসার ইয়াতিম ছাত্রদেরকেই শুধুমাত্র এ মাদরাসায় ভর্তি হবার সুযোগ রয়েছে। তিনি মাদরাসার ছাত্রদের থাকা ও খাওয়াসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করে থাকেন।

এ মসজিদটি করা হয়েছে তাঁর বাবার আমলের পুরানো মসজিদটির পাশেই। পুরানো মসজিদটি সরিয়ে তার জায়গায় একটি স্তম্ভের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে মক্কা মদীনার মত মুসলমানদের কাছে পবিত্রতম কিছু স্থানের মাটি। এ স্তম্ভটি তিনি এক পাশে রেখে এর সামনে দামি টাইল্স দিয়ে একটি নামাজের জায়গা করেছেন। যেন মানুষ এখানে বসে নামাজ পড়তে পারেন। মসজিদটি দিনের চেয়ে রাতে দেখতে অনেক বেশী নয়ানাভিরাম লাগে। কারণ এর ভেতরে-বাইরে এবং গম্বুজের ভেতরে ভেতরে এমনভাবে আলোকসজ্জা করা হয়েছে যা দর্শকদের নিয়ে যাবে অপার্থিব জগতে। যা দেখে মনে পড়বে মহান স্রষ্টার কথা, আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসতে চাইবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে।

১.ঐ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ট্রাস্ট, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যক্রমের অবদান

(১) ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ ট্রাস্ট, বানারীপাড়া

(২) আল হেলাল ট্রাস্ট, গৌরনদী

(৩) বরিশাল আল ফারুক সোসাইটি

(৪) পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদ

(৫) বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

(৬) আঞ্জুমান -ই- হেমায়েতে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ ট্রাস্ট, বানারীপাড়া

বরিশাল জেলার পশ্চিম প্রান্তে বানারীপাড়া থানা অবস্থিত। বানারীপাড়ার বন্দরের প্রাণকেন্দ্রে ঐ এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্জ জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া ১৯৮৩ সনে ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করেন।[১] ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্পসারণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সে সময় উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ ছিলেনঃ [২]

(১) জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া	ঃ সভাপতি
(২) মরহুম নবীর উদ্দিন মিয়া	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) জনাব রফিক উদ্দিন মিয়া	ঃ সেক্রেটারী
(৪) মাস্টার আবুল হোসাইন	ঃ সদস্য
(৫) মাওলানা আবদুল জলিল	ঃ সদস্য
(৬) ডাঃ আবুল কালাম	ঃ সদস্য

প্রতিষ্ঠার শুরুতেই ট্রাস্টের কার্যক্রম সভাপতির বাসায় শুরু হয়। ১৯৯৪ সনে ট্রাস্টের নামে ১ শতাংশ জমি ক্রয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।[৩] ২০০১ সনে ট্রাস্টের সভাপতি জনাব নুর মোহাম্মাদ মিয়ার স্ত্রী জাহানারা বেগম ট্রাস্টের নামে ৫ শতাংশ জমি দান করেন। ঐ বছরেই জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়ার বড় ভাই জনাব আবদুল হাকিমের স্ত্রী মারা গেলে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় ৫ শতাংশ জমির উপর ৫ তলা ফাউণ্ডেশন করে ট্রাস্ট ও একটি মসজিদ নিমার্ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব আবদুল হাকিমের স্ত্রীর রুহের মাগফিরাতের জন্য দানকৃত অর্থ দিয়ে ট্রাস্ট ও মসজিদের ২য় তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়।[৪] অতপর ২০০২ সনে বানারীপাড়ার বিশিষ্ট সেমাজ সেবক ও আদনান টেক্সটাইলের মালিক জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেব ট্রাস্ট ও মসজিদের ২য় তলার অর্ধেক থেকে ৪র্থ তলার অর্ধেক পর্যন্ত নির্মাণ করেন।[৫]

---

[১]. জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া, পোঃ- বানারীপাড়া বন্দর,বরিশাল ও প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ ট্রাস্ট, বানারীপাড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২০/৩/২০০৭

[২]. ঐ

[৩]. ঐ

[৪]. ঐ

[৫]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আবদুল হাকিমের বড় ছেলে আসিকুল ইসলাম আজাদ মহিলাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ট্রাষ্টের অধীনে এলাকার বিভিন্ন স্থানে ২৫ টি আলমিরা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই প্রদান করেন। যার ফলে মহিলাদের মধ্যে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার চর্চার এক সুবর্ণ সুযোগ সৃস্টি হয়।[৬]

ট্রাস্টের কার্যক্রমসমুহঃ[১]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় এ ধরণের ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। নিম্নে ট্রাস্টের কার্যক্রমের একটি ফিরিস্তি তুলে ধরা হলঃ

(১) **জামে মসজিদঃ** ২০০১ সন থেকে এখানে মসজিদের কার্যক্রম চালু হয়। ঐ বছরে থেকেই এ মসজিদে জুমআ'র নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা হয়। বন্দরের অনেক মুসুল্লী এ মসজিদে জুমআ'র নামাজসহ ওয়াক্তিয়া নামাজ জামায়াতের সাথে এখানে আদায় করতে আসেন।

(২) **মহিলা মসজিদ** ঃ এ কমপ্লেক্স এর ৩য় তলায় বানারীপাড়ায় এই প্রথম মহিলাদের মসজিদে এসে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে জুমআ'র নামাজ পড়তে প্রচুর মহিলা মুসুল্লী আসেন।এমনকি মহিলাদের জন্য সাপ্তাহিক কুরআন ও হাদীসের তা'লিমের ব্যবস্থা এখানে করা হয়।

(৩) **ইসলামী পাঠাগার** ঃ কমপ্লেক্স এর নিচ তলায় বিশাল আকারে একটি ইসলামী পাঠাগার রয়েছে। কুরআন,হাদীস ও ইসলামী বইসহ বহু গ্রন্থ এ পাঠাগারে রয়েছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকে। অনেক মানুষ এসে এখানে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকে। পাঠাগারের তিনপাশে বড় বড় আলমিরা দ্বারা পাঠাগারটি সজ্জিত। বই পড়ার জন্য পর্যাপ্ত টেবিল ও চেয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৪) **নিয়মিত দারস ও তাফসীর** ঃ ট্রাস্টের অধীনে সাপ্তাহিক নিয়মিত দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস পেশ করা হয়। এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসুল্লীগণ এর মাধ্যমে ইসলামকে সহজভাবে বুঝার সুযোগ পাচ্ছেন।

(৫) **ইয়াতিম খানাঃ** ১৯৮৮ সনে আলহাজ্জ নুর মোহাম্মদ মিয়ার দানকৃত ২.৫ শতাংশ জমির উপর ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক ইয়াতিম মাদরাসায় লেখাপড়া করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।বর্তমানে এখানে ইয়াতিম সংখ্যা রয়েছে-৪৫ জন।

(৬) **হিফজ খানাঃ** ১৯৭৩ সনে আলহাজ্জ নুর মোহাম্মদ মিয়ার নেতৃত্বে একটি হেফজ খানা চালু করা হয়। পরবর্তীতে এ হিফজখানা ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হয়। এ পর্যন্ত এ হিফজখানা থেকে প্রায় ১২০ জন কুরআনে হাফেজ বের হয়ে বিভিন্ন এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে অবদান রাখছেন। বর্তমানে হিফজখানায় ছাত্র সংখ্যা-১২জন।

(৭) **তা'লিমী জলসা ও আলোচনা সভাঃ** ট্রাস্টের উদ্যোগে নিয়মিত তা'লিমী জলসা পরিচালিত হয় এবং জাতীয় ও ইসলামী দিবস যেমন বদর দিবস, আশুরা, শবে মেরাজ. শবে কদর, সীরাতুন্নবী (স.) প্রভৃতি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

---

[৬] .ঐ

[১] .ঐ

Dhaka University Institutional Repository

(৮) **সমাজ সেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ** ট্রাস্টের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালত হয়ে আসছেঃ-

(ক) দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ

(খ) গরীব ও অসহায়দের মাঝে টিন বিতরণ ও ঘর মেরামত

(গ) গরীব ও সমস্যাগ্রস্থ ছাত্রদের মাঝে বই-পুস্তক বিতরণ ও ফরম পুরণে সহযোগিতা

(ঘ) শীতকালে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

(ঙ) বন্যার্তদের এককালীন সাহায্য প্রদান ও পুনর্বাসন

(৯) বয়স্কদের কুরআন শিক্ষাঃ বয়স্ক পুরুষদের জন্য নূরাণী কায়দায় অল্প সময়ের মধ্যে তা'লিমুল কুরআনের মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়। এতে যারা কুরআন পড়তে জানেনা তাদের জন্য কুরআন পড়ার এক উত্তম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১০) ইসলামী ভিডিও প্রদশর্নী ঃ বিভিন্ন সময়ে আল কুরআনের তাফসীর, কুরআনের আলোচনা, বিভিন্ন দেশের ইসলামী ক্যালিওগ্রাফী, হজ্জ, ইসলামের নিদর্শন সম্বলিত ভিডিও ক্যাসেট ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রদশর্নী হয়ে থাকে। এতে জনসাধরণের মাঝে ইসলামের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(১১) তাফসীরুল কুরআন মাহফিলঃ ট্রাস্টের শুরু থেকে প্রতি বছর দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরামদের নিয়ে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটছে।

(১২) আলাদা মহিলা পাঠাগার ঃ নারী শিক্ষা ও নারী সচেতনতার জন্য এবং নারীদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য আলাদা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বানারীপাড়া এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে এ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসহ বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়তে পারছে।

ট্রাস্টের বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ [১]

(১) জনাব নুর মোহম্মাদ মিয়া	ঃ সভাপতি
(২) জনাব আবুল কালাম আজাদ	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) মাওলানা আবদুল জলিল	ঃ সেক্রেটারী
(৪) জনাব রফিক উদ্দিন	ঃ সদস্য
(৫) হাফেজ মোজাম্মেল হক	ঃ সদস্য
(৬) মাস্টার আবুল হোসেন	ঃ সদস্য
(৭) ডাঃ আবুল কালাম	ঃ সদস্য

[১] জনাব নুর মোহম্মদ মিয়া, পোঃ- বানারীপাড়া বন্দর,বরিশাল ও প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামী পাঠাগার ও সমাজকল্যাণ ট্রাষ্ট, বানারীপাড়া। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২০/৩/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

আল হেলাল ট্রাস্ট,গৌরনদী

স্বাধীনতা উত্তরকালে বরিশাল জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল গৌরনদী থানায় ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, অনৈসলামিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, জনসেবা ও সমাজ উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে কতিপয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ ব্যাপরে গৌরনদীর কৃতি সন্তান, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম মাওলানা সরদার আবদুস সালামের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৭৭ সনে সর্বপ্রথম সীরাতুন্নবী একাডেমীর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম শুরু করা হয়।[১] পরবর্তীতে এর কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিলে ১৯৮৪ সনে আল হেলাল ট্রাস্ট নামে একটি সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার, সমাজউন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২]

প্রথমে যারা এ ট্রাস্ট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদেরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৩]

(১) মাওলানা সরদার আবদুস সালাম	ঃ চেয়ারম্যান
(২) জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন সিকদার	ঃ ভাইস চেয়ারম্যান
(৩) মাওলানা আ.ফ.ম ফরিদ	ঃ সেক্রেটারী
(৪) জনাব মোঃ শামসুল আলম শরীফ	ঃ দাতা সদস্য
(৫) মাওলানা মোঃ শেহাব উদ্দিন খান	ঃ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
(৬) জনাব মাওলানা মোঃ শামসুল হক	ঃ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
(৭) জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান	ঃ সদস্য
(৮) জনাব এফ,এম শামসুল আলম	ঃ সদস্য
(৯) জনাব মোঃ আবদুল ওয়ারেশ মিয়া	ঃ সদস্য

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ[৪]

এ ট্রাস্টের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল ইসলামকে একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্য সকল ধরণের কল্যাণমূলক কাজের আঞ্জাম দেয়া, ইকামতে দ্বীন ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে যথাসম্ভব নিম্নরূপ সহায়তা প্রদানঃ

(ক) আবাসিক/অনাবাসিক, ডে-কেয়ার সুবিধা প্রদান পূর্বক এলাকার শিশু-কিশোরদের উন্নততর শিক্ষা প্রদান ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আল হেলাল একাডেমীর ন্যায় ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন,মাদরাসা, ইয়াতিখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যথার্থ ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানের উপযোগী মাদরাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

(গ) পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপারে গবেষণা এবং এর মূলনীতির ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবন গড়ার জন্য মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করা।

---

১. প্রফেসর মোঃ মোসলেম উদ্দিন সিকাদার, পোঃ-দঃ বিজয়পুর, গৌরনদী বন্দর, বরিশাল ও সভাপতি, আল হেলাল ট্রাস্ট, গৌরনদী, বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১০/৪/২০০৭

২. ঐ

৩. গঠনতন্ত্র;(১৯৮৬) আল হেলাল ট্রাস্ট, গৌরনদী, বরিশাল।

৪. ঐ

(ঘ) দুস্থ-পীড়িত ও বেকারদের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, তা'লিমুল কুরআন ও কারিগরি বিদ্যালয়সহ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের আঞ্জাম দেয়া।

(ঙ) বিভিন্ন ইসলামী ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে সেমিনার, মাহাফিল ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

(চ) ইসলাম ও মানব কল্যাণ মূলক যে কোন সাময়িকী, ম্যাগাজিন ও সাহিত্য প্রকাশনা এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা।

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের বিবরণঃ[১]

১. সিরাতুন্নবী একাডেমী, গৌরনদী	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৭৭
২. আল হেলাল একাডেমী, গৌরনদী	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৩
৩. আল আমিন ইয়াতিমখানা ও কারিগরি বিদ্যালয়, গৌরনদী	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৬
৪. আল ফারুক ইয়াতিমখানা, গৈলা, আগৈলঝারা	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৬
৫. আল হেলাল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, গৌরনদী	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৮৯
৬. শহীদ মোস্তফা আল মাদানী ইয়াতিমখানা, হস্তিশুণ্ড, উজিরপুর	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৯১
৭. রাজিহার নূরাণী ইয়াতিমখানা, আগৈলঝারা	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৯২
৮. তা'লিমুল কুরআন ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা, শরিকল	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৯৬
৯. আল আমীন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ	ঃ প্রতিষ্ঠাকাল- ২০০৬

ট্রাস্টের কার্যক্রমঃ[২]

(১) ট্রাস্টের অধীন প্রতিষ্ঠানসমুহ পরিচালনা
(২) দুস্থ, অসহায় ও অভাবীদের এককালীন সহযোগিতা
(৩) বাৎসরিক তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা
(৪) রমজান মাসে ইফতার মাহফিল
(৫) সহীহ কুরআন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
(৬) কুরবানী কর্মসূচী

উপরোল্লেখিত কর্মসূচীসহ বিভিন্ন সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণ মুলক কাজের আঞ্জাম দেয়া।

ট্রাস্টের বর্তমান পরিচালনা পরিষদঃ[৩]

১. প্রফেসর মোঃ মোসলেম উদ্দিন সিকদার	ঃ চেয়ারম্যান
২.মাওলানা মোঃ শেহাব উদ্দিন	ঃ ভাইস-চেয়ারম্যান
৩. মাওলানা আবদুল খালেক	ঃ সেক্রেটারী
৪. জনাব মোস্তফা আনোয়ারুল ইসলাম	ঃ কোষাধ্যক্ষ
৫. জনাব শরীফ শামসুল হক	ঃ সদস্য
৬. অধ্যাপক মাওলানা আলাউদ্দিন	ঃ সদস্য
৭. মাওলানা জাকির হোসাইন	ঃ সদস্য
৮. মাওলানা আনোয়ারুল হক	ঃ সদস্য

---

[১]. ঐ

[২]. ঐ

[৩]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

আল-ফারূক সোসাইটী, বরিশাল

ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং সমাজকল্যাণ মূলক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত একটি বেসরকারী অরাজনৈতিক সংস্থার নাম আল ফারূক সোসাইটী। ১৯৭৯ সনে বরিশালের কতিপয় ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১] প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যাঁরা সদস্য হয়ে এর কার্যক্রম শুরু করেছেন, তাঁরা হলেনঃ[২]

১. অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন আল মামুন	ঃ চেয়ারম্যান
২. জনাব আবদুল লতিফ মিঞা	ঃ ভাইস চেয়ারম্যান
৩. অধ্যাপক আবদুল হাই খান	ঃ ভাইস চেয়ারম্যান
৪. অধ্যাপক এ.বি.এম আমজাদ আলী	ঃ সেক্রেটারী
৫. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ঃ এ্যাসিঃ সেক্রেটারী
৬. জনাব মোঃ আবদুল আহাদ	ঃ সদস্য
৭. জনাব মোঃ আবদুর রব	ঃ সদস্য
৮. জনাব সরদার গোলাম কুদ্দুস	ঃ সদস্য
৯. জনাব মোঃ মোসলেম মিয়া	ঃ সদস্য
১০. জনাব এ.এন.এম মহিউল ইসলাম তাহের	ঃ সদস্য
১১. জনাব নুর মোহাম্মদ মিয়া	ঃ সদস্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ[৩]

সাধারণভাবে এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে, ইসলামী আদর্শের স্থাপনের বিষয়ের উন্নয়ন এবং এরূপ উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টারত অন্যান্য সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংগঠন,ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য প্রদান এবং বিশেষভাবে-

(ক) কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মোতাবেক মুসলমানদের জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালোনো।

(খ) সম্ভাব্য সকল উপায়ে জনগনের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

(গ) উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক সংবাদপত্র, সাময়িকী, ম্যাগাজিনসহ অন্যান্য সাহিত্য প্রকাশ করা।

(ঘ) ইসলামী আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত এরূপ সমিতি,ব্যক্তি বা আন্দোলনকে সাহায্য করা।

(ঙ) সোসাইটীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এরূপ ইসলামী ব্যক্তিত্ব, দাতব্য, সাধারণ অথবা প্রয়োজনীয় বিষয়/কর্মকান্ডকে দান, অনুদান বা মঞ্জুরী প্রদান করা।

সোসাইটীর কার্যক্রমঃ[৪]

---

১. গঠনতন্ত্র (১৯৭৯), আল ফারূক সোসাইটী, বরিশাল।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. মাওঃ জহির উদ্দিন মোঃ বাবর ,অধ্যক্ষ আল ফারূক একাডেমী, বরিশাল ও সহ সম্পাদক, আল ফারূক সোসাইটী, বরিশাল। সাক্ষাতকার গ্রহণ-১৬/৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

(১) প্রতিষ্ঠিত আল ফারুক একাডেমী পরিচালনা
(২) মক্তব পরিচালনা ও সহযোগিতা প্রদান
(৩) দাতব্য চিকিৎসালয়
(৪) তাফসীরুল কুরআন মাহফিল বাস্তবায়ন
(৫) সহীহ কুরআন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
(৬) ইফতার মাহফিল বাস্তবায়ন
(৭) কুরবানী প্রোগ্রাম
(৮) রিকসা প্রকল্প

আল ফারুক একাডেমীর পরিচিতিঃ

শিশু-কিশোরদেরকে একাধারে বৈষয়িক পারদর্শিতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আদর্শ চরিত্রবান নাগরিক রূপে গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৩ সনে বরিশাল আল ফারুক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১]

একাডেমীর বৈশিষ্ট্যঃ[২]

- ইংরেজী প্রাধান্য বাংলা মাধ্যম স্কুল
- শিশু মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্নেহ-মমতা ও আদর যত্নের মাধ্যমে শিক্ষা দান
- প্রতি শ্রেণীতে বাংলা ও ইংরেজীর পাশাপাশি আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা
- সুষ্ঠু পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা এবং আদর্শ ও নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন করে গড়ে তোলা।
- চিত্ত বিনোদনসহ শারিরীক ও মানসিক বিকাশের জন্য ক্রীড়া ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

একাডেমীতে যাঁরা কর্মরত রয়েছেনঃ[৩]

১. জনাব জহির উদ্দিন মোঃ বাবর	ঃ অধ্যক্ষ
২. মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৩. মোসাঃ হোসনে আরা আহমেদ	ঃ সিনিয়র শিক্ষক
৪. মোসাঃ শোয়েবা বেগম	ঃ সহকারী শিক্ষক
৫. জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	ঃ সহকারী শিক্ষক
৬. মোসাঃ ছালেহা বেগম	ঃ সহকারী শিক্ষক
৭. মাওলানা মনিরুজ্জামান	ঃ সহকারী শিক্ষক
৮. জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	ঃ সহাকরী শিক্ষক
৯. জনাব মোঃ আবদুর রহীম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১০. মোসাঃ রাবেয়া বেগম	ঃ সহকারী শিক্ষক
১১. মোঃ আল আমীন	ঃ সহকারী শিক্ষক

---

[১] . ঐ

[২] . প্রসপেক্টাস, আল ফারুক একাডেমী, বাংলাবাজার ,বরিশাল।

[৩] মাওঃ জহির উদ্দিন মোঃ বাবর ,অধ্যক্ষ আল ফারুক একাডেমী, বরিশাল ও সহ সম্পাদক, আল ফারুক সোসাইটী, বরিশাল। সাক্ষাতকার গ্রহণ-১৬/৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ

কীর্তনখোলা নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই, চরকাউয়া, চাঁদপুরা, টুঙ্গীবাড়িয়া ও চন্দ্রমোহন এই পাঁচটি ইউনিয়নকে সাধারণত পূর্বাঞ্চল বলা হয়। ভৌগলিক কারণে বাকেরগঞ্জের চরামদ্দি ইউনিয়নও এ অঞ্চলের মধ্যে গন্য। এ ছাড়া শায়েস্তাবাদ ও চরবাড়িয়া ইউনিয়নের অংশবিশেষ নিয়ে আরো একটি বিশেষ ইউনিয়ন করে মোট ৭টি ইউনিয়নকে পূর্বাঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ অঞ্চলটি বরিশাল সিটির উপকণ্ঠে হওয়া সত্ত্বেও একাধিক নদী দ্বারা বেষ্ঠিত হবার কারণে সভাবতঃই সার্বিক উন্নয়নের ধারায় পিছিয়ে আছে। তাই এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি সকলের কাম্য। উন্নয়নের প্রধান দিক হলো শিক্ষার উন্নয়ন। বর্তমানে দেশে নকলমুক্ত শিক্ষার সঠিক প্রচেষ্টা চলছে। এ অবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ভাল ফলাফল ব্যতিত ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করা যায় না। শহর বা শহরতলী যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো আছে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীগণ উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে লেখা পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীগণ অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা গ্রহণের এ সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে সংস্কৃতি চর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের একটি স্বভাবজাত চাহিদা। সুস্থধারার সংস্কৃতির অভাবে তারা অপসংস্কৃতির শিকার হয়ে নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিচ্ছে।

তাই গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সেবা ও কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্য্যক্রমের পরিকল্পনা নিয়ে ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করেছে "পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ"।[১]

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ[২]

সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন, সুস্থধারার সংস্কৃতি চর্চা, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ দান, দুস্থ- ইয়াতিম ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণে সহায়তা দান এবং দুস্থ মানবতার সেবার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের মুক্তি লাভ করাই এ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

---

১. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদ,বরিশাল।

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের কর্মসূচীঃ[১]

(ক) শিক্ষার উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীঃ

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজের ৪র্থ,৭ম,৯ম ও ১১শ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষা বৃত্তি প্রবর্তন করা।

২. পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত তথা ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা।

৩. স্কুল,মাদরাসা ও কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রেণী ভিত্তিক ১ম,২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান।

৪. সম্ভাব্য স্থানে আদর্শ কিন্ডারগার্টেন ও কোচিং সেন্টার চালু করা।

৫. পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সম্মননা প্রদান করা।

(খ) সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক মূলক কার্যক্রমঃ

১. বছরে একবার সীরাতুন্নবী (স.) প্রতিযোগিতার নামে কিরাত,হামদ,নাত,ইসলামী সংগীত,আযান,ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি,বক্তৃতা,প্রবন্ধ ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা,সম্মিলিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকের আয়োজন করা।

২. বাছাই করা ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা।

৩. পূর্বাঞ্চলীয় সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমম্বয়ে রুচিসম্মত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৪. অঞ্চল ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ জাতীয় দিবসসমুহ উদযাপন করা।

৫. জাতীয় ও বিশেষ ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করা।

(গ) সেবামূলক কার্যক্রমঃ

১. গরীব ও মেধাবীসহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা উপকরণ প্রদান

২. ইয়াতিম ও দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক বিপদগ্রস্থ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাহায্য প্রদান।

৪. বে- ওয়ারিশ ও অসহায় ব্যক্তিদের লাশ দাফনের ব্যবস্থা করা।

---

১. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড, চরমোনাই

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধি হিসেবে রাসুল (স.) এর আদর্শে, খোলাফোয়ে রাশেদার নমুনায় সর্বক্ষেত্রে কুরআনী তথা ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মানব জীবনের সর্বস্তর হতে কুফর, শিরক, বিদয়াত এবং অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন করত তাওহীদে খালিছ, এত্তেবায়ে রাসুল (স.) 'তায়াল্লুক-মায়াল্লাহ ও ইলায়ে কালিমাতিল্লার বিশ্বাস ও চেতনা নিয়ে পূর্ণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে চরমোনাই শরীফের পীর মরহুম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম ১৯৮৯ সনে কুরআন শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন।[১] প্রতিষ্ঠার পর থেকে বোর্ডের কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে থাকে এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় এর গৃহীত কর্মসূচীর আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

মূলনীতিঃ[২]

(ক) তাওহীদে খালেছ

(খ) ইত্তেবায়ে রাসুল (স.)

(গ) তায়াল্লুক -মায়াল্লাহ

(ঘ) ইলায়ে কালিমাতিল্লাহ

কর্মসূচীঃ[৩]

(১) আদর্শ ও ত্যাগী মুয়াল্লিমের মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলমানদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করা।

(২) আদর্শ মাদরাসা, স্কুল, কলেজ ও বহুমূখী শিক্ষা প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) সুযোগ্য মুয়াল্লিম তৈরীর জন্য বহুমূখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৪) ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজ-সরল,আধুনিক ও গণমূখী করা।

(৫) সমাজের সর্বস্তরে কুরআনী তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার,প্রসার ও উন্নয়ন সাধন।

স্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্পসমুহ ঃ[৪]

১. জামিয়া রশিদিয়া আহসানাবাদ চরমোনাই

তারিখঃ (ক) ১লা রমজান হতে ১৫ রমজান

(খ) ১লা মহররম হতে ১৫ই মহররম

(গ) ১লা রবিউস সানি হতে ১৫ রবিউস সানি।

---

১. নীতিমালা, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড চরমোনাই,বরিশাল।

২.সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাংলাদশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড, চরমোনাই, বরিশাল।

৩. নীতিমালা, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড চরমোনাই,বরিশাল।

৪ .সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাংলাদশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড, চরমোনাই, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

২. জামিয়া কুরআনিয়া কানুদাসকাঠী, রাজাপুর,ঝালকাঠী।

তারিখঃ ১২ই জিলহজ্জ হতে ২৫ জিলহজ্জ

৩. আশ্রাফিয়া এছহাকিয়া মাদরাসা, চরফ্যাসন, ভোলা।

তারিখঃ ১৬ই জুন হতে ৩০জুন

৪. তাহফিজুল কুরআন মাদরাসা,পাঁচদোনা,নরসিংদী

তারিখঃ ১লা আগষ্ট হতে ১৫ আগষ্ট

বহুমূখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ [১]

জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও মহল্লা পর্যায়ে দ্বীনদার পরহেজগার, আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় আগ্রহী লোকদের সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শক্রমে বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের দ্বীনি বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ যাবৎ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছেঃ-

(ক) কেরাতুল কুরআন খাস মাদরাসা (বিশেষ বিভাগ) ঃ ৩৯টি

(খ) কেরাতুল কুরআন আম মাদরাসা (বাংলা বিভাগ) ঃ ২১২টি

(গ) তাহফিজুল কুরআন মাদরাসা (হিফজ বিভাগ) ঃ ২৩টি

(ঘ) জামাতখানা (কওমী) মাদরাসা ঃ ২১টি

বয়স্ক কোর্স ঃ[২]

সমাজের বয়স্কদের পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য সহজ, সরল পদ্ধতিতে মাত্র ২০দিনে (২০ ঘন্টায়) আরবী বর্ণ জ্ঞান থেকে শুরু করে কুরআন শরীফ সহীহ পঠনসহ প্রয়োজনীয় আকায়েদ,মাসায়েল,দোয়া ও ইসলামী আমলসমুহ শিক্ষা দেয়া হয়।

বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত ৭ জন বয়স্ক প্রশিক্ষক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে কুরআন শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে আসছেন। এ যাবৎ ৮৪টি কোর্স থেকে ৭০০০ বয়স্ক লোক কুরআন শিখে ধন্য হয়েছেন এবং দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

গবেষণা ও প্রকাশনা ঃ[৩]

ইসলামী ও প্রশিক্ষণের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন ইসলামী কিতাব, বই-পুস্তক গবেষণা করত সহজ-সরল ও গণমুখী করে ইসলামী ভাবধারায় সর্বসাধরণের জন্য কিতাবাদী, বই-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। এ যাবৎ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১১ খানা কিতাব-বই প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৬ খানা বই প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকাশিত বইসমুহঃ

(১) কাওয়াদে কেরাতুল কুরআন (২) তা'লিমুল মাসায়েল

(৩) আকায়েদ ও নামাজ শিক্ষা (৪) আমপাড়া

---

[১] পুর্বোক্ত

[২]. পুর্বোক্ত

[৩] পুর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(৫) চেহেল হাদীস
(৬) তাজবীদ শিক্ষা
(৭) বয়স্ক কোর্স
(৮) কেরাতুল কুরআন বর্ণমালা
(৯) বাংলা সুন্দর পড়া
(১০) মাই ইংলিশ রিডার
(১১) আদর্শ ধারাপাত ও অংক শিক্ষা

প্রকাশের প্রক্রিয়াধীনঃ

(১) সুন্দর পড়া
(২) ইংলিশ রিডার
(৩) গণিত শিক্ষা
(৪) ঈমান ও আমল
(৫) তাজবীদুল কুরআন
(৬) উর্দ্দু পচাছ ছবক

বোর্ডের পরিকল্পনাঃ [১]

- ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি স্থায়ী বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিভাগীয় পর্যায়ে উপকেন্দ্র এবং জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প চালু করা।
- প্রতি জেলা পর্যায়ে একটি বহুমুখী মাদরাসা এবং থানা পর্যায়ে কেরাতুল কুরআন মাদরাসা চালু করা।
- প্রতি জেলা ও থানায় একজন বয়স্ক প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া।
- বিপদগ্রস্থ মাদরাসায় যথসম্ভব সহযোগিতা করা।
- ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা।

বোর্ডের কর্মকর্তাদের নামঃ [২]

প্রধান প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মোঃ আবদুস সাত্তার
সহঃ প্রধান প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক জেহাদী
প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মিজানুর রহমান
প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মাহবুবুল হক
বয়স্ক কোর্স প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মোঃ আবদুল আজিজ
বয়স্ক কোর্স প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মোঃ মোস্তফা কামাল
বয়স্ক কোর্স প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মোঃ আবু বকর
বয়স্ক কোর্স প্রশিক্ষক	ঃ মাওলানা মোঃ নাছিরুল আলম
অফিস সহকারী	ঃ মোঃ আলতাফুর রহমান

---

১. পূর্বোক্ত

২. মুহম্মদ আবুল খায়ের বাদশাহ, সম্পাদক, আল কারীম (বরিশাল, জামিয়া রাশিদিয়া আহসানাবাদ চরমোনাই-২০০৫) পৃষ্ঠা-১৮

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলাম

আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলাম একটি সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান। খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিনের খানের নামে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের লাহোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১] বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এর কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৮১ সনে বরিশালে এর কার্যক্রম আরম্ভ।বরিশাল শহরের গোরস্তান রোডে মুসলিম গোরস্তানের উত্তর পাশে ৯ একর ৮২ শতাংশ জমি ক্রয় করে এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।[২]

এ সংস্থার কার্যক্রম হল ঃ[৩]

(ক) বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা

(খ) দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গরীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান

(গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদী পালন ও সহযোগিতা প্রদান

(ঘ) গরীব, অসহায়, দুস্থদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান

(ঙ) অসুস্থ রোগীদের জন্য ফুলটাইম এম্বুলেন্স সার্ভিস

(চ) মুসলিম গোরস্তান সংরক্ষন ও পরিচালনা

(ছ) গোরস্তান সংলগ্ন জামে মসজিদ পরিচালনা

(জ) সৈয়দ আঃ মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসা পরিচালনা

(ঝ) হিফজুল কুরআন মাদরাসা পরিচালনা

---

১. মাওঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ,আবদুল মান্নান ডি. ডি. এস.সিনিয়র মাদরাসা, গোরস্তান রোড, বরিশাল। সাক্ষাতকার গ্রহণ- ১০/৪/২০০৭

২. ঐ

৩. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

(ঞ) ইয়াতিম খানা পরিচালনা

(ট) লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা

যাঁরা এ সংস্থাটি পরিচালনা করছেনঃ [১]

(১) আলহাজ্জ মাহমুদ গোলাম ছালেক	ঃ সভাপতি
(২) আলহাজ্জ এ্যাড.আবদুল জব্বার	ঃ সহ-সভাপতি
(৩) আলহাজ্জ শাহজাহান মিয়া	ঃ সহ-সভাপতি
(৪) এ্যাড. সৈয়দ শাখাওয়াত হোসেন জুম্মান	ঃ সহ-সভাপতি
(৫) আলহাজ্জ আবদুল ওহাব মিয়া	ঃ সেক্রেটারী

ও

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৩০ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনারবৃন্দ

বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ২জন মনোনীত সদস্য

সৈয়দ আবদুল মান্নান ডি.ডি.এফ সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ

মুসলিম গোরস্তান সংলগ্ন জামে মসজিদের পেশ ইমাম

---

[১]. মাওঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ,আবদুল মান্নান ডি. ডি. এস.সিনিয়র মাদরাসা, গোরস্তান রোড, বরিশাল। সাক্ষাতকার গ্রহণ- ১০/৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্কুল-কলেজ সমুহের অবদান

শিক্ষার প্রথম সূচনা ঘটে মক্কায়। মহানবী (স.) আবুল কুবাইস পর্বতে অবস্থিত হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়ীতে শিক্ষায়তন কায়েম করে সাহাবাগণকে দ্বীনের শিক্ষা দান শুরু করেন। হিজরতের পর মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান কর্মসূচী আরও ব্যাপক পরিসরে প্রবর্তন করা হয়। সেখান থেকেই মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শিক্ষার ধারাবাহিকতা পর্যাযক্রমে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। মাদরাসার পাশাপাশি এতদাঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সাধারণ স্কুল-কলেজেরও অবদান অস্বীকার করা যায় না। স্কুলের ২য় শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। আবার কলেজ সমুহে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং স্নাতক শ্রেণীতেও ইসলামী শিক্ষা বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে পুরতান স্কুলসমুহের মধ্যে- মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের প্রতিষ্ঠিত বরিশাল বি.এম স্কুল, বরিশাল আছমত আলী খান ইনিস্টিটিউশন, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল উদয়ন স্কুল, বরিশাল টাউন স্কুল, কামারখালী কে.এস. ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডহরপাড়া দারুল উলুম সামাদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নারায়নপুর পল্লী উন্নয়ন ইনিস্টিটিউশন, পাতার হাট কে.জি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও বরিশালে প্রায় ১৯০০ সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়ে থাকে।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে পুরতান কলেজসমুহের মধ্যে- মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের প্রতিষ্ঠিত বরিশাল বি.এম কলেজ, সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল কলেজ, আলহাজ্জ হযরত আলী কলেজ. পাতারহাট আর.সি কলেজ, উজিরপুর বি.এন খান কলেজ, বাবুগঞ্জ কলেজ, মুলাদী ডিগ্রি কলেজ, বরিশাল ইসলামিয়া কলেজ উল্লেখযোগ্য।

এ সকল স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা দেয়া সম্ভব হয়। এ ছাড়াও স্কুল ও কলেজে ইসলামী শিক্ষা বিষয় থাকার ফলে স্কুল ও কলেজে এ বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ উলামা-মাশায়েখদের অবদান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের অবদান
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ খতীব ও ইমামদের অবদান
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ পীর-আওলিয়াদের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওলামা-মাশায়েখদের অবদান

(১) হযরত মাওলানা এমদাদ আলী (র.)

(২) হযরত মাওলানা হেলাল উদ্দিন (র.)

(৩) হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (র.)

(৪) হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.)

(৫) আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.)

(৬) হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক (র)

(৭) অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন (র.)

(৮) হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.)

(৯) হযরত মাওলানা সরদার আবদুস সালাম (র.)

(১০)হযরত মাওলানা এ.বি.এম শামসুল হক

(১১) হযরত মাওলানা এ.কিউ.এম.আবদুল হাকিম মাদান

(১২) হযরত মাওলানা আবদুল মতিন

(১৩) হযরত মাওলানা হাফেজ আবদুল খালেক

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ আলী (র.)
(১৮৯০-১৯৬৯)

বরিশাল অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সেবার ক্ষেত্রে যিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষার প্রসার, ইসলামী ভাবধারা ও আইন-কানুন প্রতিষ্ঠায় যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনিই হলেন হযরত মাওলানা এমদাদ আলী (র.)।

১৮৯০ খৃঃ বাংলা ১২৯৭ সনে তৎকালীন বরিশাল জেলার ভাণ্ডারিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মাওলানা এমদাদ আলী (র.) জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মৌলভী মাহমুদ গগন মুনসী। তিনি আট বছর বয়স পর্যন্ত স্থানীয় পাঠশালায় পড়াশুনা করেন। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে ছাত্র বৃত্তি লাভ করেন।[২] আরবী ও ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি এ সময়ে তাঁর মনে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তীব্র আকাঙ্খা জাগে। তিনি উজিরপুর ও পরে পিরোজপুর হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ইংরেজী শিক্ষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৩]

পিরোজপুর অবস্থানকালে তাঁর চাচা স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর জনাব আফাজ উদ্দিন পটুয়াখালী ট্রেনিং স্কুলে তাঁকে ট্রেনিং করিয়ে বরগুনা থানার চরকগাছি বোর্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[৪] তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের অন্ধকার দূর করে মুসলমানদের হারানো গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে মুসলিম সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই তিনি বেশী দিন বোর্ড স্কুলে চাকুরী করতে পারেননি তাঁর মনের টানে তিনি চাকুরী থেকে নিজে ইস্তেফা দিয়ে ছারছীনা চলে আসেন। ছারছীনায় এসে তৎকালীন পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.) এর সাথে কলা গাছ, নারিকেল গাছ ও ঝোপ জংগল পরিস্কার করে ২২/২৩ হাত দৈর্ঘ্য ও ৭ হাত প্রস্থ একটি ঘোল পাতার ঘর তৈরী করে প্রথমে মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] যে মক্তব আজ দুনিয়া খ্যাতি লাভ করে দেশের অন্যতম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শুধু আলীয়া মাদরাসাই নয়, মাদরাসার দালান, বোর্ডিং, দারুল হাদীস, ডাক বাংলা, জেলা বোর্ডের রাস্তা, মাদরাসার প্রেস, পত্রিকা, লাইব্রেরি, মসজিদ, মোসলেম স্টোর, ক্যাশিয়ার খানা, ডাকঘর, ষ্টীমার ঘাট, এহিয়া সুন্নাত তহবিল ও জমিয়তে হিযবুল্লাহ এ সব কিছুর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।[৬] ছারছীনার সার্বিক উন্নতির মূলে ছিল তাঁর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম। ইসলামের একজন সৈনিক ও খাদেম হিসেবে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। তৎকালীন ছোট লাটকে ছারছীনায় আনয়ন এবং শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিনের সহায়তায় এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কুশলতার নজীর স্থাপন করেছেন, তা বর্তমান কালের অনেকেরই অজানা। ছারছীনা নামকরণও তাঁর প্রস্তাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল।[৭]

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন (ঢাকা:সোনার বাংলা যুব পরিষদ:১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-৪০

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

৭. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মাতৃভাষায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব আরোপ করে নিজেই বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি লেখা শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেখেছিলেন ঘরের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে হিন্দু পণ্ডিতদের পাঠ্য পুস্তক পাঠ করে হিন্দু সংস্কৃতির আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছে। মুসলমানেরা যে এ দেশের এক সময় অধিশ্বর ছিল, তাও সকলে ভুলে গেছে। অধিকন্তু মুসলানদের ধর্মীয় আচার-আচরণ বিধি-বিধান ও আহকাম এ সব পাঠ্য পুস্তকে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তাই গোড়া থেকেই এর মূলোচ্ছেদ করার জন্য মুসলমান সমাজে দ্বীনের আলো পৌঁছে দেবার নিমিত্তে তিনি ইসলামী আদর্শে শিশু পাঠ্য পুস্তক "বালক নূর" ও "বালিকা নূর" প্রণয়ন করেন। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পরে তিনি গ্রন্থ দু'খানিকে সরকার কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এ পুস্তক দু'খানি প্রকাশের সংগে সংগে আসাম-বাংলাসহ মাদরাসা ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। [১]

শুধু পাঠ্য পুস্তক লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করার লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ইসলামের মহান বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আমৃত্যু তিনি কলম চালিয়ে গেছেন। সমাজে সৎ শিক্ষা প্রচারের জন্য শতাধিক ইসলামী গ্রন্থ রচনা করে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন।[২]

তাঁর লিখিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-[৩]

১. তরিকুল ইসলাম	২. ওয়াজেদ ইসলাম
৩. হযরতের ভবিষ্যত বানী	৪. আমার সৌভাগ্য জীবন
৫. মুসলিম মালা	৬. তা'লিমে মারফত
৭. মাওলানার উক্তি	৮. খন্ড নামাজ শিক্ষা
৯. কুরীতি বর্জন মিলন যুগ	১০. নারী ও পর্দা

মাওলানা মোহম্মাদ এমদাদ আলীর (র.) পারিবারিক পরিচয় উল্লেখ করার মতো। তাঁর ৬ ছেলে সকলেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁরা সকলেই বিভিন্ন ভাবে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছেন। ছেলেদের পরিচয় হলঃ[৪]

১ম ছেলে ঃ হাকীম আবদুল মান্নান	ঃ বিশিষ্ট চিকিৎসক, অনুবাদক ও সাহিত্যিক।
২য় ছেলে ঃ মাওলানা আবদুল মতিন	ঃ বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ।
৩য় ছেলে ঃ মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার	ঃ সাংবাদিক, গবেষক ও সাহিত্যিক।
৪র্থ ছেলে ঃ আজাদ সুলতান	ঃ প্রখ্যাত কৃষক নেতা
৫ম ছেলে ঃ মাওলানা আবদুদ দাইয়ান	ঃ বিশিষ্ট অনুবাদক
৬ষ্ঠ ছেলে ঃ আবদুল ওয়াহিদ	ঃ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদ

মাওলানা মোহম্মাদ এমদাদ আলী ১৯৬৯ সনের ৯ ই এপ্রিল ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে আজিমপুর মুসলিম কবরস্তানে দাফন করা হয়।[৫]

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন (র.)
(১৯১২-২০০৩)

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে মাওলানা হেলাল উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন। গ্রামাঞ্চলের সন্তান হয়েও তিনি এলাকাকে ইসলামী করণে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাঁর অবদান স্মরণ করার মতো।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ১৯১২ সনে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত দাদপুরে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] ছোট বেলা থেকেই তিনি নম্র, ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। পরিবারিকভাবে সুন্দর পরিবেশ না পেলেও তাঁর মেধা, মনন, সততা ও যোগ্যতা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। তিনি অল্প বয়সেই জ্ঞানার্জনের জন্য বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়েন।

শিক্ষা জীবনঃ

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি দাদপুরেই শুরু করেন। শৈশবকাল থেকেই বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের অদম্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি নিজ পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করেন। তিনি কিছুদিন কুমিল্লা ও ভোলা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি সিলেটে গিয়ে তাঁর মনের মতো পরিবেশ পেয়েছেন। সিলেট আলিয়া মাদরাসা থেকে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।[২] আরবী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইংরেজী শিক্ষার দিকে মনযোগী হয়ে নিজ মেধা দিয়ে অতি অল্প সময়ে তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং সিলেট এম.সি কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। সকল পরীক্ষায়ই তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বরিশাল বি.এম কলেজ থেকে বি,এ (অনার্স) পরীক্ষায় ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে কৃতিত্বের সাথে তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।[৩]

রচনা শৈলীঃ

এ জ্ঞান তাপস চিরজীবন জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। নিজের বাসভূমিতে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশাল লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন। তাঁর লেখা দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

১। আদর্শ মানুষ
২। আধ্যাত্মিক মানস।
এছাড়াও তাঁর বহু লেখা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে।

কর্মজীবনঃ

মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার সাথে সাথে তিনি ১৯৪৭ সনে বরিশাল বি.এম. কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু করেন।

---

১. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম,বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যাঁরা, (ঢাকা; আধুনিক প্রকাশনী; ২০০৫) ১ম খণ্ড,পৃ.-২৭

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

৬ বছর তিনি অত্র কলেজে একজন পরোপকারী এবং সার্থক শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময়ে সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন।[১] তিনি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ

তিনি মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আওয়ামী যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ইসলামের খেদমতের জন্য চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেন। ১৯৫২ সনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর বরিশালের কর্মময় জীবন শেষ করে ১৯৫৩ সনে ঢাকায় তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজে যোগদান করেন।[২] এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংগঠনে যোগ দেন। তিনি জামায়াতের নিষ্ঠাবান কর্মী ও নেতা হিসাবে এ ভূখন্ডে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সনে জেনারেল আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করে নেতাদেরকে কারারুদ্ধ করলে তিনিও হাসিমুখে কারাবরণ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইকামতে দ্বীনের একজন আপোষহীন কর্মী হিসেবে কাজ করে গেছেন।[৩]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে ভূমিকাঃ

তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে দীর্ঘদিন নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জ্ঞান গর্ভ আলোচনা রেখেছেন। বাইতুল মোকাররাম মসজিদে তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর আল কুরআনের তাফসীর পেশ করেছেন। ঢাকাস্থ কাটাবনে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি প্রায় একযুগ বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৫]

তিনি রাবেতা আলম আল ইসলামের সদস্য হিসেবে প্রতিবছর সৌদি বাদশার মেহমান হয়ে মক্কায় Confarence এ যোগ দিতেন। তিনি মক্কা ভিত্তিক Suprime Council of World Mosques এর সদস্য ছিলেন। তিনি সৌদি আরব, মালায়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও চীন ভ্রমন করেন এবং পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন।[৬] বরিশালসহ বাংলাদেশের বহু মসজিদ ও মাদরাসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে।

ইন্তেকালঃ

জ্ঞান গবেষক ও সাধক, বিশিষ্ট মুফাচ্ছিরে কুরআন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, একনিষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ অধ্যাপক মাওলানা মুহম্মাদ হেলাল উদ্দিন ২০০৩ সনের ৩রা জুলাই ঢাকার মীরপুরস্থ নিজ বাসায় ইন্তে কাল করেন।[৭]

---

[১]. পূর্বোক্ত পৃ.২৮

[২]. পূর্বোক্ত পৃ.২৯

[৩]. পূর্বোক্ত

[৫]. পূর্বোক্ত

[৬]. পূর্বোক্ত

[৭]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (র.)
(১৯১৬-১৯৯৬)

বিংশ শতাব্দীর যে সকল ক্ষনজন্মা মহামনীষী জ্ঞান সাধক পৃথিবীতে জ্বালিয়েছেন ইলমে ওহীর মশাল, পথহারা মানুষদের দিয়েছেন সঠিক দিক নির্দেশনা, যাঁদের পরশে ইলমে নববীর সুবাস পেয়ে ধন্য হতেন উলামায়ে কেরাম, তাঁদের মধ্যে শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (র.) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন মেধা ও ধী শক্তিধর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষনতার বিরল দৃষ্টান্ত; এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

পটুয়াখালী জিলার সদর থানাধীন আউলিয়াপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৬ সনের এক শনিবার সুবহে সাদিকের সময় মাওলানা আবদুল মান্নান (র.) জন্ম গ্রহন করেন।[১] তাঁর পিতার নাম সুন্দর আলী মল্লিক। তাঁর দাদার নাম ফজর আলী মল্লিক এবং তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ সফুরা বিবি ও নানার নাম ছিল হাজী নওয়ার আলী।[২] বাল্যকালে তিনি নিজ বাড়ীতেই ছিলেন। পিতা-মাতার নিকটে থেকে তিনি বড় হতে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষাঃ

মাওলানা আবদুল মান্নান (র.) তাঁর গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মামা হাজী ওসমান গনি সাহেব তাঁকে গলাচিপা থানার বাদুরা মাদরাসায় ভর্তি করান। সেখানে তিনি আরবী,উর্দ্দু ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। এরপরে তিনি কুমিল্লা জিলার শিবগঞ্জ কওমী মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি মিযান-মুনশাইব হতে কাফিয়া পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।[৩]

শিবগঞ্জ মাদরাসায় কাফিয়া পর্যন্ত পড়াশুনা করে তিনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী (চট্রগ্রাম) মাদরাসায় ভর্তি হন। হাটহাজারী মাদরাসায় তিনি শরহে জামী ও বিভিন্ন ফনুনাতসহ তাফসীরে জালালাইন ও মেশকাত শরীফ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।[৪]

দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনঃ

১৯৪৪ সনে মাওলানা আবদুল মান্নান (র.) বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি ৩ বৎসর পড়াশুনা করেন।[২] এখানে তিনি শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর সোহবাত হাসিল করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী,সদালাপী, চরিত্রবান, ও সেবা পরায়ন ছাত্র। তিনি মাদানী সাহেবের বাড়ীর কাছের এক মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন।[৩]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ,মাহমুদিয়া স্মারক- (বরিশাল; জামেয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়া, ২০০৪) পৃষ্ঠা-১০৮

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১০৯

৪. পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১০৯

২. পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১১১

৩. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ সনে তিনি ভারতের দেওবন্দ থেকে বরিশাল চলে আসেন। বাংলাদেশী তিন ছাত্র যথাক্রমে মাওলানা নেছার উদ্দিন, মাওলানা আবদুল কাদের ও মাওলান আবদুল মান্নান মিলে বরিশালে ফিরে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করে বাড়ীতে না যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪] সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি বরিশাল এসেই অন্য সহকর্মীদের সাথে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মাহমূদিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৪৬ সনে মাহমুদিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বরিশাল শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে মাদরাসার সাথে পরিচিত করেন। বিভিন্ন শহর ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে মাদরাসার জন্য ছাত্র ও অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি এ লক্ষ্যে ঢাকা, চট্রগ্রাম,বগুড়া ও রাজশাহী এলাকায় বহুবার সফর করেন। মাহমূদিয়া মাদরাসার অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তান, আবু ধাবী ও সৌদী আরব সফর করেন।[৫]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিতঃ

বরিশাল মাহমুদিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি ছদরুল মোদার্রেছীন বা হেড মাওলানা, নাজেমে তালিমাত এবং পরবর্তীতে শাইখুল হাদীসের পদ অলংকৃত করেন। মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস খোলার পর থেকেই তিনি বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ও অন্যান্য কিতাবাদীর দারস দিতেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ১০/১২ বছর পর্যন্ত নিয়মিত বুখারী শরীফ ১ম ও ২য় খন্ড পড়াতেন।[১]

তিনি ছাত্রদের বহুমুখী প্রতিভা তথা বক্তৃতা, লেখনী, হামদ,না'ত, কেরাত ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি ও চেষ্টা করতেন। তিনি নিজ এলাকা পটুয়াখালী জেলার আওলিয়াপুর হোসাইনিয়া কওমী মাদরাসা, পটুয়াখালী শহরের ২নং পুল হাফিজিয়া মাদরাসা, তিমিরকাঠী দারুল উলুম মাদরাসা, গলাচিপা ও তুষখালী মাদরাসাসহ বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বহু মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বী ছিলেন।[২] তাঁর সন্তানদেরকেও তিনি আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। তাঁর তিন পুত্রের সবাই দাওরায়ে হাদীস পাশ এবং বিভিন্ন স্থানে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিয়োজিত।

ইন্তেকাল ও দাফনঃ

মাওলানা আবদুল মান্নান (র.) ১৯৯৬ সনের ১৫ই এপ্রিল রোজ সোমবার রাত ১:৪৫ মিনিটের সময় নিজ বাসভবানে ইন্তেকাল করেন।[৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তাঁকে মাহমূদিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

---

৪. পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১১২

৫. পূর্বোক্ত

১. পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১১৩

২. পূর্বোক্ত-

৩ পূর্বোক্ত- পৃষ্ঠা-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.)
(১৯১৫-২০০২)

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে যে কয়জন বাংলাদেশী কৃতিত্বের সাথে সনদ লাভ করেছেন তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। যার মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত দক্ষিণ বাংলার মানুষ খুঁজে পেয়েছে হেদায়েতের আলোক রশ্মি। তিনি ছিলেন হক ও হক্কানিয়াতের মূর্তপ্রতীক। শিরক ও বিদয়াত উচ্ছেদে বীর সেনানী।

জন্ম ও পারাবারিক পরিচয় ঃ

মাওলানা নেছার উদ্দিন ১৯১৫ সনে তৎকালীন বরিশাল জেলা রাজাপুর থানার পালট গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ আফাজ উদ্দিন তালুকদার। তাঁর দাদার নাম মরহুম মোঃ রফিউদ্দিন তালুকদার। তাঁর পরদাতার নাম মোঃ মাহমুদ তালুকদার। তাঁর পিতা অত্যন্ত ধর্মভীরু ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।তাঁর দাদা পূর্ব থেকেই নিজে এলাকায় জমিদার হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ [২]

মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) এর জন্মের প্রায় ৪৫ দিন পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশু মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) স্নেহময়ী মায়ের কোলেই লালিত পালিত হন। তাঁর বয়স ৬ বছর পূর্ণ হলে তার মাতাও ইন্তেকাল করেন। তার বড় ভাই আজাহার তালুকদার ও মোজাহার মাস্টারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হতে থাকেন। ভাইয়েরা তাকে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের জন্য মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইমাম সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ ও কিছু মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা গ্রহণ করে হদুয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রাথমিকভাবে উর্দ্দু ফার্সী ও আরবী শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৩ সনে ১৮ বছর বয়সে মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) হজ্জ পালন করে চরকাউয়া আহমাদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি গুলিস্তাঁ, বোস্তাসহ উর্দ্দু, আরবী ও ফার্সি সাহিত্য ও ফিকাহর উপর ইলম অর্জন করেন। এই মাদরাসার বিচক্ষণ বুজুর্গ ও ওস্তাদ হযরত মাওলানা মহব্বত আলী (র.) সাহেব তাঁকে বাংলাদেশের সর্ববৃহত্তম মাদরাসা হাটহাজারীতে অধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ঃ[৩]

মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) ওস্তাদের নির্দেশে হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তিহন। কাফিয়া থেকে জালালাইন পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে সেখানে পড়াশুনা করেন। তিনি ১৯৪৪ সনে বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস ২ বৎসর লেখাপড়া করেন। দেওবন্দে তাঁর বিশিষ্ট ওস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন শাইখুল ইসলাম আওলাদে রসুল হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.), মাওলানা কারী তাইয়্যেব, মাওলানা ইব্রাহীম বলিয়াভী, শায়খুল আদব মাওলানা এযাজ আলী, মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, মাওলানা ইদরিস কান্দলবী প্রমূখ।

---

[১]. সম্পাদনা পরিষদ,মাহমুদিয়া স্মারক' (বরিশাল: জামেয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়া: ২০০৫) পৃষ্ঠা নং ১২৮

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল আগমন ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ[১]

১৯৪৭ সনে দেওবন্দ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করে তিনি নিজ এলাকা বরিশালে চলে আসেন। দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে বরিশালের তিন কৃতি ছাত্র যথাক্রমে মাওলানা নেছার উদ্দিন, মাওলানা আবদুল মান্নান ও মাওলানা নূর আহমদ এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বরিশালে ফিরে তাঁরা একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা না করে কেউ বাড়ী যাবেনা ।

বরিশালে ফিরেই তিনি মাওলানা নূর আহমদকে সাথে নিয়ে হাজী ওমর শাহ জামে মসজিদে (বর্তমানে বটতলা জামে মসজিদ নামে পরিচিত) মাদরাসার কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৪৭ সনের ১৩ই ডিসেম্বর চকবাজার জামে এবাদুল্লাহ মসজিদে আওলাদে রসুল হযরত মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানী (র.) এর সভাপতিত্বে সর্বস্তরের আলেম-উলাম, শিক্ষাবিদ,ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে এক মতবিনিময় সভায় বরিশালে ভারতের দারুল উলুম মাদরাসার অনুকরণে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সনের দিকে বরিশাল মাহমূদিয়া মাদরাসা নামে পূর্নাঙ্গ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এর আগে তিনি মাদরাসার কার্যক্রম বটতলা মসজিদে পরিচালিত করেছেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দানে নিজেকে নিয়োজিতঃ

১৯৪৯ সনের নিজের গড়া মাদরাসার প্রথম ওয়ার্কিং মিটিং এ মাওলানা নেছার উদ্দিনকে মাদরাসার নায়েবে মোহতামিম এর দায়িত্ব দেয়া হয়।[২] ১৯৫৪ সনের ১০ই নবেম্বর মাদরাসা কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে তিনি মোহতামিমের গুরু দায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সফলভাবে তা পালনের চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুর পর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

মাদরাসার শিক্ষাদানের পাশাপাশি মাদরাসার মসজিদেরও তিনি ইমাম ছিলেন।[৩] ছোটবেলা থেকেই তিনি বিশুদ্ধ ও সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খোশ মেজায, বিনয়ী, সরলমনা, বিনম্র হিসেবে পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। সমাজের মানুষদের সাথেও তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। কেউ কোন অসুবিধায় পড়লে তিনি সাধ্যানুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করতেন। বরিশালের ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ লোকজনের নিকট তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ও গ্রহনযোগ্যতা ছিল। বরিশাল ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আলেম সমাজের মাঝেও ছিল তাঁর কদর। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বরিশালে কুরআন, হাদীস চর্চা তথা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রদানে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতা ও প্রিন্সিপালের দায়িত্বকালীন জীবনে অগনিত আলেম ও দ্বীনের খাদেম তৈরী করে সদকায়ে জারিয়ার বিরাট ধারাবাহিকতা রেখেছেন। তাঁর সন্তানদেরকেও তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

ইন্তেকালঃ

মাওলানা নেছার উদ্দিন (র.) ২০০২ সনের ২০ অক্টোবর রোজ সোমবার রাত ৮:৩০ টায় বরিশালে ইন্তেকাল করেন।[৪] তাঁকে মাহমুদিয়া মাদরাসার মসজিদের নিকটে তাঁর অপর দুই সাথী মরহুম মাওলানা নূর আহমদ ও মরহুম মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের কবরের পাশেই দাফন করা হয়।

---

[১]. পূর্বোক্ত,পৃ.-১২৯

[২]. পূর্বোক্ত,

[৩]. পূর্বোক্ত,

[৪]. পূর্বোক্ত,পৃ.-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.)
(১৯১৭-১৯৮৬)

"মহাজ্ঞানী, মহাজন যেপথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয়,
সেই পথে লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তির ধ্বজাধরে
আমরাও হব বরণীয়'

মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া ও চীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল খোতানের সীংগাং নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৭ সনে আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) এর জন্ম হয়।[১] সীংগাং এর পূর্ব নাম ইচলিকো শহর। রুশীয় তুর্কিস্থানের উজবেকিস্থান ও তাজাকিস্থানের সীমান্তে চীনের ভূ-খন্ডে কাশগড়ের দক্ষিণ পূর্বে খোতান অবস্থিত। হিমালয়ের উত্তরে ও কাশ্মীরের উত্তর পূর্বে "তারিম" নদীর অববাহিকায় খোতান একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। এ অঞ্চলের চীনা ভাষা প্রভাবিত তুর্কী ভাষায় কথা বলে। তবে আরবী এখানে বহুল প্রচলিত ভাষা। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের আরবী ভাষা আবশ্যিক।

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ[২]

জন্মের পর শিশু নিয়াজ মাখদূম স্বীয় বংশে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে লালিত পালিত হতে থাকেন। ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে চার বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় লেখা-পড়ার নতুন ছবক 'হাতে-খড়ি' দেয়া হল। পাঁচ বছর বয়সে পিতার ইন্তেকালে নিয়াজের জীবনে নেমে আসে অমাবশ্যার কালো আঁধার। পাঁচ পেরিয়ে যখন তাঁর বয়স ছয় হল; হঠাৎ তাঁর স্নেহময়ী মাতা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। শিশু নিয়াজ পিতা-মাতা হারা এতিমে পরিণত হলেন।

চাচার তত্ত্বধানে শিশু নিয়াজ বড় হতে থাকেন। তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় 'খালাক' নামক স্থানীয় মাদরাসায়। এখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাতৃভাষা ও প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এ মাদরাসায় কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিক্হ, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফারসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন।

কাশগড়ের শিক্ষাজীবনঃ[৩]

খালাক মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পর নিয়াজ মাখদুম খোতানী উচ্চ শিক্ষার্থে কাশগড় গমন করেন। তথায় তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আকায়েদ, উসূল, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষায়তনের সকল শিক্ষক তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মেধা ও আনুগত্যের কারণে খোতানীর আসন ছিল সকলের হৃদয়ে। কাশগড়েরর মাদরাসায় কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করে ১৯ বছর বয়সে তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

---

১. সাইয়্যেদ মোঃ শরাফত আলী, মাসিক কুঁড়িমুকুল, নবেম্বর'০৬ সংখ্যা-দারুচ্ছুন্নাত একাডেমী, ছারছীনা,পিরোজপুর।

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জন্মভূমির তৎকালীন অবস্থা ও সেনাবাহিনীতে যোগদান ঃ[১]

আল্লামা নিয়াজ মাখদুম খোতানী কাশগড়ের মাদরাসায কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা জীবন শেষ করে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন তখন লক্ষ্য করলেন কমিউনিস্ট বিপ্লবের যাঁতাকালে নিস্পিষ্ট হয়ে রাশিয়া ও চীন হতে ইসলাম বিদায় হতে চলছে। খোদাদ্রোহী কমিউনিস্ট হায়েনারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে শহীদ করছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের সকল বাড়ি-ঘর, মুসলিম ঐতিহ্যকে করছে ধূলিস্যাৎ, মসজিদ মাদরাসাগুলোকে ভেঙ্গে তথায় বানাচ্ছে সিনেমা হল ও ক্লাব ঘর।

ইসলাম,ঈমান ও মাতৃভুমির জন্য জীবন দানের অদম্য স্পৃহায় তাঁর বুক ফুলে উঠলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মুজাহিদ হবেন। তিনি যোগদান করলেন সেনাবাহিনীতে। মেধা ও দক্ষতার গুনে অল্প দিনের মধ্যে তিনি সেনা নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। খোতান ও তার সংলগ্ন নিজেদের প্রচেষ্টা ও বাহিনী দিয়ে কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারছিল না। তিনি চেষ্টা করলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনীকে একটি একক বাহিনীর রূপ দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পরাজিত হতে লাগলো মুসলিম বাহিনী। সর্বশেষ নিয়াজ মাখদূমের বাহিনী পর্যদস্ত হল কমিউনিস্ট সৈন্যদের হাতে। তিনি আর ফেরাউনের অনুগত হয়ে থাকতে চাইলেন না। দেশ থেকে তিনি হিযরত করলেন ভারতের দিকে।

দেওবন্দ মাদরাসায় গমন ঃ[২]

শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) সুদূর অত্যন্ত হুশিয়ার যাত্রীর মত মায়ার সকল জাল ছিন্ন করে সুদূর খোতান থেকে দূর্ভেদ্য হিমালয়ের দুর্গম পথ পেরিয়ে ভারতে আসেন।তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দ দারুল উলুমে ভর্তি হন। শুরু করলেন শিক্ষা জীবন। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, বালাগাত, মানতিক, ফিক্হ, উসূল, আকায়েদসহ ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখায় অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সাথে তিনি ২৯ বছর বয়সে ১৯৪৪ সনে দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাঁর ওস্তাদদের মধ্যে শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানী (র.), মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ও মাওলানা ইযায আহমদ (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

ছারছিনায় আগমনঃ[৩]

তৎকালীন সময়ে আইন ছিল কোলকতার বাইরে কোন টাইটেল মাদরাসা থাকতে পারবেনা। ১৯৪৪ সনে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক সরকারী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসাকে টাইটেল মঞ্জুরী প্রদান করেন। টাইটেল মঞ্জুরী পাওয়ার পর ছারছীনার হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে উচ্চস্তরের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মরহুম পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) ভারতের দেওবন্দ মাদরাসা থেকে একজন উচ্চস্তরের মুহাদ্দিস আনার ব্যাপারে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের মাধ্যমে সহযোগিতা কামনা করলেন।

পীর সাহেব দেওবন্দ মাদরাসায় এ ব্যাপারে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠি পৌছার পর সেখানকার শিক্ষকগণ সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত করা সকল ছাত্রদের ডাকলেন এবং বাংলাদেশের এ দক্ষিণ প্রান্তে বরিশালে অবস্থিত অজোপাড়াগাঁ ছারছীনায় যাবার আহবান জানালেন। তখন দাড়িয়ে এ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) বাংলার নিভৃত পল্লী ছারছীনায় যাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। শিক্ষকগণ তাঁকে খুশী মনে

---

[১]. পূর্বোক্ত

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। ১৯৪৫ সনের এক সোনালী দিনে আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) ছারছীনা মাদরাসায় এসে হাজির হন। মরহুম পীর সাহেব মাদরাসা ও দরবারের সকলে সাদর সম্ভাষন জানিয়ে গ্রহণ করলেন মুজাহিদ, মুহাদ্দিস আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.)কে। সকলের হৃদয়ে এক নতুন পুলক, মুখে সকলের তৃপ্তি হাসি। প্রধান মুহাদ্দিস রূপে দারস দানে ব্যাপৃত হলেন তিনি। শুরু হলো আর এক নবরূপ জীবন। এ মাদরাসায় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বছর হাদীসের শিক্ষা দিয়ে বাংলার অসংখ্য আলেম উলামা তৈরীতে ভূমিকা পালন করছেন।

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততিঃ[১]

আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) কাশগড়ের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর তাঁর মামা শায়খ আহমদ খতীবের কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পরপরই কমিউনিস্টদের আক্রমন ও ধ্বংস থেকে ইসলাম ও মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধকালে তিনি পুত্র সন্তানের পিতা হওয়ার সুসংবাদ পান। ছুটি নেন জীবনের প্রথম সন্তানের মুখ দেখার জন্য। কিন্তু যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ছুটি বাতিল হয়। যুদ্ধের ময়দানে যখন তীব্র লড়াই তখন শায়খ খোতানী (র.) এর সাথী সৈনিকেরা শাহাদাৎ বরন করেন। তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে বেঁচে যান। অতঃপর এক আশ্চর্যজনক ঘটনার মাধ্যমে হিমালয় পর্বতের দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হিযরত করে ভারতে আসেন। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন আর কারো সাথে কোন দিন দেখা হয়নি তাঁর। পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করেন এবং কিছুদিন পরে তাঁর পুত্র সন্তানটিও মারা যান। দুঃখের এ জগদ্দল পাথর চাপা রেখেছিলেন তিনি মৃত্যু পর্যন্ত।

১৯৫২ কি ১৯৫৩ সালের দিকে তৎকালীন ছারছীনা মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খাঁন মাদরাসার বিভিন্ন কাজে ঢাকায় যেতেন। তখন চকবাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব ফজলুল হকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তীতে আল্লামা নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা হয়। এক পর্যায়ে চকবাজার এমদাদিয়া লাইব্রেরীর মালিকের কন্যার সাথে শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ছারছীনা শরীফের তৎকালীন পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এ বিবাহের সংবাদ শুনে আনন্দিত হন এবং তাঁর জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) সেখানে মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করেন। তাঁর ঘরে সাত মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কোন পুত্র সন্তান তাঁর ছিল না।

ইন্তেকালঃ[২]

শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) সুঠাম দেহের অধিকারী হলেও শেষ বয়সে প্রায়ই তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। নিজের কোন বাড়ী না থাকায় ঢাকায় তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে পরিবার পরিজন নিয়ে ১৯৮৬ সনে চলে যান। দিন দিন তাঁর অসুস্থতা বেড়েই চলছিল। এমন এক সময়ে ১৯৮৬ সনের ২৯ অক্টোবর, বাংলা ১৩৯৩ সনের ১১ কার্তিক, হিজরী ১৪০৭ হিজরীর ২৪ সফর রোজ বুধবার বিকেল ৫টা ৫মিনিটের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আজিমপুর নতুন কবরস্থানের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে সামান্য বাম পাশে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নিয়াজ মাখদূম খোতানী (র.) কে সমাহিত করা হয়।

---

[১]. পূর্বোক্ত

[২]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক (র.)
(১৯৩২-২০০৪)

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে যে সকল মনীষীগণ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক (র.) অন্যতম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ[১]

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মোঃ শামসুল হক ১৯৩২ সনে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার কেদারপুর ইউনিয়নের ভূতেরদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আবদুর রহমান সিকদার। তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এলাকায় তাঁকে বড় মিয়াসাব বলে ডাকতো। তিনি বহু সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ১৯৫৬ -১৯৫৭ সনে তিনি কেদারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ[২]

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি ভূতেরদিয়া প্রাইমারী স্কুলে শুরু করেন। এরপর ১৯৪২ সনে তিনি কাশেমাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৫০ সনে দাখিল (পাঞ্জম), ১৯৫২ সনে আলিম(ছুয়ুম) এবং ১৯৫৪ সনে ফাজিল (উলা) কৃতিত্বের সাথে ১ম বিভাগে পাস করেন। এরপর তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সনে স্কলারসহ কামিল পাস করেন।

তিনি মাদরাসায় অধ্যয়নের ফাঁকে প্রাইভেটভাবে মেট্রিক ও আই,এ পাশ করেন। ১৯৬৯ সনে তিনি বরিশাল বি,এম কলেজ থেকে প্রাইভেট ভাবে পরীক্ষা দিয়ে বি,এ পাশ করেন। এরপর তিনি ১৯৭৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে এম,এ পাস করেন।

---

১. মাওলানা বজলুর রহমান, গ্রাম-ভূতেরদিয়া,বাবুগঞ্জ,বরিশাল ও মরহুম মাওলানা শামসুল হক (র.)এর ছোট ভাই।

২. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ [১]

কামিল পাশ করার পরই তিনি যে মাদরাসা থেকে আরবী শিক্ষার কলম ধরেছেন সেই কাশেমাবাদ মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে ১৯৫৭ সনে যোগদান করেন। সেখান থেকে মুলাদী থানার চররক্ষীপুর ফাজিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে ১৯৬০ সনে নিয়োগ পান। সেখানে তিনি ৩ বছর চাকুরী করেছেন। পুনরায় তিনি ১৯৬৩ সনে কাশেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। কাশেমাবাদ মাদরাসায় থাকতে তিনি পার্ট টাইমে গৌরনদী কলেজে প্রভাষক হিসেবে ক্লাস নিতেন। ১৯৭৮ সনে গৌরনদী কলেজ সরকারী হলে তিনি মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে কলেজে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি পদন্নোতি পেয়ে ১৯৯১ সনে যশোর এম,এম কলেজে বদলী হন এবং ১৯৯৩ সনে আবার গৌরনদী কলেজে চলে আসেন। ১৯৯৬ সনে তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা ঃ [২]

তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরে কুরআন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় তিনি আল কুরআনের তাফসীর করতেন। বহু মসজিদ মাদরাসার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সামাজিক কার্যক্রমে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি এলাকার মসজিদে নিয়মিত দারস দিতেন এবং মানুষদেরকে সহজভাবে ইসলামকে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। ১৯৭০ সনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি উজিরপুর-বাবুগঞ্জ এলকার নেজামে ইসলামী পার্টির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন।

ইন্তেকাল ও দাফনঃ [৩]

তিনি শেষ বয়সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ডায়েবেটিকস ও কিডনী রোগে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ২০০৪ সনের রমজানের ২৩ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে গৌরনদী থানা সংলগ্ন নিজ বাড়ীতে দাফন করা হয়।

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন (র.) (১৯৪২-১৯৯৭)

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে যিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন, যিনি দুনিযার সকল সুখ-সাচ্ছন্দ্য পরিহার করে তাকওয়াভিত্তিক জীবনকে পরিচালনা করে তাঁর পার্থিব জীবনকে অতিবাহিত করেছেন, তিনিই হলেন মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন ১৯৪২ সনে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার হাসানপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফেজ নাজমুল হোসাইন।[১] তিনি এলাকার একজন ধর্মভীরু, পরহেযগার আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নদী ভাঙ্গনের করাল গ্রাসে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পিতা তিন তিন বার ভিটেমাটি পরিবর্তন করেন।[২] যার ফলে পরিবারে ভীষণ আর্থিক অভাব দেখা দেয়। অভাবগ্রস্থ পিতা নিজে বহু কষ্ট করা সত্ত্বেও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। ছোট বেলা থেকেই তিনি নামাজ রোজাসহ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনকে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। একজন আলেম পরিবারের সন্তান হওয়ার ফলে অল্পতেই ইসলামী ভাবাপন্ন হতে সক্ষম হন।

শিক্ষা জীবনঃ

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পরিবার থেকেই লাভ করেন। নিজ গ্রামের নপাইয়া হোগলটুরী সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মাদরাসা শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ঐ মাদরাসা থেকে তিনি দাখিল, আলিম এবং ফাজিল পাস করেন। এরপর ১৯৬২ সনে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল ডিগ্রি গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬৭ সনে তিনি বরিশাল বি.এম কলেজ থেকে তিনি বি,এ পাস করেন।এরপর তিনি এল.এল.বি- তে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সনে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে এম.এ পাস করেন।[৩]

কর্মজীবনঃ

১৯৭৬ সনে তিনি নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। ১৯৭৮ সনে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে নারায়নগঞ্জ শহরে আদর্শ একাডেমীর ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। এক বছর পর তিনি চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিয়ে বরিশালে চলে আসেন।[৪]

---

[১]. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম,বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যাঁরা, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী: ২০০৫) ১ম খণ্ড,পৃ.-৬৩

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত,পৃ.৬৪

[৪]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবনঃ[১]

ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই তিনি মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পরেন। ষাট এর দশকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল করার জন্য অজোপাড়াগাঁয়ের গ্রামাঞ্চলের মাদরাসাগুলো থেকে ছাত্রদের সংগঠিত করে ঢাকা শহরে মিছিলে নিয়ে আসতেন। ফাজিল পাস করার পূর্বে এ উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকবার ঢাকায় আসেন। কামিলের ছাত্র থাকাকালীন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করার কারণে ইসলামী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় থাকতে পারেন নি। কামিল পাশ করার সাথে সাথেই ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে জড়িত হন। বি.এম. কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্র সংঘের আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। তিনি ১৯৬৪ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত ইসলামী ছাত্র সংঘের বরিশাল জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সনে সংগঠনের কাজেই তিনি বরিশাল থেকে রংপুরে চলে যান। ছাত্র জীবন শেষ করে ১৯৭৫ সনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সন থেকে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর বরিশাল জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পর তিনি ১৯৮৭ সনে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ঢাকায় চলে যান এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সনে বরিশাল-৪ (মেহেন্দিগঞ্জ) আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।

বৈবাহিক জীবন ঃ[২]

ব্যক্তিজীবনে তিনি খুবই সাদাসিদে প্রকৃতির লোক ছিলেন। রংপুর থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৭৪ সালে রংপুর শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। তার পরিবারের সকলেই ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে জড়িত রয়েছেন।

বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ঃ

তিনি সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। বরিশালে আল-ফারুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে আর্ত-মানবতার সেবা এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। নিজ এলাকা মেহেন্দিগঞ্জেও তিনি আল-ইসলাম ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও বরিশাল অঞ্চলের বহু মাদরাসা ও মসজিদ কমিটির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ইন্তেকাল ঃ[৩]

১৯৯৭ সনের ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার টঙ্গীস্থ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রোকন সম্মেলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার প্রাক্কালে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নেয়ার পথেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে যান।

---

[১]. পূর্বোক্ত

[২]. পূর্বোক্ত,পৃ.৬৫

[৩]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.)

(১৯৪৫-২০০৪)

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে যাঁরা নিজেদের জীবন, সম্পদ, শ্রম দিয়ে স্বাক্ষর বহন করেছেন মরহুম আলহাজ্জ আবদুর রহমান চাখারী (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিম্নে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলঃ

জন্ম ও পরিচয়ঃ

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.) বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানাধীন চাখার গ্রামে ১৯৪৫ সনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ মকবুল আহমেদ সরদার। তিনি একজন মুত্তাকী পরহেযগার লোক ছিলেন। তাঁর মাতার নাম মরহুমা মোসাম্মৎ সবুরা বিবি।[২]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবনঃ

ছোটবেলায় তিনি পিতা মাতার সাথেই ছিলেন। ১৯৫১ সনে ৬ বছর উপনীত হলে তাঁকে বটতলা প্রাইমারী স্কুলে (বর্তমানে চাখার প্রাইমারী) ভর্তি করানো হয়। সেখানে প্রাথমিকভাবে তিনি বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে ১৯৫৭ সনে সলিয়া বাকপুর কওমী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে আরবী, উর্দ্দু ও ফারসী জ্ঞান অর্জন করেন। ৭ বছর পর ১৯৬৪ সনে ঐ মাদরাসার মোহতামিম হযরত মাওলানা জুবায়ের আহমেদ সাহেবের সহযোগিতার তিনি নোয়াখালী জেলার কলাকোপা দরসে নেযামী মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৭০ সনে দাওরায়ে হাদীসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৩]

ইলমে তাসাউফ অর্জন ও বায়াত গ্রহণঃ

নোয়াখালী কলাকোপা দরসে নেযামী মাদরাসায় অবস্থানকালে তিনি সেখানের পীরে কামেল হযরত মাওলানা ছাইদুল হক (র.) এর নিকট ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করেন এবং তাঁর নিকট বয়াত গ্রহণ করেন।[৪] দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর তিনি তাঁর ওস্তাদ ও পীর মাওলানা ছাইদুল হক (র.) এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে বরিশালে নিজ বাড়ীতে চলে আসেন।

কর্মজীবন ও দ্বীন প্রচার ঃ

১৯৭১ সনে নোয়াখালী থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফিরে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতের সহযোগিতায় সর্বপ্রথম দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাখারে একটি মসজিদ, মাদরাসা, দরবার, ঈদগাহ ময়দান ও ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক

---

[১]. মোঃ সুলতান মাহমূদ, গ্রাম+পোঃ-চাখার,থানা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১২/২/২০০৭ইং

[২]. ঐ

[৩]. ঐ

[৪]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি মাদরাসাটিকে আলিয়া নেছাবের আলিম পর্যন্ত চালু করেছেন।[১] বর্তমানে ফাজিল প্রক্রিয়াধীন।

একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। মসজিদ, মাদরাসা ও দরবারে তিনি ১৯৭১ সন থেকে ৩ তিনব্যাপী তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের ব্যবস্থা করেছেন। মহিলাদের মাঝে দ্বীনকে প্রচরের ক্ষেত্রে তিনি মাহফিলের ১দিন হেদায়াতী আলোচনা রাখতেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি দ্বীন প্রচারের জন্য সফর করেতন এবং মাহফিল, সেমিনার, দারস দিতেন। তাঁর ভক্তদের নিয়ে সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শনিবার আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ও কুরআন হাদীসের তা'লিম দিতেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ডঃ

তিনি সমাজের মানুষদেরকে গভীরবারে ভালোবাসতেন এবং মর্যাদা দিতেন। যার ফলে সমাজের মানুষগণ তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। গরীব, ইয়াতিম ও মিসকীনদের প্রতি তাঁর ছিল ভিন্ন রকমের দরদ। তিনি ইয়াতিমদের জন্য তাঁর নিজ দরবারে ইয়াতিমখানা খুলেছেন এবং ইয়াতিমদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন। অসহায়, সমস্যাগ্রস্থ, অসুস্থ, বিপদগ্রস্থ লোকদের তিনি অকাতরে দান করতেন। এটা ছিল তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। ইসলামের একজন খাদেম হিসেবে তিনি নিজেকে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজ এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে তাফসীর মাহফিল ও দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতেন।

তিনি যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে অবদান রেখে গেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১. মাদরাসা প্রতিষ্ঠা
২. মসজিদ প্রতিষ্ঠা
৩. ইযাতিমখানা প্রতিষ্ঠা
৪. ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা
৫. তাফসীরুল কুরআন মাহফিল কার্যক্রম
৬. মহিলাদের জন্য আলাদা মাহফিল
৭. বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

ইন্তেকাল ও দাফনঃ

হযরত মাওলানা আবদুর রহমান চাখারী (র.) ২০০৪ সনের ১৩ই মার্চ শনিবার সকাল ১০:৪৫ মিনিটের সময় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[২] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তাঁকে মাদরাসার প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশেই দাফন করা হয়।

---

[১]. মাওঃ সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যক্ষ, চাখার দরবার মঞ্জিল সিনিয়র মাদরাসা, বরিশাল। সাক্ষাৎকার -১২/০২/২০০৭

[২]. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা সরদার আবদুস সালাম (র.)
(১৯৩৭-২০০৬)

মানবতার মুক্তির একমাত্র সনদ আল কুরআনকে সহীহভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করেছেন, দ্বীন ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যিনি জীবনকে উৎসর্গীত করেছেন, সমাজকল্যাণমুলক কাজে যিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হচ্ছেন হযরত মাওলানা সরদার আবদুস সালাম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

মাওলানা আবদুস সালাম বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার ঐতিহ্যবাহী শরিকল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৭ সনের ৭ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী আবদুল হাকিম।[১] তিনি একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। তাঁর মাতার নাম মোসাঃ হালিমা খাতুন। ছোটকালে তাঁর আলেম পিতা ও হাফেজ রজ্জব আলীর তত্ত্বাবধানে তিনি সহীহ কুরআন তিলাওয়াতসহ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ পরিবারে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি নোয়াখালী জেলাধীন টুমচর সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি ১৯৫৬ সনে দাখিল পরীক্ষায় ২০তম স্থান অধিকার পূর্বক বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬১ সনে আলিম ও ১৯৬৩ সনে ফাজিল পাস করেন। এরপর তিনি ১৯৬৫ সনে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষা বর্ষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন এবং ১৯৭২ সনে বি,এ অনার্স এবং ১৯৭৩ সনে এম,এ পাশ করেন।[২]

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণঃ

ছাত্র আন্দোলনঃ[৩]

১৯৫৫ সনে ১৮ বছর বয়সে টুমচর আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করার সময়ে সরদার আবদুস সালাম জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক হন। ঐ সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ছাত্রসংঘের তৎপরতা না থাকায় এবং দেশে সামরিক সামরিক বলবৎ থাকার কারণে ১৯৫৮ সনে তিনি মুসলিম ছাত্র মজলিশে যোগদান করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর ঢাকা জেলার ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ও ঢাকা শহর শাখা মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন।

রাজনৈতিক কার্যক্রমঃ[৪]

১৯৭৫ সনের শেষের দিকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পন করেন। তিনি ১৯৭৬-৭৭ সনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রংপুর জেলা আমীরের দায়িত্ব পালনের জন্য স্বপরিবারে ঢাকা থেকে রংপুর চলে যান। ১৯৭৭-৭৮ সনে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় দায়িত্ব

---

১. প্রফেসর মোসলেম উদ্দিন সিকদার, গ্রাম-দক্ষিণ বিজয়পুর, গৌরনদী, বরিশাল।সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১২/৩/২০০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন। ১৯৭৯-৮০ সনে তিনি ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পেলে তিনি রংপুর থেকে পরিবারের সকলকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৮১ সন থেকে মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বরিশাল-১ আসন থেকে অংশগ্রহণ করেন।

তা'লিমুল কুরআন কার্যক্রমঃ[১]

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ১৯৯৪ সনে জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সংগঠনের সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যে আল কুরআনকে সহীহ্ ও শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের ব্যবস্থাকরণের লক্ষ্যে তা'লিমুল কুরআন ট্রাস্ট গঠন করেন। বর্তমানে এ ট্রাস্ট তা'লিমুল কুরআন ফাউণ্ডেশন নামে পরিচিত। তিনি দীর্ঘদিন এ ট্রাস্টের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় পচিশ হাজার মুয়াল্লিম তৈরী হয়েছে এবং কুরআন প্রশিক্ষণের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে হাতিয়া থেকে মাওলানা শাহজাহানকে এবং বরিশাল থেকে মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নুরুল্লাহকে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক নিয়োগ করেন। সারা দেশে এর কার্যক্রম এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজঃ[২]

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন সমাজসেবা ও জনকল্যাণমুলক কাজের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৪ সনে তাঁর পৈত্রিক থানা গৌরনদীতে কয়েকটি শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উদ্দেশ্যে আল হেলাল ট্রাস্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে স্থানীয় কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করতেন।

তিনি গরীবদের প্রতি ছিলেন উদারমনা। তাঁর কাছে কেউ হাত পাতলে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। দরিদ্র ছাত্র, দুস্থ-অসহায় নারী পুরুষদের তিনি অকাতরে দান করতেন। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সনের ভয়াবহ বন্যায় গৌরনদী, আগৈলঝারা ও পার্শ্ববর্তী থানার ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে তিনি নিজ হাতে খাদ্য, বস্ত্র ও নগদ টাকা বিতরণ করেছেন। ১৯৯১ সনের ১৮ ই মে এতদাঞ্চলে সংঘঠিত প্রলংকারী টর্নেডো কবলিত মানুষদেরকে তিনি ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় তের লাখ টাকার ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। তিনি সব সময়েই জনদরদী মনোভাবে সমাজসেবা ও সমাজউন্নয়ন মুলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

ইন্তেকালঃ

হযরত মাওলানা সরদার আবদুস সালাম তাঁর জীবনের একমাত্র মিশন ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ২০০৬ সনের ২৫ মে বিকেল পৌনে পাচঁটায় নরসিংদী জামেয়ায় কাসেমিয়ায় ইন্তেকাল করেন।[৩] তাঁকে তাঁর নিজ বাড়ী গৌরনদীর শরিকলে দাফন করা হয়।

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা এ.বি.এম. শামসুল হক (জন্ম-১৯৩৮)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য আলেম ওলামাদের মধ্যে হযরত মাওলানা এ.বি.এম. শামসুল হক অন্যতম। শিরক ও বিদয়াত উচ্ছেদ, আরবী বই-পুস্তক রচনাসহ বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম দিয়ে তিনি ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

জন্ম ও পরিচয় ঃ

হযরত মাওলানা এ.বি.এম শামসুল হক ১৯৩৮ সনের ১লা মার্চ বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানার চরকাউয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আহম্মদ আলী আকন্দ। তাঁর দাদার নাম মরহুম আব্বাস আলী আকন্দ। তাঁরা এলাকার সম্ভ্রান্ত ও সুফী পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁর মা একজন মাইনর পাস ছিলেন। সে যুগে মহিলাদের লেখাপড়ার কোন সুযোগ ছিলনা। তিনিই ঐ এলাকার একমাত্র শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। তিনি এলাকার মেয়েদেরকে কুরআন শরীফ শুদ্ধভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র সন্তান হিসেবে সকলের আদর যত্নেই গড়ে উঠেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

পরিবার থেকেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। একটু বড় হওয়ার পর তিনি চরকাউয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পিতা-মাতা ইসলামী ভাবাপন্ন হবার সুবাদে ছোট বেলা থেকেই ইসলামী ও আরবী শিক্ষার প্রতি ঝোক প্রবনতার সৃষ্টি হয়। ১৯৪২ সনে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যে চরকাউয়া আহমাদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯৪৭ সনে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৫০ সনে আলিম, ১৯৫২ সনে ফাজিল এবং ১৯৫৪ সনে কামিল পাস করে মোমতাজুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ

কামিল পাশ করার পরে ১৯৫৫ সনে তিনি বরিশাল চরকাউয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে ১৯৮২ সনে তিনি উক্ত মাদরাসারই অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান এবং ১৯৮৬ সন পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্র হেমায়েত উদ্দিন রোডে তৎকালীন সময়ে মরহুম লেচু শাহ এর মাজারে কতিপয় ভন্ড মুরিদদের মাধ্যমে শিরক ও বিদয়াত এর কার্যক্রম চালু হয়। একজন সচেতন আলেম হিসেবে এবং কুরআন হাদিসের একজন ধারক ও বাহক হিসেবে হযরত মাওলানা এ.বি.এম. শামসুল হক এ সকল শিরক ও বিদয়াত উচ্ছেদের পক্ষে জনমত গঠন করেন।

১৯৭৫ সনে তিনি বরিশালের বিশিষ্ট আলেম ওলামা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে নিয়ে উক্ত মাজার থেকে ভন্ড মুরিদদের উৎখাত করেন। পরে সকলের পরামর্শক্রমে মাজার সংলগ্ন স্থানে একটি ফোরকানিয়া মাদরাসা চালু করা হয়, যা ১৯৮২ সনে লেচু শাহ আলিয়া মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। উক্ত মাদরাসাকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য তৎকালীন মাজার কমিটি মাদরাসার দায়-দায়িত্ব তাঁকে বহন করার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি চরকাউয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ অবস্থায় তিনি লেচুশাহ মাদরাসায় আসতে অপারগতা প্রকাশ করলে মাজার কমিটি

---

* গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১৮/৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

বলতে গেলে তাঁকে চরকাউয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ থেকে অব্যহতি নিতে বাধ্য করে। এ প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৮৬ সনে চরকাউয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯৮৬ সন থেকে অদ্যবধি তিনি লেচু শাহ আলিয়া মাদরাসার সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

রচনাশৈলী ঃ

ছারছীনা মাদরাসায় কামিল ১ম বর্ষে পড়া অবস্থায় বরিশাল শহরের জনৈক পুস্তক ব্যবসায়ী ইবতেদায়ী শ্রেণীর ২/১ খানা পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য "নূরে দীনিয়াত ও কুরআন শিক্ষা" ও "শাহীনে উর্দ্দু কায়দা" এবং ইবতেদায়ী চতুর্থ শ্রেণীর জন্য "শরীফুল আদব (আরবী সাহিত্য)" লেখার মাধ্যমে রচনাশৈলীর সূচনা করেন।

তখন মাদরাসায় আরবী ব্যাকরণের অংশ হিসেবে ফার্সী কবিতায় "নযমে মিয়াতে আমেল" ও আরবী ভাষায় "শরহে মিয়াতে আমেল" কিতাব দু'টি নিম্ন শ্রেণীতে পড়ানো হত। একদা তিনি মাদরাসায় এ কিতাব দু'টি পড়াতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলেন। এতদাঞ্চলের মাদরাসা শিক্ষার্থীরা ফার্সী ও আরবী ভালভাবে না বুঝার কারণে সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না ভেবে এ কিতাব দু'টিকে তিনি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং ফার্সী ভাষায় লিখিত কিতাবের নাম রাখেন "কাব্যানুবাদে নযমিয়াতে আমেল" ও আরবী ভাষা লিখিত কিতাবটির নাম রাখেন "ইযাহুল আওয়ামেল সহজ বাংলা শরহে মিয়াতে আমেল ও জুমাল ব-তরকিব"।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড আরবী ব্যাকরণের কিতাবগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সার্কুলার জারী করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপরোক্ত কিতাব দু'টিসহ নিম্নবর্ণিত কিতাবগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন যা বর্তমানে বিভিন্ন মাদরাসায় পাঠ্যভুক্ত হিসেবে রয়েছে।

১। আযীযুল মুবতাদী সহজ বাংলা মীযান মুনশাইব-৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
২। ছোটদের নাহু-ছরফ শিক্ষা ও কাব্যে খোলাসাতুল মীযান-৪র্থ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৩। আযীযুন নুহাত বা সহজ বাংলা নাহুমীর-৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৪। আযীযুত তালেবীন বা সহজ বাংলা পাঞ্জেগঞ্জ-৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৫। ইযাহুল আওয়ামেল সহজ বাংলা শরহে মিয়াতে আমেল ও জুমাল ব-তরকীব- ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৬। কাব্যানুবাদে নযমে মিয়াতে আমেল-৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৭। তিন ভাষার ওয়ার্ডবুক (আরবী, বাংলা ও ইংরেজী)- ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৮। সহজ আরবী রচনা, অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা-৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
৯। আরবী লেখার মশকে হুরাফ-১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জন্য পাঠ্য।
১০। শিশুর মুখে আরবী পড়া-শিশু শ্রেণীর জন্য।
১১। ইসলামী ফিকাহ ও আকাইদ-৩য় শ্রেণীর জন্য পাঠ্য-মাদরাসা বোর্ড।
১২। সহজ ফিকাহ ও আকাইদ-৪র্থ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য-মাদরাসা বোর্ড।
১৩। ইসলামী তা'লিম-৫ম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য-মাদরাসা বোর্ড।

সামজিক কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতাঃ

শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। সমাজ থেকে এগুলো উৎখাতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন। লেচুশাহ মাজার থেকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা তাঁর সে চেষ্টার ফসল। তিনি নিজের এলাকায় বাইতুর নূর মসজিদের দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৫ সনে তিনি চরকাউয়া ইউনিয়নের ইউ,পি সদস্য নির্বাচিত হয়ে সমাজসেবা মূলক কাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি চরকাউয়া ঈদাগাহ ময়াদনের দুই ঈদের নামাজের জামায়াতের ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে অবদান রেখে যাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা এ.কিউ.এম আবদুল হাকীম মাদানী
(জন্ম-১৯৬১)•

বরিশাল অঞ্চলে যে সকল আলেমে দ্বীন আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চির স্মরনীয় ও বরণীয় হয়েছেন মাওলানা আবুল কাশেম মোঃ আবদুল হাকিম তাঁদের মধ্যে একজন। খোদ বরিশাল জেলায় জন্মস্থান না হলেও বরিশালে তাঁর অবদান স্মরন করার মতো।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

মাওলানা আবুল কাশেম মোঃ আবদুল হাকিম ১৯৬১ সনের ১লা ডিসেম্বর পটুয়াখালী জেলার বদরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলভী আফির উদ্দিন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। গ্রামের সকলে তাঁকে বড় মিয়া বলে ডাকতো। তাঁর মাতার নাম মরহুমা মোসাঃ জরিনা খাতুন। ৩ ভাই ৩ বোন। ভাইদের মধ্যে তিনি সকলের ছোট।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বরিশালের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা হতে তিনি ১৯৭২ সনে দাখিল ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১৭তম স্থান, ১৯৭৪ সনে আলিম ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান এবং ১৯৭৬ সনে ফাজিল ১ম বিভাগে মেধা তালিকায় ৯ম স্থান অধিকার করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। এরপর তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় কামিলে ভর্তি হন। ১৯৭৮ সনে সেখান থেকে তিনি হাদীস বিভাগ থেকে ১ম শ্রেণীতে পাস করেন। কামিল পাশ করার পর তিনি ঢাকায় জামেয়ায় কুরআনীয়া আরাবিয়া লালবাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৯ সালে দাওরায়ে হাদীসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৮০ সনে তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে সৌদী আরবে গমন করেন। সেখানে মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটির হাদীস ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৮৩ সনে তিনি সেখান থেকে লিস্যান্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৪ সনে মক্কায় রাবেতা আল আলমে ইসলামীর অধীনে "ইমাম, খতিব এবং ইসলাম প্রচার প্রশিক্ষণ কোর্স"-সম্পন্ন করেন। ১৯৮৪ সনে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। ২০০৫ সনে তিনি সাউথ-ইষ্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ১ম শ্রেণীতে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন।

• গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১৫/৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম জীবনঃ

১৯৮৪ সনে তিনি বাংলাদেশে এসেই বরিশালে চলে আসেন এবং এখানে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৮৪ সনে তিনি বরিশাল শহরের উত্তর প্রবেশ দ্বার নথুল্লাবাদ ইসলামীয়া হোসাইনিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগাদান করেন। ২০০৩ সন পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় দক্ষতার সাথে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা দান করেছেন। তিনি ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসার খন্ডকালীন মুহাদ্দিস হিসেবে ছিলেন। এরপর তিনি বরিশাল জেলার অন্যতম বৃহৎ মাদরাসা সাগরদী ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসায় ১৯৯২ সন থেকে অদ্যবদি মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন। ঢাকায় সাউথ-ইষ্ট ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং লেকচারার হিসেবে কাজ করছেন এবং ঢাকায় মিছবাহুল উলুম কামিল মাদরাসার খণ্ডকালীন মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

রচনা শৈলীঃ

মাওলানা আবুল কাশেম মোঃ আবদুল হাকীম একজন যুক্তিবাদী এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী তিনি তাঁর লেখনীর দ্বারা সেটা প্রমানিত করেছেন। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ-

(১) মাওলানা মওদুদীর উপর আরোপিত অভিযোগের জবাব, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।

(২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের উপর আরোপিত অভিযোগের জবাব, ১৯৮৮

(৩) মাওয়ায়েজে কারীমার তারতিক আলোচনা, ১৯৯০ সালে প্রকাশিত

তিনি কিছু বইয়ের অনুবাদও করেছেন। বইগুলো হলোঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ বিন বা'য এর "যাকাত ও সিয়াম"

(২) হযরত মুহাম্মদ ইবনে আজহারীর "কবর"

(৩) "রাসুলের নামাজ"

সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারঃ

১ তিনি সৌদী সরকারের পক্ষ থেকে ডিবটিউবয়েল এনে বিভিন্ন এলাকায় প্রদান করছেন।

২. বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তিনি দুস্থদের মাঝে যাকাত বিলি করছেন।

৩. নিজ এলাকা বদরপুরে তিনি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪. রমাজান মাসে ইফতার মাহফিল, আলোচনা, জুমআ'র মসজিদে আলোচনসহ বিভিন্নমুখী দ্বীন প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি সামজ উন্নয়নমূলক অনেক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে এ এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবদুল মতিন
(জন্ম-১৯৩৯)

মাওলানা আবদুল মতিন ১৯৩৯ সনের ৩রা জানুয়ারী বরিশাল জেলার ছারছীনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ আলী (র)। তিনি ছিলেন ছারছীনা মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামের মহান খাদেম ও সমাজ সংস্কারক।[২] তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ছারছীনা মাদরাসায়। সেখান থেকে তিনি দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল কৃতিত্বের সাথে পাস করেন।

ছারছীনা মাদরাসার শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি ঢাকায় চলে যান এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন। তিনি সহজভাবে ইসলামকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তাঁর রচানবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ-[৩]

১.আদম ও শয়তান	২.শরিয়ত ও মারেফাত
৩. নামাজ ও রোজা	৪. ওয়াজ ও নসীহত
৫. দুনিয়া ও আখেরাত	৬. বেহেস্ত ও দোযখ
৭. আমল ও তদবীর	৮. ওজিফায়ে আওলিয়া
৯. খাব ও তাবীর	১০. বিশ্ব নবীর শ্রেষ্ঠ হাদীস
১১. রমজানুল মোবারক	১২. ইসলাম ও ইবাদত
১৩. হযরত ওমর (রা.)	১৪. হযরত ওসমান (রা.)

১৫.আমার দৃষ্টিতে মাওলানা ভাসানী

১৬. হযরত আবু বকর (রা.)

১৭. হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)

১৮.হযরত মুসা (আ.) ও ফেরআউন

১৯. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও নমরূদ

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন (ঢাকা;সোনার বাংলা যুব পরিষদ;১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-১০০

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সনে এ দেশের এক নরাধম মহানবী হযরত মুহম্মাদ (স.) সম্পর্কে কটুক্তি করে কবিতা ও পুস্তক প্রকাশ করে ধৃষ্ঠতা দেখালে মাওলানা আবদুল মতিন লক্ষাধিক উম্মতে মোহাম্মদীকে সাথে নিয়ে এই অপকর্মের বিরুদ্ধে ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।[১] এজন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে।

মহানবী (স.) এর আদর্শ ব্যাপক ভিত্তিক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সনে দেশের অন্যতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সীরাত মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।[২] তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী গণসংগঠন গড়ে তোলায় আত্ম নিবেদিত এক মর্দে মুজাহিদ।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ভারতীয় আগ্রাসন এবং ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার লক্ষ্যে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। ৬টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের তিনি ছিলেন অন্যতম নেতা।[৩] তিনি ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। মাওলানা ভাসানীর ফারাক্কা লংমার্চের তিনি ছিলেন অন্যতম সৈনিক এবং অভিযানের তিনি ছিলেন পরামর্শক।[৪] তিনি চিরাচরিত রাজনীতির ডামাডোলে নিজেকে বা তাঁর দলকে গা ভাসিয়ে না দিয়ে হযরত ওমর ফারূক (রা.) এর শাসনব্যাবস্থা 'ওমরী সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গিত করেছেন।তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন-ভারত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, চীন, ইরাক,ইরান, সৌদী আরব, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর সফর করে ইসলাম ও দেশের জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[৫] তাঁর এ মহতি প্রচেষ্টা মুসলমানের নিকট চির স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

---

[১]. পূর্বোক্ত

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত

[৪]. পূর্বোক্ত

[৫]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা হাফেজ কারী আবদুল খালেক (জন্ম -১৯৪৫)*

বরিশালে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে যাঁরা ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে তালতলীর পীর সাহেব নামে খ্যাত বর্তমানে হরিণাফুলিয়ার পীর আলহাজ্জ হযরত মাওলানা হাফেজ কারী আবদুল খালেক হচ্ছেন অন্যতম।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়ঃ

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা হাফেজ কারী আবদুল খালেক ১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বরিশাল জেলার সদর থানার অন্তর্গত হরিণাফুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোমতাজ উদ্দিন দরবেশ। তিনি একজন ধর্মভীরু, পরহেযগার ও মুত্তাকী লোক ছিলেন। তিনি উজানীর পীর কারী ইব্রাহিম (র.) এর শিষ্য ছিলেন এবং চাঁদপুর নিবাসী বিশিষ্ট আলেম হযরত মাওলানা হাজী শফিউল্লাহ (র.) এর একনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। ৫ ভাইদের মধ্যে মাওলানা আবদুল খালেক হচ্ছেন মেঝ। ৫ ভাই সকলেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত।

শিক্ষাজীবনঃ

ছোট অবস্থায় পারিবারিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বাড়ীর নিকটে মাখরকাঠী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি হন। কিছুদিন পর তিনি প্রাইমারী স্কুলের পাশে অবস্থিত ছুফিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে কুরআন শরীফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৩ সনে আবার তিনি মাখরকাঠী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৯৫৯ সনে তিনি স্কুল থেকে বরিশাল শহরের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান মাহমূদিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৪ সনে ঐ মাদরাসা থেকে ইলমে কেরাত ও হিফজ পাশ করেন। এরপর ঐ মাদরাসায় ছুয়ুম পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯৬৮ সনে তিনি চট্রগ্রাম হাটহাজারী মঈনুল ইসলাম মাদরাসা ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন এবং ১৯৭৩ সনে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

তিনি চট্রগামে থাকতেই ইলমে তাসাউফের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হযরত মাওলানা সুলতান আহমেদ নানপুরী (র.) এর নিকট ইলমে তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সনে মাওলানা নানপুরী (র.) তাঁকে খিলাফত দান করেন।

বরিশালে আরবী ও ইসলামের খেদমতঃ

১৯৭৪ সনে চট্রগ্রাম হাটহাজারী মাদরাসা থেকে সরাসরি বরিশাল চলে আসেন এবং বরিশাল শহরের উত্তর প্রান্তে তালতলী বাজার জামে মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই সাথে তিনি শায়েস্তাবাদ মাদরাসার সুপারেরও দায়িত্ব পালন করে আরবী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ সনে তাঁর নিজের এলাকা হরিণাফুলিয়ায় মাদরাসার জন্য পিতার দানকৃত জমির উপর একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তালতালী মসজিদের ইমামতির পাশাপাশি তিনি এ মাদরাসারও সার্বিক দেখাশুনা ও খোজখবর রাখতেন। ২০০১ সনে তিনি তালতলী মসজিদের ইমামতি ছেড়ে বৃহত্তর স্বার্থে

---

* গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যেমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ-২০/৩/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অদ্যবদি এ মাদরাসার মোহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজ সেবা ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনাঃ

তিনি বরিশালে এসে বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর মাদরাসায় একটি **'কুতুবখানা'** প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আরবী ও ইসলমী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের একটি সহজ পথ উম্মোচন করেন। তিনি **'আল খালেক,** নামে একটি প্রকাশনা চালু করেন যার মাধ্যমে তাঁর নিজের লেখা ও অন্যান্য আরবী ও ইসলামী শিক্ষার বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। **'আল খালেক ফাউন্ডেশন'** নামে তিনি একটি সমাজে সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর দ্বারা এলাকার গরীব, দুস্থ,অসহায় মানুষদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান ও গরীব ছাত্রদের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচাদি বহন করেন। **'আঞ্জুমানে সুলতানীয়া'** নামে তালতলীতে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে **'জমিয়াতে তালাবায়ে সুলতানীয়া,** নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

হরিণাফুলিয়ায় **'সুলতানীয়া লাইব্রেরী'** ও তালতলীতে **'সুলতানীয়া পাঠাগার,** নামে দুটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এ এলাকায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন।

আরবী, ইসলামী শিক্ষা ও দ্বীন প্রচারে তাঁর রচিত গ্রন্থসমুহঃ

তিনি আরবী, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করেছেন এবং এখনো কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী হচ্ছে। তাঁর লিখিত বইসমুহ হচ্ছেঃ

(১) মা'রেফাতের পথে

(২) শব-ই-কদর ও ইতেকাফ

(৩) ফুয়ুজে সুলতানীয়া

(৪) মহিলাদের পর্দা

(৫) নামাজ শিক্ষা

(৬) মুয়াল্লিমদের শিক্ষা দেয়ার সুন্নত তরীকা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের অবদান

(১) বিচারপতি আবদুল জব্বার খান

(২) খান বাহাদূর হেমায়েত উদ্দিন

(৩) অধ্যক্ষ মাওলানা শরীফ আবদুল কাদের

(৪) অধ্যক্ষ মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খাঁ

(৫) অধ্যক্ষ মাওলানা এ,কে জহুরুল হক

(৬) হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী

(৭) হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার

(৮) মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নূরুল্লাহ

(৯) প্রফেসর মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

(১০) হযরত মাওলানা আ.ক.আলী আহমদ

(১১) হযরত মাওলানা এমামুদ্দিন মোঃ ত্বহা

Dhaka University Institutional Repository

বিচারপতি আবদুল জব্বার খান

(১৯০১-১৯৮৪)

বরিশাল জেলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মরহুম বিচারপতি আবদুল জব্বার খান অন্যতম। আরবী শিক্ষিত এ ব্যক্তির অবদান স্বীকার করার মতো।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

বিচারপতি আবদুল জব্বার খান ১৯০১ সনে বরিশাল জেলার বাহেরচর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম জনাব কাজল খান।[১] তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোটবেলায় পিতা-মাতার কাছে লালিত পালিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কোলকাতা চলে যান। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি মেট্রিক ও ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন।[২]

এরপর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে অনার্স এ ভর্তি হন। তিনি আরবীতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে এম,এ পাশ করেন। এরপর তিনি আইন বিভাগে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি আইন বিষয়েও প্রথম শ্রেণীতে মাস্টার ডিগ্রি লাভ করেন।[৩]

কর্মজীবনঃ

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি সর্বপ্রথমে বরিশালে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিছুদিন আইন ব্যবসা করে তিনি বেঙ্গল জুডিসিয়াল সার্ভিসে মুনসেফ হিসেবে যোগদান করেন।[৪] সেখান থেকে সাব জজ এবং পরবর্তীতে ডিস্ট্রিক জজ এবং হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সনে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৫]

১..মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন (ঢাকা:সোনার বাংলা যুব পরিষদ:১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-৪৬

২.পূর্বোক্ত

৩.পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক কার্যক্রমঃ

সরকারী দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর জনাব আবদুল জব্বার খান ১৯৬২ সনে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাকেরগঞ্জ, উজিরপুর, গৌরনদী, রাজাপুর, ঝালকাঠী, নলছিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকার নিযুক্ত হন।[১] ১৯৬৫ সনে তিনি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং সভাপতি নিযুক্ত হন।

তিনি অবসর জীবনে সমাজ সেবা ও সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রমে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। ঢাকার গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, বাহেরচর কাজল খান হাইস্কুল, গৌরনদী কলেজ, রাকুদিয়া আবুল কালাম কলেজ সহ অসংখ্য শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২] বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে।[৩] তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য ছিলেন।

আরবী শিক্ষিত হবার সুবাদে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল টান ছিল। তিনি বহু মসজিদ মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জুমআর দিন মসজিদে আলোচনা করেতন এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি মানুষদেরকে উৎসাহী করে তুলতেন।

ইন্তেকালঃ

বিচারপতি আবদুল জব্বার খান ১৯৮৪ সনের ২৩ এপ্রিল ঢাকার গুলশানে তাঁর বাসভবনে ইন্তে কাল করেন।[৪] তাঁকে ঢাকায় দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমদ
(১৮৬০-১৯৪১)

খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন বরিশালের মুসলিম জাগরণের নেতা। বরিশালের ইসলামী শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান স্মরনীয়। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কামরুদ্দিন আহমদ ও ঢাকার আবদুর রহমান খান তাঁকে মুসলিম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

তিনি ১৮৬০ সনের ১৯ শে নভেম্বর গোপালগঞ্জ মহাকুমার কোটালীপাড়া থানার কুশালা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তখন কোটালীপাড়া বরিশাল জেলাধীন ছিল। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মহিউদ্দিন আহমদ। তিনি বরিশালের ফৌজদারী কোর্টের মোক্তার ছিলেন।[২]

খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন বরিশাল জেলা স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৮৮২ সনে তিনি ঢাকা আলীয়া মাদরাসা হতে এন্ট্রাস পাশ করেন। অতপর ১৮৮৪ সনে ঢাকা কলেজ হতে এফ,এ এবং ১৮৮৬ সনে বি,এ পাশ করেন। তিনি বরিশাল জেলার তৃতীয় মুসলিম গ্রাজুয়েট। ১৮৯১ সনে তিনি ঢাকা কলেজ হতে বি,এল পাশ করে বরিশাল বারে ওকলাতি শুরু করেন।[৩]

তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম সমিতি নামে একটি সমাজকল্যাণ মূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৪] বরিশালে মুসলিম ছাত্রদের আবাস স্থানের জন্য ১৮৯৫ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মিসুরিয়ার সভাপতিত্বে বি.এম স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুসলিম ছাত্রদের আবাস স্থানের জন্য একটি হোস্টেল চালুর সিদ্ধান্ত হয়।[৫] হোস্টেল নির্মাণের জন্য ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ ও শায়েস্তবাদের নবাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন অর্থ সাহায্য করেন।[৬]

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন (ঢাকা:সোনার বাংলা যুব পরিষদ:১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-৩২

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কয়েকখানা টিনের চালা ঘরে হোস্টেল চালু হয়।[১] জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিটসেন বেল হোস্টেল ভবন নির্মাণে আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন। ১৮৯৭ সনে ২৬ সেপ্টেম্বর মিঃ বেলের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় কলকাতা থেকে আগত নবাব সিরাজুল ইসলাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে বেল ইসলামিয়া মুসলিম হোস্টেল নাম করেন।[২] বেল ইসলামিয়া হোস্টেল হেমায়েত উদ্দিন খানের এক জীবনকীর্তি। আলীগড়ের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বেল ইসলামিয়া হোস্টেল বরিশালের মুসলিম সমাজে শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়।

১৯০৬ সনে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন।[৩] ১৯১৩ সনে তাঁর প্রচেষ্টায় বরিশালে হেমায়েত উদ্দিন রোডে অবস্থিত আছমত আলী খান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ১৯১০ সনে তিনি ইসলামিয়া আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৩ সনে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] তিনি বরিশাল জেলা বোর্ডের দু'বার চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি ১৯২০ সনে খেলাফত আন্দোলন এবং ১৯২৭ সনে কুলকাটি হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তার প্রচেষ্টায় বরিশাল হতে 'নকীব' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৫] ১৯১১ সনে সরকার জনসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।[৬]

বরিশালের এ মহাবীর শিক্ষানুরাগী ও ইসলামপ্রিয় সমাজ সেবক খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দিন আহমদ ১৯৪১ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।[৭]

---

[১] পূর্বোক্ত

[২] পূর্বোক্ত

[৩] পূর্বোক্ত

[৪] পূর্বোক্ত

[৫] পূর্বোক্ত

[৬] পূর্বোক্ত

[৭] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহম্মাদ আবদুল জব্বার চাখারী (র.)
(১৯৩০- ২০০০)

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী ১৯৩০ সনের ১৩ই মার্চ বরিশাল জেলার বানারীপাড়া থানাধীন চাখার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম এমাদউদ্দিন আহমেদ। তিনি একজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি ছিলেন।[১]

শিক্ষা জীবনঃ

চাখার জুনিয়র মাদরাসায় তাঁর প্রথম শিক্ষা জীবন শুরু হয়।এরপর ধামুরা আজাহারিয়া জুনিয়র মাদরাসা হতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি গৌরনদীর কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া আলীয়া মাদরাসা হতে স্কলারসহ আলিম ও ফাজিল পাস করেন। তিনিই প্রথম কাছেমাবাদ মাদরাসা থেকে বৃত্তি লাভ করেন। তিনি কামিলে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে মোমতাজুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপরে বরিশাল কলেজে আই, এ ভর্তি হন এবং ৯ম স্থান অধিকার করে স্কলারসীপ লাভ করেন। তিনি এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে কৃতিত্বের সাথে অনার্সসহ এম, এ, পাশ করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের উপরও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা টি.টি কলেজ থেকে তিনি বি.এড ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[২]

ছাত্র অবস্থায় ১৯৪৫ সনে তিনি গৌরনদী থানার মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। মুসলিম ছাত্রনেতা হিসেবে গৌরনদীতে পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। কাছেমাবাদ মাদরাসার ছাত্র সমিতির তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ছারছীনা মাদরাসার ছাত্র সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র হিজবুল্লাহর জয়েন্ট সেক্রেটারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্র সংঘের সেক্রেটারী এবং পাকিস্তান স্পোর্টসম্যান ব্রাদার হুড এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।[৩]

চাকুরী জীবনঃ

তিনি শিক্ষা জীবন শেষ করেই চাকুরীতে যোগদান করেন। তাঁর চাকুরী জীবনের ধারাবাহিক বনর্ণা দেয়া হলঃ[৪]

১.বরিশাল এ,কে স্কুলের শিক্ষক

২.ফরিদপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক

৩.মোকামিয়া আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন, পৃষ্ঠা নং-১৭৭

২. পুর্বোক্ত

৩. পুর্বোক্ত

৪ . পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. সিতাইকুন্ড হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক

৫. খলিসাকোঠা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক

৬. শেখ বুরহান উদ্দিন কলেজের উপাধ্যক্ষ

৭. আদমজী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক

৮. আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ

৯. ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের গবেষণা পরিচালক

ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় ভূমিকাঃ

ছাত্র জীবনে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনে মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে মুসলিমলীগের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান অর্জনের পর পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী করার জন্য ছাত্র হিজবুল্লাহ ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্র সংঘের সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী করণের আন্দোলন চালিয়ে যান। যুবকদেরেকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি তৎকালীন পিরোজপুর মহাকুমায় দ্বীনি যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। আদমজীতে থাকাকালীন তিনি বরিশাল জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন।[১]

নারায়নগঞ্জ শিক্ষক সমিতির সভাপতি,ঢাকা জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি শিক্ষকদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ইসলাম প্রচার সমিতির ডাকযোগে কুরআন শিক্ষার পরিচালক এবং ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মসজিদ সমাজের সহ-সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের জনসমাজকে মসজিদ ভিত্তিক করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৮৭ সনে তিনি সরকারী হজ্জ গাইড হিসেবে পবিত্র মক্কা শরীফ যান এবং পবিত্র হজ্জ আদায় করেন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমীর সহ-সভাপতি হিসেবে ইসলামী গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন।[২]

মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী তাঁর জ্ঞান ও মেধা দিয়ে শুধু দেশেই নয় বরিশালেও তিনি অবদান রেখেছেন। তিনি চাখারের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে ধর্মীয় কিতাবাদি তিনি এ এলাকায় প্রদান করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ইন্তেকালঃ

মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারী ২০০০ সনের ৩রা মার্চ ইন্তেকাল করেন।[৩] তাঁকে নিজ বাড়ী চাখারে দাফন করা হয়।

---

[১] . পুর্বোক্ত,

[২] পূর্বোক্ত

[৩] .মোঃ তাইজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক,বানারীপাড়া মাহমুদিয়া মাদরাসা, বানারীপাড়া, বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা এ,কে জহুরুল হক (র.)
(১৯১৯-১৯৯৩)

আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে যাঁরা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে ভুমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দক্ষিন বাংলার আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রানকেন্দ্র চরমোনাই মাদরাসার প্রসিদ্ধ ও বলিষ্ঠ অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আবুল কালাম জহুরুল হক।

মাওলানা এ,কে জহুরুল হক ১৯১৯ সনে তৎকালীন বরিশাল জেলাধীন ভাণ্ডারিয়া থানার ধাওয়া রাজপাশা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম ছুফি ইসমাঈল হোসেন। তিনি ছিলেন ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদের একজন বিশিষ্ট খলিফা।[২]

নিজ এলাকার জুনিয়র মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৪ সনে ফাজিল এবং ১৯৪৬ সনে কামিল পরীক্ষা দিয়ে মোমতাজুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। তুর্কিস্তান নিবাসী ছারছীনা মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নিয়াজ মাখদুম খোতানী (র.) তাঁর ওস্তাদ।[৩]

কামিল পাস করার পর পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ১বছর ছারছীনায় অবস্থান করেন এবং মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর নিকট ইলমে মা'রেফাতের দীক্ষা লাভ করেন। ১বছর পর তাঁকে পীর সাহেব খেলাফত দান করেন।[৪]

তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ফয়রা সিনিয়র মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। সেখানে কিছুদিন চাকুরী করার পর বাউফলের নুরাইনপুর সিনিয়র মাদরাসার সুপার পদে নিয়োগ পেলে সেখানে যোগদান করেন এবং ৮ বছর ঐ মাদরাসায় চাকুরী করেন। সেখান থেকে তিনি চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসার মোদার্রেস হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ঐ মাদরাসারই অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

---

১. মাওঃ নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা:এমদাদিয়া লাইব্রেরী:১৯৮৬) পৃষ্ঠা নং-৩৩৮

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দক্ষিন বাংলার পীরে কামেল চরমোনাইর মরহুম পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) এর প্রথম কন্যা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগমকে বিবাহ করেন। গ্রামের বাড়ী ভান্ডারিয়া হলেও তিনি চরমোনাইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।[১]

তিনি দীর্ঘদিন হাদীসের দারস দিয়েছেন। তাঁর মেধা ও যোগ্যতাকে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। চরমোনাইর দরবারের জামাতা হিসেবে এবং মাদরাসার প্রধান হিসেবে তিনি পীর সাহেবের অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। বাৎসরিক মাহফিল থেকে শুরু করে মাদরাসার ছাত্রদের আবাসস্থান, খাবার ব্যবস্থা, ইয়াতিমখানা সহ সকল বিষয়ই তিনি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন। তাঁর এ খেদমত বরিশালে তথা দক্ষিন বাংলায় স্মরনীয় হয়ে আছে।

ইন্তেকালঃ

মাওলানা এ,কে জহুরুল হক ১৯৯৩ সনে চরমোনাইর বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন।[২] তাঁকে চরমোনাইর মাদরাসার প্রাঙ্গনে তাঁর শ্বশুর মরহুম পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) এর কবরের পাশে দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত

২.মাওলানা হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা।

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির

বরিশাল অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে আলেম-ওলামাগণ, শিক্ষাবিদগণসহ যে সকল ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেদের সকল মেধা ও যোগ্যতা উৎসর্গ করে দিয়েছেন, মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মাওলানা শরীফ আবদুল কাদির ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি মোতাবেক ১৩২৭ বাংলা সালের ৯ই মাঘ, ১৩৩৯ হিজরী সনের ১৩ জমাদিউল উলা রোজ রবিবার তৎকালীন বরিশাল জেলার ঝালকাঠী থানার রমানাথপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা শরীফ মুহম্মদ আবদুল আলী। তিনি একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, পরহেযগার ও মুত্তাকী লোক ছিলেন।

তিনি বৃটিশ আমলে সেন্ট্রাল বোর্ড অব মাদরাসা এক্সামিনেশন,বেঙ্গল -এর অধীনে ১৯৪১ সনে আলিম এবং ১৯৪৩ সনে ফাজিল পাস করেন।অতপর মাদ্রাসা-ই-আলীয়া কোলকাতায় টাইটেল অর্থাৎ কামিল হাদীস প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সনে উক্ত মাদরাসা হতে মোমতাযুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি লাভ করেন। ছারছীনার পীর মরহুম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) এর অনুরোধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা হতে ১৯৪৬ সনে দ্বিতীয়বার কামিল পাস করেন।[২]

তিনি ছারছীনা শরীফের পীর মরহুম মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর ছোট কন্যাকে বিবাহ করেন।[৩] কামিল পাস করার পর থেকে তাঁর শ্বশুর পীর সাহেবের সাথে তিনি সারা বাংলায় সভা-সমিতিতে ওয়াজ-নসিহত করতে থাকেন এবং সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৮ সনে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সনের শুরুতে পদোন্নতি লাভ করে তিনি মাদরাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হন। ১৯৭৬ সনের ১লা জানুয়ারি থেকে তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৯ সনের মার্চ মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[৪]

শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করে তিনি ১৯৭২ সনে ঢাকা বোর্ড হতে আই,এ এবং ১৯৭৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি,এ পাস করেন। ১৯৭৬ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম,এ পাস করেন এবং প্রিন্সিপাল পদে স্থায়ী হন।[৫]

তিনি ১৯৫৪ সনে প্রথম হজ্জব্রত পালন করেন এবং বহুবার ওমরা পালন করেন। দীর্ঘ ৪১ বছর কর্মজীবনে তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন, তা হলঃ [৬]

---

[১].মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, মদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ: ২০০৪) পৃষ্ঠা-১২১

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত

[৪].মাওলানা মুহম্মাদ আমজাদ হোসাইন,অধ্যক্ষ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা, ছারছীনা, বরিশাল।

[৫].মাওলানা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, মদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১২২

[৬]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের বোর্ডস অব গভর্ণর্স -এর সদস্য।

২. আল বারাকা ব্যাংক লিমিটেট -এর শরীয়া কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান।

৩. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর 'জরুরী ফতোয়া ও মাসায়েল' প্রকল্পের চেয়ারম্যান।

৪. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-এর "দ্বীনিয়াত' গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান।

৫. ১৯৮৮ সনে ও.আই.সি-এর ফিকাহ একাডেমীতে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি মনোনীত

৬. ১৯৮৮ সনে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ও.আই.সি এর ৪র্থ অধিবেশন, কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম অধিবেশন, ১৯৯০ সনে জেদ্দায় ৬ষ্ঠ অধিবেশন, ১৯৯২ সনে জেদ্দায় ৭ম অধিবেশন, এবং ১৯৯৩ সনে ব্রুনাইতে ৮ম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

তাঁর কর্মমুখর সুস্থ জীবনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর রচিত ও প্রকাশিত বই-পুস্তকাদি আজও মানবতার সেবায় অক্ষুন্ন রেখেছে। তিনি দৈনিক আজাদ, ইত্তেহাদ ও ইনকিলাব এবং সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, তালিম, নকীব ও অগ্রপথিক এবং মাসিক নওবাহার, সবুজপাতা, আল বালাগ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ও পাক্ষিক তাবলিগ ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।[১]

তাঁর রচিত ও প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ[২]

(১) ইসলামে নারীর মর্যাদা	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৫৭ খৃঃ
(২) হাবীবুল ওয়ায়েজীন	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৫৮ খৃঃ
(৩) নালায়েন শরীফ	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬২ খৃঃ
(৪) জীবনের আদর্শ	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৩ খৃঃ
(৫) নারী জীবনের আদর্শ	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৩ খৃঃ
(৬) নামাজ শিক্ষা	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৩ খৃঃ
(৭) বঙ্গানুবাদ-কারীমা	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৪ খৃঃ
(৮) হাকিকাতুল ওয়াছিলা	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৪ খৃঃ
(৯) অশ্রু সরোবর (কাব্য পুস্তক)	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৬ খৃঃ
(১০) বঙ্গানুবাদ-বার চাঁদের খুৎবা	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৬৭ খৃঃ
(১১) আউলিয়া কাহিনী	ঃ প্রকাশকালঃ ১৯৮৯ খৃঃ

[১] . পূর্বোক্ত

[২] . পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা তাজাম্মুল হুছাইন খাঁ

বরিশাল অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদসহ যে সকল ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজেদের সকল মেধা ও যোগ্যতা উৎসর্গ করে দিয়েছেন, মাওলানা তাজাম্মুল হুছাইন খাঁ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা তাজাম্মুল হুছাইন খাঁ বরিশাল জেলার পশরিবুনিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম রমজান আলী খাঁ।[১] প্রাথমিক শিক্ষা দেশে গ্রহণ করে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। সেখানে তিনি ফনুনাত, ফিকাহ ও হাদীস অধ্যয়ন করেন উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।[২]

তিনি কোলকাতায় শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ষাটের দশকে ছারছীনা মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ও গ্রন্থকার।[৩] তিনি তাঁর লেখনী দ্বারা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলঃ[৪]

(১) খোলাছাতুল মীযান
(২) মেরআতুল আদব
(৩) জাওয়াহিরুল ফিকাহ
(৪) তা'লিমে উর্দ্দু
(৫) মেরকাতুত তরজমা
(৬) বেহেস্তের জামিন
(৭) ইসলাম নীতি
(৮) ইসলামে দাড়ি ও লেবাস
(৯) হজ্জ ও যিয়ারত

প্রথম পাঁচটি বই পাঠ্য পুস্তক হিসেবে রচিত।

---

১. মাওঃ নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা:এমদাদিয়া লাইব্রেরী:১৯৮৬) পৃষ্ঠা নং-৩৪০

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুস সাত্তার

(জন্ম-১৯৫১)

স্বাধীনতা উত্তরকালে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে ক'জন ইসলামের খাদেম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন,তাঁদের মধ্যে মাওলানা আবদুস সাত্তার এক অন্যতম নাম।

মাওলানা শাহ আবদুস সাত্তার ১৯৫১ সনে বরিশাল জেলার ছারছীনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ এমদাদ আলী (র)। তিনি ছিলেন ছারছীনা মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামের মহান খাদেম ও সমাজ সংস্কারক।

মাওলানা আবদুস সাত্তার শৈশবে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীতে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা হতে জামাতে উলা পর্যন্ত পড়াশুনা করে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা হতে হাদীস বিভাগে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন।[২] এরপর তিনি কবি নজরুল ইসলাম কলেজ হতে ইন্টারমেডিয়েট ও বি,এ পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি অধ্যয়নের পাশাপাশি রংধনু, পূর্বদেশ, দৈনিক আজাদ ও দৈনিক বাংলায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তিনি ঢাকায় বসতবাড়ী লেনে "গুলবাগ কিশোর সাহিত্য মজলিশ" গড়ে তোলেন।[৩] ১৯৭৩ সনে বাংলাদেশ সীরাত মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশের প্রায় সকল অঞ্চলে সীরাত মিশনের শাখা গড়ে তোলেন। সীরাত মিশনের ব্যাপক কর্মকান্ড তাঁর নির্দেশ ও পরিচালনায় গত দেড় যুগ ধরে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে আসছে।[৪]

ছাত্র অবস্থাতেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং এর ব্যাপ্তি ঘটে সাম্প্রতিক কালে। গত ১৪ বছর ধরে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি ইসলামী পর্ব ইসলামী মনীষীদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখে নিবন্ধ লিখে দেশবাসীকে ঐসব মনীষীদের পরিচিতি ও কর্মকান্ড সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন।[৫]

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট) , বরিশাল দর্পন (ঢাকা:সোনার বাংলা যুব পরিষদ:১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-১৭৫

২. পুর্বোক্ত

৩. পুর্বোক্ত

৪. পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-১৭৬

৫. পুর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুস সাত্তার দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক খবর, বাংলার বাণী, দৈনিক দেশ, দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক বাংলাসহ দেশের দৈনিক পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। এ পযর্ন্ত তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১] দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম সর্বত্র এবং ডান-বাম সকল শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি এবং ইসলামী আন্দোলনে যাঁরা নিবেদিত আছেন, তাঁদের সকলের কাছেই তিনি এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে তাঁর শত শত কথিকা ও বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে এবং সূধীবৃন্দের কাছে সমাদৃত হয়েছে।[২]

সমাজ সেবা এবং আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি তিনি সহযোগী হিসেবে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন,যাতে মানুষদের নিকট ইসলামকে সহজতর করে উপস্থাপন করা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থসমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ-[৩]

(১) জান্নাতের পথে

(২) শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)

(৩) কবর ও হাশর

(৪) দোয়া ও দরুদ

(৫) ওয়াজিফা

(৬) পাঞ্জেগানা নামাজ

(৭) রুহানী তাবিজাত

(৮) রুহানী দোয়া

(৯) রুহানী মীলাদ

(১০) রুহানী আমল

তিনি বর্তমানে সীরাত মিশনের সভাপতি। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি অরাজনৈতিক ইসলামী সংগঠনের সমম্বয়ে গঠিত ইসলামী সামাজিক ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান। এ সকল সংস্থার মাধ্যমে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

---

১. পুর্বোক্ত

২. পুর্বোক্ত

৩. পুর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নূরুল্লাহ

(জন্ম-১৯৪৯)*

আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকে যাঁরা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে ভুমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, আলেমে দ্বীন, আল-কুরআনকে সহিহ্ করে তিলাওয়াতের অন্যতম প্রশিক্ষক হযরত মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নুরুল্লাহ।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়ঃ

মাওলানা আবুল হাসানাত মুঃ নূরুল্লাহ বরিশাল সদর থানার চরমোনাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৯ সনের ঈদুল আযহার পূর্ব রাত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা সিরাজ উদ্দিন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও চরমোনাইর বিখ্যাত পীর মরহুম মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) এর একান্ত ঘনিষ্ট সহচর এবং চরমোনাই মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক । তাঁর দাদা মরহুম মোঃ নাসির উদ্দিন হাওলাদার বরিশাল সদর থানার টুংগিবাড়ীয়া গ্রামের একজন গ্রাম্য মোড়ল ছিলেন। তাঁর মাতার নাম মরহুমা লুৎফুন্নেছা। চরমোনাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর নানা মরহুম শাহাদাৎ আলী খান একজন গ্রাম্য মোড়ল ছিলেন এবং বিখ্যাত জমিদার সুর্য্য কুমার বিশ্বাসের উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। ৩ ভাই ও ১ বোন রয়েছে। ভাইদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। বড় ভাই মরহুম মাওলানা হাকীম মোহাম্মদ উল্লাহ একজন বিখ্যাত হাকিমী চিকিৎসক। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত বিশ্ব বিখ্যাত হামদর্দ দাওয়াখানার ঢাকা কেন্দ্রের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ছিলেন। মেঝ ভাই মাওলানা মোঃ হাবীবুল্লাহ বিভিন্ন মদরাসার শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি বরিশাল মহানগরীতে কাজী (নিকাহ রেজিঃ) হিসেবে কর্মরত আছেন। ১ বোন গৃহকত্রী।

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবনঃ

২ বছর বয়সে মাতা ইন্তেকাল করলে নানী এবং একমাত্র খালার তত্ত্বাবধানে বড় হন। ৬ বছর বয়স থেকে বিমাতার সংসারে বসবাস করেন। অনেক চড়াই-উৎরাইর মধ্য দিয়ে তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। আল কুরআনসহ প্রাথমিক শিক্ষা পিতার তত্ত্বাবধানে নিজ বাড়ীতেই সমাপ্ত করেন। চরমোনাই মাদরাসা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী পাস করেন। এরপর তিনি চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি ১৯৬২ সনে ১ম বিভাগে দাখিল, ১৯৬৬ সনে ১ম বিভাগে আলিম, ১৯৬৮ সনে ১ম বিভাগে ফাজিল পাস করেন। কামিলও তিনি এ মাদরাসায় পড়েছেন কিন্তু এখানে সরকারীভাবে কামিলের অনুমতি না থাকায় পাঙ্গাসিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৭০ সনে কামিল পরীক্ষা দিয়ে ২য় শ্রেণীতে পাস করেন।

বৈবাহিক জীবনঃ

তিনি ১৯৭৫ সনে বরিশাল সদরের শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মরহুম আবদুল হক ফকিরের প্রথমা কন্যা মোসাম্মত জাকিয়া বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস তাঁর শ্বশুরের দিক থেকে আত্মীয়। তারঁ ৪ কন্যা ২ পুত্র সন্তান রয়েছে। ৩ কন্যা বিবাহিতা। ছোট কন্যা অনার্সের ছাত্রী এবং কনিষ্ট ২ পুত্র মাদরাসার ছাত্র।

---

* গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ গ্রহণ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১২/১২/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবনঃ

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি নিম্ন বর্নিত প্রতিষ্ঠানসমুহে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন অতিবাহিত করছেনঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	পদবী	সময়কাল
ইসলামপুর গারেরপাড়া ফাজিল মাদরাসা, মুন্সিগঞ্জ	হেড মাওলানা	০১/৮/১৯৭০- ৩০/৫/১৯৭২
সাগরদী ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসা, বরিশাল।	হেড মাওলানা	০১/৬/১৯৭২- ৩১/৮/১৯৭২
নওয়াপাড়া ডি.এস.আই সিনিয়র মাদরাসা, ঝালকাঠী	সুপার	০১/৯/১৯৭২- ৩০/৫/১৯৭৩
চরমেনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসা, বরিশাল।	হেড মাওলানা	০১/৬/১৯৭৩- ৩০/৬/১৯৮৬
হানুয়া লক্ষীপাশা সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ	উপাধ্যক্ষ	০১/৭/১৯৮৬- ৩১/৩/১৯৮৭
পশ্চিম চরাদী সালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ।	অধ্যক্ষ	২৩/৪/১৯৮৭- ৩১/১০/১৯৯২
চরকাউয়া আহমদিয়া ফাজিল মাদরাসা, সদর, বরিশাল।	উপাধ্যক্ষ	০১/১১/১৯৯২- বর্তমান

রচনাশৈলীঃ

ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত বইগুলো প্রকাশিত হয়ে বাজারে রয়েছেঃ

(১) নূরুল কুরআন

(২) নূরুল কাওয়ায়েদ

(৩) আধুনিক তা'লিমুল কুরআন

(৪) আধুনিক তা'লিমুল ফিকাহ ওয়াল আকায়েদ

(৫) কাওয়া-ই-দুল কুরআন

(৬) নুরুল ইলম (ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞান)

এ ছাড়াও চরমোনাইর দরবারের রাজনীতি ও আল কুরআনের বিষয় ভিত্তিক সংকলন নামে দুটি পাণ্ডুলিপি তৈরী হচ্ছে।

বিভিন্ন কার্যক্রমে ভুমিকা পালনঃ

তিনি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

(ক) ছাত্র আন্দোলনঃ ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র সংসদসহ ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি চরমোনাই মাদরাসায় অধ্যয়নকালে মাদরাসার ছাত্র সংসদের ১৯৬৬-৬৭ সনে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ১৯৬৭-৬৮ সনে জি,এস এবং ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৬৯-৭০ সনে ভি,পি ছিলেন। তিনি সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কোতয়ালী থানা কমিটির সদস্য ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার বৃহত্তর বরিশাল জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) রাজনৈতিক কার্যক্রমঃ ১৯৭০ সনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ যোগদান করেন এবং ১৯৭০সালের নির্বাচনে নির্বাচনী কর্মী হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। ১৯৮০ সনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের চরমোনাই ইউনিয়নের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৮১ সনে তিনি বরিশাল কোতয়ালী থানার সভাপতি, ১৯৮২-৮৩ সনে বরিশাল সদর মহাকুমার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪-৮৬ তে তিনি বরিশাল জেলা কমিটির বাইতুলমাল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬-৮৭ সনে তিনি বরিশাল জেলা কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৮৮ সনে তিনি বরিশাল জেলার আমীর ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তিনি ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত বরিশাল জেলার নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সন থেকে তিনি আবার বরিশাল পূর্ব জিলার আমীর ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ১৯৯১ সনে বরিশাল-৫ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

(গ) সামাজিক কার্যক্রমঃ তিনি সমাজ সেবা ও সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রমে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। সমাজ উন্নয়নে তিনি সর্বসময়ে সদা তৎপর থাকেন। সমাজের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার বিবরণ দেয়া হলঃ

১. ১৯৭৩-১৯৭৫ সনে তিনি চরমোনাই ইউনিয়ন যুব সমিতির সভাপতি ছিলেন।

২. প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী , পশ্চিম চরমোনাই আল ফালাহ সমাজকল্যাণ পরিষদ।

৩. প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিম চরমোনাই বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ।

৪. প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পশ্চিম চরমোনাই বাইতুল ফালাহ ফোরকানিয়া মাদরাসা।

৫. প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ইশায়াতুল ইসলাম মডেল মাদরাসা, চরমোনাই

৬. প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, ইশায়াতুল ইসলাম ইয়াতিমখানা।

৭. আজীবন সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান, বরিশাল আল ফারুক সোসাইটী।

৮. সদস্য, ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন, বরিশাল।

৯. সহ- সভাপতি, বরিশাল আল ফারুক একাডেমী।

১০. প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী, পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদ

১১. প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, আদর্শ শিক্ষক সমিতি,বরিশাল

১২. সহ- সভাপতি, বরিশাল জেলা মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।

১৩. ভাইস চেয়ারম্যান, আল জমিয়াহ সেন্টার, বরিশাল।

১৪. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভাইস চেয়ারম্যান, বরিশাল ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন।

১৫. প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বরিশাল ক্যাডেট মাদরাসা।

১৬. প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, রাজমহল হোসাইনিয়া তা'লিমুল কুরআন মসজিদ-মাদরাসা কমপ্লেক্স।

১৭. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের বরিশাল জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

১৮. জেলা উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা আবুল কালাম আলী আহমদ
(জন্ম-১৯৪৫)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে যে ক'জন মনীষী তাঁদের শ্রম ও মেধা দিয়ে স্মরনীয় হয়ে আছেন,তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা আ.ক আলী আহমদ অন্যতম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

হযরত মাওলানা আবুল কালাম আলী আহমদ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার গারুড়িয়া ইউনিয়নের দেওলী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ এছহাক আলী। মাতার নাম মোসাম্মত জয়নব বিবি এবং তাঁর দাদার নাম ছিল মরহুম জিয়া উল্লাহ। তাঁর দাদা ও পিতা এলকার সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি পিতার-মাতার কাছেই ছিলেন। ২ভাই ২ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

শিক্ষা জীবন ঃ

গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। স্থানীয় গারুড়িয়া মাইনর স্কুলে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে মাইনর তথা ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে আরবী শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে চরাদি ইউনিয়নের ছাগলদী মাদরাসায় ইয়াজদাহুমে ভর্তি হন। সেখানে লেখাপড়া ভাল না হওয়ায় তিনি বাড়ীতে চলে আসেন এবং গারুড়িয়া স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা সাঈদ উদ্দিন আহমেদের কাছে দাহুমের কিতাবাদি পড়তে থাকেন। কয়েক মাস পরে তিনি বাকেরগঞ্জ উপজেলার রোকন উদ্দিন সালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসা হতে ১৯৫৪ সনে প্রথম বিভাগে দাখিল, ১৯৫৮ সনে ১ম বিভাগে আলিম এবং ১৯৬০ সনে কৃতিত্বের সাথে ফাজিল পাশ করেন। এর পর তিনি কামিল ডিগ্রি গ্রহণ করার জন্য পাঙ্গাশিয়া আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সনে কামিল পাশ করেন। তিনি বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে ১৯৬৭ সনে ইন্টারমডিয়েট এবং ১৯৭১ সনে বি.এ.(পাস) প্রাইভেট পরীক্ষায় দিয়ে উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৭৩ সনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ

কামিল পাশ করার পর ১৯৬৪ সনের জানুয়ারি মাসে বাকেরগঞ্জ থানাধীন রোকন উদ্দিন সালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৬৭ সনের মে মাসে পটুয়াখালীর বাউফল থানার মোহসিন উদ্দিন ফাজিল মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সনের আগস্ট মাসে পটুয়াখালীর বাউফল থানার নূরাইনপুর ফাজিল মাদরাসার সুপাররিনটেডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেলে তিনি সেখানে চলে যান। এরপর তিনি ১৯৭৫ সনের আগষ্ট মাসে বাকেরগঞ্জ থানাধীন রোকন উদ্দিন সালেহিয়া সিনিয়র মাদরাসার সুপাররিনটেন্ডেন্ট পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে ১৯৭৬ সনে জুলাই মাসে ইংরেজি লেকচারার হিসেবে লক্ষীপুর দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় চলে যান। ১৯৭৯ সনে ৬ জুন তিনি সেখান থেকে বাকেরগঞ্জ থানাধীন উত্তমপুর সিনিয়র মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যোগদান করেন। ১৯৮০ সনের আগষ্ট মাসে তিনি ঐ উত্তমপুর সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর তিনি ১৯৮৩ সনে ঝালকাঠী জেলার ফয়রা নেছারিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। সেখান

---

* গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-০৬/০৪/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

থেকে তিনি ১৯৯১ সনে উজিরপুর থানার দোসতিনা সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৯৪ সালের ১২ জুন উত্তমপুর সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে যাগদান করেন এবং ২০০৪ সনের ৩১ ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি সর্বমোট প্রায় ৪২ বছর চাকুরী করেন এবং এ সময়কালে তাঁর পরিচালনায় দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমুহে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার এক সুন্দর পরিবেশ তৈরী হয়। তিনি তাঁর মেধা ও দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানসমুহকে এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশিষ্টদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সর্বদা গুরুত্ব দিতেন। চাকুরী থেকে সরকারীভাবে অবসরে গিয়েও তিনি তাঁর কর্মকান্ড থেকে অবসরে যাননি। তিনি বর্তমানে ছারছীনা মাদরাসায়ে দ্বীনিয়া এর শিক্ষক হিসেবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে তাঁর জ্ঞানের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করছেন।

রচনাশৈলীঃ

ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যগত কবিতা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধ, পথের কবিতা এবং পরবর্তীকালে বই-পুস্তক ও কিতাব লেখা এবং আরবী ও বাংলায় কাব্য লেখার প্রবণতা ছিল। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিছু কিছু লিখছেন। যেমন-

চারন কবিতা হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা সমুহ লিখে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ করেছেনঃ

১.'রেজেক কমাইলো কেন পরওয়ার?'

২.'অর্থতে মৃত্যু হলো তীর্থ নার"

৩.ফরিদার কবিতা (বন্যায় ভাসিয়ে নেয়া ফরিদাকে পুনঃ লাভ করার পর তার জীবন কাহিনী নিয়ে লেখা কবিতা)

৪. মেরাজ

৫ 'No bad families are fullfree'

তিনি কাব্য হিসেবে যেগুলো লিখেছেনঃ

১. 'হে মাগো জামিলা; আমি সবার কাছে ঋনী কিনা?"

২. 'তোমার স্মরণে জাগলো মনে'

৩. 'হজ্জে কাবা'

৪. 'নেছারের জীবন থেকে'

তিনি মাদরাসায় পাঠ্য উপযোগী যা লিখেছেনঃ

১. "মাওলার খুশী"- বিশুদ্ধ কুরআন পাঠের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত কারিয়ানা কিতাব।

২. "কুদরাতে শানে উর্দ্দু"- দাহম শ্রেণীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ উর্দ্দু সাহিত্য।

৩. "হাদীউত তরজামা"- আরবীতে কথা বলার সহজ পন্থা হিসেবে রচিত। হাফতম জামাতে জন্য পাঠ্য যোগ্য কিতাব।

৪. "মাখ্যানে উর্দ্দু ইনশা"- আলিম ও ফাজিলের মান সম্পন্ন উর্দ্দু কিতাব।

৫. "মাখযানে আরবী ইনশা"- আলিম ও ফাজিলের মান সম্পন্ন আরবী কিতাব।

৬. "নে'মাতুন লা-তাহ্ছা "- কামিল শ্রেণীর একখানা সহায়ক আরবীতে লিখিত কিতাব।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়া তিনি পাকিস্তানের আমানুলাহ খান আরমানের উর্দ্দু ভাষায় রচিত "আহসানুল কালাম" গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করেছেন।

এখনো তিনি বিভিন্ন সময়ে আরবী কাসিদাহ,বাংলা ও ইংরেজী কবিতা লিখেন এবং তাঁর লেখা ছারছীনা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা ও মাসিক নতুন কুঁড়ি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বৈবাহিক জীবনঃ

হযরত মাওলানা আ.ক আলী আহমদের বৈবাহিক জীবন ছিল খুবই রহস্য ঘেরা। ছাত্রজীবনেই তাঁকে বিবাহ করতে হয়েছে। ১৯৫৬ সনে তিনি যখন রোকন উদ্দিন মাদরাসায় পড়াশুনা করছিলেন তখন উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মমতাজ উদ্দিন (র.) এর কন্যাকে তাঁর নিকট বিবাহ দেন। তার গর্ভে পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দেওলী মাদরাসায় শিক্ষকতার আমলে আরো একটি বিবাহ করেন।

তিনি এক দিকে নিজে যেমন আলেম ছিলেন তাঁর সন্তানদেরকেও সেভাবে তৈরী করতে সদা তৎপর ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়ে সকলেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত।

সমাজসেবামূলক কার্যক্রম ঃ

মূলতঃ তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন মাদরাসার প্রধানের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। এ সময় তাঁকে মাদরাসার কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তদুপরি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে এবং সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে পিছিয়ে ছিলেন না।

(ক) তিনি নিজ বাড়ীর সামনে দেউলী মোহাম্মদিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে স্থায়ীভাবে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন।

(খ) দেউলী মাদরাসা সংলগ্ন একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অদ্যবধি তিনি মসজিদ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

(গ) ওলামা মাশায়েখদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সনে তিনি গারুড়িয়া ওলামা কল্যাণ সমিতি নামক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে আলেম ওলামাদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

(ঘ) তিনি বাকেরগঞ্জ উপজেলার ডিঙ্গার হাট সমাজকল্যাণ সংস্থার একজন উপদেষ্টা হিসেবে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

(ঙ) মাদরাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে তিনি মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছিনের নলছিটি ও বাকেরগঞ্জ থানার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

(চ) আরবীতে কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে সক্ষম করার লক্ষ্যে তিনি প্রতি রমজান মাসে "আদ দারুদ তাদরিসুল আরাবিয়্যু লি ইসরিনা ইওয়ামান"-বিশ দিনের আরবী প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

(ছ) তিনি বাউফল থানার কালিশুরী ঈদগাহ ময়দানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাজের ইমামতি করেন। সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় এবং তিনি কুরআন ও হাদীসের বাণী প্রচার করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রূহানী কবি আলহাজ্জ হযরত মাওলানা এমামুদ্দিন মোঃ ত্ব-হা (জন্ম-১৯৬০)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে উলেখযোগ্য আলেম ওলামাদের মধ্যে বর্তমানের চরমোনাইর বাসিন্দা চরমোনাই মাদরাসার সহকারী অধ্যপক রূহানী কবি নামে খ্যাত হযরত মাওলানা এমামুদ্দিন মোঃ ত্ব-হা অন্যতম। শিরক ও বিদয়াত উচ্ছেদ, আরবী বই-পুস্তক রচনাসহ বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম দিয়ে তিনি ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

বরিশাল জেলার প্রখ্যাত তরুন রূহানী কবি হযরত মাওলানা এমামুদ্দীন মোঃ ত্ব-হা ১৯৬০ খৃঃ মোতাবেক ১৩৬৬ বাংলা সালের ১৬ই আষাঢ় রোজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর থানাধীন ঘি-গড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। নোয়াখালী নিবাসী জনৈক মাওলানা সাহেব (যিনি তৎকালে তাঁর বাড়ীর পাশের মাদরাসায় চাকুরী করতেন এবং তাঁদের বাড়ীতে জায়গীর থাকতেন) তাঁর নাম রাখেন "মোঃ ত্ব-হা"। উক্ত মাদরাসার প্রিন্সিপাল জনাব মাওলানা হুছাইন আহমেদ সাহেব পরবর্তীতে তাঁকে "এমামুদ্দীন" উপাধি প্রদান করেন।

তাঁর পিতার নাম মরহুম নূর মোহম্মাদ হাওলাদার। তিনি আজীবন বিভিন্ন পীর সাহেবদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে তাঁদের কাছ থেকে দীক্ষা হাসিল করেছেন। তিনি প্রথমে ছারছীনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করে আমরণ চিশতিয়ায়ে ছাবেরিয়া তরীকার ছবক আদায় করেন। তাঁর মাতার নাম মরহুমা আনোয়ারা বেগম। তিনিও চরমোনাইর পীর সাহেবের মুরীদ ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ

স্বীয় পিতার হাতে সর্ব প্রথম ছবক গ্রহণ করে তিনি শিক্ষা জগতে পদার্পন করেন। ঘি-গড়া নিবাসী মরহুম রাশেদ মুন্সীর নিকট থেকে তিনি মক্তবের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মরহুম কারী শামসুল হক সাহেবের নিকটে ছহীহ্রূপে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা অর্জন করেন।অতঃপর বাড়ীর নিকটের ঘি-গড়া সিনিয়র মাদারাসায় জামাতে ইয়াজদাহমে (৪র্থ শ্রেণী) ভর্তি হন। তাঁর মেধা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। চরিত্র ছিল আকর্ষণীয়। তাঁর এ গুণ দেখে সকল শিক্ষকগণই প্রসংশা করতেন। ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত থাকাকালে মাদরাসার তৎকালীন প্রিন্সিপাল তাঁর চারিত্রিক গুনাবলী এবং ইলমী ও আমলী প্রতিভা অবলোকন করে তাঁকে একটি পাগড়ী উপহার প্রদান করত উক্ত মাদরাসার জামে মসজিদের ইমামতি করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলী ও সকল ছাত্রগন তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করতেন। ১৯৭৭ সনে তিনি উক্ত মাদরাসা হতে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাস করেন।

এরপর তিনি নওয়াপাড়া ডি.এস.আই সিনিয়র মাদরাসায় আলিমে ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসা থেকে ১৯৭৯ সনে বৃত্তিসহ আলিম পাস করেন। আলিম পাস করার পর তাঁর শায়খ মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেবের পরামর্শ মোতাবেক মোকামিয়া আলিয়া মাদরাসায় ফাজিলে ভর্তি হন এবং ১৯৮১ সনে তিনি বৃত্তিসহকারে ফাজিল পাস করেন।

---

* গবেষক ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১২/০১/২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আর্থিক অসুবিধা তাঁর সর্বদাই ছিল। এ পর্যায়ে এসে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেছে। এলাকার অনেকেই পরামর্শ দিলেন বাড়ীতে থেকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করতে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে তিনি দেখলেন যে, পিতা-মাতার সেবাও করতে হবে এবং লেখাপড়াও করতে হবে। তাই তিনি তাঁর শায়খের সাথে পরামর্শ করলেন। শায়খ তাঁর নিজের গড়া প্রতিষ্ঠান মোস্তফাবাদ কাছেমিয়া মাদরাসার প্রধান হিসেবে ২২৫/- টাকা বেতনে চাকুরী দিলেন এবং লেখাপড়ার দায়িত্বভার নিলেন। তাঁকে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলিয়া মাদরাসায় কামিলে ভর্তি হবার পরামর্শ দিলেন। ১৯৮৩ সনে তিনি কামিলে মাদরাসা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে কামিল পাস করেন।

কর্ম জীবনঃ

১৯৮৩ সনে কামিল ফলাফলের পুর্বেই তিনি নওয়াপাড়া ডি.এস.আই সিনিয়র মাদারাসার আরবী প্রভাষক হিসেবে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। ফলাফলের পড়ে তাঁর চাকুরী স্থায়ী হয়। ১৯৮৩ সন থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সুনাম ও যোগ্যতার সাথে আরবী শিক্ষার জ্ঞান দিয়েছেন। এরপর ১৯৯১ সনের শেষের দিকে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মরহুম মাওলানা এ.কে জহুরুল হক সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি বাংলাদেশের এ বিখ্যাত মাদরাসায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষার জ্ঞান দিতে আসেন। অদ্যবদি তিনি উক্ত মাদরাসায় সহকারী অধ্যাপক (আরবী) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ২০০৩ সনে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার, সনদ ও স্বর্নপদক লাভ করেন।

রচনা শৈলীঃ

তিনি ছাত্র জীবন থেকেই সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মী কবিতা রচনা ও আবৃতি করতেন। তাঁর ভাষার অলংকরণ, উপস্থাপন, শব্দ চয়ন, কাফিয়াবন্দী, ভাষার বলিষ্ঠতা, প্রাঞ্জলতা ও গতিশীলতা ছিলো সবাইকে অবাক করার মতো। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখতে শুরু করেছেন। তাঁর রচিত ১৮৭টি বই প্রকাশিত হয়ে বর্তমানে বাজারে আছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হলঃ

১. আসল নামাজ	২. ক্ষমা প্রার্থণা
৩. মহানবী (স.) এর মূজিযা	৪. ইসলামী নেতৃত্ব
৫. সবাই জিকির করবে কেন?	৬. ঈমানের ৭৭টি শাখা
৭. দ্বীনি ইলমের মর্যাদা	৮. তাছাউফ শিক্ষা
৯. নারীদের জন্য জরুরী উপদেশ	১০. শিশুর আদর্শ জীবন গঠন
১১. আদর্শ ছাত্র ও শিক্ষক	১২. মহানবী (স.) এর অমূল্য বানী
১৩. শিশুদের জন্য ভালো পড়া	১৪. ইসলামের দৃষ্টিতে ফটো
১৫. নামাজ পড়ার নিয়ম	১৬. বিদ্যা ও বুদ্ধির কথা
১৭. দান খয়রাত ও আত্মশুদ্ধি	১৮. ইসলামে রাজনীতির কথা
১৯. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ	২০. শয়তানের ইতিহাস
২১. কিয়ামতের আলামত	২২. আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাত
২৩. দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মূল	২৪. মুসলিম জাগরণের দিনকাল

Dhaka University Institutional Repository

২৫. রূহের চিকিৎসা
২৬. পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান
২৭. পরকালের দিশারী
২৮. মসজিদের আদব
২৯. আদর্শ জীবন
৩০. তওবা ও আত্মশুদ্ধি

কবি হিসেবে ঃ

কবিত্ব তাঁর একটি সৃষ্টিগত ব্যাপার। ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা রচনা করে আসছেন। তিনি শুধু বাংলা ভাষারই কবি নন; আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায়ও রয়েছে তাঁর অসংখ্য কবিতা। তাঁর কবিতাগুলো সবই আধ্যাত্মিক পর্যায়ে রচিত। যার কারণে তিনি 'রূহানী কবি' উপাধীতে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন।

তিনি নিজে কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং পূর্বেকার বিশ্ববিখ্যাত বড় বড় কবিদের বিভিন্ন ভাষায় রচিত অনেক কাব্যের বাংলা কাব্যানুবাদ করেছেন। এ পর্যন্ত যাঁদের কবিতা বঙ্গানুবাদ করেছেন তাহলোঃ-

(ক) তাজুল আউলিয়া হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.) এর ফার্সী ভাষায় রচিত আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থ 'পান্দে নামা' এর কাব্যনুবাদ করেছেন; যা "রূহের ডাক্তার" নামে প্রকাশিত।

(খ) ইসলামী দার্শনিক কবি ড. স্যার ইকবাল (র.) কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাগরণ মুখী কাব্য 'শেকওয়াহ ও জওয়াতে শেকওয়াহ' এর কাব্যনুবাদ করেছেন; যা "মুসলিম জাগরণের দিনকাল" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

(গ) বিশ্ব পরিচিত আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম সাধক হযরত শেখ সাদী (র.) এর ফার্সী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'কারীমা' এর কাব্যানুবাদ করেছেন; যা 'শেখ সাদী ও তাঁর উপদেশ নামা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) কলিকাতা সরকারী আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক আল্লামা আমীনুল্লাহ আনছারী আজিমাবাদী (র.) কর্তৃক মহানবী (স.) এর পূণার্ঙ্গ জীবনীর উপর ফার্সী ভাষায় রচিত প্রায় দুইশত বছরের কাব্যগ্রন্থ 'কাছীদায়ে উজামা' এর কাব্যনুবাদ করেছেন; যা "কাব্য ছন্দে মহানবী (স.)" নামে ভূষিত।

(ঙ) জগত বিখ্যাত আশেকে রাসুল আল্লামা শরফুদ্দিন মোহাম্মদ বোছাইরী (র.) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত কাব্য 'কাছীদায়ে বুরদাহ' এর কাব্যনুবাদ করে পাঠকদের হৃদয়কে রওযায়ে রাসুল (স.) পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

(চ) আরবী ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফার্সী কাব্যে রচিত 'নযমে মিয়াতে আমেল' নামক কিতাবটিকে তিনি সরল ও সাবলীল আরবী ছন্দমালায় রূপায়িত করেছেন।

তাঁর রচিত ও সংকলিত পুস্তকসমুহ প্রকাশের জন্য "লিল্লাহ ফিল্লাহ দারুত্তাছনীফ" নামে একটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফকৃত। উক্ত প্রকাশনীর মাধ্যমে যে অর্থ অর্জিত হয় তা আল্লাহর পথেই ব্যয় করে যাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

তিনি চরমোনাই গ্রাম থেকে উত্তরে মক্রমপ্রতাপ এলাকায় একটি মাদরাসা, একটি মসজিদ, পাঠাগার, একটি দাওয়াখানা, একটি হিফজখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালা করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তিনি জনসাধারণের মাঝে ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য সপ্তাহে দু'দিন তাফসীর ও দারস দিয়ে থাকেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ-মাহফিল করেন কিন্তু এর বিনিময় কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মা'রেফাতের সমন্বয়ে তিনি একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। উক্ত মাদরাসায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা এসে কুরআন-হাদীসের আলোকে জীবন গড়ে খাঁটি আলেম হয়ে দেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি সমাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিরাট অবদান রেখে আসছেন। তিনি যে সকল কার্যক্রমে জড়িত আছেনঃ-

১.সম্পাদক, মাসিক ইসলামী জীবন

২. প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, লিল্লাহ ফিল্লাহ দারুত্তাছনীফ

৩ প্রতিষ্ঠাতা, দক্ষিণ ইছাগুর হাফেজী মাদরাসা

৪ প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, মদীনাতুল উলুম মাদরাসা

৫. প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, মক্রমপ্রতাপ বাইতুন নূর জামে মসজিদ

৬.প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, লিল্লাহ ফিল্লাহ প্রকাশনী

৭.প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও ওস্তাদ, ভ্রাম্যমান লিল্লাহ ফিল্লাহ মাদরাসা

৮. প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আল মঈন ফাউন্ডেশন, আল মঈন পাবলিক লিঃ, আল মঈন ডেপেলপমেন্ট।

৯. প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

১০. প্রতিষ্ঠাতা , মোস্তফা মাকাম মাদরাসা ও মসজিদ

১১. প্রতিষ্ঠাতা, মদীনাতুল উলুম পাঠাগার

১২. প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক, রহমাতী চিকিৎসালয়

১৩. পেশ ইমাম ও খতীব, বাইতুন নূর জামে মসজিদ, মক্রমপ্রতাপ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খতিব/ ইমামদের অবদান

১.হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.)

২. হযরত মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী (র.)

৩. হযরত মাওলানা এনায়েতুর রহমান (র.)

৪.হযরত মাওলানা শরাফ উদ্দিন বেগ

৫.হযরত মাওলানা মোঃ জিয়া উদ্দিন

৬.হযরত মাওলানা আবদুস সালাম

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.)
(১৮৯৭-১৯৭০)

বিংশ শতাব্দীর যে সকল ক্ষনজন্মা বুযুর্গানে দ্বীনের পরশে এ দেশের পথহারা মানুষ পেয়েছে পথের দিশা, দিকভ্রান্ত মানুষ পেয়েছে সার্বিক পথের সন্ধান, সর্বপ্রকার অসংস্কার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষ খুঁজে পেয়েছে হেদায়েতের আলোক রশ্মি তাঁদের মাঝে বরিশালের আলহাজ্জ হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) ছিলেন অন্যতম।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) ১৮৯৭ সনে বরিশাল জেলাধীন বাকেরগঞ্জ থানার বলইকাঠী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহাসিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম ছিল মৌলভী হাসান বেগ। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ইসলাম প্রচারে আরব দেশ থেকে এদেশে আগমন করেছিলেন।[২] বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী, সচেতন ও খোদাভীরু ছিলেন। অন্যান্য ছেলেদের মত তিনি খেলাধূলা, হাসি-তামাসা করা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং এসব কাজে সময় নষ্ট করার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সবসময় তিনি একাকী চলাকে পছন্দ করতেন।

প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাঃ

হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামে বিভিন্ন আলেম-ওলামাদের থেকে গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি তাজবীদসহ ছহীহ ভাবে কুরআন তিলাওয়াত, বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল ও প্রাথমিক উর্দ্দু, ফার্সী ও আরবী সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন।[৩] মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর মন দিল মক্কা মদীনার জন্য ব্যকুল হয়ে উঠে। তিনি একমাত্র আলাহর উপর ভরসা করে এতো অল্প বয়সেই একদিন মক্কা-মদীনার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে যান। বহু দেশ পাড়ি দিয়ে তিনি ইরাকের বাগদাদে পৌছেন। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করে বিভিন্ন বড় বড় ওলামায়ে কেরামদের থেকে ইলমে ফিকাহ, হাদীস, তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন।[৪] তৎকালীন সময়ে ইরাক ও বাগদাদই ছিল ইলমে দ্বীন প্রচার ও প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ মারকায।

মারেফাতের সবক গ্রহণ ও খেলাফত লাভঃ

প্রাপ্ত বয়সে হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) জ্বাহেরী ইলম অর্জন ও আমলের পাশাপাশি বাতেনী ইলম অর্জন, মারেফাত ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ওলী-আওলিয়াদের খানকায় যাতায়াত ও তাঁদের সোহবাত গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি বাগদাদে বড়পীর হযরত মাওলানা আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর খানকায় যাতায়াত শুরু করেন এবং তৎকালীন সময়ে কাদেরীয়া ত্বরীকার প্রথম সবক হাসিল করেন।[৫]

---

[১].সম্পাদনা পরিষদ, মাহমুদিয়া স্মারক, (বরিশাল; জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়াঃ ২০০৫) পৃ.-১১৬

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. . পূর্বোক্ত

[৪]. . পূর্বোক্ত, পৃ.-১১৮

[৫]. . পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়া গমন ও বিবাহঃ[১]

হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) ইরাক ও বাগদাদে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে মা'রেফাতের সবক গ্রহণ ও খেলাফত লাভের পর সিরিয়া গমন করেন। সেখানেও তিনি কয়েক বছর অবস্থান করে ইলম ও মারেফাতের ধারাবাহিকতায় আরো উন্নতি লাভ করেন। সেখানে তিনি বিবাহ করেন। দূভাগ্যজনকভাবে তাঁর স্ত্রী ইন্তেকাল করলে তিনি ২য় বিবাহ করেন। তাঁর ২য় স্ত্রীর ঘরে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় আমেনা। তাঁর মেয়ে আমেনা দ্বীন প্রচারের জন্য সর্বদা কাজ করেছেন এবং আরবেই তিনি অবস্থান করেছেনে। হযরত মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) ইরাক, সিরিয়া ও মিশরসহ আরব বিশ্বে সর্বমোট ১৮ বছর অবস্থান করেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় মাওলানা মোঃ ইয়াছিন বেগ (র.) নিজ দেশ বরিশালে ফিরে আসেন। দেশে পৌছেই তিনি ইলম ও ত্বরীকতের প্রচার ও দ্বীনি খেদমতের মাধ্যমে গোটা দক্ষিণাঞ্চলের পথহারা মানুষদের মাঝে ঈমান ও হেদায়াতের আলো বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় আত্মনিয়োগঃ

তিনি প্রথমত বলইকাঠী গ্রামের নিজ বাড়ীতে "আল কাদেরীয়া" নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন।[২] পরবর্তীতে বরিশালে চরকাউয়া মাদরাসা, মঠবাড়িয়া দাউদখালীসহ তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মাদরাসা মকতব ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে অমর হয়ে আছেন। তিনি চকবাজার জামে এবাদুলাহ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা খতিব হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ বিশাল খেদমতের গৌরব অর্জন করেন।[৩] তিনি ইলমে ফারায়েজে অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু দেশ থেকে আলেম-ওলামা তাঁর নিকট ফতোয়া ও ফারায়েজ জানতে আসতো। তিনি বরিশালের সর্বপ্রথম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া-ই মাহমূদিয়া প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি মাহমূদিয়া মাদরাসা কমিটির প্রথম সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন।

ইন্তেকাল ঃ

হযরত মাওলানা মোঃ ইয়াসিন বেগ (র.) ৭৩ বছর বয়সে ১৯৭০ সনে আমানতগঞ্জের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[৪] তাঁকে বগুড়া রোডস্থ বরিশালের কেন্দ্রীয় গোরস্তানে দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.-১১৮

২. পূর্বোক্ত,

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.-১১৯

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা বশিরুলাহ আতহারী (রহঃ)
(১৯১৫-২০০৩)

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বরিশালে আলেম-ওলামাদের আগমন ঘটে। ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের পরই মূলত মুসলমানগণ রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর থেকেই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক ব্যাপক সুদুর প্রসারী পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিদেশাগত লোকদের অবদান সবচেয়ে বেশী। এদের প্রভাবে যেসব পরিবার মুসলমান হয়ে পরবর্তীতে নিজেদেরকে দ্বীনের মুবাল্লিগ হিসাবে উৎসর্গ করেছেন আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও কম নয়। এঁদের কাজ ছিলো দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের। ওয়াজ-মাহফিল, মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণসহ বই পুস্তক তথা ইসলামী সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাঁরা কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন। বরিশালে ওয়াজ-মাহফিল, মসজিদ-মাদরাসার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখেন নোয়াখালীর আলেমগণ। নোয়াখালীর আলেমগণই এ এলাকার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে জনগণকে ইসলামের পথে আনেন।

মাওলানা বশিরুলাহ আতহারী সেই নোয়াখালীরই একজন। যিনি বরিশালে এসে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন।

জন্ম ও পরিচয় ঃ [১]

নোয়াখালী জেলার সদর থানার করমগঞ্জ গ্রামের এক দ্বীনি পরিবারে ১৯০৫ খ্রীঃ মোতাবেক বাংলা ১৩১২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরা নাম আবুল মুশাররাফ মুহাম্মদ বশিরুলাহ। পরে লকব হিসাবে আতাহারী ব্যবহার করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মুহাম্মদ ফতেহ আলী। তিনি একজন নেক্কার ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মত রাবিয়া খাতুন। ৬ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। তাঁর সব ভাইয়েরাই আলেম ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ[২]

পারিবারিক শিক্ষা লাভের পর কোম্পানীগঞ্জ থানার বসুরহাট ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার ১ম শ্রেণী থেকে ফাযিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি ১৯৩০ সনে দাখিল, ১৯৩২ সনে আলিম এবং ১৯৩৪ সনে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করেন। দীর্ঘ বছর পর ১৯৪৪ সনে তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৬ সনে হাদিসে কামিল পাস করেন। ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীনের পর কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি সেখানে ফিকাহ গ্রুপে ভর্তি হন। কিন্তু অসুস্থতার দরুন পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেও কৃতকার্য হতে পারেননি।

ফাযিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর তিনি রাজশাহী গমন করেন। প্রথমে তিনি রাজশাহী শহরের একটি বালিকা মাদরাসায় হেড মৌলভী পরে রাজশাহী হাই মাদরাসা আরবী শিক্ষক হিসাবে কয়েক বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি রাজশাহীর সাহেব বাজার মসজিদের ইমাম হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৬ বছর তিনি সেই মসজিদের ইমাম ছিলেন।

---

১. মোঃ জাহাঙ্গীর ওবাইদুল্লাহ ,মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারীর জীবনী,(বরিশাল; ফোরকানিয়া লাইব্রেরী; ১৯৯৫) পৃ.-০৪

২. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল আগমণ ঃ

১৯৪৭ সনে দেশ বিভক্তির অল্পকাল পরই মাওলানা আতাহারী দ্বীন প্রচারে উদ্দেশ্যে সফরে বেরিয়ে পড়েন। সফরের এক পর্যায়ে ১৯৪৯ সনের জুলাই মাসে তিনি বরিশালে আসেন।[১] বরিশালে এসে তিনি বগুড়া রোডের জনৈক আবদুল গনি সাহেবের বাসায় ওঠেন (তিনিও নোয়াখালীর বাসিন্দা ছিলেন)। সেখানে থেকেই বরিশালের গ্রামে-গঞ্জে সফর করে ওয়াজ-মাহফিলে বক্তব্য রাখতেন। ঐ বছরই শব-ই-বরাত উপলক্ষে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলে যোগ দিতে তিনি বরিশাল শহরের জামে কশাই মসজিদে আসেন। সেখানে বরিশালের তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জনাব ইসমাইল চৌধুরী, জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী, জনাব এরশাদ আলী হাজী প্রমুখের সাথে মাওলানার পরিচয় ঘটে। সেই অনুষ্ঠানেই মসজিদের তৎকালিন ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ সালেহ সহ উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ মাওঃ আতাহারীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওয়াজ-নসিহত শুনে মুগ্ধ হন, তারা মাওলানাকে কশাই মসজিদের ইমাম হবার আমন্ত্রণ জানান। মাওলানা প্রথমে তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও প্রস্তাবকারী তাঁর কোন কথাই শুনতে রাজী হননি। তারা তাঁকে মসজিদের ইমাম বানানোর গভীর আগ্রহ পূনর্ব্যক্ত করলে মাওঃ আতাহারী সার্বিক দিক চিন্তা ভাবনা করে ইমামতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২]

১৯৪৯ সনের ১ সেপ্টেম্বর তিনি জামে কশাই মসজিদের ইমাম হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। কমিটি তাঁর জন্য মাসিক ১শ টাকা বেতন ধার্য্য এবং মসজিদেরই একটি রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

জামে কশাই মসজিদ পূনঃনির্মাণ ঃ[৩]

মাওঃ বশিরুল্লাহ আতাহারী যখন কশাই মসজিদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন মুলত মসজিদটি কয়েকটি ছোট ছোট রুমের সমষ্টিতে ভাঙাজোরা একটি একতলা দালানের মতো ছিলো। ইমামের দায়িত্বের পাশাপাশি মাওলানাকে এর যাবতীয় কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি এর দায়িত্ব পাবার সাথে সাথেই কমিটির ভরসায় বসে না থেকে রুগ্ন ইমারত ভেঙ্গে পূণঃনির্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রি ঠিক করে মসজিদটি ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। তখন মসজিদের তহবিলে ৬৬২২ টাকা ৬ পয়সা ক্যাশ ছিলো। এ সময় কমিটির মুরুব্বী ও জমিদার ইসমাঈল চৌধুরীসহ অনেকেই এতো অল্প টাকা হাতে নিয়ে মসজিদ ভাঙ্গার ব্যাপারে আপত্তি জানালে মাওলানা সাহসিকতার সাথে তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে মসজিদ সংস্কারের কাজে হাত দেন এবং তিনি ১শ টাকায় ১টি বোট ভাড়া করে বরিশালের গ্রামে-গঞ্জে থেকে মসজিদের জন্য টাকা কালেকশন করে মসজিদটি পুণঃগঠন করেন।

প্রথা বিরোধী সাহসী ইমামঃ

ইমামরা ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী। থাকবেন ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে। কিন্তু ইমামদের যেখানে তাঁবেদারী বা জী হুজুরগিরির মতো অবস্থা কিংবা যেখানে কর্মের স্বাধীনতা নেই সেখানে ইসলাম বা সমাজের চিত্র ভিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মাওঃ আতাহারী ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কমিটির তাবেদারী করেননি। জী হুজুরগিরি ছিলো তাঁর স্বভাব বিরোধী। কমিটিই যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব তাঁর উপর সোপর্দ করেছিলো। ১৯৪৯ সনে তিনি মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী ও জনব আলহাজ্ব এরশাদ আলী সহ কমিটির সকল সদস্য মাওলানাকে মসজিদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, হুজুর আপনি মসজিদের এবং আমাদের দায়িত্বশীল। মসজিদের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আপনার। আমাদের কাছে আপনার কিছুই

---

[১]. মোঃ জাহাঙ্গীর ওবাইদুল্লাহ ,মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারীর জীবনী,(বরিশাল; ফোরকানিয়া লাইব্রেরী; ১৯৯৫) পৃ.-০৪

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করতে হবেনা বরং আমরাই আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজকর্ম পরিচালনা করবো। মাওঃ আতাহারী সেই থেকে মসজিদের সমস্ত দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তিনি তাঁর মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতার বলে সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরো দক্ষিণাঞ্চলে তিনি ছিলেন আলেমদের মধ্যমনি।

নামায ও তিলাওয়াত ঃ

মাওলানা আতাহারী নামায পড়াতেন খুব ধীরস্থিরভাবে। কোনো তাড়াহুড়ো ছিলোনা তাঁর নামাযে। শর্টকাট নামায তিনি পড়াতেন না। যোহর বা আসরের চার রাকায়াত নামায পড়াতে তার সময় লাগতো ৭/৮ মিনিট। তাঁর নামাযে খুশু-খুযুর ভাব সর্বদা বিরাজ করতো। তিনি ছিলেন সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। তারতিলের সাথে তিনি কিরাত পড়তেন। তাঁর কিরাত ছিলো মনোমুগ্ধকর। মুক্তাদিরা তাঁর কিরাত শ্রবণে তৃপ্ত হতেন। সর্বোপরি তাঁর নামায ছিলো কলেমা তাইয়্যেবার ওয়াদা মতো চলার বাস্তব ট্রেনিং। একটি জীবন্ত নামাজ!

খুত্‌বা ঃ

মাওলানা আতাহারী জুম্'আ বারে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন। তিনি জুম'আর খুতবায় ইসলামের হুকুম-আহকাম, মাসয়ালা-মাসায়েল গুরুত্বসহকারে মুসুল্লীদের সামনে তুলে ধরতেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পরিবার পরিজন তথা পারিবারিক জীবনসহ কুরআন হাদীসের যাবতীয় বিধি বিধান, মানুষের প্রতি মানুষের হক, আল্লাহর হক ইত্যাদি তিনি তাঁর খুতবায় উপস্থাপন করতেন। মাওলানা জুম'আর খুত্‌বায় নিজের লেখা বক্তব্য আরবী ভাষায় পেশ করতেন এবং মূল খুত্‌বার আগে বাংলায় চমৎকার ভাষণ দিতেন। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমসাময়িক ঘটনাবলী তিনি খুত্‌বায় তুলে ধরতেন এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে এর সমাধান ব্যাখ্যা করতেন। এককথায় তার খুত্‌বা ছিল পরিপূর্ণ। কোন কিছুই এ থেকে বাদ পড়তোনা।

ইমামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ঃ

পাকিস্তান আমলে একবার বরিশালের তৎকালীন এডিশনাল জজ তার সার্কিট হাউজস্থ বাসভবনে এক দোয়ার মাহ্‌ফিলে মাওঃ আতাহারীকে দাওয়াত দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নেবার জন্য জজ সাহেবের চাপরাশিকে মাওলানার কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু মাওলানা চাপরাশির সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান। জজ সাহেব ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। তিনি মাওলানার না যাবার কারণ অনুধাবন করে মুহূর্ত দেরী না করে নিজে এসে মাওলানাকে তার বাসায় নিয়ে গেলেন।[১] চাপরাশির সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মাওলানা অহমিকার পরিচয় দেননি, তার পদমর্যাদার অবমূল্যায়নও করেননি বরং সরকারী কর্মকর্তাদের চেয়ে একজন ইমামের মর্যাদা কোনো অংশেই কম নয় বরং বেশী সেটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন।

ওয়াজ মাহফিল ঃ

ছাত্রজীবন থেকেই মাওলানা আতাহারীর উদ্দেশ্য ছিলো দ্বীনের মুবালিগ হওয়া। ইমামতির পাশাপাশি দ্বীনের দাওয়াত দানের জন্য তিনি দূরদুরান্তে ছুটেছেন। জীবনে অংসখ্য মাহফিলে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। বৃহত্তর বরিশালের এমন কোন জনপদ নেই যেখানে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তিনি যাননি। দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং কসাই মসজিদের নির্মাণ কাজকে সামনে রেখে তিনি মাহফিলের কর্মসূচী হাতে নিতেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সুললিত কণ্ঠের অধিকারী বানিয়েছিলেন। তিনিও আল্লাহর এই নিয়ামতের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। মাওলানা আতাহারী কাল্পনিক বা অবাস্তব কোন কথা-বার্তা বলতেন না। কঠিন

---

[১] পূর্বোক্ত,পৃ.-২৩

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় তিনি ওয়াজ করতেন না। তিনি বক্তৃতা করতেন সহজ-সরল এবং জনগণের বোধগম্য ভাষায় যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করতো।

সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার কার্যক্রম ঃ

সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারে মাওলানা আতাহারীর অবদান অসামান্য। শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সহায়তা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় আর্থিক সাহায্য, চিকিৎসা সহায়তা, লাশ দাফন-কাফনে সহায়তা, জানাযা পড়ানো, গরীবদের বিয়েতে সাহায্য, ইয়াতিম, মিসকিন, ঋণগ্রস্থসহ দুঃখী দরিদ্রদের সাহায্য দেয়া সহ সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কারে তিনি অকৃপন হস্তে দান করেছেন এবং উদার মনে কাজ করেছেন। সহযোগিতা গ্রহণের মানসে কেউ মাওলানার শরণাপন্ন হলে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। সাহায্য প্রার্থী কোন ব্যক্তির মাওলানার কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে ফিরে যাবার রেকর্ড নেই। ব্যক্তিগত তহবিলে অর্থ না থাকলে মসজিদের মুসুল্লীদের কাছ থেকে সাহায্য তুলে সাহায্য প্রার্থীদের দিতেন।

তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে বরিশাল অঞ্চলের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯৫১-৫২ সনে চরকাউয়া আহমদিয়া ফাযিল মাদরাসা কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[১] বরিশাল শহরের অপর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া হোসাইনিয়া মাদরাসা এবং জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া মাদরাসা কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ার পেছনে তিনি ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রচুর দেশী-বিদেশী দান-অনুদান সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বরিশাল শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত লেচুশাহ আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠায়ও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। লেচুশাহ মাদরাসার জায়গায় এক সময় ভন্ড ফকিরেরা অনৈসলামিক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকতো। মাজারকে কেন্দ্র করে ভন্ড ফকিরেরা ইসলামের মূলোৎপাটন শুরু করলে মাওলানা আতাহারী ঈমান বিধ্বংসী এই কার্যকলাপ থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য মাজারের পাশে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় ভন্ড ফকিরদের উচ্ছেদ করে লেচুশাহ মাদরাসা কায়েমে সক্ষম হন।[২]

এছাড়াও মাওলানা বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত যাকাত বোর্ডের সদস্য ছিলেন। এই বোর্ডের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য দুঃখী-দরিদ্র মানুষের সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইন্তেকাল ঃ

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা বশিরুল্লাহ আতাহারী শেষ বয়সে বরিশাল থেকে নিজ বাড়ী নোয়াখালীতে অবস্থান করেন। তিনি ২০০৩ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.-৪৩

২. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মির্জা মোঃ এনায়েতুর রহমান বেগ (র.)

(১৮৩৯-১৯৮৮)

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অসংখ্য মাদরাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রসারে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের মধ্যে আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মির্জা মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান বেগ আল কাদরী (র.) ছিলেন অন্যতম।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মির্জা মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান বেগ আল কাদরী (র.) বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানাধীন বলইকাঠী গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে ১৯৩৯ সনের ১৭ এপ্রিল মোতাবেক ১৩৪৬ সালের ১লা বৈশাখ সোমবার সুবহি সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন বেগ আল কাদরী (র.)। তিনি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের একজন বিখ্যাত পীর ও বুজুর্গ ব্যক্তি।

পারিবারিকভাবে সম্ভ্রান্ত আলেম বংশের সন্তান হিসেবে ধর্মীয় পরিবেশেই তিনি বড় হতে থাকেন। কুরআন শরীফ ও জরুরী মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা নিজের পরিবারেই গ্রহণ করেন এবং নিজ এলাকার মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনঃ

বরিশাল শহরের আমানতগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাহমূদিয়া মাদরাসায় শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। এ মাদরাসা হতে তিনি সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[২] কুরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেও তিনি জ্ঞানের অতৃপ্ততার যাতনা অনুভব করেন। তিনি 'বাংলার দেওবন্দ' নামে খ্যাত চট্রগ্রাম দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ছুটে যান। ১৯৬০ সনে সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।[৩]

ইলমে মা'রেফাত শিক্ষাঃ

শরীয়তের ইলম শিক্ষা সমাপ্ত করে মা'রিফাত শিক্ষা গ্রহণে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় পিতা ওলীয়ে কামেল মোঃ ইয়াছিন বেগ আল কাদরীর (র.) হাতে বয়াত গ্রহণ করে মারেফাতের শিক্ষা ও অনুশীলন শুরু করেন।[৪] অল্পকালের মধ্যেই তিনি চারি তরীকায় পূর্ণ কামালিয়াত হাসিল করেন। এরপরে স্বীয় পিতার নির্দেশে দ্বীন প্রচারে মনোনিবেশ করেন। অতি অল্প সময়েই সর্বগুণে গুণান্বিত আবেদ, আলেম, ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁর নাম দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, মাহমুদিয়া স্মারক, (বরিশাল; জামেয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়া: ২০০৫) পৃ.-১২১

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত,পৃ.-১২২

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসে বিশ্ব বিখ্যাত ছারছীনা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মাদ সালেহ (র.) এর কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[১] এরপর তাঁর জীবনে বহুমূখী চেতনার বিকাশ ঘটে। একদিকে স্বীয় পিতার দীক্ষা অন্যদিকে যুগশ্রেষ্ঠ ওলী শ্বশুরের নেক ফায়েজে তিনি সহসাই আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চস্তরে পৌঁছে যান।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণঃ

পিতা ও শ্বশুরের দিক থেকে খিলাফত লাভ করে মাওলানা এনায়েতুর রহমান বেগ (র.) বরিশাল অঞ্চলের বিভিন্ন মাদরাসায় দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষাদান করতে থাকেন। ১৯৭২ সনে তিনি বরিশাল মাহমূদিয়া মাদরাসার সহ-মোহতামিম হিসেবে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তিনি মাদরাসার কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২] তাঁর কর্মজীবনে ইসলামের অসংখ্য খাদেম, মুবাল্লিগ, হাফেজ, আলিম ও ক্বারী তৈরী করেছেন। তিনি ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৭৮ এবং ১৯৮৭ সনে মোট চারবার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ইরাক, মিশর পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশ সফর করেন।[৩] তিনি ১৯৭৫ সনে বাগদাদে বড়পীর হযরত মাওলানা আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর মাযার শরীফে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তৎকালীন ইরাকের বড়পীর ও বড়পীর সাহেবের মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা ইউসুফ জিলানী (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কর্তৃক খিলাফতপ্রাপ্ত হন।

মাদরাসার শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি দেশের বহু অঞ্চলে ব্যাপক সফর করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিভিন্ন এলাকায় তিনি বহু মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর উলেখযোগ্য গ্রন্থসমুহ হলঃ[৪]

(১) কুরআন কি ও কেন

(২) ঈদ মেবারক

(৩) রমজানুল মোবারক

(৪) মুহররম ও শবে বরাত

খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালনঃ

তিনি ছিলেন একজন দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম। দেশের বিভিন্ন এলাকায় সফর করে দ্বীন প্রচার করে মুসলমানদেরকে ইসলামের পথে আনয়নে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭০ সনে পিতার ইন্তে কালের পর বরিশাল শহরের চকবাজার জামে এবাদুল্লাহ মসজিদের পেশ ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫] খতীব হিসেবে তিনি বরিশালের বহু মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জুমআ'র আলোচনায়

---

[১]. পূর্বোক্ত,পৃ.-১২৩

[২]. পূর্বোক্ত,

[৩]. পূর্বোক্ত,

[৪]. পূর্বোক্ত,

[৫]. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। মসজিদের সাথেই তাঁর একটি কামরা ছিল, সেখানে তিনি সাধারণ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন। ১৯৮৮ সনের ১১ ই অক্টোবর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ মসজিদের খতীব হিসেবে খেদমত করে গেছেন।

সমাজসেবা ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমঃ

ইমামতির পাশাপাশি তিনি আর্তপীড়িতদের সেবা ও বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। একজন বুযুর্গ আলেম ও দ্বীনের খাদেম হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন ছিল অনেক উর্ধ্বে। তিনি দক্ষিণাঞ্চলে শিরক ও বিদয়াতের উচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ছারছীনা দরবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার সুবাদে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট অবদান রাখতে পেরেছিলেন। তিনি মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন এলাকায় বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল চালুর মাধ্যমে এ দেশে ইসলামী শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

ইন্তেকাল ও দাফনঃ

১৯৮৮ সনের ১২ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা যাত্রাপথে লঞ্চে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৩ সেপ্টেম্বর রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮:৩৫ মিনিটের সময় ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বরিশালে বগুড়া রোডে কেন্দ্রীয় গোরস্তানে তাঁর পিতা-মাতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।[১]

---

[১]. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শরফ উদ্দিন
(জন্ম-১৯৩১)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে মসজিদকেন্দ্রিক ভুমিকা পালন করে যাঁরা দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন, মাওলানা শরফ উদ্দিন সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

মাওলানা শরফ উদ্দিন ১৯৩১ সনের ১৫ই জানুয়ারি বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানাধীন বলইকাঠী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলভী নাজির আহমেদ বেগ। তিনি একজন পরহেযগার আলেম ছিলেন। অনেককে তিনি আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন।

এক বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মা ও ভাইদের তত্ত্বাবধানে বড় হতে থাকেন। সাত বছর বয়সে তাঁর মাতাও ইন্তেকাল করেন। এ পর্যন্ত তিনি নিজ এলাকায়ই ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি দ্বীনি পরিবেশে গড়ে উঠেন। পিতা মাতা মারা যাবার পর তাঁর চাচা জনাব হাসান বেগ তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন এবং মৃত্যুর সময় তাঁকে তদারকীর জন্য মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) কে দায়িত্ব দিয়ে যান। ৭ বছর বয়সে এক মারাত্মক কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। বরিশালে জনৈক ডাক্তার তাঁকে এ রোগের জন্য 'কালপিন' জাতীয় ঔষধ দিলে ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ২০টি দাঁত পড়ে যায়।

শিক্ষা জীবনঃ

বাল্যকালে তাঁদের বাড়ীতে থাকা নোয়াখালী নিবাসী মৌঃ আবদুল লতিফের কাছে এবং বলইকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার মোঃ চাঁন শরীফের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪১ সনে তিনি আমানতগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণী পাস করেন। এরপর তিনি চারকাউয়া আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৪৬ সনে তিনি দাখিল(পাঞ্জম) পাস করেন। এরপর তিনি জামেয়া ইসলামিয়া মাহমূদিয়ায় ভর্তি হন। ১৯৫০ সনে তিনি উক্ত মাদরাসা হতে ছুয়ুম পাস করেন। ১৯৫১ সনে তিনি কুমিল্লার শিবগঞ্জ মাদরাসায় ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫২ সনে তিনি দিল্লির মুফতি মাওলানা কেফায়াতুলাহ (র.) এর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় আমিনিয়ায়ে

---

* গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাত গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-১০/১১/২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৩ সনে তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর ডিস্ট্রিকে অবস্থিত জামেয়া মোজাহেরুল উলুম থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ

১৯৫৭ সনে লাহোর মিলিটারী হেড কোয়ার্টার্স সদর দপ্তর থেকে মোজাহেরুল উলুম মাদরাসার প্রিন্সিপালের নিকট একজন বিজ্ঞ খতীব (রিলিজিয়াস টিচার্স) প্রদানের জন্য আবদেন করলে মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা শরফ উদ্দিন সাহেবকে সেথায় প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি কাজী (ম্যারেজ রেজিস্ট্রার) ও কাডেটের আরবী ও ইসলামের ইতিহাসের টিচার ছিলেন। ১৯৫৭ সনে শেষের দিকে তিনি সরকারের তত্ত্বাবধানে দুবাই, মাস্কাট, বাহরাইন, কুয়েত, ইরান, ইরাক, বসরা, বাগদাদ, কারবালা, কুফা, বাইতুল মুকাদ্দাসসহ নবী করিম (স.) এর সময়কার যুদ্ধের স্থানসমুহ সফর করেন। এরপর তিনি মদীনা মনোয়ারায় যান এবং পরে মক্কায় গিয়ে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে আবার লাহোরে ফিরে আসেন।

১৯৫৮ সনে তাঁকে পরিবারের পক্ষ থেকে দেশে আসার আহবান জানালে তিনি নিজ দেশ বরিশালে চলে আসেন। বরিশালে এসে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম চাখারের সলিয়া-বাকপুর দারুল উলুম মাদরাসার সুপার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬০ সনে তিনি বরিশাল অঞ্চলের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ইয়াছিন বেগ (র.) এর পরামর্শক্রমে বরিশাল স্টীমার ঘাট জামে মসজিদের ইমাম হিসেবে যোগদান করেন এবং অদ্যবদি তিনি এ মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ভুমিকা রেখে যাচ্ছেন।

সামাজিক কার্যক্রমঃ

মসজিদের ইমামতির পাশাপাশি তিনি সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখছেন। তিনি বরিশালের জাতীয় ঈদাগাহের খতীব, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বরিশালের যাকাত বোর্ডের সদস্য, জাতীয় চাঁদ কমিটির সদস্য, জামেয়া ইসলামীয়া মাহমূদিয়ার গভর্ণিং বডির সভাপতি, জামেয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়ার মজলিশে শুরার সভাপতি এবং বরিশাল লেচুশাহ মাদারাসা ও জামে এবাদুলাহ মসজিদের মাহফিল কমিটির সভাপতি, বরিশাল আল কুরআন সোসাইটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা হাফেজ মোঃ জিয়াউদ্দিন আনোয়ারী (জন্ম-১৯৪৬)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে খোদ বরিশালে জন্মস্থান না হলেও বরিশালে যাঁরা মসজিদকেন্দ্রিক ভুমিকা পালন করে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন, মাওলানা জিয়া উদ্দিন আনোয়ারী সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

হযরত মাওলানা মোঃ জিয়াউদ্দিন আনোয়ারী ১৯৪৬ সনে পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার হরিণপালা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা সিরাজ উদ্দিন। তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ৫ ভাইয়ের মধ্যে ২য়। ভাইয়েরা সকলেই আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রাম হরিণপালা প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি ১৯৬১ সনে তুষখালী স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সনে তিনি মোড়েলগঞ্জ জেলার চালিতাবুনিয়া মাদরাসায় হিফজখানায় ভর্তি হন। এরপর তিনি ১৯৬৫ সনে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর সাতকাশেমিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি গোপালগঞ্জ গওহারডাঙ্গা মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৭২ সনে বরিশাল মাহমূদিয়া মাদরাসায় মেশকাত পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

কর্মজীবনঃ

১৯৭২ সনে বাগেরহাট জেলার মল্লিকের রোড হিফজখানায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ৬ মাস এ মাদরাসায় শিক্ষকতা করার পর তিনি সরাই দারুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসায় চলে আসেন এবং মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। এখানেও তিনি বেশী দিন থাকতে পারেননি। তিনি ১৯৭২ সনের ২৮ নভেম্বর বরিশাল জেলখানা মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি এর ফাকে বরিশালের একমাত্র অবৈতনিক লেচুশাহ মাদরাসায়ও ১৯৮৫ সন থেকে ২০০৬ সনের এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন।

---

* গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২৫/৩/২০০৭ইং

Dhaka University Institutional Repository

খতিব হিসেবে তাঁর ভূমিকাঃ

বরিশালে তিনি খতিবদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁর আচার-আচরণ ছিল খুবই চমৎকার। জেল খানা মসজিদের ইমাম হিসেবে প্রশাসনেও তাঁর একটি প্রভাব ছিল। তাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করতো। তিনি জুমআ'র আলোচনায় মুসুল্লীদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতেন। তাঁর আলোচনা ছিল খুবই চমৎকার। তিনি মসজিদের মুসুল্লীদেরকে সাপ্তাহিক দারসের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দিতেন।

সামাজিক কর্মকান্ড ঃ

একজন সুপরিচিত ও স্বনামধন্য আলেম ইমাম হিসেবে তিনি সমাজ সেবা ও সমাজকল্যাণ মূলক কাজের প্রতি সচেতন ছিলেন। নিজ বাড়ীতে তিনি হরিণপালা আজহারুল উলুম ইসলামিয়া কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গরীব অসহায় ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে তাদের পড়াশুনার খোজ-খবর নিতেন। বরিশাল মাহমূদিয়া মাদরাসা কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের একজন প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি ইমামদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ মূলক আলোচেনা রেখেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিচারক হিসেবে থাকতেন। ১৭ বছর ধরে তিনি বরিশাল সদর রোডে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের ব্যবস্থা করে আসছেন। এ ছাড়া বহু সংস্থার সাথে জড়িত থেকে তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা ডাঃ এম.এ সালাম

(জন্ম-১৯৬৮)*

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে মসজিদকেন্দ্রিক ভুমিকা পালন করে যাঁরা দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন, যাঁরা বিভিন্ন সামজিক কর্মকান্ড পরিচলনা করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন মাওলানা ডা.আবদুস সালাস সাহেব তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও পরিচয়ঃ

মাওলানা এম.এ.সালাম ১৯৬৮ সনের ২রা ডিসেম্বর বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার নিয়ামতি ইউনিয়নের পুর্ব মহেষপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌঃ আবদুর রব হাওলাদার তিনি আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বর্তমানে এলাকার একটি মসজিদে ইমামতি করছেন। তাঁর দাদার নাম মরহুম আবদুল গফুর হাওলাদার। ৪ ভাই ৩ বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। ভাইয়েরা সকলেই আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ এলাকায় পূর্ব মহেষপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। সেখানে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে ১৯৭৪ সনে বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।এরপর তিনি ১৯৭৯ সনে পাদ্রিশিবপুর মোহাম্মাদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৮১ সনে দাখিল পাস করেন। ১৯৮৩ সনে বিহারীপুর হোসাইনিয়া সিনিয়র মাদরাসা থেকে আলিম পাস করেন। এরপর ১৯৮৫ সনে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা থেকে ফাজিল পাস করেন। ১৯৮৭ সনে করুণা মোকামিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে হাদীস বিভাগে কামিল পাস করেন।

তিনি ১৯৮৫ সনে বরিশাল জামেয়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়ায় দাওরায়ে হাদীস বিভাগে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৯৬ সনে তিনি সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা থেকে কামিল ফিকাহ বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। ২০০১ সনে বরিশাল এ্যাপেক্স হোমিও কলেজ থেকে ডি.এইচ.এম.এস পাস করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৮৩ সনে হদুয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় আল কুরআনের উপর নূরাণী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনঃ

ফাজিল পাশ করার পর ১৯৮৬ সনে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে বাঘিয়া আল-আমিন বহুমূখী কামিল মাদরাসায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৮৮ সনে রূপাতলী-জাগুয়া বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (আরবী শিক্ষক) হিসেবে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৮৯ সনের ১ অক্টোবর বরিশাল এ.জি.এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে সেখানে কর্মরত আছেন।

---

* গবেষক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ-২৫/৩/২০০৭ইং

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম হিসেবে কার্যক্রমঃ

ছাত্রাবস্থায়ই তিনি মসজিদ কেন্দ্রিক ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৮৫ সনে বরিশাল শহরে কাউনিয়া আকন বাড়ী জামে মসজিদে তাঁর ইমামতি শুরু হয়। সেখান থেকে ১৯৮৮ সনে জুন মাসে বাইতুন নুর জামে মসজিদের খতিব হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সনের জুলাই মাসে সেখান থেকে কাউনিয়ার শাহী মসজিদে যোগদান করেন। ১৯৯৫ সনে তিনি রূপাতলী বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদে পেম ইমাম হিসেবে যোগ দেন। সেখান থেকে তিনি সড়ক ও জনপদ মসজিদে ১৯৯৭ সনের ১ লা অক্টোবর খতিব হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ১১ বছর ইমামতি করেন এবং ২০০৬ সনের নভেম্বর মাসে তিনি রূপাতলী বাইতুল মোকাররম জামে মসজিদে যোগদান করে অদ্যবধি খতিব হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

ইমাম ও খতিবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি সারগর্ভ বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামকে সহজভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। মসজিদের বারান্দায় শিশুদের জন্য কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি কুরআন শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ইমাম হিসেবে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৮ ও ২০০৩ সনে বরিশাল জিলা, বরিশাল বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হন।

এ ছাড়াও মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প এর অধীনে ২০০৬ সনে তিনি বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম নির্বাচিত হন।

বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণঃ

(১) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, খুলনা জোন থেকে ১৯৮৭ সনে 'ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স' এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

(২) ১৯৮৭ সনে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর অধীনে "অগ্নি নির্বাপন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৩) ১৯৮৯ সনে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর অধীনে "ইমাম প্রশিক্ষণ রিফ্রেসার্স কোর্স" সম্পন্ন করেন।

(৪) ১৯৯৬ সনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে "শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও শ্রেণী কক্ষে নতুন শিক্ষাক্রম সফল বাস্তবায়ন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

(৫) ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইনিস্টিটিউট (বারটন) এর অধীনে "ফলিতপুষ্টি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স" সম্পন্ন করেন।

(৬) ২০০০ সনে তিনি কারিতাসের উদ্যোগে "শিক্ষার মূল্যায়ন " বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৭) বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের উদ্যেগে ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনি ২০০০, ২০০১ ও ২০০৩ সনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৮) ২০০১ সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে " পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক" প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৯) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০১ সনে "ইসলাম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স" এ অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের অধীনে ২০০১ সনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ২০০৩ সনে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ২০০৬ সালে রিফ্রেসার্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

(১১) ২০০৩ সনে দূর্যোগ ব্যবস্থপনা ব্যুরোর অধীনে "শিক্ষকদের জন্য দুর্যোগ অবহিতকরণ কর্মসূচী' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

(১২) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (বি.ই.এল.এ) এর উদ্যোগে ২০০৫ সনে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক আইন" বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

(১৩) ২০০৫ সনে উদ্দীপন ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যেগে "নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

(১৪) দি এশিয়ান ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে ২০০৬ সনে "লিডারস আউটারিচ ওরিয়েন্টেশন" কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ।

বিদেশ ভ্রমনঃ

(!) মানব সম্পদ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ধর্মমন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় UNFPA এর অর্থায়নে ২০০৪ সনে তিনি ইরান, কাতার, দুবাই শিক্ষা সফর করেন।

(!!) উদ্দীপন কম্পিয়েট প্রজেক্ট এর আওতায় নারী ও শিশু পাচার রোধে সন্তোষজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ USID এর অর্থায়নে ২০০৬ সনে "আন্তর্জাতিক এশিয়ান মুসলিম নেটওয়ার্ক (আমান) সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে জার্কাতায় বাংলাদেশের ১০ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি টীমের সাথে যোগদান করেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড ঃ

তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা ও সামজিক কর্মকান্ডে জড়িত আছেন। এনডোজল হেলথ ও নারীর অধিকার, এফ.পি.এ.বি. আভাস, উদ্দীপন প্রভৃতি সমাজসেবামূলক N.G.O এর কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন। তিনি রূপাতলী আজিজিয়া হাফেজিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি বরিশাল জেলার সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন বরিশাল জেলার নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি বরিশাল জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ধর্মীয় শিক্ষক সমিতি বরিশাল জেলার সাধারণ সম্পাদক, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী বরিশালের খন্ডকালীন প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ বেতার বরিশালের ধর্মীয় কথক, বরিশাল জেলা চাঁদ দেখা কমিটির নির্বাহী সদস্য সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে তিনি জড়িত থেকে বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বরিশালের দৈনিক পত্রিকায় ধর্মীয় বিষয়ে নিয়মিত লিখছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় তাফসীর মাহফিলে আলোচনা করছেন।

তিনি ২০০১ সনে থেকে হোমিও চিকিৎসা শুরু করেন এবং আল মদিনা হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। বর্তমানে তিনি নিজ বসভবন রূপাতলী ধান গবেষণা রোডে 'জাহানারা মঞ্জিলে' হোমিও চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পীর-আওলিয়াদের অবদান

(১) হযরত মল্লিক দূধ কুমার (র.)

(২) হযরত সৈয়দ কুতুব শাহ (র.)

(৩) হযরত দাউদ শাহ (র.)

(৪) হযরত সৈয়দ আহমেদ ফকির (র.)

(৫) হযরত গজনী শাহ (র.)

(৬) হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.)

(৭) হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.)

(৮) হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.)

(৯) হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (র.)

(১০) হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.)

(১১) হযরত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (র.)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মল্লিক দুধ কুমার (র.)

মোগল আমলের পীর আউলিয়াদের মধ্যে হযরত দুধ মল্লিক অন্যতম। তার প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তবে তার নাম হযরত মালিক হতে পারে।[১] মালিক হতে মল্লিক হয়েছে। তিনি ইয়েমেনের বাদশাহর ২য় পুত্র ছিলেন।[২] বাদশাহর সাত পুত্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। ২য় পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৬-১৬২৭) গৌরনদী থানার কসবা গ্রামে ইসলাম প্রচার করতে আসেন।[৩] সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোন এক প্রতিনিধি কসবায় হযরত দুধ কুমারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর হযরত দুধ কুমারের মাজারের জন্য ১৬ দরুন ১৩ কানি লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন। এজন্য কসবার এক নাম লাখেরাজ কসবা।[৪] মাজারের খাদেম শাহ বংশ দাবী করেন যে, তারা পীরের সাথে কসবায় আগমন করে। মাজারের খাদেম হিসাবে তারা লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। শাহ বংশের বর্তমান ১৩ পুরুষ চলছে। সে হিসাবে দেখা যায় যে, হযরত দুধ মল্লিক সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে কসবায় আগমন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত লাখেরাজ তাম্রলিপি কসবার কাজীদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

হযরত দুধ কুমার (র.) দীর্ঘদিন ধরে বরিশাল- ফরিদপুরে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। শত শত অমুসলমান তার নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একমাত্র গাভীর দুধ খেয়ে বেঁচেছিলেন। এজন্য তাঁর নাম হয় দুধ কুমার।[৫] গোয়ালিয়া দীঘির পারে অনেকগুলো গাভী ছিল। গভীর রাতে গাভীগুলো হযরত মল্লিক দুধ কুমার (র) কে দুধ খাওয়াতে আসতো। তাঁর কয়েকটি প্রিয় কড়ি ছিল। রাতে কড়িগুলো দুধ খেয়ে দীঘিতে চলে যেত। মাজারে বর্তমানে একটি মৃত্যু বড় কড়ি রয়েছে।[৬]

বর্তমানে হযরত মল্লিক দুধ কুমার (র) এর মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন কসবার কাজী ও শাহ বংশ। এ দু বংশের উত্তরাধিকারীরা পর্যায়ক্রমে পীর সাহেবের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারণ করে রেখেছেন। প্রতি বছর মাজারে ওরশ পালিত হয়।

---

১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ,বরিশালের ইতিহাস(বারশাল; বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ;১৯৮২) পৃ.-২৮৩

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত,পৃ.২৮৪

৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সৈয়দ কুতুব শাহ্ (র.)

হযরত সৈয়দ কুতুব শাহ (র) বরিশালের পীর আউলিয়াদের মধ্যে সবচেয়ে সু-পরিচিত, তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের উজির উলফৎ গাজীর বংশধর। খুব সম্ভব তিনি উলফৎ গাজীর পুত্র ছিলেন।[১] তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হতে সরকার বাকলায় নাজিরপুর পরগণায় জমিদারী লাভ করেন।[২] সৈয়দ কুতুব শাহ মূলাদী থানার তেরচর গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তিনি বরিশাল, মাদারীপুর ও বাগেরহাটে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তিনি অনেক দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদগুলো ছিল ইসলাম প্রচারের নিদর্শন। তিনি তেতুলিয়া গ্রামে মীরের মসজিদ নির্মাণ করে এক স্মৃতি রেখে গেছেন।

তেরচর নদী ভাঙ্গনের সম্মুখীন হলে সৈয়দ কুতুব শাহ (র.)নলচিড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ছবি খাঁ তাঁর সমকালীন। তিনি কুতুব শাহের গুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন।[৩] সৈয়দ কুতুব শাহ (র.)নলচিড়া মিয়া বাড়ীতে একটি মসজিদ নির্মাণ ও দীঘি খনন করেন।[৪] তিনি কৃষ্ণ পাথরের উপর হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাঁর সময়ের পাথরের খোদাই করা কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও হাতের লেখা একখানা কুরআন শরীফ আছে। কুরআন শরীফ খানা মিয়া বাড়ীর সিন্ধুকে রক্ষিত আছে।[৫] প্রতি বছর ফাল্গুনের পূর্ণিমায় মাজারে মেলা ও ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

---

১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ,বরিশালের ইতিহাস(বারশাল; বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ;১৯৮২) পৃ.-২৮৫

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত,পৃ.-২৮৬

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সৈয়দ আহ্‌মেদ ফকির (র)

মোগল আমলে হযরত সৈয়দ আহমেদ ফকির নামে একজন পীর আবর দেশ থেকে বণিকদের সাথে চট্টগ্রামে বন্দরে আসেন।[১] সৈয়দ আহমেদ ফকির বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের (বরিশালের পূর্ব নাম) সুখ্যাতি শুনে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেন। চট্টগ্রাম থেকে তিনি নৌপথে বাকলায় (বরিশালের পূর্ব নাম) আসেন।[২] তিনি বানারীপাড়াকে ইসলাম প্রচারের জন্য বেছে নেন। তখন বানারীপাড়ার অধিকাংশ এলাকা সুন্দরবনে আবৃত ছিল।[৩] হযরত সৈয়দ আহমেদ ফকির এ এলাকার এক জঙ্গলে আরাধনা শুরু করেন। তাঁর গুনে মুগ্ধ হয়ে শত শত মুরীদ জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আহমেদের নাম অনুসারে নতুন জনপদের নাম হল সৈয়দকাঠী।[৪] তিনি একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি সৈয়দকাঠীতে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর নির্মিত মসজিদ হতে গ্রামের নাম মসজিদ বাড়ী হয়েছে।[৫] পানীর জলের কষ্ট নিবারনের জন্য তিনি কয়েকটি দীঘি খনন করেন।

১৯০৩ সালের জরিপের বিবরণে দেখা যায় হযরত সৈয়দ আহমেদ ফকির (র) প্রথম এ অঞ্চল আবাদ করেন।[৬] তাঁর বংশধর সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ও সৈয়দ ক্রোশের নামে লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে জনৈক লক্ষীকান্ত তাঁদের সৈয়দকাঠী থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং জমিদারী কেড়ে নেয়। এরপর সৈয়দ আহমেদের বংশধরগন টাঙ্গুখাঁর আশ্রয়ে লবনসারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আব্দুল হাকিম তার শিষ্য মুছা মাছিমের নামে লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। লবনসার সৈয়দ পরিবার সৈয়দ আহমেদ ফকিরেরই বংশধর।[৭]

---

১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ,বরিশালের ইতিহাস(বারশাল; বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ;১৯৮২) পৃ.-২৮৬

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

৭. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত দাউদ শাহ্ (র.)

হযরত দাউদ শাহ্ (র.) বরিশালে কোন সময় আসেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তিনি সুলতানী আমলে চন্দ্রদ্বীপে (বরিশালের পূর্ব নাম) ইসলাম প্রচার করতে আসেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি মোগল আমলে ধর্ম প্রচার করতে বরিশালে আগমন করেন।[১] কাহিনী ও তাঁর তৈরী মসজিদের নির্মাণ কৌশল দেখে মনে হয় হযরত দাউদ শাহ্ (র.) মোগল আমলের প্রথম দিকে বাকলায় (বরিশালের পূর্ব নাম) আগমন করেন। সুগন্ধিয়ার সরদারদের পূর্ব পুরুষ শ্রাবন ঠাকুর হচ্ছে হযরত দাউদ শাহ্ এর সমকালীন। সরদারদের বংশ তালিকা অনুসারে দেখা যায় হযরত দাউদ শাহ্ (র.) ১৬ শতকের শেষভাগে এ অঞ্চলে আসেন।[২]

তিনি এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁর সাধনার কথা শুনে গৌড়ের তৎকালীন শাসনকর্তা মুগ্ধ হন। হযরত দাউদ শাহ্ এর কিসমত চরামদ্দি, পরগনা, চন্দ্রদ্বীপ নামে লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। ইংরেজ সরকার এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। শ্রাবন ঠাকুরের নামে শিবাইকাঠী গ্রামের নামকরণ করা হয় এবং আলামত খাঁর পুত্র আহম্মদ এর নামে চর আহম্মদিয়া বা চরামদ্দির নাম হয়েছে।

---

১. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ,বরিশালের ইতিহাস(বারশাল; বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ;১৯৮২) পৃ.-২৮৬

২. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র)
(১৮৭২-১৯৫২)

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব ভাগ। বাংলার মুসলমানদের করুণ অবস্থা। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার ফলে ইংরেজ বেনিয়াদের দখলে এ দেশ অধীনস্ত হবার প্রেক্ষাপটে, হিন্দুদের জাগরণ ও মুসলমানদের নিগৃহীত হবার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের জাতীয় অনুভূতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ নিভূ নিভূ অবস্থায় বিলীন হবার পথে। সারা বাংলা বিশেষ করে এর দক্ষিনাঞ্চল ছিল অজ্ঞনতার তিমিরে আচ্ছন্ন। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে নিজস্ব তাহজীব-তামদ্দুন ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল বিজাতীয় বিধর্মীদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও পোশাক-পরিচ্ছেদে।হিন্দুদের অনুকরণে নামের আগে শ্রী ব্যবহার করা, লুঙ্গির বদলে ধুতি পরিধাণ, টুপির বদলে মাথায় টিকি রাখা, মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদূর ব্যবহার, কপালে লাল টিপ, হিন্দুদের পূজাপার্বনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ, তিঁথি লগ্ন, দিকশূল পালন, দেবদেবীর নামে মানত করার মত বহু ইসলাম গর্হিত কাজ ও বিশ্বাস বাংলার ঘরে ঘরে সেসময় সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধের এক চরম বিপর্যয়। এমনি এক সংকট সন্ধিক্ষণে বাংলার এক অজানা অচেনা নিভৃত পল্লী ছারছীনায় দ্বীনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে ধরায় নেমে আসলেন এক পূণ্যবান তাপস, যুগশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হযরত মাওলানা শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.)।

জন্ম ও বাল্যকালঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, পীরে কামেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) ১৮৭২ খৃঃ মোতাবেক বাংলা ১২৭৯ সালের অগ্রহায়ন মাসে বরিশাল জেলার (বর্তমান পিরোজপুর জেলা) স্বরূপকাঠী থানার ছারছীনা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আকন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুন্সী সদরুদ্দীন আহমদ।[১] তিনি একজন দ্বীনদার ও পরহেযগার লোক ছিলেন। ১২ বছর বয়সক্রম পর্যন্ত তিনি পিতা-মাতার কাছে লালিত-পালিত হন এবং প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর বয়স যখন ১২ বছর তখন তাঁর পিতা হজ্জ করতে গেলে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাতা ও দাদা জীবিত ছিলেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে তিনি পরবর্তী জীবনে পদার্পন করেন।[২]

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রামে শৈশবকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করে মাদারীপুরের এক মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দ্বীনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন।[৩] ঢাকা থেকে তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। কোলকাতা অবস্থানকালে দেশীয় লোকেরা বিভিন্ন কাজে গিয়ে তাঁর নিকট ভিড় করতো যার ফলে তাঁর পড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে লাগলো। এজন্য তিনি কোলকাতা থেকে হুগলী মোহসেনিয়া মাদরাসায় চলে আসেন এবং এখান থেকে বৃত্তিসহকারে জামাতে উলা পাশ

---

১. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট), বরিশাল দর্পন (ঢাকা; সোনার বাংলা যুব পরিষদ; ১৯৯০) পৃষ্ঠা নং-২৯

২. সাদেক শিবলী জামান,বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া(ঢাকা;রহমানিয়া লাইব্রেরী;১৯৭৭) পৃষ্ঠা নং-২১৫

৩.মাওঃ নূর আহমদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা;এমদাদিয়া লাইব্রেরী; ১৯৮৬) পৃষ্ঠা নং-৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ইহার পর তিনি অন্যান্য স্থানে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[১]

ইলমে মা'রেফাত শিক্ষা ও বায়াত গ্রহণঃ

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) খুবই অধ্যবসায়ী ছিলেন। দিন রাত তিনি কিতাব নিয়ে গবেষণা করতেন। মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ইলমে মা'রেফাত তরীকা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং ফুরফুরা শরীফে গিয়ে তরীকার শিক্ষা নিতে থাকেন। ফুরফুরা শরীফের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন।[২] পীর সাহেব তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের ঐকান্তিক আগ্রহ ও বিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে চার তরীকার পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন।[৩]

দ্বীন প্রচারের সূচনাঃ

তাঁর স্বীয় পীরের আদেশে তিনি মানুষদেরকে হেদায়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রচার করতে থাকেন। বাংলা ১৩০৮ সনে তিনি স্ব-পরিবারে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং তিন বছর তথায় থাকেন। অতঃপর তাঁর মাতার আদেশে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আগের ন্যায় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হন।[৪]

আরবী ও ইসলাম প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারঃ

বৃটিশ শাসনামলে শাসকবৃন্দের বৈরী মনোভাব, নিপীড়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ,অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শিকড় উপড়ে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। প্রথমতঃ মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক উৎস ছিল জনগনের মুক্তহস্ত দান-খয়রাত এবং মুসলিম শাসকদের উদার সহযোগিতা। মুসলিম শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেসব লাখেরাজ সম্পত্তি দান করা হয়েছিল বৃটিশ শাসকরা তা কেড়ে নেয়। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও অফিস আদালতের প্রচলিত ভাষা ছিল ফারসী। ইংরেজ শাসকরা ফরাসীর বদলে ইংরেজি প্রবর্তন করায় এবং মুসলমানদের অফিস আদালতে চাকুরী ক্ষেত্র সংকুচিত করায় মুসলমানরা রাতারাতি নিজেরদেরকে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার জন্য অনুপযোগী একটি জনগোষ্ঠি হিসেবে দেখতে পায়। মুসলমানদের স্থানগুলো হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

দু'শ বছরের ও বেশী সময়ে ইংরেজদের শাসনামলে হিন্দুদের সংস্কৃতি, রসম-রেওয়াজ দ্বারা মুসলমানরা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। হিন্দুদের পূজা-পার্বন, গান-বাজনা, মেলায় মুসলমানরা দর্শক হিসেবে অংশ নিতে থাকে। নামাজ,রোযা, হজ্জ, যাকাতের মৌলিক দাবী পূরণেও সাধারণ মুসলমানদের মাঝে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে নিজস্ব সংস্কৃতি পদ্ধতির বদলে হিন্দুয়ানী ধারা অনুপ্রবেশ করে।ইসলমী শিক্ষা ও রীতিনীতি থেকে মুসলমানদের এই বিচ্যুতি বাংলার দক্ষিনাঞ্চল বরিশালে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ছারছীনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) কর্মতৎপরতার সুচনা হয় এই পটভূমিতেই। কলকাতা মাদরাসা থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ফুরফুরার পীর সাহেবেরে নিকট বাইয়াত

---

[১] পূর্বোক্ত

[২] . সাদেক শিবলী জামান,বাংলাদেশের সুফী সাধক ও অলী আওলিয়া, পৃষ্ঠা নং-২১৬

[৩] . পুর্বোক্ত,

[৪] . পুর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতে কাজ শুরু করেন।[১] ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার প্রসার ও উপরে উল্লেখিত কুসংস্কার, শিরক, বিদআত এবং অনৈসলামিক ভাবধারা, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পঙ্কিলতা হতে মুক্ত হয়ে একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিনি সুচিন্তিত কর্মপন্থা অনুসরণ করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং ছারছীনায় স্বীয় বাড়ীর গুলবাগ কুঞ্জে একটি মাদরাসা কায়েম করেন।[২]

তিনি দক্ষিন বঙ্গীয় বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলাসমুহে ব্যাপক সফর করে এ সকল জেলার বিভিন্ন এলাকা ও গ্রামে তাঁর মুরীদ ও খলিফাগণের সহযোগিতায় বহু মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল মাদরাসা স্ব-স্ব এলাকায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম, সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মক্তব, মসজিদ, মাদরাসা, প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ফলে এতদাঞ্চলের মুসলিম সমাজ থেকে শিরক, বিদআত ও অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার অভিশাপ হতে মুক্ত হয়।

ছারাছীনা মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ

বিগত এক শতাব্দী পূর্বে এ দেশে ইসলামী শিক্ষার আনুষ্ঠানিক কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিভিন্ন অলি আউলিয়া,পীর মাশায়েখদের আগমনে এ দেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে, বিদআত দূর হয়েছে, বাতিল আকীদা দূর হয়েছে এবং বিধর্মীদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা ও বুঝার জন্য ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ তথা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পীরে কামেল ছারছীনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) পাঠ্য জীবন শেষ করে মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা, আল কুরআন শিক্ষা দান, হিকমাত ও সুন্নাতের শিক্ষা এবং মানুষের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চরিত্র সংশোধনের নীতিমালা সামনে রেখে তিনি প্রণয়ন করেন ইসলামী দাওয়াতের একটি পরিপূর্ণ কার্যক্রম।

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) বহু নারিকেল, গুপারী ও আম কাঠালের গাছ কেটে একখানা গোলপাতা বিশিষ্ট ঘর তুলে নিজ বাড়ীতে আল কুরআন শিক্ষা দানের জন্য ১৯১৫ সনে সর্বপ্রথম একটি কেরাতিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] মাদরাসার প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন কারী খোরশেদ আলী সাহেব(র.), পরে ইদিলপুর নিবাসী মৌলভী মির্জা আলী সাহেব(র.)। তাঁরা মাদরাসায় জামাত নিয়মে তা'লিম দিতে শুরু করেন। এ সময় ভাণ্ডারিয়া নিবাসী মাস্টার এমদাদ আলী সাহেব(র.) এই মাদরাসার বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।[৪]

পীর সাহেব (র.) প্রথম থেকেই মাদরাসার ছাত্রদেরকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী লেবাস-পোষাক, আদব-কায়দা, চাল-চলন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা আমলসহ সর্ব বিষয়ে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাদারাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হলে বিদেশী ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের জন্য বোর্ডিং হিসেবে গোলপাতার ছাউনী বিশিষ্ট আরো একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৫]

---

[১]. আজিজুল হক বান্না,বরিশালে ইসলাম (ঢাকা;ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ;১৯৯৪) পৃষ্ঠানং-২৪৬

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. ড.এ.এফ.এম. আনওয়ারুল হক, শাহ সুফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) একটি জীবন একটি আদর্শ (ঢাকা;ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি;২০০৫) পৃ.-৩৪

[৪]. পূর্বোক্ত,

[৫]. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

এই বোর্ডিং এর নাম রাখা হয় হযরত মাওলানা সুফী ফতেহ আলী (র.) এর নামানুসারে "ফাতেহিয়া লিল্লাহ বোর্ডিং" এবং মাদরাসার নাম রাখা হয় 'ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত মাদরাসা'।[১]

তৎকালীন সময়ে জামাতে উলা পাস করার পর হাদীস বা টাইটেল পড়ার জন্য কোলকাতা ও হিন্দুস্থান ছাড়া আর অন্য কোথাও সুযোগ ছিলনা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছিল অল্প সংখ্যক কোলকাতা ও হিন্দস্থানে গিয়ে হাদীস বা টাইটেল পড়তে পারতেন। মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমেদ(র.) ছারছীনা মাদরাসায় টাইটেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাস্টার এমদাদ আলী (র.) কে দায়িত্ব দেন। পীর সাহেব (র.) হাদীস শরীফ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পেশোয়ারের বিচক্ষণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল জলিল (র.) ও মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সাদুলাহ (র.) সাহেবদ্বয়কে নিযুক্ত করেন।[২] হাদীস শরীফ খরিদ করার জন্য পীর সাহেব (র.) নিজ তহবিল থেকে এক হাজার টাকা দান করেন এবং ভক্ত মুরীদদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদীসের কিতাব সংগ্রহ করেন। ১৯৩৮ সনে মাদারাসায় টাইটেল আউয়াল এবং পরবর্তী বছর ১৯৩৯ সনে টাইটেল দুওম পড়ানো শুরু হয়।[৩] সরকারী অনুমতি না থাকায় ১৯৩৯ সনে প্রাইভেট হিসেবে কোলকাতা কেন্দ্রে টাইটেল পরীক্ষা দিয়ে অধিকাংশ ছাত্রই কৃতিত্বের সাথে পাস করতে সক্ষম হয়।

বই-পুস্তক প্রকাশঃ

জনগনের মধ্যে ইসলামী আদর্শ ও বিধি বিধানসমুহ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্য আরেকটি কর্মসূচী ছিল বাংলা ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক প্রণয়ন ও বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ। বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁর শতাধিক কিতাব রয়েছে।[৪] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বৃহৎ হল-[৫]

উর্দ্দু ভাষায়	(১) কাওলুছ ছাদীদ	বাংলা ভাষায় (১) তারিখুল ইসলাম (১২ খন্ড)
	(২) আল মাছায়েলুছ ছালাছ	(২) ফতওয়ায়ে সিদ্দিকীয়া(৫ খন্ড)
	(৩) আল হাকীকাতুল মা'রেফাহ্	(৩) মাজহাব ও তাকলীদ

ছারছীনা দরবারে ইসলামী কিতাবাদী প্রকাশ ও প্রণয়নের জন্য অভিজ্ঞ কয়েকজন মুরীদকে এ কাজে ব্যাপৃত রাখেন।

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগঃ

দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অবাধ শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে তিনি ছারছীনা আবাসিক মাদরাসায় বিনামূল্যে আহার-বাসস্থানের জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং স্থাপন করেন।[৬] প্রতি বছর কয়েকশত ছাত্র লিল্লাহ বোর্ডিং এ থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়ে আসছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন এলাকার মাদরাসায়ও লিল্লাহ বোর্ডিং এর ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং-৩৫

২. পূর্বোক্ত,

৩. পূর্বোক্ত,

৪. মাওঃ নূর আহমদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃষ্ঠা নং-৩৮৬

৫. পূর্বোক্ত

৬. আজিজুল হক বান্না,বরিশালে ইসলাম, পৃষ্ঠানং-২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

শোষণ-নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণঃ

শোষণ নির্যাতন বন্ধের জন্যও মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ (র.) কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুদ,রিশওয়াত ও জুলুম যে ইসলামী বিধানে সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ জনসাধারণের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা ছাড়াও তিনি স্বীয় মুরীদ ও ভক্তদেরকে সুদী লেনদেন এবং অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ ও এতিমদের হক কুক্ষিগত করা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এর ফলে শত শত ঋণগ্রস্ত খাতক শুধু ঋণের টাকা ফেরৎ দেয়া হতেই মুক্ত হননি বরং অনেক ক্ষেত্রে আসল ঋণের টাকা ফেরৎ দেয়া হতেও মার্জনা লাভ করে। বহু মর্টগেজ দেয়া জমি খাতকগণ ফেরৎ পান। দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তিনি সাহায্য তহবিল গঠন করে বিভিন্ন অঞ্চলের দূর্গত অসহায় মানুষদের মধ্যে খাদ্য ও অর্থ বিতরণ করেছেন।[১]

আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে তাঁর আন্তরিকতা,শ্রম,ত্যাগ-তিতিক্ষা বিফলে যায়নি। ধীরে ধীরে সমাজের চেহারা পাল্টে গেল। মুসলমান ধুতি ছেড়ে লুঙ্গী পড়ল, মাথায় টিকি কেটে টুপী পড়ল, দাড়ি কামানোওয়ালা দাড়ি রাখল,স্বরসতী পূজায় না গিয়ে মসজিদে গেল, নামের আগে শ্রীর পরিবর্তে মোহম্মদ লাগিয়ে দিল, বেনামাজী নামাজি হল, কত সুদখোর, ঘুষখোর, বাদক,গায়ক তওবা করে সুপথে এল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাঁর আদর্শে ও কর্মকান্ডে মুগ্ধ হয়ে পতঙ্গের মত ছুটে আসল ছারছীনার নেছার বাগে। সুশোভিত হল লক্ষ গোলাপের এক সমারোহ। সুবাসিত হল আকাশ,বাতাস,সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল গোটা বাংলার সর্বত্র।

ইন্তেকালঃ

পীরে কামেল হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমেদ ১৯৫২ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী মোতাবেক বাংলা ১৩৫৮ সালের ১৮ই মাঘ শুক্রবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন।[২] তাঁকে ছারছীনা দরবার শরীফে দাফন করা হয়।

---

[১].পূর্বোক্ত

[২]. মোঃ রফিকুল ইসলাম (সম্রাট), বরিশাল দর্পন , পৃষ্ঠা নং-২৯

Dhaka University Institutional Repository

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.)

(১৮৯৩-১৯৭৬)

ইসলাম প্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজেসেবা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বরিশালে যে ক'জন আলেমে দ্বীন এ অঞ্চলের ইতিহাসে চির স্মরনীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন; মাওলানা আবুল কাছেম (র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয়। অবিভক্ত বাংলা ও পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য, ভারতের বিখ্যাত পীর ফুরফুরা শরীফের বিশিষ্ট খলিফা, হরিসোনা থেকে কাছেমাবাদ উত্তরণের মহানায়ক এবং এতদাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসার সফল প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.) বরিশাল প্রতিভার এক মহান সাধক পুরুষ।

জন্ম ও বাল্যকাল ঃ

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, পীরে কামেল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.) ১৮৯৩ সনের ২৫ জানুয়ারি, শুক্রবার বরিশাল জেলার সর্ব উত্তরে অবস্থিত গৌরনদী থানার হরিসোনা (বর্তমানে কাছেমাবাদ) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী ছাদেক খলিফা।[১] তিনি একজন পরহেযগার, মুত্তাকী লোক ছিলেন। বাল্যকাল তাঁর পিতা-মাতার সাথেই কেটেছে। কিন্তু তাঁর বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন।[২] এরপর পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। মাতার ইন্তেকালের পর ৭ বছর বয়সে তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা দেযার জন্য কুমিলা নিবাসী কারী মোঃ নকিব উলাহকে নিয়োগ করা হয়।[৩] তাঁর কাছে মাওলানা কাছেম (র.) কুরআন ও ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ

কুমিল্লা নিবাসী কারী নকিব উলাহ তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার পর কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন ও উচ্চ শিক্ষা লাভের লক্ষ্যে নোয়াখালীর রায়পুরা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। উক্ত মাদরাসা থেকে তিনি ১৯১৮ সনে কৃতিত্বের সাথে আলিম পাশ করেন। এরপর তিনি ঢাকা আহম্মদিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯২০ সনে ফাজিল পাস করেন।[৪]

এরপর তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর নিকট ইলমে তাসাউফের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বায়াত গ্রহণ করে ফুরফুরার খলিফা হিসেবে নিজ দেশে চলে আসেন এবং মানুষদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকেন।

কর্মজীবনঃ

১৯২০ সনে ফাজিল পাস করে তিনি ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় চলে আসেন।[৫] ইদানিং প্রত্যেক গ্রামে যেমন যথেষ্ট ফাজিল, কামিল ডিগ্রিধারী আলেম ও গ্রাজুয়েট পাওয়া যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার

১.সম্পাদনা পরিষদ, শিক্ষা স্মারক'৯৬ (বরিশাল; কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদরাসা'১৯৮৬) পৃ.৪৩

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দিকে কয়েক গ্রাম মিলেও উচ্চ শিক্ষিত কাউকে পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। মাওলানা আবুল কাছেম (র.) এর ন্যায় মেধাবী ও সচ্চরিত্রবান যুবকের বেশী দিন বেকার থাকতে হয়নি। কোন সরকারী চাকুরীর মোহ কিংবা আগ্রহ না থাকলেও তিনি যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছেন সেই ইলমের চর্চা পুর্বক এর দ্বারাই হালাল রুজি অন্বেষণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় মাহিলারা এ,এন, উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীতে তিনি টরকী ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।[১] এর পাশাপাশি তিনি তাফসীরুল কুরআন ও ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে এলাকার নিরক্ষরদেরকে শিক্ষাদান ও সত্যিকার মুসলমান হবার তা'লিম দেন।

দ্বীন প্রচার ও প্রসার ঃ

প্রথম দিকে তিনি টরকী বন্দরে বাহাদুরপুরের পীর হযরত মাওলানা বাদশাহ মিয়া ও দুদু মিয়ার দ্বারা তাফসীরুল কুরআন মাহফিল করতে উৎসাহিত হন। পীর সাহেবগণ তাঁকে মাওলানা উপাধি দেন এবং মাওলানা হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন।[২] এরপর থেকে দেশে দেশে ওয়াজ-নসীহত ও আল কুরআনের তাফসীর পেশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি ফুরফুরা শরীফ গমন করেন এবং ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহন করে বিশিষ্ট খলিফা হিসাবে সমাদৃত হন।তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, ধৈর্য্যশীল ও সদালাপী। তাঁর সাথে এতদাঞ্চলের মুসলিম নেতৃবর্গ তথা শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক, কৃষক-শ্রমিক লীগ নেতা মাজেদ আলী, এতদাঞ্চলের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট ফরিদ কাজী, নলচিড়ার খান্দানী নেতা সৈয়দ আলাউদ্দিন (মনু মিয়া) প্রমুখের সাথে তাঁর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তথাকথিত গ্রামে জুময়া বিরোধী পীর দুদু মিয়ার সাথে 'বাহাস' পূর্বক এতদাঞ্চলে জুময়ার নামাজ কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩] জুময়ার মসজিদের সাথে তিনি ফোরকানিয়া মাদরাসা, মক্তব ও ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

হজ্জব্রত পালন ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৩২ সনে দক্ষিণ বিজয়পুর নিবাসী বিশিষ্ট বিত্তবান ও ধর্মপ্রান জনাব মোঃ সাইজুদ্দিন শরীফের সাথে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) যুবক বয়সেই হজ্জব্রত পালন করার সুযোগ পান।[৪] মক্কা ও মদীনা শরীফ যিয়ারত তথা রাসুলে করিম (স.) এর রুহানী প্রেরণা, ছারছীনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.) এর দোয়া ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে তিনি ১৯৩২ সনের ৮ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম হরিসোনা সিদ্দিকীয়া মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৫] প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানার নিজস্ব বৈঠকখানায় মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে গোলপাতার চাল বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ঘরে মাদরাসা চালু করা হয়। মাদরাসার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে এর সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে। ১৯৩৭ সনে মাদরাসায় ফাজিল ও ১৯৭৮ সনে কামিল ক্লাশ চালু করা হয়।[৬] এখন মাদরাসাটি বাংলাদেশের সেরা মাদরাসার একটি। এর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের মুসলমানগণ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অর্জনের বিরাট সুযোগ পেয়েছেন।

---

১. পূর্বোক্ত,পৃ.৪৪

২. পূর্বোক্ত,

৩. পূর্বোক্ত,

৪. পূর্বোক্ত,

৫. পূর্বোক্ত,

৬. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

হরিসোনা থেকে কাছেমাবাদঃ[১]

মাওলানা আবুল কাছেম (র.) ইসলামের ও সাথে সাথে এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। দলমত নির্বিশেষে সকলের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৯ সনে অবিভক্ত বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক কাছেমাবাদ মাদরাসায় শুভাগমন করলে মাদারাসা ও এলাকার উন্নয়নের এক ধাপ এগিয়ে যায়। তখন সকলের প্রাণের দাবী হরিসোনা নামের পরিবর্তে এ এলাকার নাম কাছেমাবাদ রাখার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করলে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক হরিসোনা নামের পরিবর্তে এ এলাকার নাম কাছেমাবাদ রাখার ব্যাপরে সরকারীভাবে অনুমোদন দান করেন।

মাদরাসা তথা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে রাজনীতিঃ

আজকাল আমাদের দেশে অধিকাংশই রাজনীতি করে থাকেন ব্যক্তিগত স্বার্থে - বড়জোর গোষ্ঠী কিংবা দলের স্বার্থে। কিন্তু মাওলানা আবুল কাছেম (র.) ছিলেন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের একমাত্র না হলেও প্রধান রাজনৈতিক প্লাটফর্ম মুসলিম লীগের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন কাছেমাবাদ মাদরাসা, ইসলামের প্রচার ও প্রসার সর্বোপরি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে।

১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে বরিশালের উত্তর-পশ্চিম এলাকার (কোতয়ালী, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর ও গৌরনদী) শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রার্থী আবদুল ওহাব খানকে পরাজিত করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ প্রার্থী মাওলানা আবুল কাছেম (র.) প্রাদেশিক পরিষদের এম,এল,এ নির্বাচিত হন।[২] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জনের পরে ১৯৫৫ সন পর্যন্ত ঐ সকল এম,এল,এ সদস্যগণই ছিলেন সংশিষ্ট অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকাঃ

১৯৬৪ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী ছিল গৌরনদীর উন্নয়নের জন্য একটা স্মরনীয় দিন। তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বিচারপতি (অবঃ) আবদুল জব্বার খান,জাতীয় পরিষদের সদস্য মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ও শিক্ষা বিভাগীয় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী আবদুস সোবহান মৃধা প্রমুখের সহযোগিতায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আবদুল মোনেম খান কাছেমাবাদ মাদরাসায় বাৎসরিক মাহফিলের সমাপনী দিবসে আসেন। গভর্ণর সাহেব মাদরাসার উন্নয়ন কাজে তাৎক্ষনিক ৬০,০০০/-টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ দিনই গভর্ণর কর্তৃক গৌরনদী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে কলেজে সরকারী তহবিল থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ পায়।[৩] এভাবে উত্তর বরিশালের দু'টো বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পশ্চাতে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হন।

---

১. পূর্বোক্ত পৃ:৪৫

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সামাজিক উন্নয়নে মাওলানা আবুল কাছেম (র.) এর অসামান্য সুনাম ও সুখ্যাতির কথা জেনে ১৯৭৯ সনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কাছেমাবাদ মাদরাসায় শুভাগমন করে একটি দ্বিতল ছাত্রাবাস তৈরী করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[১] ৬,১৫,০০০/- টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাস "জিয়া হল" নামে পরিচিত।

মাওলানা আবুল কাছেম (র.) এর উদ্যোগে উত্তর বরিশালের নাগাসীদেরকে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত করণ পূর্বক তাঁদেরকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন।[২] তাঁরই প্রচেষ্টায় তাঁর বড় জামাতা বাংলাদেশের প্রখ্যাত ওয়ায়েজ মরহুম মাওলানা আবদুর রব (বুলবুলে বাংলাদেশ) ভান্ডারিয়া বন্দরে বৈশাখী বর্ষবরণের নামে হিন্দুয়ানী তথা শিরক ও বিদয়াতপূর্ণ অনুষ্ঠান থেকে নিয়মিত তাফসীরুল কুরআন মজলিশে রূপান্তরিত করেন।[৩]

কাছোমাবাদ মাদরাসা সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাব পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বাজার, মসজিদ ইত্যাদি তারঁই অনন্য অবদান। জাতীয় জীবনের অনৈক্য, কুসংস্কার, জড়তা, ভীরুতা এবং হিংসা দলাদলি দূরীকরণে এবং ধর্মের আলোকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়াই ছিল তাঁর মুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

ইন্তেকাল ও দাফনঃ

হযরত মাওলানা আবুল কাছেম (র.) ১৯৭৬ সনে নিজ এলাকা কাছেমাবাদে ইন্তেকাল করেন।[৪] তাঁকে মাদারাসা প্রাঙ্গনেই দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.)

(১৯১৫-১৯৯০)

আল্লাহ রব্বুল আলামিন এ ধরার বুকে তাঁর দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং মানব জাতির হেদায়তের জন্য অসীলা স্বরূপ অলী-আওলিয়াগণকে প্রেরণ করেছেন। আর এ কারণে আল্লাহ অলিগণকে স্থান দিয়েছেন অতি উচ্চে। দ্বীনের প্রতি এই অলিদের খেদমত যেমন অফুরন্ত তেমনি তাঁদের স্মৃতিও থাকে অম্লান,চির ভাস্কর। ছারছীনা শরীফের পীরে কামেল মরহুম হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

জন্ম ও বংশ পরিচয়ঃ

শাহ সূফী আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) ১৯১৫ সনের বাংলা মোতাবেক ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ্য মাসে রোজ বৃহস্পতিবার এক শুভক্ষণে পিরোজপুর জেলার অন্তর্গত নেছারাবাদ উপজেলাধীন ছারছীনা গ্রামে প্রসিদ্ধ আকন বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন।[১] তাঁর পিতা ছিলেন বাংলার পীরে কামেল শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.)। তাঁর মাতার নাম মুহতারামা বেগম আফছারুন্নেছা। তিনি একজন উন্নতমনা ও ধর্মভীরু রমণী ছিলেন। তাঁর দাদা সূফী আলহাজ্জ ছদরুদ্দীন আহমদ (র.) ছিলেন সূফী জহির উদ্দিন আকন (র.) সাহেবের পুত্র।[২]

সূফী জহির উদ্দিন আকন (র.) মরহুম হাজী শরীয়তুলাহ (র.) সাহেবের সান্নিধ্যে থেকে ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।[৩] এই জ্ঞান লাভ করার পর তিনি দেশবাসীকে দ্বীনের তা'লিম দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময়ে এ দেশের মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক পিছনে ছিল। বিশেষ করে মুসলমানরা বিজাতীয় এবং অনৈসলামিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দরুন ইসলামী শিক্ষা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। হযরত সূফী জহির উদ্দিন আকন (র.) সাহেবের প্রচেষ্টায় এ দেশ থেকে গোমরাহীর সয়লাব কিছুটা দূরীভূত হয়। তাঁর পুত্র আলহাজ্জ সূফী সদরুদ্দীন আহমদ (র.) পিতার উত্তরসুরী হিসেবে এই তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সুশিক্ষিত, সৎ চরিত্রবান ও শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ ছিলেন।

শাহ্ খেতাব লাভঃ

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) খুবই ছোট শিশু। নিয়মিত কাপড় পরারও বয়স হয়নি। এমন এক সময়ে ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক (র.) তাঁর বাড়ী ছারছিনা শরীফে তাশরীফ আনেন। তিনি পুরাতন কুতুবখানায় বসে দর্শনার্থীদেরকে দোয়া ও নসীহত করছিলেন। এমন সময় শিশু আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) ভীরের মধ্যে এসে ফুরফুরা পীর সাহেবের নিকট বসে পড়েন। এ সময় ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা তাঁর হাতের তাসবীহগাছি আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন "শাহ সাহেব" যান।[৪] এ দিন থেকে হযরত মাওলানা নেছার উদ্দিন আহমদ (র.) তাঁর পুত্রকে শাহ সাহেব বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন।

---

১. আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, বীর মুজাহিদ পীর শাহ মোঃ ছালেহ (র.), (বরিশাল:ছারছীনা লাইব্রেরি ২০০৫) পৃ. নং-৭

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত,পৃ.-৯

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এটি ছিলো পুত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি ভাজন পীরের বিশেষ দোয়ার খেতাব। পরবর্তীতে আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) "শাহ সাহেব" লকবেই প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন।

শিক্ষা জীবনঃ

পারিবারিক পরিমন্ডলেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়।[১] মায়ের বুকে আধো আধো ডাকে যখন ঘর মুখরিত করে তুলতো তখনই শাহ মোহম্মদ সালেহ এর কুরআন শিক্ষার সাথে পরিচয় ঘটে। জন্ম গ্রহণের পর থেকেই তিনি উত্তরাধিকারসুত্রে পেয়েছেন একটা সুন্নাতে নববীর আদর্শ পরিবেশ। পরিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি মক্তবের সিড়িতে পা রাখেন। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে অল্প সময়েই পাঠ আয়ত্ব করে ফেলতেন।

এরপর তিনি নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। প্রতিটি শ্রেণীতে অননন্য সাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এখানে তিনি জামাতে উলা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।[২]

সাহারানপুরে উচ্চ শিক্ষা লাভ ঃ

কোলকাত ছাড়া এ বাংলায় আর কোথাও টাইটেল মাদরাসা ছিলনা। তিনি ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর জ্ঞান পিপাসা নিবারিত না হওয়ায় আরো উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের দ্বিতীয় শাখা সাহারানপুর মাজাহেরুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন। এখানে তিনি বিখ্যাত মনীষীদের কাছ থেকে দ্বীনি ইলম অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ [৩]

১. বিশ্ববিখ্যাত আলেম, বুযুর্গ, হাদিস শাস্ত্রের জনক অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাফেজ যাকরিয়া কান্দলভী (র.)
২. হযরত মাওলান শাহ আবদুর রহমান কামেলপুরী (র.)
৩. হযরত মাওলানা আলামা আসাদুলাহ সাহেব (র.)
৪. হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব (র.)
৫. হযরত মাওলানা মঞ্জুর আহমদ সাহেব (র.) প্রমুখ।

তিনি কিছুদিন দারুল উলুম দেওবন্দেও অবস্থান করেন। দেওবন্দের বিশিষ্ট মনীষীগণের বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম আলামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) ও অনন্য বুযুর্গ মনীষীগণকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) ইলমে শরীয়তের সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসুল, আকায়েদ, আরবী সাহিত্য, মানতিক, বালাগাতসহ যাবতীয় জ্ঞানে বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করেন।

ইলমে মা'রেফাত শিক্ষা ও বায়াত গ্রহণ ঃ

যুবক শাহ আবু জাফর মোহম্মদ সালেহ (র.) ইলমে শরীয়াত শিক্ষা গ্রহণের পর ইলমে মা'রেফাত অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সাহেবের হাতে বায়াত গ্রহণ করে তা'লিমী মা'রেফাত অনুশীলন করতে থাকেন। পরবর্তীতে পীর সাহেব তাঁকে তাঁর পিতার নিকট থেকে তা'লীম ও তালকীন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন।এ নির্দেশ মোতাবেক তিনি স্বীয় পিতার নিকট থেকেই তা'লীম ও তালকীন গ্রহণ করে ছাত্রাবস্থায়ই চার

---

১. পূর্বোক্ত,পৃ.-১১

২. পূর্বোক্ত

৩.পূর্বোক্ত, পৃ.-১২

Dhaka University Institutional Repository

তরীকায় পরিপূর্ণতা লাভ করেন।[১] তিনি শরীয়তের ইলম অর্জনের পাশাপাশি ইলমে মা'রেফাতর দীক্ষা নিয়ে যৌবন কালেই আধ্যাত্মিক সাধনা, রিয়াযাতের মাধ্যমে কামালিয়াত হাসিল করেন।[২] পিতার বাতলানো পথে তরীকত চর্চা, মোরাকাবা, মোশাহাদার মাধ্যমে মা'রেফাতের চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন এবং পরবর্তী যামানার মুজাদ্দিদের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পিতার ইন্তেকাল ও গদ্দিনশীন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ঃ

ছারছিনার পীর এবং তাঁর পিতা হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) ৮০ বছর বয়সে ১৯৫২ সনের ১ লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত ৯:৪৫ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন।[৩] শুক্রবার লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় উপস্থিত লক্ষাধিক খলিফা, মুরীদ, ভক্তকুল মনে করলেন যে, দাফন কার্য সম্পাদন করার পূর্বে হযরত পীর সাহেব কেবলার কায়েম মকাম নির্বাচন করা দরকার। জীবনে শেষ ভাগে পীর সাহেব কেবলা তাওয়াজ্জুহ, তাবলীগ, হেদায়াত এবং যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ কারবার বড় সাহেবজাদা আবু জাফর মোহম্মদ সালেহ (র.) এর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতিত পীর সাহেবের বিভিন্ন সময়ের উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, পীর সাহেব কেবলার পরে বড় সাহেবজাদাই তাঁর গদ্দীনশীন হবেন। মরহুম পীর সাহেব কেবলার গদ্দিনশীন হবার জন্য হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর নাম প্রস্তাব করায় মরহুম পীর সাহেবের মেঝ সাহেবজাদাসহ উপস্থিত সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৪] সে সময় উপস্থিত জনতা আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারন করে ভীষণ শোকের মধ্যে একটু আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

উপস্থিত লোকজন ছারছিনার গদ্দিনশীন পীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি নাতিদীর্ঘ এক খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবার পরে সকলের অনুরোধে তিনি মুনাজাত করেন। মুনাজাতের সময় অধিকাংশ লোক কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়েন।[৫]

হেদায়েত ও তাবলীগে দ্বীনঃ[৬]

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মদ সালেহ (র.) ছারছিনা মাদরাসা এবং সাহারানপুরের দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে কুরআন হাদিস তথা ইসলামী জ্ঞানের সর্বোচ্চ সনদ লাভ করার পর তরীকত ও মা'রেফাতে কামালাত অর্জন করে স্বীয় পিতার সঙ্গে হেদায়েত তাবলীগ ও তা'লীমে তালকীনের কাজে ব্যাপৃত হন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি হেদায়েত,তাবলীগ, তা'লীম ও তালকীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাঁর হেদায়েত ও তাবলীগের কর্মপন্থা ছিলো বিভিন্নমুখী। "ডাকো তোমার প্রভূর নামে হিকমত ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা"- কুরআনের এ নির্দেশ মোতাবেক তিনি ওয়াজ-মাহফিল, সভা-সমাবেশ, খানকা, মক্তব,মাসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা,বই-পুস্তক প্রনয়ন পেপার-পত্রিকা প্রকাশ এক কথায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং হেদায়েত ও তাবলীগের জন্য সম্ভব ও বৈধ সকল পন্থাই তিনি গ্রহণ করেছেন।

---

১. পূর্বোক্ত,পৃ.-১৪

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত,পৃ.-২২

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.-২৩

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত, পৃ.-২৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বাংলার প্রতিটি অঞ্চল টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আসাম, পশ্চিমাঞ্চলসহ সমগ্র এলাকা সফর করে ওয়াজ-মাহফিল, আলোচনা সভা, জিকিরের বৈঠক, দোয়া অনুষ্ঠান ইত্যাকার মাধ্যমে বাংলার আত্মবিস্মৃত সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকেন। এভাবে তিনি এতদাঞ্চলের প্রতিটি জনপদে উল্কার ন্যায় ছুটে চলছেন প্রতিটি দিন, রাত ও ক্ষণে, রোগ ক্লান্তি তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। কুচক্রী মহলের ভ্রুকুটি তাঁকে এতটুকু হতোদ্দম করেনি। তিনি নির্বিকার বিরামহীনভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেছেন।

তা'লিমী জলসা ঃ[১]

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.) ছিলেন যামানার মুজাদ্দিদ। তাঁর কার্যক্রম ছিল মুজাদ্দেদানা তরয তরিকার। তিনি তরীকতের ব্যাপারে এত সর্তক ছিলেন যে, যাঁরা তরীকার তা'লিম দিতেন তাঁরা কে, কেমন তাঁদের জ্ঞান, আমল আখলাক, তা'লিম তালকীনের প্রক্রিয়া কি এগুলো তিনি পরীক্ষা করে দেখতেন এবং অনুশীলন করাতেন ও এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা দিতেন। এ লক্ষ্যে দরবারের তা'লিমদাতাগণকে তা'লীমের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনার্থে বিভিন্ন সময়ে ৩/৪/৫/৭ দিন ব্যাপী তা'লিমী জলসার আয়োজন করতেন।

এ জলসা প্রত্যহ কয়েকটি অধিবেশনে বিন্যস্ত করা হত। ফজর বাদ তরীকা মশক করা, জিকির, তা'লিম-তালকীন। এরপর নাস্তার বিরতি। নাস্তাবাদ বিষয়ভিত্তিক দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আলোচনা। এরপরে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া ও জোহরের নামাজের বিরতি। বিরতির পর অধিবেশন চলতো আসর পর্যন্ত । আসরের পর শুরু হয়ে মাগরীব পর্যন্ত। মাগরীব বাদ আওয়াবীন নামাজ, জিকির-আজকার, তা'লিম তালকীন। এরপর এশা পর্যন্ত অধিবেশন আলোচনা। এশার নামাজ দেরী করে পড়া হতো আলোচনার সুবিধার জন্য। এশা বাদ তাহাজ্জুদ পর্যন্ত বিশ্রাম। এ প্রক্রিয়ায় চলতো জলসার দিনসমুহ। কে কখন কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন তার কপি পূর্বেই জলসায় আগত মেহমানদেরকে সরবরাহ করা হত। দরবারের খলিফাগণের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাস্সির ও প্রখ্যাত আলেম তাঁদের মধ্য থেকেই আলোচক নির্বাচন করা হতো। তা'লিমী জলসা শুরুর ২ মাস পূর্বেই আলোচকদের বিষয়বস্তু জানিয়ে দেয়া হতো এবং নির্ধারিত প্রবন্ধ রিভিউ কমিটিতে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা দিতে বলা হতো। রিভিউ কমিটির অনুমোদনের পর উক্ত প্রবন্ধ যথাসময়ে উপাস্থাপন করা হতো।

পীর সহেব কেবলার পরিবার-পরিজন ঃ[২]

গোপালগঞ্জ জেলার কোটালী পাড়া উপজেলার কুশলা গ্রামের এক স্বনামধন্য জমিদার বংশে পীর সাহেব কেবলা বিবাহ করেন। তাঁর শ্বশুরের নাম জনাব মৌঃ মোঃ তাইয়্যেবুর রহমান। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, ধর্মভীরু, জ্ঞানী, বৃদ্ধিমান সুপুরুষ। তাঁর ছিল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রথমা কন্যা মুহতারামা মনোয়ারা বেগমের সাথে মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। মুহতারাম পীর সহেব কেবলার ঔরসে ২ পুত্র ও ৫ কন্যা সন্তান জম্মগ্রহণ করেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর অবদানঃ

◆ ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসাঃ

বাংলার 'আল আযহার' হিসেবে খ্যাত ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসাটি পীরে কামেল মরহুম মাওলানা নেছরুদ্দীন (র.) সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর এ মাদরাসা পরিচালনার

---

১. পূর্বোক্ত,পৃ.-২৯

২. পূর্বোক্ত,পৃ.-১৭

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ দায়ভার এসে পরে গদ্দীনসীন পীর মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর উপর।[১] মরহুম পীর নেছারুদ্দীন (র.) সাহেবের এর স্বপ্ন আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার উদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি ঝাপিয়ে পড়েন কর্মক্ষেত্রে। তাঁর কর্মতৎপরতা, আদর্শ, নিষ্ঠা ও বুলন্দ হিম্মতের ফলে ছারছিনা মাদরাসার উন্নতির নব অধ্যায় শুরু হয়। দিন দিন বদলে যেতে লাগলো এর চেহারা। বাংলার শ্রেষ্ঠ আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র এখন সাজানো গোছানো সারি সারি অট্টালিকায় ঘেরা। হাজার হাজার ছাত্র থাকা-খাওয়া ফ্রি পেয়ে কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। মধ্যহ্ন সূর্যালোকের মতো ছড়িয়ে পড়ল এর সুনাম। শুধু বাংলাদেশেই নয় সমগ্র উপমহাদেশের অন্যতম আরবী ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হল ছারছিনা মাদরাসা। মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিস্তৃত হল এর পরিচিতি।

◆ ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া - এ- নেছারিয়া দীনিয়া ঃ

তৎকালীন সময়ে আলীয়া মাদ্‌রাসার আমল-আখলাক, সীরাত-সুরাত, লেখা-পড়া, আদব-কায়দা সবই ছিলো সুন্নাতে রাসুলুলাহ (স.) মোতাবেক। শাহ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.) জীবদ্দশাই উপলব্ধি করেছিলেন যে, আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ। উহা সংস্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু ইন্তেকালের পুর্বে এ ব্যাপারে তিনি কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। ইতোমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন। পিতার ইন্তেকালের পর মাদরাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার এসে পরে মাওলানা আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর উপরে। তিনি মাদরাসাটিকে আন্তারিকতার সাথে সুন্দরভাবে পরিচলানা করে যাচ্ছেন।

জীবনের শেষ দিকে এসে একটানা পরিশ্রমে গড়া মাদরাসার হাল-হকিকাত দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে চরম গাফলাতি, মাদরাসার শিক্ষক ছাত্রদের আমলে প্রকাশ্য ত্রুটি,নকল প্রবনতা তাঁর হৃদয়ে চরমভাবে আঘাত হানে। তিনি মাদরাসার এ করুণ পরিণতির কথা মাহফিলে লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জীবনের শেষলগ্নে ভবিষ্যৎ জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য, ফেতনার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৮৫ সনে নেছারিয়া দারুল উলুম (কওমী নেছাবের) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।[২] যার বর্তমান নাম ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া-এ-নেছারিয়া দীনিয়া।

◆ মক্তব, মাদরাসা, মাসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠা ঃ[৩]

মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) শুধুমাত্র ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত জামেয়া-এ-নেছারিয়া কামিল মাদরাসা পরিচালনা করেছেন তাই নয় তিনি পিতার আদর্শে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। শহরে বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সফর করে লোকজনদেরকে উদ্বুদ্ধ করে মক্তব, মাদরাসা, মাসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। এজন্যই তাঁর ভক্ত মুরীদানের মাধ্যমে হাজার হাজার মক্তব, মাদরাসা, মাসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি অঞ্চল ভ্রমন করলে চোখে পড়ে শত শত নেছারিয়া, ছালেহিয়া মক্তব, মাদরাসা ও খানকা। বাংলাদেশের অসংখ্য আলেম-ওলামা, টুপী, পাগড়ী, দাড়িওয়ালা মানুষ দৃষ্ট হয় তা তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসারই ফসল।

---

১. আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ছারছীনা একটি নাম, একটি ইতিহাস, পৃ.২৩

২ .পূর্বোক্ত

৩. আলহাজ্জ অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেন, বীর মুজাহিদ পীর শাহ মোঃ ছালেহ (র.), পৃ. নং-৫১

Dhaka University Institutional Repository

◆ ইবতেদায়ী মাদরাসা ঃ[১]

মাদরাসা শিক্ষা ছিল একটি অসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা যার প্রাথমিক ও শেষ স্তর ছিল না। মাদরাসায় ১ম শ্রেণী থেকে পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মাদরাসায় ভর্তি হতে হলে ৪র্থ/৫ম শ্রেণী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করে ভর্তি হতে হত। হযরত আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) তাই পূর্ণাঙ্গ একটি মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন জমিয়াতুল মোর্দারেছীনের সভাপতি মাওলানা এম,এ মান্নান সাহেবকে। মৃত্যুর ৫দিন পূর্বে ১৯৯০ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখ শুক্রবার বাদ জুমআ' ইবতেদায়ী মাদরাসা ও জমিয়াতুল মোর্দারেছীনের মহাসম্মেলন বিষয়ে তৎকালীন মহামান্য প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ক্যান্টনমেন্টে তাঁর বাসায় যান। প্রেসিডেন্টের বাসায় সাক্ষাৎ করে ইবতেদায়ী মাদরাসার হাজার হাজার শিক্ষকদের করুণ অবস্থার কথা উলেখ করে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য তাদের উপকারে তাঁকে কিছু করতে বলেন। মহামান্য প্রেসিডেন্ট বললেন " আসন্ন সম্মেলনে আমার ঘোষণায় শিক্ষকগণ খুশী হয়ে বাড়ী যাবেন। হুজুর আপনি চিন্তা করবেন না।" সেদিন থেকেই ইবতেদায়ী মাদরাসার সরকারী কার্যক্রম শুরু হয়। আর ইলমে দ্বীনের প্রকৃত দরদী যেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বশেষ দায়িত্ব পালন করলেন।

◆ জমিয়াতুল মোর্দারেছীনের পৃষ্ঠপোষকঃ[২]

বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষকদের একমাত্র অরাজনৈতিক সংগঠনের নাম বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোর্দারেছীন। এর কোন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। এ সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ছারছিনা শরীফের পীর মরহুম হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.)। সভাপতি হলেন আলহাজ্জ মাওলানা এম,এ মান্নান।

অবহেলিত জরাগ্রস্থ মাদরাসা শিক্ষা ও উপেক্ষিত মাদরাসা শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান কল্পে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগোপযোগী দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা, মাদরাসা শিক্ষার যথাযথ সংস্কার করা এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য। তেমনি উপেক্ষিত মাদরাসা শিক্ষকদের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধানের জন্যও এ সংগঠনের উদ্ভব।

◆ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, সিলেবাস ও কারিকুলাম পরিবর্তন ঃ[৩]

ঢাকা আলীয়া মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত ছিল মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। যেহেতু মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কোন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই এর কার্যক্রম ছিল খুবই সীমিত। মাদরাসা শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বোর্ডকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে হযরত পীর সাহেব এর পক্ষে আওয়াজ তোলেন। পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মাওলানা এম,এ মান্নানের সভাপতিত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোর্দারেছীনের নেতৃত্বে এ লক্ষ্যে নিয়মাতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্বশাসিত মাদরাসা এডুকেশন বোর্ড, মাদরাসা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ডাইরেক্টরেট স্থাপন, মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেল প্রবর্তন ইত্যাদি দাবী নিয়ে তৎকালীন ডিসি,এম,এ ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহামনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পরবর্তীতে মহামান্য প্রেসিডেন্ট এ জন্য এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। এ ভাবে পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭৯ সনে ৪ঠা জুন স্বায়ত্বশাসিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাস্তবায়িত হয়।এর পূর্বে

[১]. পূর্বোক্ত, পৃ.-৫২

[২]. পূর্বোক্ত, পৃ.-৫৩

[৩]. পূর্বোক্ত, পৃ.-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৭সন থেকে ১৯৭৯ সন পর্যন্ত মাদরাসা বোর্ড ছিল সরকারী সংস্থা আর পরিচালিত হত মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকার অধ্যক্ষ কর্তৃক।

◆ স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন ঃ[১]

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) বাংলার আনাচে-কানাচে শুধু হাজার হাজার মাদরাসা, মাসজিদ, মক্তব, খানকা প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি বরং স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা যাতে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায় তারও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি জানতেন এ দেশের সিংহভাগ ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। তারা যদি ইসলামী শিক্ষার সাথে পরিচিত না হয় তাহলে পরিণত বয়সে ইসলাম পালনে আগ্রহান্বিত হবেনা। তাই তিনি সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তথা স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় এর জন্য সরকারের নিকট বহুবার দাবী তুলেছেন। এ সব দাবীর প্রেক্ষিতে ছারছিনার মাহফিলে বসেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রদের জন্য ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক বিষয় ঘোষণা করে দেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ইসলামী শিক্ষা যাতে বাধ্যতামূলক হয় তজ্জন্য আমৃত্যু তিনি এর দাবী করে গেছেন।

◆ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশঃ[২]

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) এর প্রচেষ্টায় বহু ইসলামী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত, রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বহু শিক্ষিত মুরীদ ও খলিফাগণকে তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যার ফলে ছারছিনা দরবার ও এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ও প্রযত্নে শত শত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ।

◆ পত্রিকা প্রকাশ ঃ[৩]

হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র.) সময়কার প্রকাশিত তাবলীগ পত্রিকা তাঁর ইন্তেকালের পর অনেক সময় কাগজের দুর্মূল্য এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘূর্ণাবর্তেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এ তাবলীগ পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে তাঁর তত্ত্বাবধানে এশায়াত নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ইসলামী ভাবধারার একটি দৈনিক পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা হযরত পীর সাহেব অনুভব করলেন। ইরাক সফরের সময় এ ব্যাপারে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি মাওলানা এম,এ মান্নান সাহেবকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানান। আলাহ পাকের মেহেরবানীতে এবং পীর সাহেবের দোয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাই দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা পীর সাহেব কেবলার অনুপ্রেরণা, দাবী ও পরামর্শে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ ঃ[৪]

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.) এর শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দ্বীনি শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ছিল সর্বসময়ব্যাপী। তিনি একদিন বলেন, "আমি প্রচার চাই না আমি চাই সাধারণভাবে সকল মুসলমান ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হোক।" ধর্ম বিরোধী চক্র পীর সাহেবের শিক্ষা বিস্তারে যে অবদান তা মূল্যায়ন করতে চাইত না। কুচক্রী মহলের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে মহামান্য

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.-৬১

২. পূর্বোক্ত, পৃ.-৬৩

৩. পূর্বোক্ত,

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.-৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শিক্ষাবিস্তারে পীর সাহেবের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮০ সনে তাঁকে শিক্ষামোদী জাতীয় পুরস্কার স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ঃ

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মদ সালেহ (র.) ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন জাতীর শ্রেষ্ঠতম কর্ণধর, শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারক, অপরদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সূফীসাধক। সাধারণ মানুষ পীর সাহেব বলতে যা বুঝে থাকেন তা থেকে তিনি ছিলেন উর্ধ্বে। বৃহত্তর জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র দোয়া-কালাম,ঝাড়-ফুঁক দিয়ে খানকার চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ এহেন নীরব সাধকের ভূমিকা তাঁর ছিলনা। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ঝাড়-ফুঁক দেয়া পীরের কাজে নয়, পীরের কাজ হচ্ছে কলবের বিমার দূর করা, পথভোলা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আনয়ন চেষ্টা করা।

তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম সমাজ সংস্কারক। তাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে তিনি দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করেছেন। সংশোধনের জন্য যে কোন সরকারের কঠোর সমালোচনা করতে তিনি বিন্দুমাত্র পরোয়া করেননি। জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত পাষাণ প্রাচীর ঢাকা দুস্তর পথ পেরিয়ে মুক্তির আলোকময় ভূবনে পৌঁছানো ছিল তাঁর প্রত্যাশা। তিনি রাজত্ব বা ক্ষমতা চাননি। তিনি চেয়েছেন সামাজিক সংস্কার। কোন ভয় বা প্রলোভন তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ থেকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। তাঁর গোটা জীবনই ব্যয় করেছেন হেদায়েত ও তাবলীগের কাজে। তাঁর ওয়াজ বক্তৃতাই ছিল ভালো লোক, আল্লাহওয়ালা লোক তৈরীর মাধ্যমে সুশীল সমাজ বিণির্মানের নিমিত্তে। তিনি সমাজ থেকে অশ্লীলতা, সমাজ ও নীতি নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ, অপসংস্কৃতি দূরীকরণের জন্য সর্বদা সোচ্চার কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন।

দূর্গত মানুষের সেবাঃ[১]

হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (র.) প্রায়ই বলতেন, "মুসলিম জাতি একটি মানব দেহের মত, এর একটি অংগে আঘাত লাগলে সে ব্যাথা সমগ্র অংগেই সমভাবে অনুভূত হয়। এ জন্যই কোথাও কোন মানুষের বিপদ আপদ হলে ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছাস বন্যা কবলিত হলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া সকল মুসলমানদের কর্তব্য।" দুনিয়ার কোন স্থানে মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ শুনলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। মিটিং ডাকতেন, প্রতিবাদ জানাতেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিতেন, খতম পড়াতেন, দোয়া করতেন, আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। নওমুসলিমদের পূণর্বাসন, দুঃস্থ মানুষের সেবা ইত্যাদি কাজের জন্য হেমায়েতে ইসলাম তহবিল নামে একটি আলাদা ফান্ড গঠন করেন। এ ফান্ড থেকে বিভিন্ন দুর্যোগের সময় ছিন্নমুল মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করার কাজ করা হত। তিনি আর্ত-পীড়িত, অসহায় অভাবগ্রস্থ মানুষদের, গরীব প্রতিবেশীদের, সহায় সম্বলহীন দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে অকাতরে দান করতেন। অধিকাংশ সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন ভাবে দানের প্রচার প্রদর্শনী এড়িয়ে চলতেন। তাঁর দস্তরখানা ধনী-গরীব, দেশী-বিদেশী মেহমানদের জন্য ছিল উন্মুক্ত।

ইন্তেকালঃ[২]

দেশের কোটি কোটি মুসলামানের আধ্যাত্মিক মুর্শীদ, সমাজ সংস্কারক, জমিয়াতে উলামার আমীর হযরত মাওলানা শাহ আবু জাফর মোহম্মাদ সালেহ (র.) ১৯৯০ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪.৫৫ টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ছারছিনা শরীফে প্রায় দশ লক্ষাধিক ভক্ত অনুরাগী মুসলমানদের উপস্থিতিতে জানাযা শেষে স্বীয় পিতা ও মুর্শীদ হযরত শাহ সূফী আল্লামা নেছারুদ্দিন আহমদ (র.) এর পাশে চির শয়নে শায়িত করা হয়।

---

[১].পূর্বোক্ত, পৃ.-৭৭

[২]. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (র.)

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার দুধল ইউনিয়নে এই কামেল পীরের জন্ম আঠারো শতকের শেষভাগে।[১] তাঁর পিতা এলাকার একজন পরহেজগার মুত্তাকী লোক ছিলেন। ছোটবেলায় পরিবারেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সাহারানপুরে উচ্চ শিক্ষা লাভ ঃ

কোলকাতা ছাড়া এ বাংলায় আর কোথাও টাইটেল মাদরাসা ছিলনা। তিনি দেশীয় মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর জ্ঞান পিপাসা নিবারিত না হওয়ায় আরো উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দের দ্বিতীয় শাখা সাহারানপুর মাজাহেরুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি দাওরায়ে হাদীস পাস করে কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সর্বোচ্চ সনদ লাভ করেন।[২] এখানে তিনি বিখ্যাত মনীষীদের কারছ থেকে দ্বীনি ইলম অর্জন করেন।

তিনি কিছুদিন দারুল উলুম দেওবন্দেও অবস্থান করেন। দেওবন্দের বিশিষ্ট মনীষীগণের বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম আলামা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (র.) ও অন্যান্য বুযুর্গ মনীষীগণকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত মাওলানা হাতেম আলী (র.) ইলমে শরীয়তের সর্বোচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসুল, আকায়েদ, আরবী সাহিত্য, মানতিক, বালাগাতসহ যাবতীয় জ্ঞানে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশে ফিরে দ্বীনের কাজ করেছিলেন এবং ৭০ বছর বয়সে কুরআন শরীফ হেফজ করেন।[৩] হাদীস শাস্ত্রেও তিনি ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করেন উত্তর এবং উত্তরাঞ্চলের মানুষগণ তাঁকে হাফেজে হাদীস বলে অভিহিত করতো।

ইলমে মা'রেফাত শিক্ষা ও বায়াত গ্রহণ ঃ

মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (র.) ইলমে শরীয়াত শিক্ষা গ্রহণের পর ইলমে মা'রেফাত অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সাহেবের হাতে বায়াত গ্রহণ করে তা'লিমী মা'রেফাত অনুশীলন করতে থাকেন।[৪] তিনি শরীয়তের ইলম অর্জনের পাশাপাশি ইলমে মা'রেফাতের দীক্ষা নিয়ে যৌবন কালেই আধ্যাত্মিক সাধনা, রিয়াযাতের মাধ্যমে কামালিয়াত হাসিল করেন। পীরের বাতলানো পথে তরীকত চর্চা, মোরাকাবা, মোশাহাদার মাধ্যমে মা'রেফাতের চরম উৎকর্ষতা লাভ করেন।

দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগঃ

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নির্দেশে প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দ্বীনের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ছারছীনা দরবারের সাথে তাঁর বৈবাহিক দিক দিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি

---

১. মাওঃ মোঃ সাইফুল্লাহ, অধ্যক্ষ দুধল ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। সাক্ষাৎকার-২৫/৩/২০০৭

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

ছারছীনার পীর মরহুম নেছার উদ্দিন (র.) এর ভাগ্নি বিবাহ করেন।[১] যার কারণে ছারছীনার সাথে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে ঐকমত্য ছিল।

বিদআদপন্থী ফকিরদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম সংগ্রাম শুরু হয়। উত্তরাঞ্চল থেকে তিনি বরিশালে নিজ এলাকায় চলে আসেন। তখন ছিল ইংরেজদের শোষণের শাসন। এলাকার জমিদারী কুপ্রথা ও শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেন এবং বিজয়ী হন। জমিদারগণ তাঁর নিকট মুরীদ হতে বাধ্য হয়।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারঃ

তিনি এলাকায় এসেই ১৯২১ সনে দুধল নিজ বাড়ীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এটি ছিল বাংলাদেশের পুরাতন মাদরাসা সমূহের মধ্যে অন্যতম। বরিশাল অঞ্চলে ছারছীনা মাদরাসার পরই প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দ্বিতীয়। এলাকায় বাড়ীর মাঠে এবং মাদরাসা প্রাঙ্গনে তিনি তাঁর জীবিত অবস্থায় দীর্ঘ ৬৩ বছর দুই দিন ব্যাপী কুরআন-হাদীসের মাহফিলের ব্যবস্থা করেছেন।[৩] এখনো এর ধারাবাহিকতায় মাহফিল চলে আসছে।

তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ[৪]

(১) ইয়াতিম খানা প্রতিষ্ঠা

(২) হিফজুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

(৩) কুরআনের মৌলিক শিক্ষা সহজে বুঝার জন্য তিনি 'ম্যাপ' আবিস্কার করেন এবং এর মাধ্যমে সকলকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।

(৪) দান, সদকাহ ও গরীরদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন।

(৫) পূঁজা, ধুতির বিরুদ্ধে তিনি সার্বক্ষণিক লড়েছেন।

(৬) সামাজিক কর্মকান্ডে তিনি সার্বিকভাবে জড়িত ছিলেন।

শেষ জীবনে 'ইলমে তাসাউফ ফরজ' নিয়ে আলেমদের সাথে তাঁর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সকল আলেমরা একে ফরজ বলে স্বীকার করে। আলেমদের সাথে তাঁর মতানৈক্যের ব্যাপারে "মির্জাপুরের বাহাজ" নামে একটি বই রয়েছে।[৫]

---

১. ঐ

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (রঃ)

(১৯০৫-১৯৭৩)

চৌদ্দশত শতাব্দীর মহামানবগণের মধ্যে বাংলা ও পাক ভারত উপমহাদেশে যে সমস্ত অলি আউলিয়াগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, বরিশাল জেলার অন্তর্গত চরমোনাইর পীর শাহসুফী আলহাজ্জ মাওলানা মরহুম সৈয়দ মোঃ এছহাক (রঃ) তাঁদের মধ্যে একজন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

তিনি ১৯০৫ সনে মোতাবেক বাংলা ১৩১২ সনে বরিশাল শহরের নিকটস্থ কীর্তনখোলা নদীর পূর্বপারে পশুরাকাঠি গ্রামে সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ আমজাদ আলী। তিনিও মুত্তাকী ও পরহেজগার লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ ওমর আলী। তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ গোলাম আলী। তার বাবা-চাচা দুই ভাই ছিলেন, সৈয়দ আলী আকবার ও সৈয়দ আলী আজগর।[২]

কথিত আছে যে, তাঁরা দু'ভাই বাগদাদে আব্বাসী রাজত্বের শেষ ভাগে বাগদাদ হতে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাংলাদেশে আসেন। একজন বরিশাল শহরের পশ্চিমে লাকুটিয়া গ্রামে ও অপরজন উলেখিত পশুরীকাঠি গ্রামে তৎকালীন পশুর বনের মধ্যে ফকির দরবেশ হিসাবে বসবাস করতে থাকেন। বহুদিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করায় এতদ্দেশীয় জনগণের সাথে তাঁদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। অতঃপর তারা স্থানীয় ভদ্র পরিবারে বিবাহ করেন। সেই হতে এই দেশে তাঁদের বংশ পুরুষানুক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে।[৩] পীর সাহেব কেবলার পিতা মরহুম সৈয়দ আমজাদ আলী চরমোনাই নিবাসী মরহুম সৈয়দ ফরমান আলী মীর এর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই ঘরে পীর সাহেব কেবলা ও তাঁর তিন ভগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন। পীর সাহেব কেবলার বংশ পরিচয় হিসাবে দেখা যায় যে, তাঁর পিতা-মাতা উভয়ই সৈয়দ পরিবারের লোক ছিলেন। এই জন্য " নজিবুৎ তরফাইন" ভদ্র ও শরীফ বলা হয়।[৪]

বাল্য ও শিক্ষা জীবন ঃ

বাল্যকালে তিনি মামাবাড়ীতে ছিলেন। তাঁর কোন আপন মামা ছিল না। তাঁর এক চাচাতো মামা ছিল, তাঁর নাম ছিল মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ওরফে আহছানুল্লাহ তিনিই এতদ্দেশে সর্বপ্রথম উজানীর সুবিখ্যাত কারী মরহুম ইবরাহীম (র.) এর প্রথম খলিফা ছিলেন।[৫] তিনি একজন ওলি ও কুতুব ছিলেন। তিনি তৎকালীন হিন্দুস্থানের দেওবন্দ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পড়া সুশিক্ষিত বড় আলিম ছিলেন। তিনি হযরত পীর সাহেবকে ভাগিনা হিসাবে তাঁর পিতা-মাতার নিকট হতে বহু অনুরোধ করে চরমোনাই নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে কুরআন-হাদীসের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে থাকেন।[৬]

---

১. মাওঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান, ' চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার (রহঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী, (ঢাকা:আল এছহাক প্রকাশনী' ১৩৯৩ বাং) পৃঃ ১১।

২. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১২

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১৩

৬. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত পীর সাহেব তাঁর মামার নিকট থেকে বাল্য শিক্ষা লাভ করে উজানীর সুবিখ্যাত কারী হযরত ইবরাহীম (র.) এর নিকটে কাওয়ায়েদ সহ সাত কিরআতে কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন।[১] এরপর তিনি ভোলা দারুল হাদীস আলীয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। সেখান থেকে তিনি জামাতে উলা পাস করে আবার উজানীর সুবিখ্যাত কারী সাহেবের নিকট চলে যান। তিনি কারী সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং 'তাজকিয়ায়ে নফছ' ইলমে মা'রেফাত শিক্ষা করে খিলাফত হাসিল করেন।[২] তিনি প্রায়ই এই বায়াতটি পাঠ করতেন ঃ[৩]

علم باطن هم چرن مسکه -علم ظاهر هم چون شیر

گئ بود بی شیر مسکه -گئ بود ییروییر

তিনি বহু বছর পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ও মোজাহাদা করে বুজুর্গদের দু'আ হাছিল করে ফায়াজিয়ার হন। তাঁর জীবনে মুরুব্বী ও ওস্তাদদের দু'আ নেয়াই ছিল একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

ইলমে মা'রেফাত অর্জন ঃ[৪]

হযরত পীর সাহেব ভোলা দারুল হাদীস মাদরাসা থেকে জামাতে উলা পাস করে উজানীর কারী হযরত ইব্রাহীম (রহঃ) এর নিকট ইলমে মারেফাত শিক্ষা করতে থাকেন। কারী সাহেব তাঁকে যথেষ্ঠ স্নেহ ও মহব্বৎ করতেন এবং তাঁকে বাবা মৌলভী এছহাক বলে ডাকতেন। মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) বলেন - একদা আমি হযরত কারী সাহেবের নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাকে বললেন বাবা মৌলভী এছহাক! আমাকে ও আপনাকে এক রকম দেখায়। ঠিক না ? আমি বললাম ' আলহাম দুলিল্লাহ'।

একদা হযরত পীর সাহেব তাঁর পীর হযরত কারী সাহেব (র.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর! বাংলাদেশে বহু খান্দানী ও নামধারী মশহুর পীর সাহেবগণ আছেন তাঁদের সামনে আমি অধম কি করবো ? তখন হযরত কারী সাহেব (র.) নিজের শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা তাঁর মাথার উপর চতুর্দিক ঘুরিয়ে বললেন- 'বাবা মৌলভী এছহাক! যান, কুতুবে আলম হযরত রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহী (র.) এর তরিকা আপনার উছিলায় আল্লাহপাক বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌছে দিবেন। আল্লাহর ফজলে আপনার সাথে কেউ পারবেনা।' তাই তাঁর জীবনে দেখা যায় যে, তিনি আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াত করার জন্য দেশ-বিদেশ যখন গিয়েছেন, তখন তাঁকে এতদ্দেশে প্রচারিত চিশতিয়ায় ছাবেরিয়া তরিকার বহু মোখালেফ পীর ও আলেমদের সাথে মোকাবেলা ও বাহাছ করতে হয়েছে।

অল্প দিনের মধ্যেই হযরত পীর সাহেবের সুনাম-সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে চিশতিয়ার ছাবেরিয়া তরিকার জেকেরের হালকা দেখতে ও জেকেরের সুমধুর আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

---

[১]. পূর্বোক্ত

[২]. পূর্বোক্ত

[৩]. পূর্বোক্ত - পৃঃ ১৬

[৪] পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হেদায়াত ও তাবলীগে দ্বীন ঃ[১]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন "وماخلقت الجن و الانس الا ليعبدون-"[২] – একদা এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে হযরত পীর সাহেব ভাবলেন, আল্লাহ পাক আপন ইবাদত ছাড়া বান্দাগনকে কোন রকম মুক্তি দিবেননা। সেই থেকে তিনি সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। পীর সাহেবের এই অবস্থা শুনে তাঁর পীর হযরত কারী সাহেব (র.) এসে তাঁকে বললেন, বাবা মৌলভী এছহাক! আল্লাহ পাক সংসার পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গিয়ে একা একা ইবাদত করা পছন্দ করেন না। আপনি বাড়ীতে থেকে সংসার ঠিক রাখবেন এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবেন। ইহাই আলেমদের কর্তব্য ও আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

قوا انفسكم واهليكم نار [৩] – এরপর থেকে তিনি সংসার ঠিক রেখে দেশ-বিদেশে ওয়াজ নসিহত করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর বান্দাগনকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লঞ্চ, বোট, স্পিড বোর্ড, মাইক, ডায়নামা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ক্রয় করে আল্লাহর নামে ইসলামের কাজে উৎসর্গ করেছেন।[৪]

তিনি তাঁর নিজের লঞ্চটির নাম রাখেন 'জেহাদে ইসলাম'।[৫] উক্ত লঞ্চটি ছিল আগরতলার রাজার। দশ হাজার টাকায় উক্ত লঞ্চখানা রাজার নিকট থেকে হযরত পীর সাহেব ক্রয় করেন। বোটটি ছিল ঢাকার এক জমিদারের।[৬] তিন হাজার টাকায় ঐ বোটটি ক্রয় করে জীবনভর ইসলামের কাজে নিয়োজিত করেছেন। উক্ত লঞ্চ ও বোটে চড়ে তিনি দেশ-বিদেশে দিশেহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জে এক একটি হালকায়ে জিকির কমিটি গঠন করে মানুষদেরকে আল্লাহ ও রাসুলের দিকে আহবান করেছেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ঃ

হযরত পীর সাহেবের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনা হলো তাঁর নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত চরমোনাই আহছানাবাদ রশিদীয়া আলীয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং। তিনি মনে করলেন যে, দিশেহারা মানুষকে ওয়াজ-নসিহত, তাবলীগ, হেদায়াত দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকার মাধ্যম হলো মাদরাসা। কেননা মাদরাসায় কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকাহ ইত্যাদি কিতাবসমূহ নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে পড়ানো হয় এবং মাদরাসার মাধ্যমে সত্যিকার আলেম তৈরী হয়। যার ফলে আলেম দ্বারা ইসলামের আলো দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তাই তিনি বাংলা ১৩৪০ সনে উক্ত মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৭] প্রথমে তিনি দারসে নেজামি হিসেবে ইহা পরিচালনা করতে থাকেন। পরে তিনি আলীয়া মাদরাসার কারিকুলাম অনুযায়ী আলীয়া নিসাবের মাদরাসা চালু করেন। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে উহা উন্নতি করে বর্তমানে কামিল মাদরাসায়

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.১৭

২. পূর্বোক্ত,

৩. পূর্বোক্ত,

৪. পূর্বোক্ত,

৫. পূর্বোক্ত,পৃ:২০

৬. পূর্বোক্ত,

৭. মাওলানা ইউসুফ আলী খান, সাবেক উপাধ্যক্ষ, চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ কামিল মাদরাসা,বরিশাল।

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হয়েছে। এখান থেকে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র সুনামের সাথে ডিগ্রী নিয়ে নিজ নিজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ইসলামের আলো আরো বহুল পরিমানে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ইহা ছাড়াও চরমোনাই হাফেজিয়া মাদরাসা হতে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ হেফজ করে প্রতি বছর বহু হাফেজ দেস্তরবন্দি হয়ে দিকে দিকে আল কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে চরমোনাইর মাদরাসা ও দরবার বাংলাদেশের মধ্যে সুনাম সুখ্যাতিসহ দুনিয়া ও আখিরাতের ইসলামী কেন্দ্র হিসেবে জনগণের মধ্যে সুপরিচিত।

বৈবাহিক অবস্থা ও পরিবার পরিজন ঃ

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) সর্বপ্রথমে চরমোনাই নিবাসী তাঁর মামা সৈয়দ আবদুল জব্বার ওরফে আহছানুল্লাহ সাহেবের (র.) একমাত্র কন্যা মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুনকে বিবাহ করেন।[১] এ ঘরে তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম কারী সৈয়দ মোহাম্মদ মোবারক করিম। তিনি মাদরাসা শিক্ষায় জামাতে ছুয়ম পর্যন্ত পড়েছেন। দ্বিতীয় ছেলের নাম আলহাজ্ব সৈয়দ মাওলানা ফজলুল করিম। তিনি চরমোনাই মাদরাসা হতে জামাতে উলা পাশ করে ঢাকা লালবাগ মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস পাস করেন। তিনি পীর সাহেবের ইন্তেকালের পরে স্থলাভিষিক্ত হন।

পীর সাহেবের বড় কন্যা মোসাম্মাৎ আনোয়ারা বেগম। তাঁকে ভান্ডারিয়া নিবাসী মাওলানা জহুরুল হকের নিকট বিবাহ দেয়া হয়। তিনি একজন সুবিখ্যাত আলেম ও পীর সাহেবের খলিফা ছিলেন। বহুবছর যাবৎ তিনি চরমোনাই মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় কন্যা মোসাম্মাৎ নুরজাহান বেগম, তাঁকে পাতারহাট নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের নিকট বিবাহ দেয়া হয়। তিনি বহুদিন যাবৎ চরমোনাই মাদরাসার মুহাদ্দিস হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃতীয় কন্যা মোসাম্মাৎ মমতাজ বেগম ওরফে মুকুল। তাকে মেঝ জামাতার ছোট ভাই মাওলানা বেলায়েত হোসেনের নিকট বিবাহ দেয়া হয়। তিনি ঢাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করছেন।

হযরত পীর সাহেব আর একটি বিবাহ করেন বরিশাল শহরের পশ্চিমে হরিনাফুলিয়া নিবাসী সৈয়দ আলী দরবেশ সাহেবের কন্যাকে।সেই ঘরে একছেলে ও তিনি মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ছেলের নাম সৈয়দ হোসেন আহম্মদ। তিনি ১৫ বছর বয়সে ঢাকা লালবাগ মাদরাসায় পড়াকালীন অবস্থায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।[২] এই ঘরের বড় কন্যার নাম মোসাম্মাৎ হুরুন্নেছা। তাঁকে কুমিলা জেলার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা মমতাজুল করিম মোহাদ্দিস সাহেবের নিকট বিবাহ দেন। দ্বিতীয় কন্যার নাম মোসাম্মত নূরুন্নেছা বেগম। তাকে নলছিটি নিবাসী জনাব মাওলানা ইউসুফ আলী খান সাহেবের নিকট বিবাহ দেন। তিনি চরমোনাই মাদরাসার মুহাদ্দিস ও পরে ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত পীর সাহেবের এই দ্বিতীয় কন্যা মৃগী রোগী ছিলেন। একদা গোসল করার সময় পানিতে ডুবে মারা যায়। পরে পীর সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মাৎ মনিরুন্নেছা বেগমকে মাওলানা ইউসুফ আলী খানের নিকট বিবাহ দেন।[৩]

হযরত পীর সাহেব কেবলা শেষ বয়সে আরো একটি বিবাহ করেন। নোয়াখালী নিবাসী জনাব মোহাম্মাদ ইউনুস দরবেশ সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ আমেনা বেগমকে।[৪] সেই ঘরে তিন ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম সৈয়দ রশীদ আহম্মদ ফেরদাউস, দ্বিতীয় ছেলের নাম সৈয়দ

---

১. মাওঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান,চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার (রহঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী,পৃ. ২৬

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নাসির আহম্মদ কাওছার এবং তৃতীয় ছেলের নাম সৈয়দ খোরশেদ আহম্মদ রেদওয়ান। বর্তমানে তাঁরা সকলেই বিভিন্ন কাজ কর্মে জড়িত আছেন। এই ঘরের একমাত্র কন্যাকে ছোট বয়সেই ঢাকা নিবাসী আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছলিমুলাহ সাহেবের বড় ছেলে হাফেজ শামসুল হকের নিকট বিবাহ দিয়েছেন।

মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.)এর তরীকা ও খলিফা ঃ

সৈয়দ মাওলানা এছহাক (র.) উজানীর মরহুম কারী ইবরাহীম (রহঃ) এর খলিফা ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট হতে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকায় খেলাফত লাভ করেন। তিনি মুরিদদের এই তরিকায় বাইয়াত গ্রহণ করাতেন। তাঁর দ্বারাই বাংলাদেশের সর্বত্র এই তরিকা চালু হয়েছে।

হযরত পীর সাহেব কেবলা তিন শ্রেণীর মুরিদকে নিজের খলিফা বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১]

(১) প্রথম শ্রেণীর খলিফা ঐ সকল মুরিদান, যাঁরা আলেমে হক্কানী এবং যাঁরা পীর হবার উপযুক্ত। যাঁরা মুরিদ হয়ে রীতিমত ছবক আদায় করে মোশাহাদার ছবক শেষ করেছেন। হযরত পীর সাহেব কেবলা তাঁদেরকে খেলাফত দিয়ে মুরিদ করার এজাজৎ দিয়েছেন ও তাঁদেরকে নিজের খলিফা বলে আখ্যা দিয়েছেন। শেষ বয়সে তাঁর নিকট এই শ্রেণীর খলিফাদের নাম জিজ্ঞেস করায় তিনি ১৮ জন খলিফার নাম বলেছেন।[২] তাঁরা হলেন ঃ-

(১) মাওলানা মোঃ দলিল উদ্দিন ঃ কলাগাছিয়া
(২) মাওলানা মোঃ আক্রাম আলী ঃ আলীমাবাদ
(৩) মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম ঃ চরমোনাই, সাহেবজাদা,
(৪) মাওলানা আবুল বাশার ঃ শাহতলী
(৫) মাওলানা জহুরুল হক ঃ বড় জামাতা, ভান্ডারিয়া
(৬) মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন ঃ মেঝ জামাতা, মেহেন্দিগঞ্জ।
(৭) মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী খান ঃ ছোট জামাতা, নলছিটি।
(৮) মাওলানা মোঃ দেলোয়ার হোসেন আনছারী ঃ সরমঙ্গল।
(৯) মাওলানা মোঃ আজহারুল ইসলাম সিদ্দিকী ঃ মানিকগঞ্জ।
(১০) মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল গনি ঃ কুকুয়া
(১১) মাওলানা মোঃ আবদুর রশিদ ঃ কেওরাবুনিয়া।
(১২) মাওলানা হাফেজ মোঃ আবদুল আলিম ঃ নোয়াখালী।
(১৩) মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
(১৪) মাওলানা মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন ঃ ফরিদপুর।
(১৫) মাওলানা মোঃ আবদুল হাই ঃ ফরিদপুর।
(১৬) মাওলানা মোঃ মফিজুর রহমান ঃ বরগুনা।
(১৭) মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান ঃ সুবিদপুর।
(১৮) মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল আজীজ ঃ শ্রীপুর, রংপুর।[৩]

---

[১]. পূর্বোক্ত, পৃ.২৯

[২]. পূর্বোক্ত,

[৩]. পূর্বোক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

(২) হযরত পীর সাহেবের দ্বিতীয় পর্যায়ের খলিফা তাঁর ঐ সকল মুরিদান, যারা ছবক শেষ করেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে পীর হবার উপযুক্ত তা নেই এবং পীর সাহেব তাঁদেরকে নিজ নামে মুরিদ করতে আদেশ দেননি। বরং তাদেরকে বলেছেন যে আপনারা আমার নামে আমার জীবদ্ধশায় মুরিদ করতে পারবেন।[১] তাঁদের সঠিক সংখ্যা ও নাম পীর সাহেব কেবলা বলে যাননি।

(৩) পীর সাহেবের তৃতীয় পর্যায়ের খলিফা বাংলাদেশের প্রত্যেক মুহাজিদ কমিটির ও হালকায়ে জেকেরের ইমামগণ। পীর সাহেব তাঁদেরকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ হালকায়ে জেকেরের লোকদেরকে জেকেরের তালিম ও মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়ার আদেশ দিয়েছেন।[২]

পীর সাহেবের আদেশঃ

পীর সাহেব (র.) তাঁর মুরিদানদের জন্য নিম্নলিখিত আদেশ পূর্ণভাবে পালন করতে তাগিদ করেছেন।[৩]

(ক) শরীয়তের সম্পূর্ণ আদেশ ও সম্পূর্ণ নিষেধ মেনে চলবেন।
(খ) ফজর ও মাগরীববাদ সবক বাদ দিবেনা।
(গ) দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে যখন বিবাদ শুরু হবে তখন আখেরাতের কাজকে প্রাধান্য দিবে।
(ঘ) টুপি সর্বদা মাথায় রাখবেন।
(ঙ) সুন্নাতি জামা পরিধান করবেন।
(চ) মিসওয়াক করে ওযু করবেন।
(ছ) পাগড়ী বেধে নামাজ পড়বেন।
(জ) পায়খানা ও প্রসাবে ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবেন।
(ঝ) স্ত্রীদেরকে বোরখা পরে নামাজ পড়তে বলবেন। মহিলাগণ ফজর ও মাগরীববাদ আস্তে আস্তে যিক্‌র করবেন।
(ঞ) অন্য স্ত্রী লোকের সাথে সাক্ষাতে কথা-বার্তা বলবেন না এবং নিজ স্ত্রীদেরকেও অন্যদের থেকে বাঁচিয়ে রাখেবেন।
(ট) হালকায়ে যিকর নিজ ইচ্ছার অলসতা বসত ছাড়লে বাম ডানায় দশ জুতা গোপনে মারবেন।
(ঠ) হালকায়ে যিকরের তারিখে চুঙ্গা ফুঁকিয়ে বলবেন -আলাহ ও রাসুল (স.) এর পক্ষ হতে জানাচ্ছি যে, অদ্য ঐ মসজিদে মাগরীবের নামাজের পড়বেন। হালকায়ে যিকর, সুরা মুখস্থ ও শরীয়তের তা'লিম হবে। আপনার হাজির হবেন।

ইন্তেকালঃ

বাংলাদেশের এই বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) ১৯৭৩ সনে বাংলা ১৩৮০ সালের ৩০শে ভাদ্র রোজ রবিবার বেলা ৪টায় ৭০ বছর বয়সে নিজ বাড়ী চরমোনাইতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে চরমোনাই মাদরাসার প্রাঙ্গনে দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৩

২. পূর্বোক্ত,

৩. পূর্বোক্ত,পৃ.৪১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম
(১৯৩৫-২০০৬)

আলাহর বানী সর্বস্তরে পৌঁছাতে, দ্বীনের দাওয়াতের মিশন নিয়ে কাজ করেন আল্লাহর ওলি-আউলিয়াগণ। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অলি-আউলিয়াদের অবদান অনস্বীকার্য। এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার ও দ্বীনি শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অলি-আউরিয়াগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদেরই একজন হলেন বরিশাল জেলার সদর থানার চরমোনাই ইউনিয়নে বাংলার বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (র.)

জন্ম ও পরিচয়ঃ

এ মহান ব্যক্তিত্ব বরিশাল জেলার কোতয়ালী থানাধীন চরমোনাই গ্রামে ১৯৩৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.)। তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। তাঁর দাদার নাম সৈয়দ আমজাদ আলী। তিনি বরিশাল শহরের পূর্ব পাড়ের পণ্ডরাকাঠী গ্রামের সুবিখ্যাত সৈয়দ পরিবারের সন্তান।[২] কথিত আছে, তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ সৈয়দ আলী আকবার ও সৈয়দ আলী আসগর দু'ভাই বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাগাদাদ হতে বরিশাল শহরের পশ্চিম ও পূর্ব পাড়ে আস্তানা করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৩] তাদেঁরই বংশধর সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) চাঁদপুরের বিখ্যাত কারী উজানীর পীর হযরত মাওলানা ইব্রাহিম (র.) এর কাছে একাডেমিক পড়াশুনার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং চরমোনাই এসে মাহফিল ও ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[৪] তাঁর ইন্তেকালের পর পিতার উত্তরসূরী হিসেবে পীরের দায়িত্ব পালন করেন তাঁরই এ মেঝ পুত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (র.)।

শিক্ষা জীবনঃ

মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম (র.) নিজ গ্রামের স্কুল চরমোনাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিজের বাড়ীর মাদরাসা চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদারাসায় সুনামের সাথে জামাতে উলা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।[৫] এরপর তিনি ঢাকা লালবাগ জামেয়া মোহম্মাদীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের কাছে পড়াশুনা করে ১৯৫৭ সনে তিনি দাওরায়ে হাদীসের সনদ কৃতিত্বের সাথে লাভ করেন। সেখানে তাঁর ওস্তাদগণের মধ্যে উলেখযোগ্য ছিলেনঃ[৬]

১. হযরত মাওলানা মোহম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর(র.)।

২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক

---

১. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,চরমোনাইর পীর সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (র.)এর জীবন ও কর্ম' ১লা ডিসেম্বর-২০০৬, দৈনিক ইত্তেফাক।

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

৬. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩. হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ

৪. হযরত মাওলানা হেদায়েতুলাহ

৫ হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল মু'য়াজ

কর্মজীবনঃ

কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা শেষ করে তিনি নিজ বাড়ীতে চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন।[১] তিনি হাদীস তাফসীর, ফিকাহ , উসুল ফিকাহ বিশেষ করে ফাজিল ক্লাশের আরবী সাহিত্য মকামতে হারিরি অনায়াসে পড়াতেন। কামিল ক্লাসে তিনি ইবনে মাজাহ শরীফের দারস দিতেন। তিনি ক্লাশে শিক্ষার্থীদের বেশ মনযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন।

দ্বীনের দাওয়াতঃ

একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি তাঁর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) ও হাফেজ্জী হুজুর (র.) এর নিকট ইলমে মা'রেফাতের লাভ করেন।[২] খিলাফত লাভ করে পিতার ইন্তে কালের পর দেশ বিদেশে তাবলীগ ও হেদায়াতের কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তাঁকেই তাঁর পিতা সর্বসম্মতিক্রমে মাদরাসা ও তরীকা পরিচালনার ভার অর্পন করেছেন।[৩] তিনি মুজাহিদ কমিটির মাধ্যমে সারা দেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সারা দেশে তাফসীর, মাহফিল, আলোচনা সভা, দরবার প্রতিষ্ঠার মাধ্যেমে তরকীর কাজ করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে একটি দল গঠন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদানঃ

আরবী ও ইসলামী প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

(ক) চরমোনাই মাদরাসা পরিচালনাঃ পিতার প্রতিষ্ঠিত চরমোনাই রশিদিয়া আহসানাবাদ আলীয়া মাদরাসাকে তিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। তিনি কামিল হাদীস বিভাগের পাশাপাশি তাফসীর বিভাগ চালু করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার অগ্রগতি সাধন করেন।[৪] ইলম ও আমলের সমন্বয়ে ঘটিয়ে তিনি লেবাস, পোষাক, আমল-আখলাকের উপর জোর দিয়ে মাদরাসাটিকে খাঁটি নায়েবে নবী তৈরীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

(খ) চরমোনাই কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠাঃ আলীয়া মাদরাসার পাশাপাশি তিনি পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারসে নেজামি নেছাবে ১৯৮২ সনে তিনি কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত এ মাদরাসায় পড়ানো হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী নিয়োগ দিয়ে তিনি নিজে এর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের বিভিন্ন এলাকার বহু ছাত্র এখানে এসে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করে দ্বীনি কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

---

১. মাওঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান, ' চরমোনাইর মরহুম পীর সৈয়দ মোঃ এছহাক সাহেব কেবলার (রহঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী,

২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,চরমোনাইর পীর সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (র.)এর জীবন ও কর্ম' ১লা ডিসেম্বর-২০০৬, দৈনিক ইত্তেফাক।

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠাঃ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য তিনি ১৯৮৭ সনে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।[১] এ বোর্ডের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পবিত্র কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআন শিক্ষা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। এ বোর্ডের অধীনে কেরাতুল কুরআন ট্রেনিং এর আওতায় প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়েলসহ পবিত্র কুরআন সহীহভাবে পাঠের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ বোর্ডের অধীনে আদর্শ বাংলা বিভাগ নামে অপর একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।[২]

(ঘ) হিফজুল কুরআন বিভাগ প্রতিষ্ঠাঃ তিনি আলীয়া, কওমী নেছাবের মাদরাসা পরিচালনার পাশাপশি আল কুরআনকে হিফ্জ করানোর লক্ষ্যে হিফজুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] প্রতি বছর বহু ছাত্র হাফেজ হয়ে কুরআন শিক্ষার খেদমতে নিয়োজিত হন।

(ঙ) বার্ষিক মাহফিল বাস্তবায়নঃ পিতার আমলে চালু করা বৎসরে দুইবার বার্ষিক মাহফিল তিনি চালু রেখেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তরীকার প্রশিক্ষণ দিতেন এবং ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার এক তাগাদা মুরীদানদের করতেন।

তাঁর ৭১ বছর বর্ণ্যাঢ্য জীবনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ-মাহফিল, মসজিদ, মাদরাসা, খানকা প্রতিষ্ঠা, তালিম-তারবিয়াত সহ বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে জড়িত থেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি দ্বীনের দাওয়াতের মিশন নিয়ে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, মায়ানমার, আফগান,মালদ্বীপসহ বহু দেশে তিনি ভ্রমন করেছেন।[৪] তাঁর ভক্ত মুরীদান ছড়িয়ে আছে প্রায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে।

ইন্তেকালঃ

দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম (র.) ৭১ বছর বয়সে ২০০৬ সনের ২৫ নভেম্বর নিজ বাড়ী চরমোনাইতে বার্ষিক মাহফিলের পূর্ব দিন ইন্তেকাল করেন।[৫] তাঁকে নিজ বাড়ীতে তাঁর পিতার কবরের পাশেই দাফন করা হয়।

---

১. পূর্বোক্ত

২. পূর্বোক্ত

৩. পূর্বোক্ত

৪. পূর্বোক্ত

৫. পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বরিশাল জেলায় আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশঃ

একথা ঠিক যে, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে আউটপুট যেমনটি হবার কথা ছিল তেমনটি হয়নি। বিশেষ করে মাদরাসাসহ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমুহের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনে ব্যক্তিগত যোগ্যতায় পবিত্র কুরআন,হাদীস, ইসলামী আইন সম্পর্কে যতটুকু জানার কথা ছিল ততটুকু জানতে পারছেনা। ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী তার সামাজিক আচরণে রাসুলুল্লাহ (স.) এর অনুসৃত নীতি, অধিকার-কর্তব্য, লেন-দেন, শান্তি-শৃংখলা, রাষ্ট্রচিন্তা, ইবাদতের তাৎপর্য, আমল-আখলাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান-লব্ধ বিষয়ের (কোন কোন ক্ষেত্রে) উপযুক্ত মাত্রায় প্রতিফলন ঘটাতে পারছেনা। অপরদিকে মসজিদ-মক্তবসমুহের ইমামদের সমাজে যথাযথ মর্যাদা না থাকায় তাঁরা সঠিকভাবে আরবী ও ইসলামের শিক্ষাকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে পারছেনা। ফলে সাধরাণ মানুষদের মাঝে আরবী ও ইসলামের যথাযথ শিক্ষা প্রতিফলিত হচ্ছেনা।

কাজেই এ বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে এ অঞ্চলে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে আমার এ গবেষণাকর্মে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করছিঃ

(১) মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করা।

(২) পবিত্র কুরআনের অতি মূল্যবান আদেশ-নিষেধ ও অনুসন্ধানের আয়াতসমুহকে সুনির্দ্দিষ্ট ও বিষয়ভিত্তিক বাছাই করতে হবে। উক্ত বাছাইকৃত আয়াতসমুহের নিয়মিত পঠন, মর্মার্থ উপলব্ধি ও সকল পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শ্রেণী-উপযোগী যোগ্যতার মানে বিন্যস্ত করতে হবে।

(৩) আরবীকে একটি জীবন্ত ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে।

(৪) আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গোঁড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম দুই বছর ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) মাদরাসা শিক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের মুল্যবান সূত্রাবলী অবলম্বনে স্তরভিত্তিক শ্রেণী উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে তার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসমুহ তৃণমূল পর্যায় থেকে ঢেলে সাজাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে খালেছ দ্বীনি মাদরাসা ও মকতবসমুহ প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) আলেম-ওলামাগনকে ইসলাম ধর্মের হিফাজত বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং মুসলিম উম্মাহর সর্বস্তরে দ্বীনি শিক্ষা ও তাবলীগের মাধ্যমে খায়রুল কুরুন ও সলফে সালেহীনের আদর্শানুরূপ ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের আত্মপ্রত্যয়ী করার জোর চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৮) সমাজ থেকে জাহালাত তথা নিরক্ষরতা, মূর্খতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপ-সংস্কৃতি, কুসংস্কার, শির্ক, বিদআত ইত্যাদি দূর করা এবং সর্বস্তরের জনগণের নিকট ইসলামের জ্ঞান পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের সর্বপর্যায়ের আলেমদের সচেতন হতে হবে।

(৯) মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য সরকারীভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) মসজিদের ইমামদের সার্বিক স্বাধীনতা দেয়া যাতে তাঁরা নির্ভয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা সঠিকভাবে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে।

(১১) ইমামদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা এবং তাঁদেরকে সামাজিক মর্যাদা দেয়া, তাঁদের সম্মানী বাড়িয়ে দেয়া।

(১২) মাদরাসাসমূহকে ডেভলপমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা। ভবন সমস্যা ও শ্রেণীকক্ষ সমস্যা দূর করা।

(১৩) সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার সমমান দেয়া।

(১৪) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে মানুষের মাঝে তাঁর দ্বীনকে পৌঁছে দেযার জন্য অগনিত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে দেয়া হয়েছিল হিদায়াতের মশাল স্বরূপ ঐশী বাণী। আর এ ঐশী বাণীর বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর নবী-রাসুলগণ বিভিন্নভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে বানানোর চেষ্টা করেছেন। সারা পৃথিবীতেই এ মহান বাণীর শিক্ষা গ্রহণ করে খোদাদ্রোহিতা ও অনৈসলামিক কার্যক্রম বন্ধ করে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা চলে আসছে।

বাংলাদেশে ইসলাম এসেছিল বিজয়ের বেশে-বখতিয়ারের তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। তবে ইসলাম তলোয়ারের বদলে প্রেম-মানবতা ও শাশ্বত মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসেছে। ইসলাম পূর্বকালেই এ অঞ্চলের সাথে আরব দুঃসাহসী নাবিকদের সমুদ্রপথে সংশ্রব ছিল, ছিল ব্যবসার লেনদেন। চট্রগ্রাম থেকে সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, মালদ্বীপ এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত আরবদের বাণিজ্য বহরের বিস্তৃতি ছিল। ইসলামের চুড়ান্ত আগমন সারা বিশ্বে বিপ্লবের কাঁপন সৃস্টি করে। এ বিপ্লব দৃশ্যত যত শাণিতই মনে হোক না কেন মনোজগতেই এ বিপ্লবের অভিঘাত প্রথম আঘাত হেনেছিল। আর এ ভূ-খণ্ডে মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয় কিংবা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহম্মদ বিন বখতিযার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের আগেই ইসলামের আগমন ঘটেছিল এবং সেটা অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছিল। এমন প্রমানও পাওয়া যায় যে, মহানবী (স.) এর দু'একজন সাহাবাও এ ভূ-খণ্ডে তাঁদের পদধূলি দিয়েছেন। তবে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, এখানে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে ইসলামের উদারচেতা আওলিয়া-দরবেশ ও পীর-মাশয়েখদের দ্বারা। দেশটি সূদুর অতীতকাল থেকেই ইসলামের জন্য উর্বর।

আমি আমার এ গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা বরিশালে ইসলামী শিক্ষা ও আরবী শিক্ষার প্রসারে এ অঞ্চলের ইসলামপ্রিয় মানুষ, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যার ফলে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম এ অঞ্চলের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস জানতে সক্ষম হবে এবং আরবী ও ইসলামপ্রিয় পাঠকদের জন্য মাইলফলক হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কবুল করুন এবং তাঁর দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

সিরাজ উদ্দিন আহমেদ ঃ বরিশাল জেলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড, (বরিশাল; বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ; ১৯৮২)

মোঃ সাইফুদ্দীন ঃ বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস, (ঢাকা; ফোকলার ফাউণ্ডেশন: ১৯৮৯)

আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, (ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ১৯৯৪)

আজিজুল হক বান্না ঃ বরিশালে ইসলাম,(ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ১৯৯৪)

শ্রীবৃন্দাবন পুততুণ্ড ঃ চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, (বরিশাল; বাংলা-১৩২০সাল)

H.Beveridge ঃ The District of Bakerganj-its history and Statistics;(London;1876)

মোঃ রফিকুল ইসলাম(সম্রাট) ঃ বরিশাল দর্পন, (ঢাকা; সোনার বাংলা যুব পরিষদ;১৯৯০

মোঃ সাইফুদ্দিন ঃ বরিশাল জেলার লোক সাহিত্য, (ঢাকা; ফোকলার ফাউণ্ডেশন: ১৯৮৯)

টি.এম. জালাল উদ্দিন ঃ ঐতিহ্যবাহী বরিশাল, (বরিশাল; স্মৃতি প্রকাশ; ১৯৯৬)

ড.গোলাম সাকলাইন ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক, (ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ১৯৯৪)

ড.মুহম্মদ আবদুল্লাহ ঃ আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, (ঢাকা;কামিয়াব প্রকাশন;২০০০সন)

আবদুল হক ফরিদি ঃ মাদরাসা শিক্ষা-বাংলাদেশ, (ঢাকা; বাংলা একাডেমী; ১৯৮৫সন)

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আবদুস সাত্তার ঃ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব, (ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ২০০৪)

ড. আবদুল করিম ঃ মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, (ঢাকা; বাংলা একাডেমী; ১৯৯৯৪সন)

আব্বাস আলী খান ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার;১৯৯৪)

ড.মোহম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমানঃ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মসজিদের ভূমিকা, (ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ২০০৪)

ড.আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দিন ঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ২০০২)

এস.এম ইলিয়াস ঃ অজানা সূফীদের জানা, (ঢাকা;কাশবন; ১৯৯৪)

সাদেক শিবলী জামান ঃ বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী-আওলিয়া, (ঢাকা; রহামনিয়া লাইব্রেরী; ১৯৭৭

মাওঃ নূর আহমদ আজমী ঃ হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, (ঢাকা; এমদাদিয়া লাইব্রেরী; ১৯৮৬)

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যাঁরা, (ঢাকা; আধুনিক প্রকাশনী; ২০০৫)

ড.এ.এফ.এম আনওয়ারুল হকঃ শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমেদ (র.) ঃ জীবন কর্ম, (ঢাকা; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী;২০০৫)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেনঃ শাহ সূফী আবু জাফর মোঃ সালেহ (র.)এর জীবনী, (ঢাকা; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী;২০০৫)

মাওঃইউসুফ আলী খান ঃ সৈয়দ মোঃ এছহাক (র.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, (ঢাকা; আল এছহাক প্রকাশনী; ১৯৮৬)

অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাঈল হোসেনঃ ছারছীনা একটি নাম একটি ইতিহাস, (বরিশাল; ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী;২০০৫)

মোঃ জাহাঙ্গীর ওবায়েদুল্লাহ ঃ মাওঃ বশিরুল্লাহ আতাহারীর জীবনী, (বরিশাল; ফোরকানিয়া লাইব্রেরী; ২০০৪)

শাহ মোঃ আবদুর রাহীম ঃ উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র,(ঢাকা; সোনালী সোপান;২০০৪)

ড.এ.আর.এম আলী হায়দার ঃ উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র, (ঢাকা; পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স; ২০০৬)

নীতিমালা ঃ বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড, চরমোনাই, বরিশাল।

দীনিয়া পরিচিতি ঃ ছারছিনা জামেয়া -এ নেছারিয়া দীনিয়া, ছারছিনা,বরিশাল।

মাহমুদিয়া স্মারক'০৫ ঃ জামেয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া ,বরিশাল।

শিক্ষা স্মারক'৮৬ ঃ কাছেমাবাদ সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা, গৌরনদী, বরিশাল।

বিদায় স্মরনিকা'০৫ ঃ সাগরদী ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, বরিশাল।

গঠনতন্ত্র(১৯৮৬) ঃ আল হেলাল ট্রাস্ট, গৌরনদী, বরিশাল।

গঠনতন্ত্র(১৯৮৩) ঃ আল আল ফারূক সোসাইটী, বরিশাল।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ পূর্বাঞ্চলীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিষদ

লেচুশাহ মাজার পরিষদের কার্যবিবরনী আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট-২০০৬